



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
the global coalition against corruption



ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন

জলবায়ু পরিবর্তন

www.ti-bangladesh.org

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বৈশ্বিক সাড়া নজিরবিহীন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, গভীর অর্থনৈতিক রূপান্তর এবং ব্যাপক পরিমানে সম্পদ হস্তান্তরের ওপর নির্ভরশীল। দুর্নীতি এসব প্রয়াস ভণ্ডুল করার ক্ষেত্রে হুমকি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর 'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: জলবায়ু পরিবর্তন' হচ্ছে প্রথম প্রকাশনা যা জলবায়ু সংক্রান্ত প্রধান দুর্নীতি ঝুঁকিসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরূপন করেছে। এই বইটি প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে নীতিনির্ধারক, অনুশীলনকারী এবং অন্যান্য উপকারভোগীর ঝুঁকিসমূহ অনুধাবন এবং কার্যকর সাড়া তৈরিতে, বিশেষত যখন জলবায়ু সংক্রান্ত শাসনব্যবস্থার মূল কাঠামো প্রণীত হচ্ছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণে সহায়ক হবে। পঞ্চাশেরও বেশী নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞ ও চর্চাকারী চারটি মূল ক্ষেত্রে প্রদায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন:

- ❑ **শাসন ব্যবস্থা:** জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ অনুসন্ধান
- ❑ **প্রশমন:** সততা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস
- ❑ **জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন:** জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন, অর্থায়ন ও অভিযোজন কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের পথে দুর্নীতি ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণ
- ❑ **বনায়ন শাসন ব্যবস্থা:** ক্ষয়িষ্ণু বনায়ন খাতে দুর্নীতি ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় সাড়া এবং আন্তর্জাতিক কৌশলসমূহে শুদ্ধতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বন উজাড় বন্ধ ও পুনঃবনায়ন জোরদারকরণ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) হচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত নেতৃস্থানীয় বৈশ্বিক নাগরিক সংগঠন। বিশ্বব্যাপী নব্বইটি চ্যাপ্টার এবং বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সচিবালয়ের মাধ্যমে টিআই দুর্নীতির কুফলসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করেছে। এই সংস্থা সরকার, ব্যবসা এবং নাগরিক সমাজের সঙ্গে মিলে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কাজ করেছে। আরো তথ্যের জন্য দেখুন www.transparency.org

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) একটি স্বাধীন, দলীয় রাজনীতিমুক্ত এবং অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টার হিসেবে টিআইবি কাজ করেছে। টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাবমুক্ত।

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: জলবায়ু পরিবর্তন



বাংলা অনুবাদ : বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম

সম্পাদনা : ট্রান্সপারেঞ্জি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

ইংরেজি প্রতিবেদনটি আর্থস্ক্যান কর্তৃক ২০১১ সালে প্রথম প্রকাশিত

আর্থস্ক্যান লি. ডানস্টান হাউস, ১৪ এসটি, ক্রস স্ট্রিট, লন্ডন ইসিআইএন ৮এক্সএ, ইউকে.

আর্থস্ক্যান এলএলসি, ১৬১৬ পি স্ট্রিট, এনডব্লিউ, ওয়াশিংটন, ডিসি ২০০৩৬, ইউএসএ

আর্থস্ক্যান পাবলিসেস ইন এ্যাসোসিয়েশনস উইথ দি ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট।

আরো তথ্যের জন্য www.earthscan.co.uk অথবা earthinfo@earthscan.co.uk

ইংরেজি প্রতিবেদনটি গ্যারেথ সয়নি, রেবেকা ডবসন, ক্রিনা দেসপোটা ও ডিইটার জিনবাউয়ার কর্তৃক সম্পাদিত

© ট্রান্সপারেঞ্জি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ২০১৩

প্রকাশকের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে এই প্রকাশনার কোনো অংশ পুনঃমুদ্রণ, প্রকাশ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার, ইলেক্ট্রনিক, মেকানিক্যাল, ফটোকপি, রেকর্ডিং অথবা অন্য কোনো উপায়ে করা যাবে না যা আইন দ্বারা সুস্পষ্টভাবে অনুমোদিত নয়।

ISBN: 978-984-33-7172-0

প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৩

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	xii
হিউগেট লাবেল, চেয়ার, আন্তর্জাতিক পরিচালনা পর্ষদ, ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	
ভূমিকা	xiii
ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	
প্রাক কথন	xv
কুমি নাইডো, নির্বাহী পরিচালক, গ্রিনপিস ইন্টারন্যাশনাল	
প্রাক কথন	xvi
অশোক খোসলা, প্রেসিডেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন)	
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	xviii
আদ্যাক্ষর ও শব্দ সংক্ষেপ	xx
প্রতিবেদন সার সংক্ষেপ	xxiv
ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	
প্রথম অংশ: উপক্রমণিকা	
১.০ চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ: কার্যকর জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার হুমকিসমূহ	০৩
ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	
১.১ জলবায়ু পরিবর্তন ও শাসন ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ নিরূপণ: বিশাল চিত্র	১৫
এলিসন ওয়ারহাস্ট, ম্যাপলক্রফট	
দ্বিতীয় অংশ: জলবায়ু নীতি কাঠামো: বিদ্যমান প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা যাচাই	
২.০ জলবায়ু নীতি কাঠামো: বিদ্যমান প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা যাচাই	২৩
ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	
২.১ বৈশ্বিক ক্ষমতার রাজনীতি থেকে দায়িত্বশীল সম্মিলিত শাসন ব্যবস্থা: আন্তর্জাতিক জলবায়ু	২৫
শাসন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও ব্যাপকতা	
পিটার নিউয়েল, ইষ্ট এ্যাঙ্গিলা বিশ্ববিদ্যালয়	
২.২ কিয়োটো প্রটোকল ও পরবর্তী অত্যাবশ্যকীয় স্তম্ভসমূহ: জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে	৩৪
জলবায়ু অঙ্গীকার বিষয়ে সম্মতি	
২.২.১ সুখম সুবিধা, অসম কর্তৃ: ইইউ জলবায়ু নীতি সম্পর্কে ব্যবসা ও এনজিও লবিং	৩৫
এ্যানি থেরেস গুলবার্গ, সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট এন্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ (সিআইসিইআরও)	

২.২.২	যুক্তরাষ্ট্রের জলবায়ু নীতি: লবিস্টদের প্রভাবের খণ্ডচিত্র পল রুমেনথল, সানলাইট ফাউন্ডেশন	৪০
২.৩	নগর শাসন ব্যবস্থা ও জলবায়ু পরিবর্তন নীতি ডেভিড ডডম্যান ও ডেভিড স্যাটারথওয়াইট, ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট	৪৫
২.৪	প্রধান বিকাশমান জলবায়ু দেশসমূহে স্বার্থ ও প্রভাব	৪৯
২.৪.১	স্বার্থান্বেষীদের নাকি জনগণের স্বার্থ? ভারতের পরিস্থিতি সুধীর চেলা রাজন, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি	৫০
২.৪.২	চীনের জলবায়ু নীতি: উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিকে একটি ক্রম অগ্রগতি, অধিক স্বচ্ছতা এবং বিকাশমান নাগরিক সম্পৃক্ততা ডিয়েটার জিনবাওয়ার, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	৫৫
২.৫	অস্ট্রিয়ায় জলবায়ু নীতি: দুর্বল জবাবদিহিতার ফলে ধীর অগ্রগতি শাহিনাজ মুয়েলার, ডেলয়েটে ফরেনসিক এন্ড ডিসপিউট সার্ভিসেস	৬২

তৃতীয় অংশ: সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় গড়ে তোলার প্রধান বিষয়সমূহ

৩.০	সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় গড়ে তোলার প্রধান বিষয়সমূহ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	৬৭
৩.১	জলবায়ু বিজ্ঞান: বিশ্ব হচ্ছে এর বিচারকমণ্ডলী শীলা জাসানফ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়	৬৯
৩.২	জলবায়ু শাসন ব্যবস্থাকে জবাবদিহিমূলক করা আন্তর্জাতিক পরিবেশগত শাসন ব্যবস্থা থেকে কি শিক্ষা লাভ করা যায় সে বিষয়ের ওপর আলোকপাত পিটার এম. হাস, মাসাচুসেটস	৭৩
৩.৩	আরহুস কনভেনশন একটি বিশেষ ও জবাবদিহিমূলক জলবায়ু ব্যবস্থার নীল নকশা? মাইকেল স্ট্যানলী জোন্স, ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনইপি)	৭৬
৩.৪	সুশীল সমাজ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রক্রিয়া অংশগ্রহণের বিষয়টিকে কিভাবে স্বচ্ছতার একটি উপায় হিসেবে তুলনা করা যাবে? গ্যারেথ সুইনী, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	৭৮
৩.৫	অঙ্গীকার বাস্তবায়নের বিবরণ: জলবায়ু পরিবর্তন সূচকে শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ডানিয়েল অক্রে, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	৮১
৩.৬	ব্যক্তিগত অভিমত: জলবায়ু রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি? এ্যাঙ্কনী গিডেন্স, লন্ডন স্কুল এন্ড ইকোনোমিকস	৮৪

চতুর্থ অংশ: জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব প্রশমনে সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

৪.০	জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	৮৯
৪.১	খনিহাউস হিসাব: সুদৃঢ় জলবায়ু শাসনব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর টারিন ফ্রান্সেন, ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইন্সটিটিউট	৯২
৪.২	নামাসমূহ ও তার অর্থায়ন পরিমাপক, রিপোর্টিং ও ভেরিফিকেশন: ক্যাপাসিটি, দুর্নীতি এবং অঙ্গীকার জোয়ান পাবলো অসোমিও, সেন্টার ফর ক্লিন এয়ার পলিসি, ইজমার সুমাকার, বাক্তো সেন্ট্রালি দু লুক্রেমবার্গ এবং ক্রিনা ডেসপোতা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	১০২
৪.৩	বাণিজ্যের ট্রেডঅফস: কার্বন বাজারের বাস্তবতা ও বুঁকিসমূহ ল্যামবার্ড স্নেইডার, ওকো ইন্সটিটিউট	১০৯
৪.৩.১	শ্রোভাকিয়ার জনগণ দেখে সরকারের কার্বন ব্যবস্থায় আস্থা নেই ইমিগ্রিয়া সিকাকোভা- বেবলাভা ও গ্যাব্রিয়েল সিপোস, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল শ্রোভাকিয়া	১১৯
৪.৩.২	পারমিট রাজনীতি: হাঙ্গেরির কার্বন ভাতা গ্যাবর বারানই, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল হাঙ্গেরি	১২২
৪.৩.৩	ক্রটি বিদ্যুতি ও সংক্ষিপ্ত পথ: শ্রীলংকার পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল শ্রীলংকা	১২৫
৪.৩.৪	স্বচ্ছ কার্বন বাজার: সাফল্য ও ব্যর্থতা থমাস মার্সেলো, ব্রুমবার্গ নিউ এনার্জি ফিনান্স	১২৯
৪.৩.৫	খাতভিত্তিক ঋণ: সূচনালগ্ন থেকেই সুশাসনের অধিকারপ্রাপ্ত হওয়া গার্নিট ওয়াগনার, ন্যাথানিয়েল ও কিওহানে এবং এ্যানি পেটসংক এনভারনমেন্টাল ডিফেন্স ফাউন্ড	১৩৫
৪.৪	জলবায়ু পরিবর্তন, কর্পোরেট পরিবর্তন: জলবায়ু এজেন্ডা অভিমুখে যাত্রার জন্য পরিবর্তনশীল ব্যবসায় মডেলসমূহ ডেভিড এল. লেভী, ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস	১৩৯
৪.৫	নীতিব্যবস্থা: কর্পোরেট জলবায়ু রিপোর্টিংয়ে বিনিসূতো রায়ান সুকার্ড ও লরা ইউগার, বিএসআর	১৪২
৪.৫.১	কলম্বিয়া: নীতিমালা ও জনগণের পরিসেবা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার পরিমাপ আলমা রোসিও বালকাজার, মার্খা এলিনা বাদেল ও লোরেনা রোয়া বারেরা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কলম্বিয়া	১৪৭
৪.৬	সবুজ পছন্দসমূহ সুলভিকরণ: ভোক্তাদের জন্য জলবায়ু বিরূপ প্রভাব সম্পর্কিত ভোক্তা পছন্দের প্রয়োজনীয় সঠিক ও কার্যকর তথ্য-উপাত্ত প্রদান নিশ্চিতকরণ ফ্রেড পিআরসি, লেখক ও গার্ডিয়ান কলামিস্ট	১৫১

৪.৭	উত্তর আফ্রিকায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিস্তারে দুর্নীতি কি বাধা ? নাদেজদা কোমেনডানতোভা ও আয়ুনি প্যাট, ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব অ্যাপ্লাইড সিস্টেমস্ এনালিসিস	১৫৭
৪.৭.১	স্পেন: সৌর বিদ্যুতে প্রণোদনা কী শর্ততাকে আমন্ত্রণ জানায় ? টোনো কালিজা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল স্পেন	১৬৩
৪.৮	সবুজ অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ ব্যাপক বিপর্যস্ত সম্পদের সুরক্ষা সিটফেন ব্রিনগেঞ্জু ও রেইমান্ড ব্রেইসউইজ	১৬৬
৪.৮.১	বলিভিয়ার লিথিয়াম: সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ ম্যাক্সেন অষ্টাভিও রিবেরা, লিগা ডি ডিফেন্সা ডেল মিডিও এয়ামবিয়নটে উইথ সিসিলিয়া রিকোয়েনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বলিভিয়া	১৭৩
৪.৯	পৃথিবীর প্রকৌশল: জবাবদিহিতা ও সর্বশেষ উপায় বিবেচনা গ্রায়েম উড, দি আটলান্টিক	১৭৬

পঞ্চম অংশ: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন: জবাবদিহিমূলক টেকসই সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা

৫.০	জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন: জবাবদিহিমূলক টেকসই সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	১৮৩
৫.১	আমাকে অর্থ দেখাও: অভিযোজন অর্থায়নে সমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ রিচার্ড জে টি কেইন, স্টকহোম এনভায়রনমেন্ট ইন্সটিটিউট	১৮৫
৫.১.১	দ্রুত-সূচনা অর্থায়ন জলবায়ু অর্থায়নের জন্য আরেকটি বিকাশমান সমান্তরাল কাঠামো রয়েছে কি? রেবেকা ডবসন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	১৯৭
৫.১.২	জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল ও উন্নয়ন: অভিযোজনের জন্য অর্থায়ন প্রবাহের ব্যাপারে স্বচ্ছতা ও তথ্য লাব্ধির সুযোগ নিশ্চিত করার উপায় আদিল নাজাম, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়	২০১
৫.২	অভিযোজন তহবিলের মাধ্যমে অর্থের কার্যকর ও স্বচ্ছ ব্যবহার বুটা হোস্টম্যান, জার্মান ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট	২০৭
৫.৩	জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন: অভিযোজন কাঠামোতে দুর্নীতি ঝুঁকি জেমস লুইস, ডাটাম ইন্টারন্যাশনাল	২১৫
৫.৩.১	জলবায়ু পরিবর্তন অবকাঠামো এবং দুর্নীতি চন্দ্রশেখর কৃষ্ণান, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ইউনাইটেড কিংডম	২২২
৫.৩.২	জলবায়ু রোধ এবং ফিলিপিন্সে রাজনৈতিক প্রভাব সেঙ্গুলদো রোমোরা, ডি লা সালে ইউনিভার্সিটি এবং আইলিন লাইউস, দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, ফিলিপিন্স	২২৪

৫.৪	জীবনযাত্রায় বিঘ্ন: জলবায়ু অভিবাসন ও দুর্নীতি ইনগ্রিড বোয়াস, ইউনিভার্সিটি অব কেন্ট এবং রেবেকা ডবসন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	২২৭
৫.৪.১	কেনিয়ার বনাঞ্চলে বিনাশ: বসতি স্থাপনকারীদের পুনর্বাসন ও কাঠ আহরণকারীরাই দায়ী শীলা মাসিন দে এবং লিসা কারানজা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কেনিয়া	২৩৫
৫.৪.২	জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও পানি সমন্বয়: স্থানীয় বাস্তবতা মোকাবেলা একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ খ্রিট মার্টিনেজ ও টেউন বাস্টেমেইজার	২৩৮
৫.৫	দুর্যোগ আঘাত হানলে: দুর্নীতি এবং জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতার জন্য দ্রুত সাড়া প্রদান রোজলীন হীস, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	২৪১

ষষ্ঠ অংশ: বন শাসন ব্যবস্থা

৬.০	বন শাসন ব্যবস্থা: জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	২৪৯
৬.১	দুর্নীতি: বন বিনাশ ও বনহ্রাসের মূল কারণ প্যাট্রিক এ্যানী, গ্লোবাল উইটনেস	২৫১
৬.১.১	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্নীতি বিশ্বের বৃহত্তম গরান বনভূমি সুন্দরবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে ইফতেখারুজ্জামান ও মনজুর-ই-খুদা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	২৬২
৬.২	বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনগুলোতে শাসন ব্যবস্থা: রেড+ কর্মসূচি কোথায় নিয়ে যাবে? জেফ্রি হ্যাচার ও লুক বেইলী, রাইটস্ এন্ড রিসোর্সেস ইনিশিয়েটিভ	২৬৪
৬.২.১	বোসাওয়াস: মধ্য আমেরিকার ফুসফুস হুমকির সম্মুখীন আনা মুরীলো আরগুয়েলো, গ্রুপো সিভিকো ইটিকা ওয়াই ট্রান্সপারেন্সিয়া	২৭৪
৬.৩	রেড+ কৌশলের জন্য শাসন ব্যবস্থা ঝুঁকি: দুর্বল বন কার্বন সংক্রান্ত হিসাব কিভাবে দুর্নীতি ও জালিয়াতির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে ক্রিস্টোফার বার, উডস্ এন্ড ওয়েসাইড ইন্টারন্যাশনাল	২৭৫
৬.৩.১	কাল্পনিক ভারসাম্য: পাপুয়া নিউগিনিতে কার্বন ব্যবসা ও ভূমি অধিকার সারাহ ডিক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল পাপুয়া নিউগিনি	২৮৯
৬.৩.২	নরওয়ে কি রেড নৌকায় আলোড়ন তুলছে? মনোজ নাদকারনি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল	২৯১

শোভাবর্ধক চিত্র, সারণি ও কণিকা

চিত্র

১.১	পানি-আবহাওয়াজনিত দুর্যোগ এবং পানি ও/বা খাদ্য নিরাপত্তা ২০১১ সংক্রান্ত সম্মিলিত ঝুঁকির বিশ্ব মানচিত্র	১৬
১.২	দুর্নীতি ধারণা সূচক ২০১০	১৭
১.৩	ম্যাপলক্রফট জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি সূচক ২০১০/১১	১৭
১.৪	ম্যাপলক্রফট জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি সূচক ২০১০/১১, আফ্রিকা	১৮
২.১	ইইউ ইটিএস পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় চারটি স্টেকহোল্ডার বৈঠকে পাঁচ ধরনের শিল্প ও পরিবেশ সংগঠনের অংশগ্রহণকারীগণ	৩৬
২.২	ইইউ ইটিএস পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় চারটি স্টেকহোল্ডার বৈঠকে শিল্প ও পরিবেশ সংগঠন ভিত্তিক অংশগ্রহণকারীগণ	৩৭
২.৩	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক লবি খরচ	৪১
৪.১	শ্বেচ্ছা প্রণোদিত কর্পোরেট পর্যায়ে কার্বন হিসাব কর্মসূচিসমূহ এবং কার্যক্রম পরিধি	৯৭
৪.২	অ-লাভজনক বনাম বেসরকারি খাতে শ্বেচ্ছা প্রণোদিত ওটিসি বাজার হিসাব ২০০২-২০০৯	১২৯
৪.৩	শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্বন বাজারের ঐতিহাসিক বার্ষিক দর	১৩০
৪.৪	কলম্বিয়ার সিডিএম প্রকল্পগুলোতে সরকারি সেবা	১৪৭
৪.৫	কলম্বিয়ার পরিষেবা প্রদানকারী কোম্পানিগুলো দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত পরীক্ষামূলক মূল্যায়নের ফলাফল	১৪৯
৪.৬	উত্তর আফ্রিকায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে সবচেয়ে বড় ঝুঁকিসমূহ	১৫৮
৪.৭	উত্তর আফ্রিকায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা	১৫৯
৪.৮	উত্তর আফ্রিকায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে ধারণাকৃত সম্ভাব্য যেসব বড় ঝুঁকি দেখা দিতে পারে	১৫৯
৫.১	অভিযোজন অর্থায়ন চ্যানেলগুলোর ধারণা চিত্র	১৮৭
৫.২	অভিযোজন তহবিলের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	২০৯
৬.১	১৪টি রেড কর্মসূচিভুক্ত দেশ ও ব্রাজিল থেকে ২০০৭ সালে অবৈধভাবে আহরণ করা কাঠ রফতানির আনুপাতিক চিত্র	২৫২
৬.২	আঞ্চলিক বন মালিকানা বিভাজন ২০০৮	২৬৮
৬.৩	বনাঞ্চলে কার্যকর জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রমের কাঠামো	২৬৯

সারণি

১.১	মাথাপিছু নির্গমন অনুযায়ী জলবায়ু ঝুঁকি	০৪
২.১	জলবায়ু পরিবর্তনভিত্তিক দুর্যোগকালে অভিযোজন কর্মসূচিতে নগর/পৌর সরকারগুলোর ভূমিকা	৪৬
২.২	ভারতে অংশগ্রহণের মান সংক্রান্ত সূচক	৫৩
২.৩	ভারতে খাত সংস্কার প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত বিবেচনা অন্তর্ভুক্তির সূচক	৫৩
২.৪	চীনে কার্বন নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতর	৫৭
৩.১	নির্বাচিত জলবায়ু/পরিবেশগত সূচকগুলোতে শাসন ব্যবস্থার মাত্রা	৮২
৪.১	গ্রিনহাউস গ্যাস পরিমাপ নীতিমালা	৯৪

৪.২	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কলম্বিয়া কর্তৃক ২০০৮ সালে পরিচালিত স্বচ্ছতার মাপকাঠির উপর পরীক্ষামূলকভাবে পরিসেবা মূল্যায়ন	১৪৮
৪.৩	নির্বাচিত স্পর্শকাতর এলাকাসমূহের ভবিষ্যৎ সম্পদ সরবরাহ নাজুকতার চিত্র	১৬৯
৫.১	অভিযোজন অর্থায়নে আহরণ, শাসন ব্যবস্থা, সরবরাহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলো পর্যালোচনা	১৮৮
৫.২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরিলক্ষিত স্থান এবং দুর্নীতির ঝুঁকি	২৪২
৬.১	রেড মনিটর বর্ষা বনাঞ্চল ঝুঁকি টেবিল, ডিসেম্বর ২০০৮	২৫৩
৬.২	প্রধান বনভিত্তিক কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোর শাসন ব্যবস্থা সূচক	২৬৭
৬.৩	রেড+ সুশাসন পর্যায় ও মাত্রিকতা	২৭১

কণিকা

১.১	জলবায়ু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি	০৪
২.১	জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থা: একটি ক্রমবিকাশ তালিকা	২৬
৪.১	জিএইচজি পরিমাপ রূপরেখার প্রকৃতি	৯২
৪.২	উন্নয়নশীল দেশে নিঃসরণ হ্রাসে অর্থায়নের প্রধান প্রধান উৎস	১০২
৪.৩	এইচএফসি-২৩: সিডিএম এর অধীনে বিগত ইনসেনটিভের ঘটনা	১১২

মুখবন্ধ

হিউগেট লাবেল

চেয়ার, আন্তর্জাতিক পরিচালনা পর্ষদ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

আমাদের প্রিয় পৃথিবী আজ সবচেয়ে বড় যে হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে, তার নাম জলবায়ু পরিবর্তন। এই হুমকি মোকাবেলার প্রধান উপায় হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। সততা ও দৃঢ়তার সাথে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে পৃথিবীর সব মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তাদের নিজেদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন ও সহযোগী করে তোলা সম্ভব।

পনেরো বছরেরও বেশি সময় ধরে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে, প্রতিরোধহীন দুর্নীতি জীবন ও জীবিকা ধ্বংস করে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার ব্যাহত করে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই ঝুঁকি প্রযোজ্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। একই সাথে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সমস্ত প্রশমন ও অভিযোজনমূলক কৌশল এবং সমাধান উঠে আসবে সেগুলোতে জবাবদিহিতা, সততা এবং অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপক ঝুঁকি এবং সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতির গঠন এবং প্রয়োগ যেন যথাযথ, কার্যকর ও স্বচ্ছ হয়।

‘বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: জলবায়ু পরিবর্তন’ থেকে আমরা দেখতে পারি আমাদের সামনে কি বিশাল কাজ পড়ে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সকল সমস্যার সমাধানে দরিদ্র ও ধনী দেশগুলোর মধ্যে অবশ্যই যেন বিশ্বাসের ভিত্তি গড়ে ওঠে। টিআই জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদের মাধ্যমে একই ধরনের একটি কর্মসূচি প্রবর্তনে সহায়ক হয়েছে, যার মাধ্যমে আমাদের সামনের দুর্নীতির চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবেলায় সার্বিক এবং বিশ্বব্যাপী ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রশমন এবং অভিযোজনমূলক কার্যক্রমে শুধুমাত্র সরকারের ভূমিকাই যথেষ্ট নয়। কর্পোরেট খাতকেও এক্ষেত্রে সবুজ অর্থনীতির প্রধান আর্থিক যোগানদাতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। টিআই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথে একত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের যথাযথ এবং স্বচ্ছ সমাধানের জন্য কাজ করতে উৎসাহী, যা সং ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার জন্য অত্যন্ত জরুরি বলে টিআই মনে করে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাটি আমাদেরকে নাগরিক সমাজ ও গবেষকদের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। টিআই-এ আমরা সেই সকল বিজ্ঞানী ও পরিবেশ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের দেখে উদ্ধুদ্ধ হই, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও এ বিষয়টি কতটা অত্যাবশ্যিক তা বোঝানোর জন্য বছরের পর বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা বিশ্বাস করি, সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে পরিবেশবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ আরও শক্তিশালী করা সম্ভব যদি এর সাথে শুধু দুর্নীতি প্রতিরোধই নয়, মানবাধিকার, মানবিক সহায়তা, উন্নয়ন সাহায্য এবং ভোক্তা সচেতনতামূলক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আমাদের বিভিন্ন রকম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় করলে শুধু জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার সমাধানই নয়, আমরা আরও উন্নত সুশাসন ব্যবস্থা এবং দীর্ঘস্থায়ী, ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিত করতে পারব।

ভূমিকা

ইকতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের একটি নিয়মিত গবেষণা, যার মাধ্যমে একটি নির্ধারিত খাত বা বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের সুনির্দিষ্ট গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সুপারিশ তুলে ধরা হয়। এই প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত সাম্প্রতিককালের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো ছিল বেসরকারি খাত, পানিসম্পদ, বিচার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদনের এবারের বিষয় জলবায়ু পরিবর্তন। মানব সভ্যতার সামনে সবচেয়ে কঠিন, জটিল ও ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে এটি বিবেচিত। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জের বিস্তৃতি ও গভীরতা ব্যাপক। এক্ষেত্রে গবেষণা, আলোচনা, বিতর্ক ও উদ্বেগের পরিধিও অপরিসীম।

এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে টিআই তার স্বাভাবিক কর্মপরিধিতে সীমাবদ্ধ থেকে এই বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুশাসনের ঘাটতি, সম্ভাব্য দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষতিকর প্রভাব, তার ক্ষেত্র ও প্রক্রিয়া চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছে। সর্বোপরি, এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততা প্রতিষ্ঠার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন যেমন একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ, তেমনি এর নেতিবাচক প্রভাব প্রতিরোধে বিশেষ করে, প্রশমন এবং অভিযোজনের লক্ষ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সংকুলানের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে, যে খাতে যত বেশি সম্পদ, সেই খাতে তত বেশি সুশাসনের ঘাটতি আর অনিয়ম-দুর্নীতির সম্ভাবনা। বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন জলবায়ু পরিবর্তন খাতে সুশাসনের সমস্যা ও দুর্নীতির চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার পাশাপাশি এই খাতে যে বিপুল সম্পদ ব্যয় হচ্ছে এবং হতে যাচ্ছে তা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততার সাথে ব্যবহারের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) জন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই প্রতিবেদনের বৈশ্বিক প্রকাশনা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়া বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব যেসব দেশে সবচেয়ে বেশী পড়েছে ও পড়বে তার শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও খরার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের নিত্যদিনের সমস্যা। সাম্প্রতিককালে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ, অনিশ্চয়তা ও ভয়াবহতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে এটা সম্পর্কিত। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা আরো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে সুশাসন, সততা, গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা ও দুর্নীতির কারণে। বাংলাদেশে যার ব্যাপকতা ও গভীরতা সর্বজনবিদীত।

স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে বাংলাদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হয়েছে। গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের জাতীয় আয় বেড়েছে বছরে ৫-৬ শতাংশ হারে। দারিদ্রসীমার নীচের জনসংখ্যা নেমে এসেছে ত্রিশের কোঠায়। নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার ৪০ বছরে বাংলাদেশের যা অর্জন, তা পৃথিবীর অনেক

দেশেই শত বছরেও সম্ভব হয়নি। তবে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির কারণে এই অর্জন যে শুধু ম্লানই হয়েছে তা নয়, বাংলাদেশ যদি দুর্নীতিকে মধ্যম পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো তাহলে জাতীয় প্রবৃদ্ধি আরো ত্বরান্বিত হতো।

সেবা খাতে দুর্নীতির ওপর পরিচালিত টিআইবি'র 'জাতীয় খানা জরিপ ২০১০' অনুযায়ী শুধুমাত্র সেবাগ্রহীতা পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বছরে জাতীয় আয়ের ১.৪ শতাংশ ও জাতীয় বাজেটের ৮.৪ শতাংশ ক্ষতি হচ্ছে। দুর্নীতির প্রভাব সকলের ওপর পড়ে। তবে এর ফলে সবচেয়ে ভারী বোঝাটি বইতে হয় সমাজের ক্ষমতার বলয়ের বাইরের সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগণকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে অন্য যেকোন খাতের মতোই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা ও সুশাসন নিশ্চিত করা অপরিহার্য। সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন কর্ম-পরিকল্পনায় (২০০৯-২০১৪) সুস্পষ্টভাবে দরিদ্র ও সবচেয়ে নাজুক অবস্থানে থাকা জনগোষ্ঠী প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের মূল লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানের জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। ১১ কোটি ডলারের এই তহবিলে যোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এরচেয়ে বহুগুণ বেশী অর্থের। দ্রুত সম্প্রসারণের এই খাতে একরূপ বিপুল সম্পদ ব্যবহারে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা নিশ্চিত করা হবে-এটা জনগণের প্রত্যাশা।

এই বিবেচনায় টিআইবি সরকারের প্রতি আবেদন করেছে, যেন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত সকল সম্পদ ব্যবহারের এমন একটি আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় যা এই খাতে সকল সুবিধাভোগীর সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, তথ্য প্রকাশ, দুর্নীতিবিরোধী নীতিমালা অনুসরণে বাধ্য করবে। কারো প্রতি ভয় বা করুণা না করে এই খাতে দুর্নীতিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ করবে। অংশীদারিত্ব-নির্ভর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করবে। জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সততা ব্যবস্থার সনাতনী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তহবিল ব্যবহার নীতিমালা প্রয়োগ, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়নসহ সকল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকারী সামাজিক দায়বদ্ধতার হাতিয়ার ও প্রক্রিয়ার ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদনের বাংলা অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের চেয়ারম্যান কামরুল ইসলাম চৌধুরী। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এই প্রতিবেদনের কিছু তথ্য ও তত্ত্বের সঙ্গে তার ভিন্ন মত রয়েছে। সেই তথ্য, তত্ত্ব ও অভিমত একান্তই প্রদায়কবৃন্দের। এই বাংলা ভাষ্য সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধাভোগী, বিশেষ করে সরকার ও সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, নাগরিক সমাজ, বেসরকারি সংস্থা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও দাতা সংস্থার কাজের ক্ষেত্রে একটি সমন্বয়যোগ্য সহায়ক হবে এই আমাদের বিশ্বাস। ইংরেজিতে মূল প্রতিবেদনটি টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। প্রতিবেদনের তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে একযোগে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশে সুশাসন নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান সুদৃঢ় করার চাহিদা সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি সংস্কার আনয়নে উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে।

প্রাক্ কথন

কুমি নাইডো, নিবাহী পরিচালক, গ্রিনপিস ইন্টারন্যাশনাল

গ্রিনপিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কানাডার আদি লোকদের অমর ভবিষ্যৎবাণী থেকে। সে বাণীটি হলো :

“এমন এক সময় আসবে যখন পৃথিবী রুগ্ন হয়ে পড়বে। তখন সকল সংস্কৃতির নির্যাস থেকে এক শিকড়ে গোষ্ঠীবদ্ধ হবে এক দল মানুষ যারা কথায় নয়, বিশ্বাস করবে কাজে। ‘ওয়ারিয়রস অব দি রেইনবো’ খ্যাত এ মানুষেরা সেই রোগ সারাতে নিরলসভাবে কাজ করবে”।

অমর এই বাণীটি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর কাজ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আমি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর এই কাজ নিয়ে প্রণীত বর্তমান প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করতে পেরে আনন্দিত ও সম্মানিত বোধ করছি।

মানব প্রকৃতির একটি দুর্ভাগ্যজনক সত্য হচ্ছে, যেখানে অর্থকড়ি উপার্জন করা যায় সেখানে দুর্নীতি দ্রুত পৌঁছে যায়। আমরা যখন সম্মিলিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের সর্বনাশা বিপর্যয় মোকাবেলা করছি এবং জীবপ্রকৃতির সীমার প্রতি সম্মান জানিয়ে সকলের জন্য একটি আটপৌরে জীবনজীবিকা নির্বাহের নিশ্চয়তা প্রদানকারী উন্নয়ন সড়কগুলোর খোঁজ করছি তখন নাগরিক সমাজ প্রায়শই এর সঙ্গে ওদের বিরোধ দেখে, যারা ধরিত্রীর মঙ্গলের চেয়ে ব্যক্তিগত লাভালাভকে প্রাধান্য দেয়।

গ্রিনপিসের ভিশন হলো একটি টেকসই সমাজ যেখানে ক্ষমতার ন্যায়ানুগ প্রয়োগ হবে এবং যারা ক্ষমতাসীন তারা স্বীয় কর্মকাণ্ডের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। দুর্নীতি এই ভিশনকে বাধাগ্রস্ত করে। দুর্নীতি আমাদের অন্য সকল নাগরিকের স্বার্থের বিনিময়ে এবং গোটা পৃথিবীর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমতাসীনদের অধিকতর সুবিধাই কেবল দেয় না, বিপ্লবানদের মুনাফারও সুযোগ করে দেয়।

গ্রিনপিসের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, দুর্নীতি শুধুমাত্র জলবায়ুর পরিবর্তনের কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করে না বরং তা জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, খনিজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে আফ্রিকা হচ্ছে একটি সমৃদ্ধ মহাদেশ কিন্তু সেই মহাদেশ তার অধিবাসীদের জন্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে আজ সবচেয়ে দরিদ্রতম। কারণ প্রাকৃতিক সম্পদের আয়গুলো থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং পাচার হচ্ছে। ফলে আফ্রিকাবাসী “সম্পদের অভিশাপ”-এর শিকার হচ্ছে।

বিদ্যমান দুর্নীতির রকমফের জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব প্রশমন ও খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সে নেতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত করা খুব কঠিন নয়। সরকার-প্রধান দেশের সম্পদ ও প্রাচুর্য ব্যাপক সংখ্যক নাগরিকের হিস্যা বঞ্চিত করে যখন পাচার করে দেন অথবা তেল খাতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার রাজস্ব ক্ষতি সত্ত্বেও দুর্নীতি প্রতিরোধে কোন সত্যিকার ব্যবস্থা গ্রহণে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হন অথবা বেসরকারি খাত থেকে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য অর্থব্যয়ের সুস্পষ্ট দালিলিক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সেই স্বার্থের দ্বন্দ্ব চোখ বুজে দেখা হয় এবং আইনগত প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা হয় তখন তার নেতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তাই একটি মাঠ পর্যায়ে কার্যকর জলবায়ু নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের সব অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতি প্রবণতা এবং ধরণ যথাযথ ভাবে বিবেচনা করা জরুরী।

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: জলবায়ু পরিবর্তন’ তাই সময়োপযোগি। নিত্যনতুন এলাকায় ও ক্রমবর্ধমান হারে জলবায়ু ঝুঁকির মানচিত্র তৈরি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিতর্কের অগ্রভাগে সুশাসন ব্যবস্থাকে তুলে ধরার মাধ্যমে এই প্রতিবেদনটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, সকল খাতে দুর্নীতির প্রভাবের দায়ভার নিতে সিদ্ধান্তগুলো বৈশ্বিকভাবে গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার প্রক্রিয়ায় সফল হতে এর কোন বিকল্প নেই।

জলবায়ু সুবিচারের লড়াই এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে বেগবান করতে এই প্রথম বইয়ের প্রকাশনায় গ্রিনপিস সহযোগিতা করতে পেরে গর্বিত।

প্রাক্ কথন

অশোক খোসলা, প্রেসিডেন্ট

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নোচার (আইইউসিএন)

নিত্যদিনের দুর্নীতির চেহারা হলো ঘুষ, অবৈধ আয়, কর ফাঁকি, বিক্রয়ে প্রভাব। দুর্নীতির এই প্রাত্যহিক চেহারা সর্বজনবিদিত। দুর্নীতি প্রতিনিয়ত অর্থনীতিকে বিকৃত করছে। জনসাধারণকে হতদায়ক করে দিচ্ছে। সমাজের অনেক নৈতিক অবস্থান ও মাপকাঠিকে কলুষিত করছে।

দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডগুলো আমাদের ধারণার চাইতেও সম্ভবত অনেক বেশি ক্ষতিসাধন করছে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের। ধ্বংসের প্রাপ্তে ঠেলে দিচ্ছে মানুষকে বিশেষ করে আদিবাসী, উপজাতি ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে যারা সম্পদ ও জমি দিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ও লক্ষণীয় বিষয় হলো লালসা ও অদূরদর্শিতার কারণে পৃথিবীর বর্তমান বসতি আমাদের একে অন্যের সঙ্গে জননী ধরিত্রীর সম্পর্কের বাঁধনের ভেতর অনেক গভীরভাবে দুর্নীতির প্রবেশেরই সত্যিকার বহিঃপ্রকাশ। ইতিহাসে আর কোন সময় আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভিশ্রু অর্জনে এমন ব্যাপক বৈপ্লবিক পুনর্গঠিতার প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

বৈশ্বিক জলবায়ু নজিরবিহীন মাত্রায় ও ক্ষিপ্ৰতায় পরিবর্তিত হচ্ছে। আকস্মিকভাবে আমরা আমাদের পঞ্চম বৃহৎ ধ্বংস বা বিপ্লবাবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছি। হাজার হাজার বছরেও যা ঘটেনি, তার চাইতেও অনেক বেশি হারে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। জীবনের জন্য মৌলিক উপাদান সরবরাহকারী মাটি, পানি এবং জৈবিক সম্পদগুলোর দ্রুত অবক্ষয় হচ্ছে অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ফলে এখন মানুষের চাহিদা এবং ধরিত্রীর সে চাহিদা পূরণের ক্ষমতার মধ্যে যে ব্যবধান প্রতিবছর তা দ্রুত বাড়ছে।

এজন্য দায়ী কে? আমাদের প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি সর্বোপরি মূল্যবোধের উপর প্রভাব বিস্তারকারী একটি নিরাপদ জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য আনতে কারা সেই রূপান্তর ঘটাতে সহায়তা করবে?

একভাবে উভয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে... প্রত্যেকে। আমাদের সমাজে ও অর্থনীতিতে সেই রূপান্তরবোধ ও পুনর্বিবেচনা জাগিয়ে তুলতে কারো কারো চাইতে অন্য কাউকে অধিকতর দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাহলেই আমরা দিনবদল করতে পারবো।

আমাদের বর্তমান দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য পেশাগত বা বাস্তবিক ভাবনায় একটি গোষ্ঠীকে অবশ্যই কঠিন অংশের দায়িত্ব নিতে হবে। যাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এতদিন ধনী ও গরীবের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়েছে তাদেরকে বর্তমান ধ্বংসাত্মক ধারা পাল্টানোর জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

কিছু ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাবের কারণে ঘটমান বিষয়ের উপর পেশাগতভাবে সঠিক সাড়া দিতে সেই বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী পেশাদারদের প্রয়োজন হবে। অন্যক্ষেত্রে এর কারণ হলো প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব অথবা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞান অথবা ব্যবস্থা তৈরির প্রয়োজন যেখানে বিজ্ঞানী সম্পূর্ণভাবে সামাজিক মূল্যবোধ তার প্রতিষ্ঠানে এখনো পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করতে সফল হননি। অধিকাংশ সময় প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞার অভাবের কারণেই তা ঘটে। যা আংশিকভাবে ঘটে বিশেষজ্ঞদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রশিক্ষণের কারণে। আবার অংশত ঘটে আমাদের জীবন ঘিরে থাকার ব্যবস্থার জটিলতার কারণে।

কিন্তু মোটকথা হলো লোভ-লালসা ও দুর্নীতির ভূমিকা শক্তিশালী হলে সেখানে কোনো অর্জন থাকে না। এ ধারা পাল্টাতে হলে প্রশিক্ষণ থেকে পেশাগত দায়িত্ব পালন পর্যায়ের উত্তরণের সামাজিক পেশাদারিত্বপূর্ণ দায়বদ্ধতা ও অঙ্গীকারবোধ পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। সুতরাং আমাদের এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে একটি নৈতিক ও আচরণ বিধির শপথ গ্রহণের চাইতে অধিক কিছু। অর্থাৎ প্রয়োগকারীকে এখন শুধু ভাল কাজ করলেই চলবে না আরো বাড়তি কিছু করতে হবে। শুদ্ধতা, দক্ষতা ও প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে দ্বিগুণ পেশাগত হিপোক্রেটিক নৈতিক ও আচরণ বিধির অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করে পেশাজীবীদের দেখাতে হবে।

একটি সুপারিকলিত পেশাদার ব্যবস্থা প্রণয়নে আমাদের দরকার হবে উচ্চমাত্রার সতর্কতা, অতুলনীয় ব্যক্তি ও সংগঠন। তেমনি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন পেশাগত সুদক্ষতা যাতে রয়েছে সর্বোচ্চ শুদ্ধতা, কর্ম উৎকর্ষ ও প্রাসঙ্গিকতা। এ প্রচেষ্টার জন্য সুশীল সমাজের ভূমিকার পাশাপাশি স্বচ্ছাসেবী সংগঠন, এনজিও, নতুন সংগঠন, সামাজিক উদ্যোক্তা ও সরকারি লক্ষ্যমাত্রার সাথে বেসরকারি প্ররোচনার সমন্বয় তিনগুণ গুরুত্বপূর্ণ। এই ভূমিকার ব্যাপক প্রসার ও জোরদার করার ক্ষেত্রে 'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: জলবায়ু পরিবর্তন' বইটির অবদান খুব একটা কম হবে না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জলবায়ু পরিবর্তন শাসনব্যবস্থা বিষয়ক এই বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদনটি সহায়কদের সহযোগিতা ও প্রদায়কদের উৎসর্গের একটি মূর্ত প্রতীক। প্রতিবেদনটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে লেখকদের অভিজ্ঞতা ও অঙ্গীকার প্রতিবেদনটিকে দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় করেছে। তাদের সে অবদান প্রাণিস্থানযোগ্য।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান প্রসার ও ব্যাপ্তির ফলে ন্যাশনাল চ্যাপ্টারগুলোর দেশভিত্তিক জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বিস্তৃত ও প্রাসঙ্গিক কেস স্টাডি সরবরাহ করতে পেরেছে। সেজন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা প্যানেলে যেসব খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তাদের প্রতিও রইল আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। তারা হলেন- হ্যানসজর্জ এলশার্ট, ফিওনা হার্ভে, সালিম উল হক, ডেভিড নাসবম, হার্মান অট, ফ্রান্সেস সেমোর, শেন টমলিনসন, কেভিন ওয়াটকিনস, জ্যাক ওয়েকসম্যান ও ইফতেখারুজ্জামান।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সচিবালয়ের সহকর্মীদের সমর্থন ও অন্তর্দৃষ্টির জন্য আমরা তাদের কাছে ঋণী। আমরা বিশেষভাবে সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা টিম ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বোর্ড এবং লিসা এলগেস, মিশেল গ্যারি, মানোজ নাদকার্নি, ফারজানা নওয়াজ, জো রিটার ও ডেভিড ভ্যান দার জওজকে ধন্যবাদ জানাই। প্রকল্পের প্রথম দিকে ডেনিয়েল আব্রু উদ্যম ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিজ্ঞতাজাত সহায়তা দেয়ায় বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন টিম এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরিতে সমালোচনামূলক সহযোগিতা দেয়ায় রশি পিনিংটন ও লিহ গুডের কাছে গভীরভাবে ঋণী।

বইটি সুসম্পন্ন করায় টিমের পক্ষ থেকে অত্যন্ত মূল্যবান দুই সম্পাদককে শুভ বিদায় জানানো যাচ্ছে। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গত তিন বছর এ রিপোর্ট তৈরিতে উৎসর্গ করায় রেবেকা ডবসনকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। তার দ্রুত চিন্তা, আস্থা ও সীমাহীন কৌতুহল আমাদের টিমের জন্য অস্বাভাবিক সম্পদ হিসেবে কাজ করেছে। তার অনুপস্থিতি সবসময় আমাদের তাড়িত করবে। চলতি প্রতিবেদনের কাঠামো প্রণয়নে ২০০৮ ও ২০০৯ সালের বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদনের প্রধান সম্পাদক ডায়েটার জিনবাউরের মৌলিক অবদান রয়েছে। দুর্নীতি খুঁজতে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে তার সৃজনশীল উপস্থাপনা ও অপরিমেয় আকাঙ্ক্ষা আমরা ভবিষ্যতে কখনোই ভুলতে পারবো না।

আমাদের বৈদেশিক সম্পাদকদের কাজ ও সুপারিশ প্রতিবেদনের গুণমান অসম্ভবভাবে বাড়িয়েছে। মূল লেখার উপর মার্ক ওয়ার্থস-এর মার্জন অলঙ্কার ও শানিত করেছে। আমাদের হাতের লেখার ওপর কপি সম্পাদক মাইক রিচার্ডসনের কাজ পুরো প্রতিবেদনে দৃঢ়তা ও সঙ্গতি এনেছে। আন্তরিক ও প্রত্যক্ষ সম্পাদকীয় উপদেশ ও অনিচ্ছাকৃত ভুল শুধরে দেয়ার জন্য রবিন হোডেসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এবছর আমাদের নতুন প্রকাশক আর্থস ক্যানের সঙ্গে কাজ করে অত্যন্ত ভাল লেগেছে। তার টিমের সদস্যরা যথাযথ প্রক্রিয়ায় সময়, ধৈর্য ও অভিজ্ঞ সহায়তা দিয়েছেন। নিক বোলরিনি, ভেরুসকা সেলবাচ, নিক এসক্রুফট ও ক্লেয়ার লেমন্ট-এর মহৎ সমর্থনের জন্য তাদের বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই।

আমরা তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি যারা এই প্রতিবেদন তৈরিতে তাদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়েছে: এলেক্সাস এন্টিপাস, ফ্রান্সিসকো আসিউ, রিচার্ড ব্যারন, মনিকা বাহর, শিখা

ভাসিন, টিম বিটিগার, জ্যাসন জে ব্লাকস্টক, বার্নবার্ড বোডেন স্টফার, ডানকেন ব্রাক, রব ব্রাডলি, কার্টিস ব্রেনার্ড, অ্যাডাম বাম্পাস, মিখেল চান, আইয়ান খ্রিস্টোপলোস, জিম কোবার্ন, সিমন কুপার, জন ক্রাবট্রি, পাপুয়া নিউগিনির প্রতিনিধিবৃন্দ, জোয়ানা ডেপলেজ, আল হামদু দরসুমা, অ্যালান ড্র, নেভরজ কে দুভাস, সেবাস্টিয়ান ডিউক, টেজাস ইয়ং, ইস্তেলে ফাস, পেড্রো ফারিয়া, ডোরা ফাজেকাজ, জর্জ ন্যুনজ ফেরার, ইভানা গাজিবারা, অবুণভ ঘোষ, টামরা গিলবার্টসন, মিখাইল গিলেনওয়াটার, রাথ গোন্ডিং, রবার্ট লেন গ্রিন, আলবার্তো গুইজারো, লজ গুথি, মোহাম্মদ হামজা, এরিকা হার্পার, বারবারা হোগেনবুম, ডেভিড হবারম্যান, এলিস জারাইসেহ, মারিয়া ইভানোভা, প্র্যাট্রিসিয়া কামেরি এমবোটে, নেলিন কিশোর, হার্ভে এফ ক্লিন, এড্রিয়া ল্যাম্পিস, মাগদা লানু, মেরিন লেইডেন, রবিন লেউচেনকো, মিশেল লিঘটন, মার্টিন লিচল, সিমোন লোভেরা বিস্তারবিক, জুলিও লুম্বারাস, মিখাইল ম্যাক ক্রেকেন, দারিনা মালোভা, মারিয়া পিড্যাড মার্টিন, খ্রিজোরিজ মিসেজনিকোভ, মারকুজ মোয়েনক, জন মালরো, আলবার্ট মুম্বা, রবার্ট নাসি, সিদ্ধার্থ পাঠক, ফিলিপ প্যাটবার্গ, লিও পেসকেট, আজেন্টিনো পেসোয়া, ডেভিড প্রোভার্স, গ্যাবরেইলা কুমসন, আমিনুর রহমান, ওস্কার রেইস, জেমস রিসবে, ভিকটর স্যামউইঙ্গা, লিসা শিপার, দেবোরাহ সেলিসন, উইনস্টন সাকানতু, আঞ্জু শর্মা, হেইদি সিজেলবাম, মার্টিন স্টেডেলম্যান, উলফগ্যাং স্টার্ক, আয়ান টেলুম, ফ্রান্স ভেনমানস, এরিকা উইনথল, লরা উইলিয়ামসন, গ্লেন উইজার, ইন-ফ্যাং ঝাং, ড্যারেন জুক, উচিতা দো জয়সা ও সামের জুরেইকত।

অক্সান্ত ও অতি-সতর্কতার সঙ্গে যারা তথ্য বা ঘটনা পরীক্ষা করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই: জেনিফার এম ক্রুজ, নাতাসা দ্রাঘি, আরোয়েন ফ্রেমিং, জ্যাসন এরিয়েল থ্রুলন, গ্যাবর হালমাই, পিটার কিরেলি, সোফিয়া লিনটোলম, এরিয়ানা মেভোজা, এড্রজ নোসকো, লেইলা পিকক ও ক্যাথেরিন স্টেচার।

আমরা কভিটন ও বালিং'এর কাছ থেকে অব্যাহত মহৎ ও সমালোচনামূলক সহায়তা গ্রহণ করবো। এ-বছর আমরা বিশেষভাবে এনরিক অরমিজো, জ্যাসন ক্রিস, লরা ফ্লাহিভ উ, সিমন ফ্রাঙ্কেল, মালি ফ্রিডম্যান, এরিক হেলারম্যান, খ্রিগরি লিপার, ক্যানডিস প্লটকিন, ইভ পোগোরিলার, রবার্ট শেরমান, লিন্ডসে টনসেগার ও স্টিফেন ওয়েজওয়াসারের কাজের জন্য কৃতজ্ঞ।

সর্বশেষ, যেসব দাতা বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন-এর জন্য সহায়তা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। জার্মান কেন্দ্রীয় অর্থ, সমন্বয় ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (বিএমজেড) এবং ইউরোপিয়ান বিনিয়োগ ব্যাংকের অসামান্য সহায়তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনসহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে অবদানের জন্য ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কানাডার আন্তর্জাতিক ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিআইডিএফ) ও সুইডেনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমন্বয় এজেন্সি (সিডা)-কে ধন্যবাদ দিতে চাই।

আদ্যাক্ষর ও শব্দ সংক্ষেপ

থ্রি সি (কমব্যাট ক্লাইমেট চেইঞ্জ)- জলবায়ু পরিবর্তন নিরসন

এএইউ (এসাইন্ড এমাল্ট ইউনিট)- নির্ধারিত পরিমাণ একক

এএফবি (এডাপটেশন ফান্ড বোর্ড)- অভিযোজন তহবিল বোর্ড

এডব্লিউজি-কেপি (এডহক ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ফার্দার কমিটমেন্টস ফর এনেক্স ওয়ান পার্টিজ আনডার দ্যা ক্রিয়োটো প্রটোকল)- ক্রিয়োটো প্রটোকলের অধীনে এনেক্স ওয়ান দেশগুলোর জন্য অতিরিক্ত অঙ্গীকারের বিশেষ ওয়ার্কিং গ্রুপ

এডব্লিউজি-এলসিএ (এডহক ওয়ার্কিং গ্রুপ অন লং-টার্ম কো-অপারেটিভ অ্যাকশন)- দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতামূলক কর্ম সংক্রান্ত বিশেষ ওয়ার্কিং গ্রুপ

বিএইউ (বিজনেস এজ ইউজুয়াল)- যথারীতি ব্যবসা

বিআইডব্লিউআইএন (বাংলাদেশ ওয়াটার ইনটেগ্রিটি ইনিশিয়েটিভ)- বাংলাদেশ পানি সততা উদ্যোগ

সিএআইটি (ক্লাইমেট এনালাইসিস ইনডিকেটর রুলস্)- জলবায়ু বিশ্লেষণ সূচক নীতিমালা

সিসিএপি (সেন্টার ফর ক্লিন এয়ার পলিসি)- শুদ্ধ বায়ু নীতিমালা কেন্দ্র

সিসিএস (কার্বন ক্যাপচার এন্ড সেকুয়েস্ট্রেশন)- কার্বন গ্রহণ ও স্বতন্ত্রকরণ

সিসিভিআই (ক্লাইমেট চেইঞ্জ ভালনারেবিলিটি ইনডেক্স)- জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি সূচক

সিসিএক্স (শিকাগো ক্লাইমেট এক্সচেঞ্জ)- শিকাগো জলবায়ু বিনিময়

সিডিএম (ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম)- স্বচ্ছ উন্নয়ন কৌশল

সিডিপি (কার্বন ডিজক্লোজার প্রজেক্ট)- কার্বন উন্মোচন প্রকল্প

সিইএ (সেন্ট্রাল এনভায়রনমেন্টাল অথরিটি)- কেন্দ্রীয় পরিবেশ কর্তৃপক্ষ

সিইআর (সার্টিফাইড এমিশন রিডাকশন)- প্রত্যয়িত নির্গমন হ্রাস

সিএফআরএন (কোয়ালিশন ফর রেইনফরেস্ট নেশনস)- ঘনবর্ষণ বন জাতিসমূহের জোট

সিআইএফএস (ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস)- জলবায়ু বিনিয়োগ তহবিল

সিওপি (কনফারেন্স অব দ্যা পার্টিস)- জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনভুক্ত দেশগুলোর সম্মেলন

সিওএসটি (কনস্ট্রাকশন সেক্টর ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ)- নির্মাণ খাতে স্বচ্ছতার উদ্যোগ

সিপিআই (করাপশন পার্সেপশন ইনডেক্স)- দুর্নীতি প্রত্যক্ষণ সূচক

সিপিডব্লিউসি (কোঅপারেটিভ প্রোগ্রাম অন ওয়াটার এন্ড ক্লাইমেট)- পানি ও জলবায়ু সংক্রান্ত সমবায় কর্মসূচি

সিআরএস (ক্রেডিটর রিপোর্টিং সিস্টেম)- ঋণদাতা প্রতিবেদন ব্যবস্থা

সিএসপি (কনসেন্ট্রেটেড সোলার পাওয়ার)- ঘনীভূত সৌর শক্তি

সিটিএফ (ক্লিন টেকনোলজি ফান্ড)- স্বচ্ছ প্রযুক্তি তহবিল

ডিএসি (ডেভেলপমেন্ট এসিসট্যান্ট কমিটি)- উন্নয়ন সহযোগী পরিষদ

ডিএনএ (ডেজিগনেটেড ন্যাশনাল অথরিটি)- মনোনীত জাতীয় কর্তৃপক্ষ
 ডিওই (ডেজিগনেটেড অপারেশনাল এনটিটি)- মনোনীত প্রায়োগিক সত্তা
 ইইএস (এক্সিকিউটিং এনটিটিস)- কার্যনির্বাহক সত্তা
 ইএফসি (এথিকস এন্ড ফিন্যান্স কমিটি)- নৈতিকতা ও অর্থ কমিটি
 ইআইএ (এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট)- পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন
 ইআইটিআই (এক্সট্রাকটিভ ইনডাসট্রিজ ট্রান্সপারেন্সি ইনিসিয়াটিভ)- নিষ্কর্ষ শিল্প স্বচ্ছতা উদ্যোগ
 ইপিএ (এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সি)- পরিবেশ সংরক্ষণ এজেন্সি
 ইপিআই (এনভায়রনমেন্টাল পারফরম্যান্স ইনডেক্স)- পরিবেশ পারফরমেন্স সূচক
 ইটিএস (এমিশনস ট্রেডিং স্কিম)- নির্গমন ট্রেডিং প্রকল্প
 ইইউ (ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন)- ইউরোপীয় ইউনিয়ন
 এফডিআই (ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট)- সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ
 এফএমএ (ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট এগ্রিমেন্ট)- বন ব্যবস্থাপনা সম্মতিপত্র
 এফএসসি (ফরেস্ট স্টেওয়ার্ডশীপ কাউন্সিল)- বন সংরক্ষক পরিষদ
 এফটিসি (ফেডারেল ট্রেড কমিশন)- কেন্দ্রীয় বানিজ্য কমিশন
 জিএও (গভার্নমেন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফিস)- সরকারি জবাবদিহি দপ্তর
 জিইএফ (গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি)- বৈশ্বিক পরিবেশ সুবিধা
 জিএইচজি (গ্রিনহাউস গ্যাস)- গ্রিনহাউজ গ্যাস
 জিআইএসি (গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্টি-করাপশন)- বৈশ্বিক দুর্নীতি দমন অবকাঠামো
 জিআইএস (গ্রিন ইনভেস্টমেন্ট স্কীম)- সবুজ বিনিয়োগ প্রকল্প
 জিএস(গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড)- স্বর্ণমান
 এইচএফসি (হাইড্রোফ্লুরো কার্বন)- হাইড্রোফ্লুরো কার্বন
 এইচএফসি- ২৩ (হাইড্রোফ্লুরো কার্বন- ২৩)- হাইড্রোফ্লুরো কার্বন- ২৩
 আইসিএলইআই (লোকাল গভার্নমেন্ট ফর সাসটেইনেবিলিটি) - স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা
 আইইএ (ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি)- আন্তর্জাতিক শক্তি এজেন্সি
 আইইই (ইনিশিয়াল এনভায়রনমেন্টাল এক্সামিনেশন)- প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা
 আইইজি (ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল গভার্ন্যান্স)- আন্তর্জাতিক পরিবেশ গভার্ন্যান্স
 আইআইইডি (ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট)-আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
 আইওএম (ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন)- আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা
 আইপিসিসি (ইন্টারগভার্নমেন্টাল প্যানেল অব ক্লাইমেট চেইঞ্জ)- আন্তঃসরকারি জলবায়ু পরিবর্তন প্যানেল
 আইআরআর (ইন্টারন্যাশনাল রোট অব রিটার্ন)- অভ্যন্তরীণ প্রত্যাবর্তন হার
 আইএসও (ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন)- আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ সংস্থা

আইইউসিএন (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্যা কনজারভেশন অব নেচার)- আন্তর্জাতিক বন সংরক্ষণ ইউনিয়ন
জেআই (জয়েন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন)- যৌথ বাস্তবায়ন
জেআইএসসি (জয়েন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন সুপারভাইজারি কমিটি)- যৌথ বাস্তবায়ন তদারকি কমিটি
এলডিসিএফ (লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ ফান্ড)- স্বল্পোন্নত দেশের তহবিল
এলডিসিএস (লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ)- স্বল্পোন্নত দেশসমূহ
এলইডি (লাইট এমিটিং ডিওড)- হালকা নির্গমনের ইলেক্ট্রিক ভলু
এমএআরজিই (মেডিটেরানিয়ান এরিয়া রিনিউবেল জেনারেশন এস্টিমেটর)- নবায়নযোগ্য উৎপাদন
মূল্যনির্ধারক ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল
এমডিবি (মাল্টিলেটারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক)- বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক
এমআইই(মাল্টিল্যাটারাল ইমপ্লিমেন্টিং এনটিটি)- বহুপাক্ষিক সত্ত্বা বাস্তবায়ন
এমওপি (মিটিং অব দ্যা পার্টিজ)- কয়োটো প্রটোকল অনুস্বাক্ষরকারী দেশগুলোর সভা
এমআরভি (মেজরিং, রিপোর্টিং এন্ড ভেরিফিকেশন)- পরিমাপ, প্রতিবেদন ও প্রতিপাদন
এমডব্লিউ (মেগাওয়াটস)- মেগাওয়াট
এনএএমএ (ন্যাশনালি এপ্রোপ্রিয়েট মিটিগেশন অ্যাকশন)- জাতীয় উপযুক্ত প্রশমন ক্রিয়া
এনএপি (ন্যাশনাল এলোকেশন প্ল্যান)- জাতীয় বরাদ্দ পরিকল্পনা
এনএপিএ (ন্যাশনাল এডাপটেশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন)- জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি
এনজিও (নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন)- বেসরকারি সংস্থা
এনআইই (ন্যাশনাল ইমপ্লিমেন্টিং এনটিটি)- জাতীয় বাস্তবায়ন সত্ত্বা
ওসিএইচএ (অফিস ফর দ্যা কোঅর্ডিনেশন অব হিউম্যানিটিরিয়ান অ্যাফেয়ার্স)- মানবতা বিষয়ক ঘটনাবলীর
সমন্বয় কার্যালয়
ওডিএ (অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্স)- অফিসিয়াল উন্নয়ন সহায়তা
ওইসিডি (অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমিক কোঅপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট)- অর্থনৈতিক সমন্বয় ও উন্নয়ন সংস্থা
ওইসিডি-ডিএসি (ওইসিডি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স কমিটি)- ওইসিডি উন্নয়ন সহায়তা কমিটি
ওআইইএস (অক্সফোর্ড ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি স্টাডিজ)-অক্সফোর্ড ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি স্টাডিজ
ওটিসি (ওভার দ্যা কাউন্টার)- কাউন্টারের অতিরিক্ত
পিএসিএস (প্রোজেক্ট এন্টি-করাপশন সিস্টেম)- প্রকল্প দুর্নীতিদমন ব্যবস্থা
পিএফসিএস (পারফ্লুরোকার্বনস)- পারফ্লুরো কার্বন
পিজিএম (প্লাটিনাম গ্রুপ মেটাল)- প্লাটিনাম গ্রুপের ধাতু
পিএনজি (পাপুয়া নিউ গিনি)- পাপুয়া নিউ গিনি, একটি দেশের নাম
পিপিসিআর (পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স)- জলবায়ুর স্থিতিস্থাপকের পাইলট কর্মসূচি
পিপিআরসি (প্রজেক্টস এন্ড প্রোগ্রাম রিভিউ কমিটি)- প্রকল্প ও কর্মসূচি পর্যালোচনা কমিটি
পিভি (ফটোভোল্টেইক)- ছবি সম্বন্ধীয়
কিউইএলআরও (কোয়ান্টিফাইড ইমিশনস লিমিটেশনস এন্ড রিডাকশন অবলিগেশন)- নির্গমনের পরিমাণের
সীমাবদ্ধতা ও হ্রাসের বাধ্যবাধকতা

আরইডিডি (রিডিউসিং এমিশনস ফ্রম ডিফারেন্সেশন এন্ড ফরেস্ট ডিগ্রেশন)- বন ধ্বংস ও অবনতির থেকে নির্গমন কমানো

আরইডিডি প্লাস (এক্সপ্যান্ডেড ভার্সন অব আরইডিডি)- আরইডিডি'র সম্প্রসারিত সংস্করণ (সেকশন ৬.২ দেখুন)

আরইএস (রিনিউবেল এনার্জি সোর্সেস)- নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস

এসবিআই (সাবসিডিয়ারি বডি ফর ইমপ্লিমেন্টেশন)- বাস্তবায়নের জন্য সম্পূরক ফোরাম

এসবিএসটিএ (সাবসিডিয়ারি বডি ফর সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনোলজিক্যাল এডভাইস)- বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পরামর্শের জন্য সম্পূরক ফোরাম

এসসিসিএফ (স্পেশাল ক্লাইমেট চেইঞ্জ ফান্ড)- বিশেষ জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল

এসএফ সিক্স (সালফার হেক্সাফ্লোরাইড)- সালফার হেক্সাফ্লোরাইড

এসআইএফওআরসিও (সোসাইটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ ফরেস্ট্রি দো কঙ্গো)- কঙ্গোর শিল্প ও বন সমিতি

এসপিএ (স্ট্রাটেজিক প্রায়োরিটি অন পাইলটিং অ্যান অপারেশনাল অ্যাপ্রোচ টু এডাপটেশন)- একটি কার্যকরী পদ্ধতির অভিযোজনের কৌশলগত অগ্রাধিকার

এসটিএআর (সিস্টেম ফর ট্রান্সপারেন্ট অ্যালোকেশন অব রিসোর্সেস)- সম্পদের স্বচ্ছ বরাদ্দ পদ্ধতি

এসডব্লিউআইএফটি (সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইন্টারব্যাংক ফিন্যান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশন)- বিশ্বব্যাপী আন্তঃব্যাংক ফিন্যান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশন সমিতি

টিআই (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল)- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

টিডব্লিউএইচ/ওয়াই (টেরাওয়াট- আওয়ার্স পার ইয়ার)- বছরে টেরাওয়াট ঘন্টা

ইউএন (ইউনাইটেড নেশনস)- জাতিসংঘ

ইউএনসিএসি (ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অ্যাগেইনস্ট করাপশন)- দুর্নীতি বিরোধী জাতিসংঘ সনদ

ইউএনডিপি (ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম)- জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি

ইউএনইসিই (ইউনাইটেড ন্যাশনস ইকোনোমিক কমিশন ফর ইউরোপ)- ইউরোপের জন্য জাতিসংঘের অর্থনৈতিক কমিশন

ইউএনইপি (ইউনাইটেড ন্যাশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম)- জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি

ইউএনএফসিসিসি (ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেইঞ্জ)- জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন

ইউএনএইচসিআর (ইউএন হাইকমিশনার ফর রিফিউজি)- শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের হাইকমিশনার

ইউএনওডিসি (ইউএন অফিস অন ড্রাগস এন্ড ক্রাইম)- জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ কার্যালয়

ইউএস এ আই ডি (ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট)- আন্তর্জাতিক উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্সি

ভিভিএম (ভেলিডেশন এন্ড ভেরিফিকেশন ম্যানুয়াল)- বৈধতা ও প্রতিপাদন ম্যানুয়াল

ডব্লিউএইচও (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন)- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

ডব্লিউআইএস (ওয়াটার ইনটেগ্রিটি নেটওয়ার্ক)- পানি সততা নেটওয়ার্ক

ডব্লিউআরআই (ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট)- বিশ্ব সম্পদ ইনস্টিটিউট

ডব্লিউটিও (ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন)- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা

ডব্লিউ ডব্লিউ সি (ওয়ার্ল্ড ওয়াটার কাউন্সিল)- বিশ্ব পানি পরিষদ

প্রতিবেদন সার-সংক্ষেপ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

আমাদের এই পৃথিবী আজ পর্যন্ত যত সুশাসন সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, তার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সংকট মোকাবেলার জন্য জনগণের সম্পদ ব্যবস্থাপনাকারী সকল প্রক্রিয়া ও সংস্থার মধ্যে গতানুগতিক সম্পর্কের উর্ধ্ব গিয়ে তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয়, সংহতি, সহযোগিতা এবং দ্রুততা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প বিপ্লবের ফলে আমাদের অর্থনীতিতে যে যুগান্তকারী পরিবর্তনগুলো এসেছে, এই জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় তার অনেকগুলো থেকেই আমাদের সরে আসতে হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন মানুষের জীবন ও জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে জলবায়ু পরিবর্তন এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বজুড়ে এই সংকট মোকাবেলার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় মানুষের জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

এক বিশাল জলবায়ু সুশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক, জাতীয়, কর্পোরেট এবং স্থানীয় পর্যায়ে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য সরকারি-বেসরকারি খাত থেকে যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গীকার এবং বিপুল বিনিয়োগ হচ্ছে, একটি ন্যায্য ও সঠিক সুশাসন ব্যবস্থাই এর সাফল্য নিশ্চিত করতে পারে। এই সাফল্যের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ভবিষ্যতে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হবে এবং তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানা বাধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশ, প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ঐকমত্যের ভিত্তিতে কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের দিকে এগোচ্ছেন। জলবায়ুর সঠিক সুশাসন ব্যবস্থা এই কর্মসূচীকে আরও ত্বরান্বিত করবে এবং এই প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও ন্যায্য করে তোলার মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন শুধু সনাতনী শাসন ব্যবস্থার ওপরই চ্যালেঞ্জ নয়, এটি দুর্নীতি সম্পর্কিত সকল প্রচলিত ধারণাকেও ছাড়িয়ে যাবে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সংজ্ঞানুযায়ী, দুর্নীতি হল ব্যক্তিস্বার্থে ‘অর্পিত ক্ষমতা’র অপব্যবহার। ‘অর্পিত ক্ষমতা’ মানে শুধুমাত্র জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা নয়। অর্পিত ক্ষমতা হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই পৃথিবীকে তত্ত্বাবধানের জন্য আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে, সেটা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার নানাভাবে হয়ে থাকে। যেমন-তহবিল আত্মসাৎ, চুক্তির উদ্দেশ্যে ঘুষ আদান-প্রদান, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি। এগুলোকে অতিক্রম করে ক্ষমতার অপব্যবহার এখন আরও নতুন নতুন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন-বৈজ্ঞানিক তথ্যকে বিকৃত করা, ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের মূলনীতির বরখেলাপ এবং বিভিন্ন পণ্যের পরিবেশ-বান্ধবতার মিথ্যা দাবি।

এ প্রতিবেদনে এই বিষয়গুলোর বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই ধরনের দুর্নীতি জলবায়ু সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে এটা আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে, কারণ এখানে অনিশ্চয়তার পরিমাণ অনেক বেশি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দুর্নীতি কেন একটি বাধা? বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিহত করা এবং এর নেতিবাচক প্রভাবের প্রতিকার করা খুবই ব্যয়বহুল একটি কর্মসূচী। যখন বিপুল পরিমাণ অর্থ একটি নতুন এবং অপরিষ্কৃত অর্থনৈতিক বাজারে আসে, তখন সেখানে দুর্নীতির সুযোগ সবসময়ই থেকে যায়। কারো কারো মতে, ২০২০ সালের মধ্যে শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিহত করার

জন্য আনুমানিক ৭০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হবে। অপেক্ষাকৃত নতুন, সমন্বয়হীন এবং অপরিষ্কৃত প্রণালীতে পরবর্তীকালে প্রতি বছর সরকারগুলোর তহবিল থেকে ২৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হবে। উপরন্তু, জলবায়ু পরিবর্তনের দ্রুত সমাধানের যে চাহিদা ইতোমধ্যে বিদ্যমান, তার কারণে দুর্নীতির আশঙ্কা আরও বেশি বেড়ে যায়।

জলবায়ু বিষয়ক কোনো কোনো ক্ষেত্রে জটিলতা, অনিশ্চয়তা এবং অভিনবত্ব থাকার কারণেও দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়। এই বিষয়ক প্রয়োজনীয় ধারণাগুলো যেমন-কোনটাকে আমরা বন বলবো বা সাহায্য ছাড়া কোনো কর্মসূচী সফল হবে কিনা, এগুলো নিয়ে এখনো বিতর্ক রয়েছে। আমাদের পরিবেশের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফল-প্রদায়ী ভূ-প্রকৌশল বিধিমালা এখনো কার্যত অনুপস্থিত। কার্বন নিঃসরণ কমানোর বিভিন্ন পদক্ষেপের কার্যকারিতা এবং পরিবেশের ওপর এর প্রভাব-এই বিষয়গুলো এখনো অনেকাংশেই অপরিষ্কৃত। এই প্রতিবেদনের সকল তথ্য প্রমাণ এটাই নির্দেশ করে যে, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থায় অনেক ফাঁক-ফোকর বিদ্যমান এবং এখানে দুর্নীতির অনেক সুযোগ রয়েছে।

এই সংকটময় মুহূর্তকে নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন পদ্ধতিগুলোর সাফল্য পাওয়া প্রয়োজন। আর সে লক্ষ্যে প্রয়োজন সতর্ক পর্যবেক্ষণ, দ্রুত শেখা এবং সক্রিয় উদ্যোগের মাধ্যমে দুর্নীতির দরজাকে বন্ধ করে দেওয়া।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিয়ন্ত্রণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর কলাকৌশলের অসমতা। এই বিষয়টিতে অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বৈশ্বিক দুর্নীতির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর মাঝে আছে উপজাতীয় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামবাসী, ঝুঁকির মধ্যে বসবাসকারী শহরবাসী এবং বাস্তবহারা জনগণ, যাদের পুনর্বাসন প্রয়োজন। এই জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বেশকিছু দিক থেকে মিল রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় আঘাতগুলো তাদের ওপর দিয়ে যায়। যদিও পুনর্বাসন কর্মসূচীতে তাদেরই সবচেয়ে বেশি লাভবান হওয়ার কথা, কিন্তু তাদের মতামত সবচেয়ে কম গুরুত্ব পায়। এর মাধ্যমেই আমরা একটি জবাবদিহিমূলক জলবায়ু সুশাসন ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

বৈশ্বিক দুর্নীতির প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হলো-জলবায়ু সুশাসন কাঠামোকে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী করে তোলার মাধ্যমে দুর্নীতির ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট নীতিমালাকে আরও সফল ও কার্যকর করে তোলা সম্ভব। জলবায়ু সুশাসন ব্যবস্থার মানের ওপর নির্ভর করবে অন্তর্নিহিত দুর্নীতি মোকাবেলার সাফল্য। আর এই জলবায়ু সুশাসন ব্যবস্থা তখনই কার্যকর হবে যখন এটি হবে অংশগ্রহণমূলক, জবাবদিহিতামূলক, স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, সাড়াপ্রদায়ী এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্নীতি সম্পর্কে প্রথমবারের মত পঞ্চাশেরও অধিক বিশেষজ্ঞের মতামত, সমন্বিত বিশ্লেষণ এবং বেশকিছু নীতি পরামর্শ তুলে ধরা হয়েছে।

কার্যকর জলবায়ু সুশাসন: জবাবদিহিতা ও সততার প্রক্রিয়া নির্ধারণ

জলবায়ু সংকট মোকাবেলা একটি বিশাল ও জটিল পদক্ষেপ। এর জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের পরিমাণও অনেক। তাই প্রয়োজন সমন্বিত পদ্ধতি নির্ভর ও জবাবদিহিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ক) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার গুরুত্বপূর্ণ অনেক সিদ্ধান্তই প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপটে গৃহীত হয়। তাই শুধুমাত্র কতিপয় উচ্চপর্যায়ের আন্তর্জাতিক সভায় দেওয়া পরামর্শের দিকে দৃষ্টি দিলেই চলবে না।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উচ্চপর্যায়ের আন্তঃসরকার বৈঠকের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো অনেক সময়ই জটিল হয়। এই ক্ষেত্রটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আন্তর্জাতিক থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত বহুমুখী ফোরাম ও ব্যক্তিত্বের সম্পৃক্ততার কারণে নীতি-নির্ধারণী ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের ব্যতিক্রমী পরিধি ও বহুমাত্রিকতা বিরাজ করে।

বিশ্বে বর্তমানে ৫০০টিরও বেশি পরিবেশ বিষয়ক বহুপাক্ষিক চুক্তি রয়েছে। এর মধ্যে বেশকিছু চুক্তি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। শুধুমাত্র কোপেনহেগেন বা কানকুন সরকারি প্রতিনিধিদের মাঝে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। সেজন্য আরও কিছু জাতীয় ও আঞ্চলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। যেমন-বেইজিং, ব্রাসেলস, ব্রাসিলিয়া থেকে দিল্লী এবং ওয়াশিংটন। সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাভোগীদের সম্মিলিত ভূমিকা এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একইভাবে নগর ও আঞ্চলিক সরকারেরও এখানে ভূমিকা রয়েছে। এরা সবাই মিলে অঙ্গীকারের উচ্চ মাপকাঠি নির্ধারণ করতে পারে অথবা অনেক সময় অবমূল্যায়নও করতে পারে।

নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ফোরামের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাত্রায় তারতম্য হতে পারে। এই নীতিমালার উচ্চতর মান নিশ্চিত করতে হবে এবং এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার নীতি নির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত প্রভাবের সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। কার্যকর বৈশ্বিক পদক্ষেপ গ্রহণের পথে অনেক বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ব্যাপক বিস্তৃত এই জলবায়ু সুশাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে বহুমুখী বৈশিষ্ট্য, নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অসমতা, নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে।

খ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার নীতি প্রক্রিয়ার বিপুল সাড়া ও রেকর্ডসংখ্যক উপস্থিতি অনেক সময় এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে বিরাজমান বৈষম্যকে অবমূল্যায়ন করতে পারে।

উচ্চ দৃশ্যমানতা যেমন যথাযথ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে না, তেমনি উচ্চ উপস্থিতিও সমপরিমাণ প্রভাব নির্দেশ করে না। জলবায়ু পরিবর্তন নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ ফোরাম হচ্ছে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)। কিন্তু এই সংস্থার নীতিমালা অন্যান্য পরিমণ্ডলে প্রচলিত মানদণ্ডের চেয়ে পিছিয়ে আছে। কোপেনহেগেন সম্মেলনে রেকর্ড সংখ্যক দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন এবং এই সম্মেলন বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তাতে এটা প্রমাণিত হয় না যে, উপস্থিত সকলের সেখানে সমান প্রতিনিধিত্বের সুযোগ ছিল। কোপেনহেগেন সম্মেলনে সবচেয়ে বেশি দূষণকারী দেশের প্রতিনিধিদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি, ক্ষতিগ্রস্তদের চেয়ে প্রায় তিন গুণ। ২০০৯ সাল নাগাদ UNFCCC তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডা থেকে নিবন্ধিত পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার সংখ্যা হয়েছে ৪০০-এরও বেশি। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র ব্রাজিল, চীন এবং ভারত থেকে দেশের অধিক সংস্থা নিবন্ধিত হয়েছে। সর্বোপরি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জলবায়ু সুশাসনের ব্যাপারে পর্যাপ্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সকলের অভিমতের সমান প্রতিফলন ঘটাতে এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

গ) লবিংয়ের ক্ষেত্র প্রসারিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হচ্ছে, সেই সাথে অবাচিত প্রভাবের ঝুঁকি বাড়ছে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশি।

অনেক পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান এখন জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লবিংয়ের সাথে জড়িত হচ্ছে। এর আগে এই কাজটির সাথে মূলত জ্বালানি খাতের বিভিন্ন সংস্থা জড়িত ছিল। তাদের মূল কাজ ছিল জীবাশ্ম জ্বালানির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা। এখন নতুন পরিবেশবান্ধব সংস্থাগুলোর লবিংয়ের কল্যাণে জলবায়ু সুশাসন নীতিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে সকলের সমান অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত হচ্ছে। বৈশ্বিক দুর্নীতির প্রতিবেদন অনুযায়ী এটা সম্পূর্ণ চিত্র নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুধু তেল ও গ্যাস খাতে ২০০৯ সালে লবিংয়ের খরচের পরিমাণ পরিবেশবান্ধব জ্বালানি খাতে খরচের তুলনায় আট গুণ বেশি ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নে ২০০৪ সালে জলবায়ু নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর অবদান ছিল পরিবেশবান্ধব সংস্থাগুলোর তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

শুধুমাত্র সবুজ ও বাদামী লবিংয়ের সমান উপস্থিতিই জলবায়ু নীতিমালাকে জনমুখী করতে পারবে না। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রভাবশালী পরিবেশবান্ধব সংস্থাগুলোর জোরালো সমর্থনের পাশাপাশি দূষণকারীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)-এর অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ দেশে লবিং করার জন্য নিবন্ধিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পরিবেশ সংক্রান্ত জনসম্পৃক্ততার অঙ্গীকার ও কার্যাবলীর কতটুকু অংশ জনগণের কাছে উন্মুক্ত করবে ও কতটুকু গোপন রাখবে, সে বিষয়েও স্বচ্ছতা নেই।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রভাবের কারণে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের নীতিমালার ফলাফল সবার জন্য ইতিবাচক নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রহসরমান জলবায়ু নীতিমালার কারণে ভারত ও চীনের জ্বালানি খাতের সাথে জড়িত সংস্থাগুলোর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এই সংস্থাগুলোর অধিকাংশই সরকার অনুশাসিত বড় কর্পোরেশন যাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে। এই কারণেই নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা উচিত, যাতে মুষ্টিমেয় কিছু জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে সমগ্র বিশ্ববাসী উপকৃত হতে পারে।

উপশম: কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের বিভিন্ন কৌশল

কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়। এর মধ্যে একটি উপায় হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ কমানোর ব্যবস্থা করা। আরেকটি উপায় হতে পারে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে যেমন-বনাঞ্চলে বা অন্য কোনো কৃত্রিম পরিবেশে কার্বনের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ। কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের নানাবিধ উপায়ের মধ্যে আছে আন্তর্জাতিক কার্বন বাজার তৈরি, নিঃসরণের সর্বজনবিদিত নীতিমালা প্রণয়ন, জ্বালানি খাতের জন্য যথাযথ কর্মসূচি কার্যকর করা এবং একটি হ্রাসকৃত কার্বনভিত্তিক অর্থনীতির দিকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে যাওয়া। যদিও এই কর্মসূচিগুলোর মধ্যে বেশকিছু এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, পর্যাপ্ত সুশাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এই কর্মসূচিগুলোকে সফল করে তোলা সম্ভব।

ক) স্বচ্ছতা ও চূড়ান্ত বিবেচনায় উপশম কৌশলের সফলতার জন্য কার্বন নিঃসরণের একটি পরিমাপন, প্রতিবেদন ও সনাক্তকরণ (এমআরভি) পদ্ধতি অপরিহার্য।

জাতীয় পর্যায়ে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাসের ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপ, প্রতিবেদন এবং সনাক্তকরণ অপরিহার্য। এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের পক্ষেও তাদের ব্যবসায়িক স্থায়িত্বের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত

নেওয়ার পথ সুগম হয়। বর্তমানে পরিমাণ, প্রতিবেদন এবং সনাক্তকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও পদক্ষেপ আছে। কিন্তু তথ্যগুলোকে সমৃদ্ধতর করার জন্য আরও দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ জরুরি। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বা প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতার অভাবে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এছাড়াও পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ পর্যালোচকদের অভাবে কার্বন নিঃসরণ সংক্রান্ত তথ্য যথাযথভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

উন্নত দেশের সাথে সাথে উন্নয়নশীল দেশেও সঠিক পরিমাণ, প্রতিবেদন এবং সনাক্তকরণের জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা জরুরি। কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবে অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান তাদের নিঃসরণের তথ্যকে অতিরঞ্জিত করে, যাতে তারা ভবিষ্যতে এটাকে হ্রাসকৃত দেখাতে পারে। কার্বন নিঃসরণের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয় এমন তথ্যের ওপর নির্ভর করলে কার্বন ক্রেডিটের অসম বন্টনের সম্ভাবনা থাকবে। এতে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস কর্মসূচির উৎসাহে ভাটা পড়তে পারে। ফলে কার্বন নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ হবে এবং কিছু প্রধান দূষণকারী সাময়িকভাবে লাভবান হবে। কিন্তু পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সঠিক পরিমাপ, প্রতিবেদন এবং সনাক্তকরণের গুরুত্ব শুধুমাত্র নিঃসরণ হ্রাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্যই তাদের স্বল্প কার্বননির্ভরতা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির পক্ষে সরকারের সমর্থন প্রশংসনীয়। কিন্তু শিল্পের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণ কঠোরতর করতে হবে। তা না হলে অর্থনৈতিক প্রগতিশীলতার অপব্যবহার করে মুনাফার লোভে অনেক প্রকল্পের পরিচালকেরা তাদের প্রকল্পকে সমাপ্ত বলে দাবি করবে।

খ) উপশমের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে কার্বন বাজারগুলোতে দুর্নীতির ঝুঁকি প্রতিরোধক সুরক্ষা খুবই জরুরি। সেই সাথে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে তাদের স্থায়িত্ব ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।

বিভিন্ন দেশে এবং অঞ্চলে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্বন বাজার গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে প্রধান কার্বনবাজারগুলোর সম্মিলিত মূল্য ১৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি। এই উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু এগুলো আবার রাজনৈতিকভাবে সৃষ্ট এবং সরকারি অর্থায়নে তৈরি এমন একটি বাজার যেখানে ধরা বা ছোঁয়া যায় না এমন পণ্যের লেনদেন হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের Emissions Trading Scheme (ETS) -এর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, কার্বন বাজারগুলো বিভিন্ন পক্ষের অযাচিত প্রভাব বিস্তারের একটি ক্ষেত্র। ETS নিজেই কার্বন অনুমতিপত্র প্রদানের সময় অতিরিক্ত বরাদ্দ মঞ্জুর করে থাকতে পারে। এর ফলে ইউরোপের চারটি সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ৬ থেকে ৮ বিলিয়ন ইউরো অনুপার্জিতভাবে লাভবান হয়েছে।^১ তাই এই বাজারগুলোর ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা সকলের জন্যই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এখানে নিঃসরণের অসম বন্টন হতে পারে এবং তার ফলে কার্বন নিঃসরণের মূল্য কমে যেতে পারে। এতে বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান কার্বন-সচেতন উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাজারটিই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটি আশঙ্কা থাকবে।

গ) পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হতে পারলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ তৈরি হবে। তবে যদি এর পাশাপাশি সুশাসনের সমস্যাগুলো প্রত্যক্ষভাবে মোকাবেলা করা না যায়, তবে বৈশ্বিক বৈষম্য আরো প্রকট ও গভীর হবে।

সৌরশক্তি এবং বায়ুশক্তি হচ্ছে নবায়নযোগ্য জ্বালানির নতুন উৎস। এই জ্বালানিগুলো জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের

ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই উদ্যোগের সাফল্যের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেসরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন। উত্তর আফ্রিকাতে সদ্য পরিচালিত একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের অন্ততঃ ৭০ শতাংশ মনে করেন যে এখানে দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে এবং এটা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।

একটি স্বল্প কার্বনভিত্তিক অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিবর্তন প্রয়োজন। এই পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এমন কিছু দেশে, যেখানে সুশাসনের ঘাটতি এবং দুর্নীতির প্রকোপ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে পরিবহনের জন্য ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির শতকরা ১০ শতাংশই হবে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি। এজন্য সম্ভাব্য ভূমি অনুসন্ধান করা হচ্ছে এমন কিছু দেশে যেখানে দুর্নীতি প্রতিরোধে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে অর্জন বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় নিম্নমানের।

ভূমি ছাড়াও অন্যান্য খনিজ সম্পদ, যেমন-লিথিয়াম (তড়িৎ-চালিত গাড়ির ব্যাটারি তৈরির ক্ষেত্রে যার চাহিদা অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে) অনেক সময় এরকম দেশে পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে সুশাসনে ঘাটতি রয়েছে। এই ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো একটি স্বল্প কার্বন নির্ভর অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য হয়ে দেখা দেবে। তাই সংশ্লিষ্ট সরকার কর্তৃক প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু এ বিষয়টিও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিহতকরণ যেন একটি ‘সবুজ সম্পদের অভিশাপ’ হিসেবে দেখা না দেয়। এটা হলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। আর অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী দেশগুলো পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির সম্পদ থেকে লাভবান হয়। এক্ষেত্রে Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)-এর মত বিদ্যমান মানদণ্ডগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।^২

জলবায়ু পরিবর্তনে কার্যকর অভিযোজন

ক) অভিযোজন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ অভিযোজন কর্মসূচি যেসব দেশে কার্যকর হবে যেখানে দুর্নীতির ঝুঁকি বেশি।

এই প্রকল্পগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকারের সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য এলাকাভিত্তিক মালিকানা ও যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করা গুরুত্বপূর্ণ। Kyoto Protocol Adaptation Fund- এর নীতিমালা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে, তা পাওয়ার জন্য জাতীয় পর্যায়ে সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। এই সংস্থাগুলো যাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে, সেজন্য তাদের যথাযথ দক্ষতা এবং অর্থের সঠিক ব্যবহার পরীক্ষণ ক্ষমতা থাকতে হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত National Adaptation Program of Action (NAPA) অনুযায়ী প্রতিটি স্বল্পোন্নত দেশের জন্য মাত্র দুই লাখ মার্কিন ডলার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু এসব দেশে সংশ্লিষ্ট খাতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে, সেটা এখনও অনিশ্চিত।

কার্যকর জলবায়ু সুশাসন ব্যবস্থার জন্য আরও কিছু জায়গায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আদালত, আইনের সঠিক প্রয়োগ, সক্রিয় গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। যেসব দেশে

অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি, সেসব দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও বেশি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ২০টি দেশের মধ্যে কোনোটিরই দুর্নীতির ধারণা সূচকের প্রাপ্ত স্কোর ৩.৬-এর বেশি নয়। এই সূচক অনুযায়ী শূন্য সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ১০ দুর্নীতিমুক্ত অবস্থার ধারণা নির্দেশ করে। অভিযোজন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে তোলা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেটাকে অবশ্যই সুশাসন প্রতিষ্ঠার সার্বিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

খ) অভিযোজন প্রকল্পের প্রায়োগিক পর্যায়ে সাফল্যের জন্য তত্ত্বাবধান অপরিহার্য

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকবে বড় মাপের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যেমন-বন্যা নিয়ন্ত্রণ, লবণাক্ততার ঝুঁকি থেকে পানীয় জল রক্ষা প্রভৃতি। উন্নয়নশীল বিশ্বে দুর্নীতির কারণে শুধুমাত্র নির্মাণ খাতেই প্রতি বছর আনুমানিক ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি সাধিত হয়। তত্ত্বাবধান ছাড়া অভিযোজনের দুই ধরনের ঝুঁকি থাকে -তহবিল অপসারণ এবং নিম্নমানের কাজ। এর ফলে জনগণ জলবায়ু পরিবর্তনের আরও ঝুঁকিপূর্ণ পরিণতির মুখোমুখি হতে পারে। ১৯৯৯ সালে তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ১১০০০ লোক মারা যায়। এর ফলে যে স্থাপনাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তার অর্ধেকই যথাযথ নির্মাণ নীতিমালা অনুসরণ করে তৈরি হয়নি। জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের সাফল্যের জন্য কিভাবে দুর্নীতি কমিয়ে আনা যায়, তার জন্য মানবিক সহায়তা ও উন্নয়ন খাত এবং Construction Sector Transparency Initiative (COST)-এর মতো উদ্যোগ থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।^৩

গ) কার্যকর সমন্বয়, পারস্পরিক জবাবদিহিতা ও কার্যক্রমের স্বচ্ছতা অভিযোজন তহবিলে সুশাসন তথা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতিমালার দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বাস স্থাপনে অপরিহার্য

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তহবিল বিভিন্ন খাতে ভাগ হয়ে যায়। এদের মধ্যে আছে ছয়টি দ্বিপক্ষীয় জলবায়ু তহবিল, দু'টি World Bank Climate Investment Fund, এবং UNFCCC Fund, Kyoto Protocol Fund। এর সাথে আরও আছে নতুন Green Climate Fund। এর প্রতিটির ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা ভিন্ন। ফলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা দুরূহ হয়ে ওঠে। কোপেনহেগেন ও কানকুন সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ তহবিল বরাদ্দ দেয়ার অঙ্গীকার করেছে, তার অর্ধেকই ২০১১ সালে World Bank এর তহবিল হয়ে আসার কথা, যা সুশাসন নিশ্চয়তাদায়ক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণের জন্য যত তহবিল বরাদ্দ হয়, তার সঠিক ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর সাধারণ জবাবদিহিতার কাঠামোর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বর্তমানে উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য এবং শুধুমাত্র জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। জলবায়ুর জন্য নতুন এবং অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য যদি কিছু সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি থাকে, তাহলে অনিয়মের পরিমাপ করা এবং ঝুঁকি কমানো সহজ হবে। এর মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং জলবায়ু অভিযোজন তহবিলের কার্যকর ব্যবহারের পথ সুগম হবে। সর্বোপরি, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন, তারা উপকৃত হবে।

বনায়নের গুরুত্ব

ক) জলবায়ু নীতিমালায় বনাঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তাই বন বিভাগের দীর্ঘদিনের দুর্নীতি প্রতিরোধ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য বনাঞ্চলের প্রশাসন ব্যবস্থা উন্নত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কাঠের ব্যাপক আন্তর্জাতিক চাহিদা, দুর্বল ভূমি মালিকানা আইন এবং ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর কোণঠাসা অবস্থা বনায়নে জবাবদিহিতা ও সংরক্ষণ প্রকল্প চালু করার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। প্রতিবছর ১,০০০ - ২,৩০০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যেরও বেশি কাঠ অবৈধভাবে বা সন্দেহজনকভাবে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। আইনের ফাঁক-ফোকর এবং দীর্ঘদিন ধরে চলমান দুর্নীতির সহায়তায় স্থানীয় প্রভাবশালীরা বনের সম্পদ ব্যবহার করে কেবল যে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করে তাই নয় বরং, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও আদায় করে থাকে। REDD (Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation) জলবায়ু পরিবর্তনে বন নীতির একটি প্রধান আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। এর সঠিক ব্যবহারের জন্য এই বিষয়গুলোর সমাধান আগেই নিশ্চিত করা উচিত। REDD কার্যক্রমের (যার বর্তমান তহবিল প্রায় ৩৫০ কোটি মার্কিন ডলার) মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে সামর্থ্যে যা ঘাটতি আছে, তার কিছু অংশের সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু এর মাধ্যমে সকল দুর্নীতির সমাধান করা যাবে, সেটা ভাবা উচিত নয়।

খ) দুর্নীতির ঝুঁকি হ্রাস ও বনায়ন প্রকল্পসমূহের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে ব্যাপক পরিবীক্ষণ ও শক্তিশালী প্রতিবেদনের কাঠামো জরুরি

REDD এর সকল কার্যক্রম চালু হবার সাথে সাথে এর জন্য ২,৮০০ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি তহবিল সংকুলান হওয়ার কথা। অন্যান্য প্রশমনমূলক কার্যক্রম, যেমন জাতিসংঘের Clean Development Mechanism (CDM)-এ দেখা গিয়েছে, অনুপযুক্ত প্রকল্পের অর্থনৈতিকভাবে যথার্থতা প্রদান চিহ্নিত করা, কাল্পনিক প্রকল্প খুঁজে বের করা, বাড়তি ও ভুল তথ্য এবং হিসাবে গরমিলসহ কার্বন ক্রেডিট নিয়ে অন্যান্য জালিয়াতি ইত্যাদি নির্ধারণ প্রতিরোধে শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার বিকল্প নেই। বনায়নে এই ধরনের ঝুঁকির পরিমাণ বেশি। বন বিভাগের কাজকর্মের সঠিক হিসাব নেওয়া কঠিন। কারণ এর অনেক কার্যক্রমই দূরবর্তী এলাকায় সংঘটিত হয়ে থাকে।

বনাঞ্চল সংরক্ষণ এবং কার্বন ক্রেডিটের সুরক্ষার অর্থ REDD-এর আর্থিক সুবিধা অর্জন শেষ হয়ে গেলেও যেন বন পুনরায় ধ্বংস করা শুরু না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা, এবং যে এলাকায় REDD-এর প্রকল্প নেই সেখানেও যেন বন ধ্বংস শুরু না হয়।

গ) বনায়ন শাসন ব্যবস্থার সাক্ষ্য নিশ্চিতকরণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি

REDD প্রকল্পের পূর্ণ সুবিধা পাওয়ার জন্য এবং বন নিধন বন্ধের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ সাহায্য যেন অন্য খাতে চলে না যায়, তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় জনগণকে তাদের এলাকার বন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত করা বা অন্ততঃপক্ষে এই প্রক্রিয়ায় তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

প্রদান করা হলে বনাঞ্চলের উন্নয়ন এবং তাদের জীবিকারও উন্নয়ন হতে পারে। বনাঞ্চলের অধিবাসীরা জালিয়াতির শিকার হচ্ছে। কারণ কার্বন ব্রোকার এবং প্রকল্প প্রণয়নের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কার্বনের অধিকার দখল করছে। বন খাতে বর্ধিত অর্থ প্রবাহের সাথে সাথে সুষ্ঠু সমন্বয় ও কঠোর পর্যবেক্ষণ বৃদ্ধির প্রয়োজন যেন অর্থ সাহায্য যে জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন, তাদের হাতেই যায়। আবার দুর্নীতিও যেন বৃদ্ধি না পায়।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্নীতির কারণে পৃথিবীর বৃহত্তম উপকূলীয় বনাঞ্চল সুন্দরবন ধ্বংসের মুখোমুখি^৪

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম নিবিড় উপকূলীয় বনাঞ্চল। সুন্দরবনে রয়েছে বাংলাদেশের মোট সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৫১ ভাগ। দেশের বনাঞ্চল থেকে মোট উপার্জনের ৪১ ভাগ আসে সুন্দরবন থেকে এবং কাঠ ও জ্বালানির ৪৫ ভাগ সুন্দরবন সরবরাহ করে।^৫

সুন্দরবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে-ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা থেকে জৈব প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে উপকূলীয় ভূমিক্ষয় রোধ করা এবং পলিমাটি আটকে রাখা। কোনো ঘূর্ণিঝড় বা সুনামির আঘাত বনের পেছনের লোকবসতিপূর্ণ এলাকায় পৌঁছানোর আগেই সুন্দরবনের বৃক্ষপ্রাচীর ভয়াবহ সাইক্লোন বা জলোচ্ছ্বাসের শক্তির প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ শুষে নিতে পারে।^৬

সুন্দরবন আজ জলবায়ু পরিবর্তন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির (ধারণা করা হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৪৫ সে.মি. বাড়লে সুন্দরবনের প্রায় ৭৫ ভাগ নিমজ্জিত হবে, ১ মি. বৃদ্ধিতে সম্পূর্ণ বনই নিমজ্জিত হবে) কারণেই বিপদের সম্মুখীন নয়, এর সাথে আছে দুর্নীতির বাড়তি হুমকিও।

উপকূলীয় বনাঞ্চলে বেআইনি গাছ কাটার ঘটনা অসংখ্য। বিশেষ করে এর মূল্যবান সুন্দরী গাছ। কিছু ব্যবসায়ী, অসাধু বন কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশে সুন্দরবনে নির্ধিধায় বেআইনিভাবে গাছ কাটা হয়।^৭ সাধারণত গোলপাতা পরিবহনের নৌকায় করে এসব গাছের গুড়ি পাচার করা হয়। ধারণা করা হয় শুধু মাত্র এই ধরনের পাচারের মাধ্যমে বছরে ছয় কোটি টাকারও বেশি কাঠ উপকূলীয় বনাঞ্চল থেকে পাচার হয়।^৮ জেলে এবং বাওয়ালীদের মাধ্যমেও কাঠ পাচারের ঘটনা ঘটে। এইভাবে বছরে প্রায় ১৩৫ কোটি টাকার কাঠ পাচার হয়।^৯

এই অবৈধ ব্যবসা চালু রাখার জন্য স্থানীয় কর্মকর্তাদের যোগসাজশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ধারণা করা হয় যে, স্থানীয় অসাধু বন কর্মকর্তারা বাওয়ালীদের কাছ থেকে বছরে প্রায় ৬.২৫ কোটি টাকা ঘুষ নিয়ে থাকেন। এই বিশাল অর্থের চাহিদা পূরণ করতে বাওয়ালীদেরকে অনুমোদিত গোলপাতার প্রায় চারগুণ বেশি সংগ্রহ করতে হয়। একই ভাবে জেলেদেরকেও প্রতিবার মাছ ধরতে যাওয়ার সময় কর্মকর্তাদেরকে বেআইনি টোল দিতে হয়। তাদের পথের বিভিন্ন চেকপোস্টে ঘুষ দিতে হয় এবং নৌকার নতুন অনুমোদনপত্র নিতেও ঘুষ দিতে হয়। এক হিসাবে বন কর্মকর্তারা বছরে জেলেদের কাছ থেকে প্রায় ২৩ কোটি টাকা ঘুষ নিয়ে থাকেন।^{১০} কর্মকর্তারা অনেক সময়ই ঘুষের বিনিময়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত এলাকায় বাওয়ালী ও অন্যদের প্রবেশের অনুমোদন দেন, যে কারণে পরিবেশের আরও অবক্ষয় ঘটে।^{১১}

প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে লোকালয় রক্ষায় উপকূলীয় বনাঞ্চলের ক্ষমতার ওপর অবৈধ বৃক্ষ নিধনের ব্যাপক প্রভাব আছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে আরও ভয়াবহ ও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের সরকারী নীতিমালাই অবৈধ বৃক্ষ নিধনে উৎসাহ যুগিয়ে থাকে। বাংলাদেশের নীতিমালায় বন সংরক্ষণের চেয়ে বন থেকে উপার্জনকেই বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

প্রতিবছর একটি উপার্জনমাত্রা সরকার নির্দিষ্ট করে দেয়, যা সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকে। এই উপার্জনমাত্রা ঠিকমত অর্জন করার ওপর নির্ভর করে একজন নবীন কর্মকর্তার দক্ষতা যাচাই করা হয়। এই কারণে কর্মকর্তারাও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য চাপে থাকেন এবং প্রায়ই উপার্জন বৃদ্ধির জন্য অবৈধ উপায়ের আশ্রয় নেন।

এই অবৈধ কার্যক্রমের একাংশ সরকারের উপার্জননির্ভর নীতিমালার কারণেই উৎসাহিত হয়। যার কারণে সুন্দরবনের অবক্ষয় আরও বাড়বে এবং এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশের সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে এর প্রভাব পড়বে। সুন্দরবনের অবক্ষয় হওয়ার সাথে সাথে এর কার্বন সঞ্চয়ী ভূমিকাও বাধাগ্রস্ত হবে এবং এর প্রভাব আবারো পড়বে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর। সুন্দরবনের ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার জৈব প্রতিরোধক এবং পলিমাটি সংগ্রহ ও ভূমি ক্ষয়রোধক ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে প্রায় ৩৫ লক্ষ জনগোষ্ঠীর ওপর, যারা জীবিকার জন্য সুন্দরবনের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।^{১২}

সুন্দরবনের অবক্ষয়ে অবৈধ কার্যক্রম ও ভুল নীতিমালার ভূমিকা থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সুশাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে সরকারের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত বন সংরক্ষণকে গুরুত্ব দেওয়া এবং এরূপ সংরক্ষণমূলক প্রচেষ্টাকে জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মসূচিতে অবিভাজ্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করা। এর সাথে সাথে বন কর্মকর্তা, পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষীদের দ্বারা যথোপযুক্ত নজরদারি এবং তাদের নিজেদের জবাবদিহিতা ও ক্ষমতার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারলে সুন্দরবন দুই ধরনের প্রভাব রাখবে। একদিকে কার্বন সঞ্চয়ের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে কাজ করবে। অন্যদিকে প্রাকৃতিক জৈব প্রতিরোধক হিসেবে অভিযোজনে একটি সুদক্ষ মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখবে, মানবিক উন্নয়নের জন্য যার গুরুত্ব জলবায়ু পরিবর্তনের আশ্রাসনের প্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকবে।

টেকসই জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার জন্য কার্যক্রম

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন থেকে এটা স্পষ্ট যে, জলবায়ু সম্পর্কিত সুশাসন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংগঠন, ব্যবসায়ী ও বিজ্ঞানীসহ সকল অংশগ্রহণকারীর নির্ভেজাল সদিচ্ছা এবং সহযোগিতা অপরিহার্য। এছাড়াও নীতিমালার গুঁড়তা নিশ্চিত করার জন্য একটি সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ জবাবদিহিতার ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। এরূপ ব্যবস্থাপনার প্রধান উপাদানসমূহ এবং পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে;

ক) সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা ও সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া

কে কতখানি নিঃসরণের জন্য দায়ী, কে কোন নীতিমালা গ্রহণ করেছে, কোন অর্থ কোথায় এবং কেন যাচ্ছে, ভোগ করা বা বিনিয়োগের সময় কার্বন খরচের হিসাব ইত্যাদি তথ্যের ব্যাপারে এটি প্রয়োজ্য। এই ধরনের তথ্য সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের সঠিক দায়িত্ব ও দায়ভার সুস্পষ্টকরণ এবং জবাবদিহিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: জলবায়ু পরিবর্তন

খ) গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকারী দেশ, নিয়ন্ত্রক, তহবিল প্রদানকারী এবং সংশ্লিষ্ট সরকারের সামর্থ্য পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ এবং তুলনা করা

সঠিক পরিমাপ পরিবীক্ষণ জবাবদিহিতার সুযোগ তৈরি করে, দুর্নীতি চিহ্নিত করে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সংস্কারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেয়। কিছু প্রাথমিক উদাহরণ এই প্রতিবেদনে দেওয়া আছে। যেমন, কার্বন বাজারে প্রধান পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানসমূহের অপরিপূর্ণ কার্যকারিতা এবং বনামূল্যের কার্বন বিষয়ক পরিবীক্ষণ কাঠামোর অভাব, যা থেকে এই প্রক্রিয়াগুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করা যায়।

গ) সমস্যা অনুযায়ী সকল পর্যায়ের সামর্থ্য অর্জন করা

বাস্তবায়ন বা পরিবীক্ষণ সামর্থ্য উপযুক্ত না হলে মাঠ পর্যায়ে যাচাই সময়মত হয় না বা একেবারেই হয় না। এর ফলে দুর্নীতি আরও বাড়ায়ে। নির্দিষ্ট দক্ষতার চাহিদা এবং জোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে প্রধান বিশেষজ্ঞরা অনেক রকম দায়িত্বে জড়িত হয়ে পড়েন এবং এর ফলে স্বার্থের দ্বন্দ্বের আশঙ্কা বাড়ে। অর্থের যোগান এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামর্থ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ঘ) সত্যতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য জলবায়ু প্রশাসনের সাথে বিদ্যমান অবকাঠামোর সংযুক্তিকরণ

জলবায়ু সুশাসনে শক্তিশালী জবাবদিহিতামূলক প্রক্রিয়া থাকতে হবে। এই প্রক্রিয়া জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সনদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে এক্ষেত্রে সুফল অর্জন করা সম্ভব, যার মধ্যে ন্যায্যপাল উদ্যোগ থেকে শুরু করে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা পর্যন্ত পদ্ধতিগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। তাছাড়া সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন সামাজিক নিরীক্ষা ও যৌথ পরিবীক্ষণের মতো পদ্ধতিগুলো ব্যবহৃত হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে ও বড় ধরনের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হবে আমাদেরকে। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে, যেন পৃথিবী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর ন্যায্য ফলাফল লাভ করে। Global Corruption Report-এর ওপর ভিত্তি করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাবনাসমূহ রাখছে----

সরকারের জন্য প্রস্তুতাবনা

১. গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু নীতির পরিকল্পনা প্রণোদনার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা যেন তা স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করে এবং স্বার্থের সংঘাত কমিয়ে আনে

সরকারের নিশ্চিত করা উচিত বেতনভুক্ত এবং কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন পেশাদার পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া যাদের কার্বন বাজারে বা এ সংক্রান্ত উন্নয়ন কার্যক্রম বা জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ক কোনো প্রকল্পে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নেই। প্রকল্প সত্যায়নকারীদের যেন প্রকল্প প্রণয়নকারী কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে নয় বরং কেন্দ্রীয় কোনো তহবিল থেকে বেতন দেওয়া হয় এটা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশবাদী সংগঠন এবং সরকারি পর্যবেক্ষকেরা সঠিকভাবে কাজ করতে পারবেন না যদি তারা যে প্রকল্পের পর্যবেক্ষক

হিসেবে কাজ করবেন সেই একই প্রকল্পে তাদের কোনোরকম স্বার্থ জড়িত থাকে। অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় আমরা দেখেছি যাচাইকারী প্রতিষ্ঠানের যদি অনাকাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক বা স্বার্থ থাকে, তবে তা বাজারকে ধ্বংসের মুখোমুখি নিয়ে যেতে পারে। এই একই ঘটনার যদি পুনরাবৃত্তি কার্বন বাজারেও ঘটে, তাহলে এর প্রভাবে অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটতে পারে।

২. উপশম এবং অভিযোজন সংক্রান্ত অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

UNFCCC-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে অবশ্যই প্রকল্প অর্থায়নের প্রতিবেদনের জন্য আদর্শ মাপকাঠি প্রস্তুত করতে হবে। পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা যথাযথ পদ্ধতিতে প্রতিবেদন দেওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণিকতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থাগুলো জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে তাদের নিজ নিজ দেশে অভিযোজন ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পরিকল্পনা পর্যায় থেকে তহবিল ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত এবং প্রকল্পের প্রয়োগ থেকে চূড়ান্ত মূল্যায়ন পর্যন্ত যেন স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট নীতিমালা নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রের নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রশমন এবং অভিযোজনের অর্থায়নের সাথে সাথে যেন রাষ্ট্রের পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদন তৈরির সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়। অভিযোজনের ক্ষেত্রে, শক্তিশালী জাতীয় ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলো যেন আন্তর্জাতিক অর্থায়নকারী সংস্থাগুলো থেকে সরাসরি তহবিল সংগ্রহ করতে পারে, যাতে তারা অভিযোজন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। সরকার থেকে শুরু করে জনগণ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার ওপর নজর রেখে অর্থায়নে কোন বিষয়টি গুরুত্ব পাবে, সেটিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩. জাতীয় জলবায়ু নীতি এবং প্রকল্পসমূহ দক্ষতার সাথে পরিবীক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান করা।

সরকারের ভর্তুকি এবং স্বল্প-কার্বন অবকাঠামো গঠনে সহায়তা দানের সাথে সাথে জনগণের অর্থ জালিয়াতির হাত থেকে মুক্ত রাখার জন্য তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও শক্তিশালী করতে হবে, বিশেষ করে যখন অবকাঠামো গঠন কারিগরীভাবে জটিল এবং তা তৈরি করতে বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক তহবিল পরিবীক্ষণের এবং কোনো প্রকল্পে দুর্নীতি হচ্ছে কিনা, তা বুঝতে পারার নিজস্ব সামর্থ্য থাকতে হবে। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে পরিবীক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া উচিত সরকারের।

৪. দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টাগুলোকে অভিযোজন এবং প্রশমনমূলক কার্যক্রমের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা।

জলবায়ু নীতি প্রণয়নের সময়ই এর কেন্দ্রীয় কাঠামোর মধ্যে সততা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যদি সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে শেখার কিছু থেকে থাকে তা হল বাজার ধ্বংসে যাওয়ার পর যখন জালিয়াতির মাধ্যমে ফুলিয়ে দেখানো সম্পদের হিসাব ফাঁস হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাসও উধাও হয়ে যায়, পর্যবেক্ষক ও নিয়ন্ত্রকদের পক্ষে তখন পরিস্থিতি সামাল দেয়া অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে যায়। এমন বিপর্যয় এড়ানোর জন্য কার্বন বাজারের পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শুরু থেকেই সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হয়। সবুজ অর্থনীতি কিছু সামগ্রীর জন্য আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে আসবে,

যেমন-বলিভিয়ার লিথিয়াম, ইন্দোনেশিয়ার জৈব-জ্বালানি এবং সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য উত্তর আফ্রিকার ভূমি। যেসকল দেশ এ থেকে লাভবান হবে, তাদের কল্যাণের জন্যই আয় গুরু হওয়ার আগেই আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৫. নীতিসমন্বয় বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান বিভাগগুলোর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন প্রসঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছানো

অসঙ্গতি, অস্পষ্টতা এবং আইনের ফাঁক-ফোকরের পাশাপাশি আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের দুর্বলতার কারণে দুর্নীতি বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি বহুমাত্রিক ও বহু বিস্তৃত সমস্যার আদর্শ উদাহরণ এবং স্বভাবতই এটি সরকারের নির্বাহী বিভাগের বিভিন্ন অংশের সাথে জড়িত। যদিও সকলের লক্ষ্যই যে এক, তা বলা যাবে না। জলবায়ু নীতিমালা এবং এর ব্যবস্থাপনা অনেক সময়ই অসঙ্গতিপূর্ণ এবং এখানে সমন্বয়ের ঘাটতি থেকে শুরু করে একেবারে আন্তঃবিভাগীয় ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে শক্তিশালী নেতৃত্ব, সুস্পষ্ট দায়িত্ব বন্টন এবং আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও একে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে এই বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে গড়ে তোলাটাও অত্যন্ত জরুরি।

৬. প্রতিনিধিত্ব এবং জনগণের সম্পৃক্ততার জন্য শক্তিশালী একটি কর্মপ্রণালী তৈরি করতে হবে যা প্রতিনিয়ত জনগণের বাড়তি চাহিদা মেটাতে পারবে

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সচেতনতা জনমনে স্থায়ী হয়ে গেছে। ফলে, যে পরিমাণ মনোযোগ ও অংশগ্রহণ বেড়েছে তার পেছনের কারণ সহজেই বোঝা যায়। এই পরিবর্তনের সাথে সকলেরই সংযুক্তি আছে। সকলেই এখানে এই পৃথিবীর এবং পরবর্তী প্রজন্মের অভিভাবক।

UNFCCC-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনে ৯০,০০০ এরও বেশি মন্তব্য এবং বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনে উপস্থিতির প্রাচুর্য, পরামর্শ ও অংশগ্রহণের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিসমূহের সামর্থ্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। জনগণের এই ব্যাপক উৎসাহ ও অংশগ্রহণের সফল যদি সরকারগুলো পুরোপুরি পেতে চায়, তাহলে আরো ব্যাপক শিক্ষামূলক এবং সামর্থ্য বৃদ্ধির কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

বেসরকারি ব্যবসা খাতের জন্য প্রস্তুতাবনা

৭. খোলামেলা অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে জলবায়ু নীতিতে শক্তিশালী ভূমিকা পালন; এটি কর্পোরেট নাগরিকত্বের একটি অপরিহার্য অংশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি

কার্বন ফুটপ্রিন্ট এবং কার্বন নীতি বিষয়ক তথ্য দেওয়াই যথেষ্ট নয়। নিজস্ব কার্বন নিঃসরণের বাইরেও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব থেকে যায়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব স্বার্থ রক্ষায় যে পরিমাণ প্রভাব খাটাতে পারে, আর কোনো প্রতিষ্ঠান তা পারে না। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এ ঘটনা প্রতিনিয়তই বাড়ছে। কোম্পানিগুলোকে তাদের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতিগুলো অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে তারা যে সকল সংগঠনের সদস্য বা যে সকল সামাজিক আন্দোলনের অংশ সেগুলোর প্রতি তাদের দায়িত্বও বেশি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ন্যায়সঙ্গত, দীর্ঘস্থায়ী এবং উচ্চকাজক্ষী নীতি কাঠামো দাবি করার ব্যাপারেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এবং এ কাজটি তাদেরকে উন্মুক্ত পরিবেশে ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে করতে হবে।

একবার কোম্পানিগুলো যদি জানতে পারে যে, তাদের কাছ থেকে কি চাওয়া হচ্ছে, তবে তারা প্রচেষ্টার তথ্য প্রকাশ করাসহ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাদের সক্ষমতা আরো ব্যবহার করতে পারে।

৮. সবুজায়নের পথে কঠোরভাবে নিয়ম মান্য করুন, দুর্নীতিবিরোধী এবং সর্বোত্তম কর্পোরেট সুশাসন পদ্ধতি মেনে চলুন

প্রশমন বা অভিযোজনমূলক কার্যক্রমে ব্যবসার সুযোগ, যেমন-বড় আকারের অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প অথবা অন্যান্য সরকারি দরপত্রে অংশগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে বেসরকারি খাত দুর্নীতির বহুল পরিচিত চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হয়। এই সমস্যা মোকাবেলায় বেশ কিছু হাতিয়ার এবং কার্যপ্রণালী আছে। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে যৌথ উদ্যোগ যেমন-সততা চুক্তি, EITI এবং COST-এর মাধ্যমে দুর্নীতির উঁচু মাত্রার ঝুঁকির সম্ভাবনাগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব। এই সমস্ত হাতিয়ার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর আত্মস্থ করা এবং তাদের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজে প্রয়োগ করা উচিত।

অর্থ বাজারে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশমনমূলক কাজের ব্যাপক খরচের কথা চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে নতুন বাজার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সর্বোচ্চ মাত্রা যুক্ত করার উত্তম সময় এখনই।

৯. স্বচ্ছতা, কার্বন নিঃসরণ এবং সবুজ জলবায়ু কার্যক্রমের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ বিনিয়োগ করুন

উন্নত মানের অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণের জন্য স্বচ্ছতা অপরিহার্য। বড় বড় অনেক কোম্পানি এখন কার্বন নিঃসরণের তথ্য প্রতিনিয়ত দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে তা পৌঁছানোর জন্য এই তথ্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাড়াও যেন অন্যরা বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সংরক্ষণ বিষয়ক প্রতিবেদনকে মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে। সবুজ কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি করার সময় এতে অভ্যন্তরীণ আচরণবিধির মত সুশাসন সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয়ও আসতে পারে। এই ধরনের প্রতিবেদনে পরিচালকদেরও সম্পৃক্ত থাকতে হবে। এই প্রতিবেদন সময়ের সাথে সাথে অগ্রগতি পরিমাপক পদ্ধতির উপযোগী হতে হবে। যে যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সে সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সুলভ ও বোধগম্য হতে হবে এবং স্বাধীন সাবস্ক্রিপশন প্রক্রিয়া থাকতে হবে।

সঠিক এবং জনগণের জন্য সুলভ ও বোধগম্য প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যেন বাজারজাতকরণের কৌশলের অপব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতন গ্রাহকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পণ্যেরও ‘সবুজায়ন’ করা না হয়। জীবনযাপন পদ্ধতি পরিবর্তন এবং ভোক্তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ জলবায়ু বিপর্যয় এড়ানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেসকল কোম্পানি জলবায়ুর ওপর তাদের পণ্যের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য ভুলভাবে উপস্থাপন করে তারা তথ্য প্রবাহের গুরুতর ক্ষতিসাধন, জলবায়ুবান্ধব অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাওয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং সর্বোপরি গ্রাহকের বিশ্বাস নষ্ট করে।

সুশীল সমাজের জন্য প্রস্তুতাবনা

১০. জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সুশাসন প্রশ্নে স্বাধীন নজরদারি এবং পরিবীক্ষণমূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া

কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকরণে কোনো দেশের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিমাপের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা রয়েছে। পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদনের মান এবং জলবায়ু সংক্রান্ত তহবিলের বিতরণ এবং জলবায়ু তহবিলের বিতরণের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন

হাতিয়ার এবং সূচককে মূল্যায়ন যাচাই মানদণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করে এই ভূমিকাকে আরো শক্তিশালী করা সম্ভব, বিশেষ করে ‘উন্মুক্ত বাজেট’ ও সরকারি খাতে স্বচ্ছতার অনুরূপ হাতিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে অধিকতর কার্যকর জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা সম্ভব।

১১. স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে এবং নজরদারিতে জনগণের অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা

জাতীয় নীতি নির্ধারণ এবং স্থানীয় প্রকল্পসমূহ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে সুশীল সমাজকে একটি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে হবে। সুশীল সমাজ কর্তৃক আন্তর্জাতিক উদ্যোগে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সহায়তা দিতে হবে এবং REDD-এর ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে, স্থানীয় জনগণ যেন তাদের কার্বন অধিকার সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের সম্পদের ব্যবহার অধিকার নিশ্চিত করতে পারে।

জলবায়ু সুশাসনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণে সুশীল সমাজকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। এতে সবচেয়ে প্রান্তিক গোষ্ঠীর মতামত কিছুটা হলেও জানা যাবে। এছাড়াও সুশীল সমাজকে বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে থেকে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য অ্যাডভোকেসি করতে হবে। স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে সুশীল সমাজের উচিত প্রশমন, অভিযোজন এবং অন্যান্য REDD প্রকল্প বিষয়ক জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করা।

১২. জলবায়ু ব্যবস্থাপনায় সততা বৃদ্ধির জন্য আরও বিস্মৃত জোট গঠন করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যেন সকল অংশগ্রহণকারীর স্বার্থ সঠিকভাবে বিবেচিত ও প্রতিফলিত হয়

অন্য যে কোনো বৈশ্বিক সার্বজনীন নীতির চেয়ে জলবায়ু প্রশ্নে সুশীল সমাজ সম্ভবত অনেক বেশি সমন্বিত। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজ আরও বেশি কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে যদি তারা তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার, পরিবেশের উন্নয়ন, মানবিক সহায়তা এবং মানবাধিকার থেকে শুরু করে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি একত্রে সমন্বয় করতে পারে। পরিবেশবাদী এনজিওগুলোর নেতৃত্বে, সুশীল সমাজের জোটগুলো এর মধ্যেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু এর উপস্থিতি ও কার্যকারিতা বাড়াতে বিভিন্ন এনজিওকে একই সাথে, একই পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আশা করা যায় যে, বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন এই জরুরি বিষয়টিতে এনজিওগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে বৃহত্তর অবদান রাখবে।

তথ্যসূত্র

১. রিচার্ড বলডউইন, রেগুলেশন লাইট: দ্যা রাইজ অব এমিশনস ট্রেডিং ল', সোসাইটি অ্যান্ড ইকোনমি ওয়ার্কিং পেপার নং-৩/ ২০০৮ (লন্ডন: লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস, ২০০৮)
২. দেখুন, <http://eiti.org/>
৩. দেখুন, www.constructiontransparency.org
৪. ইফতেখারুজ্জামান ও মনজুর-ই-খুদা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

৫. সাইদুর রহমান কর্তৃক উদ্ধৃত (তারিখবিহীন) ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (FAO) কর্তৃক প্রকাশিত 'ইকোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অব সুন্দরবনঃ আ রিচ বায়োডাইভার্সিটি অব দ্যা ওয়ার্ল্ডস লারজেস্ট ইকোসিস্টেম'
৬. ডেইলি স্টার (বাংলাদেশ), ২৮ ডিসেম্বর ২০০৭
৭. টিআই বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত ডায়াগনস্টিক স্টাডি 'ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টবিলিটি ইন ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট: প্রবলেমস অ্যান্ড ওয়ে আউট' (ঢাকা: টিআই বাংলাদেশ, ২০০৮) থেকে অংশটি নেয়া হয়েছে।
দেখুন www.ti-bangladesh.org/research/Eng-ex-summary-forest.pdf
৮. প্রাপ্ত, মার্কিন ডলার ১ = ৬৮ টাকা (প্রায়)
৯. প্রাপ্ত
১০. প্রাপ্ত
১১. প্রাপ্ত
১২. দেখুন, www.unnayan.org/env.unit/paper3.pdf

প্রথম অংশ

উপক্রমণিকা

চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ

কার্যকর জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার হুমকিসমূহ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

পটভূমি

একুশ শতকে বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থায় সম্ভবত জলবায়ু পরিবর্তনের চেয়ে বড় কোন চ্যালেঞ্জ থাকবে না। সাফল্যের সঙ্গে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন হবে বিভিন্ন দেশ, সর্বস্তরের অংশীদার, জনগোষ্ঠী এবং বিশেষ করে মানব সমাজের সম্মিলিত প্রয়াসে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য গড়ে তোলা নতুন প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার মধ্যে আস্থা ও সহযোগিতা এবং সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট।

‘জলবায়ু শাসন ব্যবস্থা’ উন্নয়ন ও পরিবেশ সংক্রান্ত শব্দগুচ্ছে অপেক্ষাকৃত নতুন। তবে, এই শব্দগুচ্ছ নিয়মিতই অধিকহারে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যাপক অর্থে ‘শাসন ব্যবস্থা’ বলতে বোঝায় ‘একটি ধারণাকে যা সরকারের প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে নেতৃত্ব, সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকবৃন্দসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করে’।^১ ‘সুশাসনের চর্চা’র কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সমতা ও জবাবদিহিতা জোরদার এবং দুর্নীতির সুযোগ হ্রাস করে। সুশাসনের বিভিন্ন মাত্রার চর্চার মধ্যে রয়েছে আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, অধিকতর প্রকাশযোগ্যতা এবং ব্যাপকতর অংশগ্রহণ। ক্রমান্বয়ে, শাসন ও ফলাফল উভয়ের জন্য সুশাসন টেকসই ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

‘জলবায়ু শাসন ব্যবস্থাকে’ একটি প্রক্রিয়া হিসেবে অনুধাবন করা যেতে পারে, যা বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব দূরীকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক, জাতীয়, কর্পোরেট এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান রয়েছে। এটি একটি ব্যাপকভিত্তিক পদক্ষেপ যা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কনভেনশন, রীতি নীতি ও বিধি-বিধানের কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত এবং বিভিন্ন আন্তঃসরকার প্রতিষ্ঠান, বিধি-বিধান মেনে চলার কৌশল ও অর্থায়ন সংস্থার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। জলবায়ু শাসন ব্যবস্থায় তাদের নিজস্ব অধিকারের ভিত্তিতে আঞ্চলিক, জাতীয় ও নগর শাসন এবং বহু-প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে শাসনের স্বাধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করে -- ফলে বিষয়টির জটিলতা বৃদ্ধি পায়।^২

জলবায়ু সুশাসন ব্যবস্থার বিষয়টি ভবিষ্যৎ বিপুল বিনিয়োগের বরাদ্দ ও ব্যবহারসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কার্যকর সাড়া প্রদানের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে হবে।^৩ বর্তমানে, জলবায়ু শাসন ব্যবস্থা মূলত ভিন্নমুখী ও ক্ষতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের জবাবদিহিতা ও ব্যাপকতার জন্য পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের অভাব রয়েছে। জলবায়ু শাসন ব্যবস্থায় কাঠামো জোরদারের প্রয়াসে তাই আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে যৌথ মালিকানা, বৈধতা এবং সর্বোপরি অর্থপূর্ণ কার্যকারিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দুর্নীতির ঝুঁকি সহ অন্যান্য ঝুঁকির বিরুদ্ধে সুরক্ষা গড়ে তুলতে হবে।

জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা: বিজ্ঞান ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু শাসন ব্যবস্থা মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার একটি দিক হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিজ্ঞান

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: জলবায়ু পরিবর্তন

পর্যালোচনা করা (বক্স ১.১ দেখুন)।^৪ জলবায়ু পরিবর্তনের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনার সংক্ষিপ্তসারে দেখা গেছে যে সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছে এবং বিশ্বকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনার আরো দেখা গেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে কম দায়ী দেশসমূহ সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। যারা এসব দেশে বসবাস করছে, তাদেরই বরং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার সামর্থ্য সবচেয়ে কম। প্রকৃত পক্ষে, সারণি ১.১ এ প্রদর্শিত উপাত্ত অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন বিশ্বের পাঁচটি দেশে গড় মাথাপিছু গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের হার উন্নত দেশগুলোর তুলনায় ২০ গুণ কম। এসব দেশে গড় মাথাপিছু গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ বছরে ১১ টনের বেশি।^৫

দেশ	বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক স্কের ৬ (১৯৯০-২০০৮)	বছরে গড় মাথাপিছু গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের হার (টন CO ₂) ^৭
বাংলাদেশ	৮.০০	০.২৫
মিয়ানমার	৮.২৫	০.২৫
হন্ডুরাস	১২.০০	১.১৫
ভিয়েতনাম	১৮.৮৩	১.১০
নিকারাগুয়া	২১.০০	০.৭৯

সারণি ১.১ মাথাপিছু নির্গমন অনুযায়ী জলবায়ু ঝুঁকি

এই ধরনের দেশগুলোতে, প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যে উন্নয়নের বর্তমান ধারা বজায় রাখার জন্য জলবায়ুর

কণিকা ১.১ জলবায়ু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেল (আইপিসিসি) বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাপক পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেছে। তাদের ২০০৭ সালের রিপোর্টে (চতুর্থ মূল্যায়ন রিপোর্ট) দেখা গেছে যে ‘জলবায়ু ব্যবস্থার উন্নয়ন অনস্বীকার্য’ এবং পরিলক্ষিত বৃদ্ধির অধিকাংশ অর্থাৎ মানুষঘটিত গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের কারণে পরিলক্ষিত বৃদ্ধি (৯০ শতাংশের বেশি) ঘটবে।^৮ এর ফলে গত ১০০ বছরে বায়ুর তাপমাত্রা প্রায় ০.৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়েছে এবং পরিণতিতে ১৯৯৩ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে প্রতিবছর পানির উষ্ণায়ন ও পরবর্তীতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২.৪ মিমি থেকে ৩.৮ মিমি বৃদ্ধি পেয়েছে।

আইপিসিসি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের অঙ্গীকার ও বাস্তবায়নের পর্যায়ের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরিমাপের জন্য ২০০০ সালে ছয়টি সম্ভাব্য পরিস্থিতি নিরূপণ করেছে। এতে সবচেয়ে খারাপ একটি পরিস্থিতি হিসেবে ‘বিজনেস-এজ-ইউজুয়াল’ মডেলে দেখা গেছে যে এই শতকের শেষে ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে।^৯ এই ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এমন একটি সাধারণ ঐকমত্য হয়েছে যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হতে দেয়া যাবে না। এই প্রয়াস ছাড়া জলবায়ু ‘ফিডব্যাক’ (তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিবর্তন) এবং অন্যান্য ঘটনাবলী অনুমান করা অসম্ভব হবে এবং পৃথিবী একটি পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, যা না হলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পাল্টে দেয়া যাবে না।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হলে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তেই থাকবে, সমুদ্রে এসিডের মাত্রা বাড়বে, সাগরে বরফ কমে যাবে, বৃষ্টিপাত উঁচুতে বাড়বে ও উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায় হ্রাস পাবে এবং আরো সম্ভাবনা রয়েছে যে চরম-ভাবাপন্ন আবহাওয়া, তাপ প্রবাহ এবং প্রবল বৃষ্টিপাতের ঘটনা আরো বেশি ঘন ঘন ঘটবে।^{১০} ইতোমধ্যে জীব জগতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে যেমন হিমবাহ হ্রদের বিস্তার, ঋতু পরিক্রমের মেয়াদ হ্রাস, উপকূলীয় জলাভূমি হ্রাস ও সামুদ্রিক কোরাল বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫-২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেলে, ২০-৩০ শতাংশ গাছ-পালা ও প্রাণির প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে।

মানব উন্নয়নের জন্য এসবের অর্থ অনুমান করা কঠিন। তবে, আইপিসিসি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে এমনটি ঘটা খুবই স্বাভাবিক যে সব অঞ্চলই নেতিবাচক অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলা করবে, ‘উন্নয়নশীল দেশগুলো ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে পারে’।^{১১} সবচেয়ে ঝুঁকি পরিস্থিতির সম্মুখীন দেশগুলো হবে তারাই, যাদের অর্থনীতি জলবায়ু স্পর্শকাতর সম্পদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং দ্রুত নগরায়নের মতো এলাকায় অবস্থিত যেখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ইতোমধ্যে অপরিমিত সম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

তারতম্য মোকাবেলায় অধিকতর সক্ষমতা ও সহনশীলতার প্রয়োজন হবে নতুবা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের কর্মসূচির অধীনে সম্পন্ন অগ্রগতি তলিয়ে যাওয়ার গুরুতর ঝুঁকি রয়েছে।^{১২}

এর সার্বিক প্রভাবের বিষয়টি জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৭/২০০৮-এ বর্ণিত হয়েছে- ‘বিশ্বের জনসংখ্যার দরিদ্রতম ৪০% অর্থাৎ প্রায় ২শ’ ৬০ কোটি মানুষ আমাদের জীবদশায় প্রধান মানব উন্নয়ন ধারা পাল্টে যাওয়ার সূচনায় একটি সুযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যতের সম্মুখীন হবে।^{১৩}

জলবায়ু পরিবর্তনের ভৌত প্রভাব সুস্পষ্ট। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়লে বন্যা ও পানির ঘাটতি বাড়বে এবং উপকূলীয় এলাকা প্লাবিত হবে এবং সম্পদ নিয়ে সংঘাতের ঘটনাও বৃদ্ধি পাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো তলিয়ে যাওয়াসহ আদিবাসী, বন ও উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দাদের জীবিকা বদলে যাবে।^{১৪} কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল মনে করে, স্থান ত্যাগ করতে বা গণ অভিবাসনে বাধ্য হওয়া লোকজনের সংখ্যা ‘লাখ লাখ বা আরো বেশি হতে পারে’।^{১৫} সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকা নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। বাস্তবহারা হওয়ার ঘটনায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর ওপর বিপুল চাপ পড়ে, এমনকি এসব প্রতিবেশী দেশও জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য চাপের সম্মুখীন বলে শাসন ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জগুলো আরো বহুগুণ বেড়ে যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাড়াদানের কর্মসূচি যখন আংশিকভাবে বা পুরোপুরি দুর্নীতির শিকার হয়, তখন কেবল প্রকল্পের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং ফলাফল এই হয় যে, যারা মোকাবেলা করতে সক্ষম নয় তাদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের চলতি প্রভাব সবচেয়ে নাজুক হয়ে ওঠে। তাই, জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার জন্য একটি আরো বেশি কৌশলগত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রয়াস হবে জলবায়ু নীতি বিশেষ করে এই বিশ্বের জন্য ভাল ফলাফলের লক্ষ্যে অবদান রাখা। বিষয়টি অনুধাবনে ভুল করলে বেশ কিছু সমাধান প্রয়াস ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

জলবায়ু শাসন ব্যবস্থা কাঠামো প্রণয়ন

আন্তর্জাতিক জলবায়ু নীতি সহযোগিতার জরুরি প্রয়োজনীয়তা প্রথম স্বীকৃত হয় ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরো নগরীতে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলনে (ধরিদ্রী সম্মেলন)। বিভিন্ন রাষ্ট্র, সমাজের প্রধান খাতসমূহ এবং জনগণের (ভূমিকা) মধ্যে নতুন পর্যায়ে সহযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে একটি নতুন ও সুসম বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের লক্ষ্যে পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত রিও ঘোষণা গ্রহণ করেছিল।^{১৬} উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিশেষ পরিস্থিতিও প্রয়োজন এবং উন্নত দেশগুলোর দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে, ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে তথ্য লাভের অধিকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিবেশগত বিষয়গুলো সবচেয়ে ভালভাবে মোকাবেলা করা যায়।^{১৭} ধরিদ্রী সম্মেলনের এজেন্ডা ২১-এ টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে জাতিসংঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য নয়টি প্রতিনিধি দল প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং একই দল আজও আন্তর্জাতিক জলবায়ু শাসন ব্যবস্থা সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছে।^{১৮} ব্যাপক ভিত্তিতে পরিবেশগত বিষয়গুলোর মোকাবেলার লক্ষ্যে রিও ঘোষণায় জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার জন্য নীল নকশা প্রণয়ন করেছিল।

ধরিদ্রী সম্মেলনেই জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশন প্রণয়ন করা হয়েছে। যা আন্তর্জাতিক জলবায়ু নীতির ভিত্তি হিসেবে রয়ে গেছে এবং শিল্পোন্নত (পরিশিষ্ট-১) ও অ-শিল্পোন্নত (পরিশিষ্ট-২) দেশসমূহের জন্য অভিন্ন, তবে পৃথক দায়িত্বশীলতা অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্রের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন সম্পর্কে বাধ্যতামূলক সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে।^{১৯} শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত কনভেনশনের সীমিত বিধানগুলোর একটি হচ্ছে যে রাষ্ট্রসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে তথ্য লাভের অধিকার প্রদান এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জনগণের অংশগ্রহণ এবং পর্যাপ্ত সাড়া গড়ে তোলার মাধ্যমে (ধারা ৬) [জলবায়ু পরিবর্তন] প্রক্রিয়ায় ধারা ৪(১) (i) ব্যাপক অংশগ্রহণের বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করবে।

কনভেনশনের বাস্তবায়ন পর্যালোচনার দায়িত্ব পেয়েছে ইউএনএফসিসি'র কনফারেন্স অব পার্টিস (কপ)। প্রতি বছর কপ বৈঠকে বসে। জলবায়ু শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত অধিকাংশ উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম নিয়ে এটি গঠিত হয়েছে। এই সংস্থা 'যথাযথ বিবেচনা করলে যোগ্য আন্তর্জাতিক সংস্থা, আন্তঃসরকার সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সেবা, সহযোগিতা ও সরবরাহ করা তথ্য চাইতে ও ব্যবহার করতে পারে'। কপ সহায়তা লাভ করে সাবসিডিয়ারি বডি ফর ইমপ্লিমেন্টেশন (এসবিআই) এবং সাবসিডিয়ারি বডি ফর সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনোলজিক্যাল এডভাইস (এসবিএসটিএ) থেকে। এই দুটি সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ তদারকি ভূমিকা পালন করে এবং জনগণের অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ প্রদান করে।

সর্বোপরি, কনভেনশন একটি সচিবালয়কে (যাকে সাধারণত ইউএনএফসিসি বলে উল্লেখ করা হয়) কপ ও এর সহযোগী সংস্থাগুলোর জন্য কার্যক্রম পরিচালনা, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সচিবালয়গুলোর সঙ্গে সমন্বয়সাধন এবং কনভেনশন বাস্তবায়নে রাষ্ট্রগুলোকে সহায়তা প্রদান করে থাকে। কারিগরী দক্ষতা সহ প্রায় ৪০০ পেশাজীবী নিয়ে এই সচিবালয় জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার সার্বিক ব্যবস্থায় কার্যক্রম সম্পন্ন করে।^{২০}

১৯৯৭ সাল থেকে কার্যকর কয়োটো প্রটোকল হচ্ছে এই কনভেনশনের সর্বপ্রথম হালনাগাদকৃত রূপ। এতে ২০০৮-২০১২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদে ১৯৯০ সালের পর্যায় থেকে গড়ে ৫ শতাংশ হারে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পরিশিষ্ট-১ এ উল্লেখিত দেশগুলোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।^{২১} এই প্রটোকলের অধীনে নির্গমন হ্রাস, নির্গমন বাণিজ্য, উন্নয়নশীল এবং শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য প্রকল্প গুরু

করার জন্য আর্থিক সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে বাজারভিত্তিক তিনটি কৌশল গ্রহীত হয়েছে।^{২২} এসব সুবিধা প্রদানের শাসন ব্যবস্থা জাতিসংঘ ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম), জাতিসংঘ যৌথ বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান কমিটি এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জাতীয় গ্যাস নির্গমন প্রকল্পের মাধ্যমে বিস্তৃত করা হয়েছে। এদের সকলেই কিয়োটো প্রটোকলের অঙ্গীকার পূরণের প্রয়াসে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রিপোর্ট প্রদান করছে।

ভবিষ্যতে সাফল্যের যে কোন সুযোগ গ্রহণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার প্রয়াসে অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি, ইউরোপীয় কমিশন এবং বহু দ্বিপাক্ষিক দাতা সংস্থার,^{২৩} যদিও এসব সংস্থার কোনো কোনোটি অপেক্ষাকৃতভাবে পরীক্ষা করা হয়নি, দিকনির্দেশনায় ইউএনএফসিসি'র^{২৪} বাইরে অর্থায়ন কৌশলের বহুমুখীনতা শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে সমন্বয়ের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও, উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রভাব লাঘব ও অভিযোজন চাহিদা পূরণে ২০১০-২০১২ সালের মেয়াদে প্রতি বছর ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২০ সাল নাগাদ প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যৌথভাবে আহরণের (বা 'ফাস্ট ট্র্যাক') লক্ষ্যে ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে কপ সম্মেলনে উন্নত দেশগুলো নতুন নতুন অঙ্গীকার করেছে।^{২৫} বিশ্বব্যাংকের অন্তর্বর্তী ট্রাস্টিশিপের অধীনে নতুন গঠিত গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড 'অভিযোজনের জন্য নতুন বহুপাক্ষিক অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ' দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের ট্রানজিশনাল কমিটির ভূমিকা এবং জলবায়ু অর্থায়নের সরবরাহ প্রক্রিয়ায় সামঞ্জস্য ও সমন্বয় জোরদার করতে একটি নতুন স্থায়ী কমিটি গঠনের বিষয়টি সংজ্ঞায়িত করা জরুরি।^{২৬}

বনাঞ্চল বর্তমানে বন ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ১৫-২০ শতাংশের জন্য দায়ী।^{২৭} যখন বনাঞ্চল নিরুপদ্রব থাকে, তখন তা কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ 'সিঙ্ক' হিসেবে কাজ করে। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত রিডিউসিং এমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টেশন এন্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন (আরইডিডি) সংক্রান্ত জাতিসংঘ কর্মসূচি হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন লাঘবের ক্ষেত্রে একক বৃহত্তম কর্মসূচি। তাই, এটি হচ্ছে জলবায়ু শাসন ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জাতিসংঘের আরইডিডি কর্মসূচির নীতি নির্ধারণী পরিষদ এই কর্মসূচিতে কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এই পরিষদ দাতা ও কর্মসূচি গ্রহণকারী দেশসমূহ, বিভিন্ন আন্তঃসরকার সংস্থা এবং বিশেষ করে আদিবাসী ইস্যু সংক্রান্ত জাতিসংঘ পার্মানেন্ট ফোরামের চেয়ারপার্সন এবং সিভিল সোসাইটির একজন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত।^{২৮} এদিকে, ২০১০ সালের ডিসেম্বরে কানকুনে কপ সম্মেলনে বন ধ্বংস করার কারণে নির্গমন হ্রাস ও বনের কার্বন সিঙ্ক জোরদারের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়েছে। আরইডিডি'র জন্য প্রকল্প প্রণয়নে নির্বাচিত দেশগুলোকে সহায়তা দেয়ার জন্য আরইডিডি তহবিল ইতোমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার বিষয়টি ২০১২ সালের পরে ও কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ শেষে কনভেনশনের টেকসই বাস্তবায়ন সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এডহক ওয়ার্কিং গ্রুপ অন লং টার্ম কো-অপারেটিভ এ্যাকশন (এডব্লিউজি-এলসিএ) পর্যালোচনা করেছে। এই ব্যবস্থাটি তাই ভবিষ্যত শাসন ব্যবস্থার কাঠামো গড়ে তোলার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।^{২৯} গত বছর কোপেনহেগেনে ১৫তম কপ সম্মেলনে তা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হওয়ার পর, কপ এ বিষয়ে এডব্লিউজি-এলসিএ-কে তাদের সিদ্ধান্তসমূহ কানকুনে ১৬তম কপ সম্মেলনে এবং পরে ২০১২ সালে ডারবানে ১৭তম সম্মেলন উপস্থাপনের দায়িত্ব দিয়েছে।

এসব কার্যতঃ আন্তঃসম্পর্কে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা ছাড়াও, জলবায়ু শাসন ব্যবস্থায় আরো প্রায় ৫০০ বা অনুরূপ সংখ্যক বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তি যোগ হয়েছে।^{৩০} অনেকগুলো পৃথক উদ্যোগ যদিও আন্তর্জাতিক ঐকমত্য গড়ে তোলার 'সর্বনিম্ন সূচক' দৃষ্টিভঙ্গিও বাইরে প্রগতিশীল এজেন্ডাগুলোকে এগিয়ে

নিয়ে যেতে পারে। তবুও অন্যান্য প্রক্রিয়া সংঘাতমূলক পথের সৃষ্টি করে।^{৩১} তা সত্ত্বেও, সুস্পষ্ট বিষয় হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক জলবায়ু শাসন ব্যবস্থায় সমন্বয় জোরদারের লক্ষ্যে বিভক্তি দূর করতে হবে।

জলবায়ু দুর্নীতি ঝুঁকির ধরণ

এটি অনস্বীকার্য যে, সবচেয়ে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার বর্তমান ধরনের জন্য আস্থার মাত্রা জোরদার করা প্রয়োজন। বর্তমানে বিদ্যমান অবিস্বাসের ভিত্তি হচ্ছে আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনায় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সন্দেহ বিশেষ করে সেইসব দেশের মধ্যে যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ঐতিহাসিকভাবে দায়ী এবং যারা এসব প্রভাবের পরিণতি সবচেয়ে বেশি ভোগ করছে। ইউএনএফসিসিতে জনগণের অংশগ্রহণের সুবিধা সীমিত বলে ব্যাপকতর সংশ্লিষ্টতা ও তথ্য লাভের অধিকার ভোগ করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিতে প্রাতিষ্ঠানিক সাড়া দান শ্রুত হয়ে পড়েছে। যা এই প্রক্রিয়ায় জনগণের মালিকানা বৃদ্ধি করতে পারতো। একই সময়ে সুশীল সমাজ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বার্থের সুসম উপস্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিজস্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ঐকমত্য গঠনে দীর্ঘ গতি সত্ত্বেও, রাষ্ট্রগুলো এখন প্রভাব লাঘব ও অভিযোজনের জন্য সুস্পষ্ট বিধি ও অনুসরণযোগ্য কৌশল প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত হয়েছে। যা বৈধতা ও বিশ্বাস দৃঢ় করতে কাজ করবে। দুর্নীতির ঝুঁকিসহ বাইরের ঝুঁকিগুলো জলবায়ু শাসন ব্যবস্থায় দীর্ঘস্থায়িত্ব ও চূড়ান্ত সাফল্য আনয়নের জন্য সবচেয়ে জটিল চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অভিযোজন ও প্রভাব লাঘবের জন্য বৈশ্বিক অর্থায়ন তহবিল সৃষ্টি থেকে শুরু করে কার্বন বাজারের জন্য কাজ করা এবং জলবায়ু সহিষ্ণুতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যন্ত নিম্নে উল্লিখিত ধরনের সর্বস্তরের দুর্নীতি ঝুঁকি রয়েছে। যা জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। এসব বিষয় বৈশ্বিক দুর্নীতি রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।^{৩২}

কপ ও তার অনেক সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন মাত্রায় জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে খোলাখুলিভাবে তুলে ধরেছে। সেখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং জনসমক্ষে প্রকাশ করার প্রয়াসের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম) এবং অভিযোজন তহবিলের বোর্ড পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো নিরপেক্ষ তদারকির কোন সুযোগ নেই। অর্থায়নের বিষয়ে উন্নত দেশগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে তারা 'নতুন ও অতিরিক্ত' অঙ্গীকার ঘোষণা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আরো অভিযোগ করা হচ্ছে যে, তারা সরকারি উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ) অঙ্গীকার থেকে সরে গেছে। তারা উন্নয়ন ও জলবায়ু উভয় তহবিল হিসেবে দু'বার একই অর্থ দেখাচ্ছে। বিজ্ঞানী মহল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ইচ্ছাকৃত ব্যবহারের জন্য সম্ভাব্য প্রয়োজনের বিষয়টিতে অনিচ্ছায় দৃষ্টিপাত করছেন। তাছাড়া, ভূ-প্রকৌশলগত গবেষণা ও অর্থায়নের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব থাকায় উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে অভিযোজন প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা ও তদারকিতে অংশীদারদের সীমিত অংশগ্রহণ জাতীয় জলবায়ু প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি করে। পরিবেশ অর্থনীতির সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলোকেও সম্পদের উন্নয়নে পরিকল্পনা ও অর্থায়নে স্বচ্ছতার লক্ষ্যে আরো পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ধরনের ঘটনার নজির হচ্ছে যে বলিভিয়ায় লিথিয়ামের ব্যাপারে ইতোমধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।^{৩৩}

নীতি গ্রহণ এবং অযাচিত হস্তক্ষেপ হচ্ছে মৌলিক ঝুঁকিগুলোর অন্যতম। উত্তরণের মাত্রা ইতোমধ্যে শক্তিশালী জাতীয় লবি গ্রুপ গড়ে তুলেছে, যা অযাচিত রাজনৈতিক প্রভাব, গণমাধ্যমের ব্যবহার এবং সহযোগী সংগঠনগুলোর অর্থায়নের মাধ্যমে অগ্রগতি লাভের ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাব রাখতে পারে।^{৩৪} বন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতি গ্রহণের ঝুঁকি বিরূপ প্রভাব রাখতে পারে। যেমন বনের সংজ্ঞা নির্ধারণ, পারমিট ইস্যু করা এবং শর্তারোপ।^{৩৫} কার্বন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রেও নীতি গ্রহণ করা একটি ঝুঁকির বিষয়।^{৩৬} যেখানে কার্বন বাজার গড়ে উঠেছে, সেখানে বাজার নিয়ন্ত্রণকারীদেরকে তাদের মুনাফার লক্ষ্যে বিধান তৈরিতে জড়িত হতে দেখা যাচ্ছে। লবি তৎপরতার ফলে বিদ্যুৎ খাতে যেমন ইউরোপে প্রকৃত গ্যাস নির্গমনের তুলনায় অনেক বেশি পারমিটের উদ্ভূত লক্ষ্য করা যায়।^{৩৭}

স্বার্থের সংঘাত হচ্ছে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু শাসন ব্যবস্থায় একটি বিদ্যমান দুর্নীতি ঝুঁকি। স্পেনে বেশ কিছু সরকারি কর্মকর্তা আত্মীয়-স্বজনের মালিকানাধীন কোম্পানীকে ফটোভোল্টেইক প্রকল্প স্থাপনের বৈধ লাইসেন্স প্রদান করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।^{৩৮} আন্তর্জাতিক পর্যায়েও, সিডিএম নির্বাহী বোর্ড সদস্যরা সাংঘর্ষিক পদগুলো আঁকড়ে থাকার বাইরে নন। যেমন কেউ কেউ একই সঙ্গে জাতীয় অনুমোদন বোর্ডের সদস্যপদ ধরে রেখেছেন, যা সাংঘর্ষিক। সিডিএম বা আরইডিডি প্রকল্পগুলোর বৈধতা প্রদানকারীদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত দেখা দিতে পারে। কারণ, সাধারণ পুলের বাইরে থাকার জন্য প্রকল্প উন্নয়নকারীদের দ্বারা তাদের অর্থ প্রদান করার প্রয়োজন রয়েছে। ফলে, বাস্তব ক্ষেত্রে গ্যাস নির্গমন বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ছে।^{৩৯} সিডিএম কর্মসূচিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় কর্তৃপক্ষ (ডিএনএ) শিল্প বা অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাজে নিয়োজিত থাকতে পারে। অর্থায়নের বিষয়ে, ইউএনএফসিসিসি তহবিল ও সম্ভাব্য স্বার্থাশ্রেষ্টী মহল যেমন বিশ্বব্যাংক ও অভিযোজন তহবিল (যার জন্য বিশ্বব্যাংক একটি অন্তর্বর্তী ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করে) সহ প্রশাসনের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক স্বার্থের সংঘাতে পরিণত হতে পারে। ঘূর্ণায়মান দরজা নীতিও একটি বিশেষ সমস্যা। অনুরূপভাবে, কোপেনহেগেন চুক্তির অঙ্গীকারের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদী অর্থায়নে নিয়োজিত প্রশাসন শর্তহীন সহায়তা বলে বিবৃত শর্তাবলী সম্পর্কে উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সৃজনশীল বিবরণী ও প্রতিবেদন হচ্ছে গুরুতর ঝুঁকি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্যাস নির্গমন সংক্রান্ত ভুল হিসেব ইচ্ছাকৃত। গ্যাস নির্গমন ব্যবসায় প্রকল্পের অধীনে নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলো তাদের গ্যাস নির্গমন উপাত্ত বাড়িয়ে বলার জন্য হয়তো আর্থিক সহায়তা লাভ করতে পারে যাতে পরবর্তী সময়ে 'হ্রাসকরণ' সহজতর করার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। তবে, অন্যান্য আরো কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, আইনগত ত্রুটি বা রিপোর্টিং বিধির ফাঁক-ফোকর থাকার কারণে ত্রুটিপূর্ণ রিপোর্টিং করা হয়েছে। এসব কারণ দূর করতে হবে। কারণ, অনির্ভরযোগ্য উপাত্ত প্রভাব লাঘব কৌশলকে দুর্বল করে দিতে পারে এবং জনগণের আস্থা বিনষ্ট করতে পারে।

পর্যাপ্ত তদারকির অভাবে, সৃজনশীল বিবরণী তৈরির কারণে কোম্পানিগুলোর নিজস্ব প্রভাব লাঘব প্রয়াসে গ্যাস নির্গমন সংক্রান্ত হিসাব দু'বার করা হতে পারে, যা ক্রেডিট হিসেবে বিক্রি করা যায়। এর ফলে গ্যাস নির্গমন হ্রাসের ক্ষেত্রে পরিবেশগত সত্যতা বজায় রাখার বিষয়টি নাকচ হয়ে যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলো যদি স্বেচ্ছায় গ্যাস নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্য নির্ধারণ করে নেয়, সেক্ষেত্রেও দু'বার গণনা করার ঝুঁকি থেকে যায়, প্রভাব লাঘব বা আরইডিডি প্রকল্প থেকে গ্যাস নির্গমন হ্রাসের যে হিসেব করা হবে, তা জাতীয় গ্যাস নির্গমন পরিমাপের বিপরীতে হিসেব এবং উন্নত দেশগুলোতে বিদ্যমান দূষণের সমপরিমাণ ক্রেডিট হিসেবে বিক্রি করা হতে পারে।

সিডিএম ও আরইডিডি উদ্যোগের অধীনেও, অধিকতর নীতির^{৪০} বাস্তবায়ন না হলে অনুরূপ ঘটনা ঘটতে পারে। সিডিএম ও আরইডিডি বিবেচনা না করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে গ্যাস নির্গমন হ্রাস 'অতিরিক্ত' বলে

বিবেচিত হবে না এবং বিক্রির জন্য গ্যাস নির্গমন ক্রেডিট হিসেবে গণ্য হবে না। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রমাণ করা কঠিন। অন্ততঃ একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ২০০৭ সাল পর্যন্ত সিডিএম বাস্তবায়নের জন্য বিবেচিত ক্রেডিটের ২০ শতাংশই এসেছে এমন প্রকল্প থেকে যেগুলোতে ‘অতিরিক্ত’ কিছু ছিল না যা প্রশ্নবিদ্ধ।^{৪১} বিশেষ করে আরইডিডি’র জন্য গ্যাস নির্গমন হ্রাস যাচাই করা কঠিন এবং পর্যাপ্ত তদারকি ব্যবস্থা না থাকার কারণে অনুমোদন প্রক্রিয়ার অধীনে ভুয়া প্রকল্প থাকার বাস্তবিক একটি ঝুঁকি রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, আরইডিডি প্রকল্পগুলো প্রত্যন্ত এলাকায় হতে পারে। বিশেষ করে সে কারণেই পরিমাপ করা আরো কঠিন।

সরকারি সম্পদের অব্যবস্থাপনা সম্ভবত দুর্নীতির ঝুঁকির সবচেয়ে বড় আধার, যা জলবায়ু শাসন ব্যবস্থায় ভ্রমকি। যেসব দেশে বিশেষ করে শাসন ব্যবস্থায় দুর্বলতা রয়েছে, সেখানে অভিযোজন প্রকল্পগুলোর অধীনে বড় অংকের সরকারি অর্থের প্রবাহ বড় ধরনের নির্মাণ প্রকল্পে যায়। এসব খাতে দুর্নীতির ঝুঁকি ও দীর্ঘস্থায়িত্বের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রয়েছে।^{৪২} বাড়তি কারিগরি বিশেষায়িতকরণের প্রয়োজনীয়তা ও অভিযোজন কর্মকাণ্ডের দ্ব্যর্থ সংজ্ঞায়ন (প্রচলিত উন্নয়নের বিপরীত) অভিযোজনের সুফল পর্যবেক্ষণ করা আরো বেশি কঠিন করে তুলে। ফলে ভিন্ন খাতে তহবিলের প্রবাহ ঘটানো সম্ভাবনা দেখা দেয়। চাহিদা মূল্যায়ন থেকে শুরু করে নকশা প্রণয়ন ও বিড করা, ঠিকাদার নির্বাচন ও ঠিকাদারিত্ব প্রদান, ঠিকাদারের কাজের বাস্তবায়ন এবং চূড়ান্ত নিরীক্ষা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রেও দুর্নীতির ঝুঁকি রয়েছে। কার্যত এর প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিই বৃদ্ধি পায়।

কার্বন ব্যবসার ক্ষেত্রে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের এমিশনস ট্রেডিং সিস্টেম (ইউ ইটিএস) থেকে পারমিটের অতি-বরাদ্দ দেয়ার ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে কোম্পানিগুলো বরাদ্দ থেকেই মুনাফা করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়।^{৪৩} স্লোভাকিয়ার ঘটনাতে দেখা গেছে যে, অব্যবহৃত গ্যাস নির্গমনের ১৫ মিলিয়ন টন বিক্রির পারমিট ছিল বাজার দরের চেয়েও কম। সরকারি সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা ও তথ্য প্রকাশ না করার বিরাট ঝুঁকি রয়েছে।^{৪৪} উপরে উল্লিখিত বিষয়ের মতোই অনাকাঙ্ক্ষিত লবিং করার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঝুঁকি রয়ে গেছে যেমন বিডিং সমন্বয়ের মাধ্যমে এলাউন্সের ব্যাপারে দাম কমিয়ে আনা। অন্যদিকে, বাজারের অনিয়ন্ত্রিত ক্রীড়নকদের অবস্থান কারুপি এবং ভ্যাট জালিয়াতি ও অর্থ পাচারসহ জালিয়াতির ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।^{৪৫}

বন ব্যবস্থায় ভূমির মেয়াদকাল, সম্পত্তি ও ব্যবহারকারীর অধিকারের প্রশ্ন জাতীয় পর্যায়ে ঘূষের কাছে জিম্মি হয়ে পড়তে পারে। তহবিল আত্মসাৎ ও অপব্যবহার হওয়া বাস্তবসম্মত ঝুঁকি রয়েছে যা তহবিল বিতরণকালে ঘটতে পারে। বনের আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শোষণের শিকার হচ্ছে। কারণ, অনেক স্থানেই ভূমির মালিকানা কেবল এই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে এই জনগোষ্ঠী বিগত কয়েক দশক ধরে বসবাস করে আসছে। এখন এই ভূমিতে কার্বন অধিকারের মাধ্যমে ‘মূল্য যোগ’ হয়েছে বলে ভূমির অধিকারের মেয়াদকালের অমীমাংসিত প্রশ্নে দুর্নীতি সহ অন্যান্য ঘটনা ঘটতে পারে যেখানে বেসরকারি ফটকাবাজ লোকজন বনের অধিকারের বিষয়ে জোর জবরদস্তি করে স্বাক্ষর গ্রহণ করতে পারে।

চূড়ান্ত অর্থে, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব দুর্নীতির ঝুঁকির ক্ষতিকর দিক ও শাসন ব্যবস্থার ওপর চাপ বাড়িয়ে তুলতে পারে। এছাড়াও, সম্পদের সীমাবদ্ধতা সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি করবে। ফলে সংঘাত বা ব্যাপক হারে জনগোষ্ঠীর স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে। বিরূপ পরিবেশে আমলাদের সঙ্গে বিষয়গুলোর মীমাংসার প্রয়াস কালে এসব জনগোষ্ঠীর লাখ লাখ অভিবাসী বাড়তি দুর্নীতির ঝুঁকির সম্মুখীন হবে। অধিক মানবিক সহায়তার ধরনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সাড়াদানে দুর্নীতির ঝুঁকি রয়েছে। কারণ, বিভিন্ন মানবিক সাহায্য সংস্থা ও সরকারগুলো ঘন ঘন ও তীব্র মাত্রায় অধিক দুর্বোপের সম্মুখীন হচ্ছে। দুর্বোপের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত দুর্ভোগ কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষ করে দুর্নীতির ঝুঁকির প্রবণতা ও দুর্বল শাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি জনগোষ্ঠীর সামর্থ্যের ওপর তীব্র প্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সমন্বয় সাধন

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দুর্নীতির কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জমূহ বিপুল এবং একটি অভিনু লক্ষ্যে তৎপর সরকার, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের সম্মিলিত পদক্ষেপ জরুরি। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলো উপলব্ধি করা। বৈশ্বিক দুর্নীতি রিপোর্ট এসব ঝুঁকি চিহ্নিত এবং মোকাবেলার উপায় তুলে ধরতে চায়।

এই অধ্যায়ের পর রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশে কিছু প্রধান নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে যা জলবায়ু শাসন ব্যবস্থাকে কাঠামো দিয়েছে এবং স্বচ্ছ, ব্যাপকভিত্তিক ও জবাবদিহিমূলক নীতি পরিকল্পনার সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে এগুলোকে পরীক্ষা করে। তৃতীয় অংশে বিদ্যমান প্রক্রিয়া ও দিকনির্দেশনার মান বিবেচনা করে শাসন ব্যবস্থার এসব চ্যালেঞ্জের বাইরে যাওয়ার উপায় চিহ্নিত করেছে। অস্ট্রিয়ার একটি জাতীয় সমীক্ষায় তাদের জাতীয় জলবায়ু কৌশলের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা মূল্যায়ন করেছে।

চতুর্থ অংশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রভাব লাঘব কৌশলগুলো মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো কিভাবে প্রভাব লাঘব কর্মসূচিগুলোর মূল্যায়ন, রিপোর্ট প্রণয়ন ও যাচাই করতে পারে তা বিবেচনা করা হয়েছে। এই চতুর্থ অংশে গ্যাস নির্গমন হ্রাসের জন্য অন্যতম সবচেয়ে ব্যাপক ব্যবহৃত ধরণ কার্বন বাজারের ওপর বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে। শাসন ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে এসবের পরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জগুলোও বিবেচনা করা হয়েছে। তারপর, জলবায়ু পরিবর্তন লাঘবের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব সৃষ্টিকারী কাজগুলোর জন্য দায়ী বেসরকারি খাতের ক্রীড়নকদের দায়িত্বশীলতা বিবেচনা করা হয়েছে। স্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরীতে কার্বন বাজার, শ্রীলঙ্কায় সমস্যাাকীর্ণ পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন, কলম্বিয়ায় কর্পোরেট সততা, স্পেনে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনে কথিত দুর্নীতি এবং বলিভিয়ায় পরিবেশবান্ধব সম্পদ আহরণ শাসন ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জগুলোর ওপর কেস স্টাডির ভিত্তিতে এই রিপোর্টে তথ্য যোগ করা হয়েছে।

পঞ্চম অংশে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অভিযোজনের ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্থায়ন ও পর্যবেক্ষণের চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে উদ্ভূত দুর্নীতি ঝুঁকিগুলো বৃদ্ধির বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। কেনিয়ার ভূমির মালিকানা ইস্যু, ফিলিপিন্সে রাজনৈতিক প্রভাব এবং বাংলাদেশে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন সংক্রান্ত দুর্নীতির কেস স্টাডি তুলে ধরা হয়েছে।

ষষ্ঠ অংশে বৈশ্বিক দুর্নীতি রিপোর্টের উপসংহারে বন সম্পর্কে খাত ভিত্তিক বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সুশাসনকে আরইডিডি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সাফল্যের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এতে আরইডিডি'র বর্তমান জবাবদিহিতা কৌশল এবং কার্বন ট্রেডিং ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও সনদপত্র প্রদানের সম্ভাবনাময় চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনা করা হয়েছে। দেশভিত্তিক অবদানের অংশ হিসেবে নিকারাগুয়ার বন আইন এবং পাপুয়া নিউগিনিতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

টিকা

১. টিআই, দ্য এন্টি-করাপশন প্রাইন ল্যান্ডস্কেপ গাইড (বার্লিন: টিআই, ২০০৯)
২. একে ট্রান্সন্যাশনাল ইজেশন অব গ্লোবাল ইনভাইরনমেন্টাল গভার্নেন্স' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ফিলিপ প্যাটবার্গ, 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপস ইন গ্লোবাল ক্লাইমেট গভার্নেন্স', উইলি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি রিভিউজ: ক্লাইমেট চেঞ্জ, ভলিউম, ১ (২০১০), পৃষ্ঠা ২৭৯-২৮৭, পৃষ্ঠা-২৮০।
৩. কেবল উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই প্রশমন ও অভিযোজনের জন্য বার্ষিক প্রায় ২৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন

- হতে পারে। কাটছাট করে বছরে মোট ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (ওডিএ)। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১০: ডেভেলপমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ২০০৯), পৃষ্ঠা-২৫৭।
৪. ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) (আইপিসিসি) গবেষণালব্ধ ফলাফলে বস্তুনিষ্ঠতার অভাব রয়েছে এমন দাবির প্রেক্ষাপটে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তথাপি নেদারল্যান্ডস্ এনভায়রনমেন্টাল এসেসমেন্ট এজেন্সি ২০০৭ সালে আইপিসিসি'র প্রতিবেদনের বৈধতা মূল্যায়ন করে 'কোন ত্রুটি পাইনি যা ২০০৭ সালের প্রতিবেদনকে অসম্পূর্ণ প্রমাণ করতে পারে'। তবে 'কিছু বিবৃতি প্রদানে আরো স্বচ্ছতার সুপারিশ করা হয়'। দেখুন নেদারল্যান্ডস্ এনভায়রনমেন্টাল এসেসমেন্ট এজেন্সি, এসেসিং এন আইপিসিসি এসেসমেন্ট: এন এনালাইসিস অব স্টেটমেন্টস অন প্রজেক্ট রিজিওনাল ইমপ্যাক্টস ইন দি ২০০৭ রিপোর্ট। (দি হেগ: নেদারল্যান্ডস্ এনভায়রনমেন্টাল এসেসমেন্ট এজেন্সি, ২০১০)। ২০১০ সালের আগস্টে ইন্টারএকাডেমি কাউন্সিল পর্যালোচনায় বিজ্ঞানের চেয়ে আইপিসিসির ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সংস্কারের কথা বলা হয়েছে এবং এর ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উন্নয়নে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়। দেখুন <http://reviewipcc.interacademycouncil.net/ReportNewsRelease.html>।
৫. ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (আইইএ), কার্বন ইমিশনস ফ্রম ফুয়েল কমবাসন ২০০৯ (প্যারিস: আইইএ, ২০০৯)।
৬. সেভেন হার্মলিং, গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০১০: হু ইস দি মোস্ট ভালনারেবল? ওয়েদার রিলেটেড লস ইভেন্টস সিন্স ১৯৯০ এন্ড হাও কোপেনহেগেন নিডস টগ রিসপন্ড (বন: জার্মানওয়াচ, ২০১০) মৃত্যুহার অনুযায়ী প্রতি ১০ বছর অন্তর গণনাকৃত স্কের (১/৬), জনসংখ্যা প্রতি মৃত্যুহার (১/৩), সমগ্র ক্ষতি (১/৬), জিডিপি প্রতি ক্ষতি (১/৩)।
৭. আইইএ (২০০৯)।
৮. আইপিসিসি, 'সামারি ফর পলিসিমেকারস' ইন আইপিসিসি, ক্লাইমেট চেঞ্জ ২০০৭: দি ফিসিক্যাল সাইন্স বেসিস: কন্ট্রিবিউশন অব ওয়ার্কিং গ্রুপ ১ টু দি ফরথ এসেসমেন্ট রিপোর্ট অব দি ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ক্যামব্রিজ ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস ২০০৭), পৃষ্ঠা ১-১৮, পৃষ্ঠা ১০, চলমান পদ্ধতির ভিত্তিতে অবশিষ্ট ধারণার অনিশ্চয়তা।
৯. আইবিআইডি, পৃষ্ঠা-১৩, টেবিল এসপিএম ৩।
১০. আইবিআইডি, পৃষ্ঠা-১৫।
১১. আইপিসিসি, 'সামারি ফর পলিসিমেকারস' ইন আইপিসিসি, ক্লাইমেট চেঞ্জ ২০০৭: ইমপ্যাক্টস, এডাপটেশন এন্ড ভালনারেবিলিটি। কন্ট্রিবিউশন অব ওয়ার্কিং গ্রুপ ২ টু দি ফরথ এসেসমেন্ট রিপোর্ট অব দি ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ 'নীতি নির্ধারকদের জন্য সারাংশ', আইপিসিসি, জলবায়ু পরিবর্তন-২০০৭; প্রভাব, অভিযোজন ও ঝুঁকি। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেলের (আইপিসিসি) চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরিতে ওয়ার্কিং গ্রুপ-২ এর অবদান। (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৭), পৃষ্ঠা-১৭।
১২. ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি), 'ফ্যাক্ট শীট: দি নিড ফর এডাপশন' (নিউইয়র্ক: ইউএনএফসিসিসি, ২০১০)।
১৩. ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি), হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০৭/২০০৮: ফাইটিং ক্লাইমেট চেঞ্জ: হিউম্যান সলিডারিটি ইন এ ডিভাইডেড ওয়ার্ল্ড ((নিউইয়র্ক: পলগ্রেভ, ম্যাকমিলান, ২০০৭) পৃষ্ঠা ১-২।
১৪. অ্যালিসন ব্রডি এবং অন্যান্য, জেভার এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ: ম্যাপিং দি লিংকেজ: এ স্কোপিং স্টাডি অন নলেজ এন্ড গ্যাপস (ব্রাইটন: ব্রিজ, ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ২০০৮), দেখুন www.genanet.de/fileadmin/downloads/themen/climatetalk_life_dec8_2005.pdf
১৫. কোকো ওয়ার্নার এবং অন্যান্য, ইন সার্চ অব শেলটার: ম্যাপিং দি ইফেক্টস অব ক্লাইমেট চেঞ্জ অন হিউম্যান মাইগ্রেশন এন্ড ডিসপ্লসমেন্ট (ওয়াশিংটন, ডিসি: কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৯), এ ক্লাইমেট চেঞ্জ, ইনভাইরনমেন্ট এন্ড মাইগ্রেশন এলাইন্স অলরেডি একজিস্টস, উইথ দি সার্পেটি অব দি ইন্টারন্যাশনাল

অরগানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) দেখুন www.ccema-portal.org

১৬. জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের ঐতিহাসিক ভিত্তি ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত ইউনাইটেড নেশনস অন হিউম্যান ইনভাইরনমেন্ট সম্মেলনে ঘোষনার সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে যা রিও ঘোষনায় পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।
১৭. 'ইন ভিউ অব দি প্রেসারস দেয়ার সোসাইটিস প্লেস অন দি গ্লোবাল ইনভাইরনমেন্ট এন্ড অব দি টেকনোলজিস এন্ড ফিন্যান্সিয়াল রিসোর্সেস দে কোমেন্ড (প্রিন্সিপাল-৭)।
১৮. এজেন্ডা ২১, অধ্যায় ২৩-৩২, (১) বিজনেস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (২) চিলড্রেন এন্ড ইউথ (৩) ফারমারস (৪) ইনডিজিনিয়াস পিপল (৫) লোকাল অথোরিটিস (৬) এনজিওস (৭) সাইন্টিফিক এন্ড টেকনোলজিক্যাল কমিউনিটি (৮) ওমেন এবং (৯) ওয়ার্কারস এন্ড ট্রেড ইউনিয়নস।
১৯. এটা উল্লেখ করা যেতে পারে, বালি একশন প্লেন এন্ড দি কোপেনহেগেন চুক্তিতে শিল্পোন্নত দেশগুলোকে অ-শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে আলাদা করা হয়নি, তবে উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলো হিসেবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। দি গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট উভয় শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য।
২০. দেখুন www.greeningtheblue.org/what-the-un-is-doing/united-nations-framework-convention-climate-change-unfccc
২১. আর্টিকেল ১২।
২২. আর্টিকেল ৬।
২৩. দেখুন www.climatefundsupdate.org/listing
২৪. শুধু এডাপটেশন ফান্ড বর্তমানে সরাসরি ইউএনএফসিসিসি শাসন কাঠামোর কর্তৃত্বাধীন। ফান্ডটির ব্যবস্থাপনায় রয়েছে এডাপটেশন ফান্ড বোর্ড এবং অর্থায়ন হচ্ছে সিডিএম প্রজেক্টস প্রকল্পের বিক্রিত অর্থের ২ শতাংশ আয় থেকে।
২৫. ড্রাফট ডিসিশনস/ সিপি. ১৬, আউটকাম অব দি ওয়ার্ক অব দি অ্যাড হক ওয়ার্কিং গ্রুপ অন লং-ট্রাম কোঅপারেটিভ একশন আভার দি কনভেনশন, প্যারামাফস ৯৫ এন্ড ৯৮।
২৬. ড্রাফট ডিসিশনস/ সিপি. ১৬, প্যারামাফস ১০২-১১২। ফর এ সামারি অব দি কারেন্ট এম্যান্ডমেন্টস প্রজেক্ট বাই কন্ট্রিবিউটিং কান্ট্রিস এন্ড দি এম্যান্ডমেন্টস কমিটেড, দেখুন www.faststartfinance.org/content/contributing-countries
২৭. দি ফিগার ইজ ১৫ পারসেন্ট অব গ্লোবাল ইমিশনস, একরডিং টু জি.আর.ভ্যান দার ওয়ার এন্ড আদারস, 'Co2 ইমিশনস ফ্রম ফরেস্ট লস', নেচার জিওসাইন্স, ভলিউম-২ (২০০৯) পৃষ্ঠা ৭৩৭-৭৩৮।
২৮. ইউএন-আরইডিডি প্রোগ্রাম, রুলস অর প্রোসিডিউর এন্ড অপারেশনাল গাইডেন্স (নিউইয়র্ক: ইউএন-আরইডিডি প্রোগ্রাম ২০০৯), প্যারামাফ ১.২.৩।
২৯. ২০০৮ সালে গৃহীত বালি একশন প্লেন এর অংশ হিসেবে এডলিউজি-এলসিএ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
৩০. দেখুন এই ভলিউমের ২.১ অধ্যায়।
৩১. উদাহরণস্বরূপ, ২০০৫ সালে এশিয়া-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ অন ক্লিন ডেভেলপমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউএন ক্লাইমেট রিজিম এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে সরে গেছে, বিশেষকরে জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে পার্থক্যের ক্ষেত্রে। দেখুন ফ্রেঙ্ক বিয়ারমান এন্ড আদারস, 'দি ফ্রাগমেন্টেশন অব গ্লোবাল গভর্নেন্স আর্কিটেকচারস: এ ফ্রেমওয়ার্ক ফর এনালাইসিস', গ্লোবাল ইনভাইরনমেন্টাল পলিসিস, ভলিউম ৯ (২০০৯), পৃষ্ঠা ১৪-৪০।
৩২. ইউএনএফসিসিসি'র নির্বাহী সেক্রেটারি ইভো দ্য বোইরের এসবিআই ও এসবিএসটিএ'র ক্লোজিং প্র্যানারির সমাপনী বিবৃতি। ৯ জুন ২০১০।
৩৩. দেখুন এই ভলিউমের ৪.৮.১ অধ্যায়।
৩৪. এর মধ্যে ভয়াবহ একটি উদাহরণ হচ্ছে, একটি বৃহত্তম কয়লা লবিং গ্রুপের পক্ষে কার্যকর মার্কিন লবিং প্রতিষ্ঠান আইন প্রণেতাদের তৈরি নকল চিঠি পাঠিয়েছে যা এনএএসিপি (ন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর দি এডভানসমেন্ট অব কালারড পিপল) থেকে সংগৃহীত বলে দাবী করা হয়েছে এবং জলবায়ু আইন করতে বিরোধীদের আহ্বান জানানো হয়েছে।
৩৫. কিয়োটো প্রটোকলের অধীনে বন নির্ধারনকে সংকীর্ণভাবে সজ্জায়িত করার অর্থ, বনভূমি উজাড় করা হল কিন্তু অন্য

- ভূমি ব্যবহারের কোন আশ্রয় নেই। এটাকে বন নিধন হিসেবে বিবেচনা করা হয়না এবং নিঃসরণ বৃদ্ধির কোন রিপোর্ট করা হয়নি।
৩৬. অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্তাবিত ক্যাপ-এন্ড-ট্রেড বিল ব্যর্থ হয়েছে। একটি পরিবেশবাদী গ্রুপ বিভিন্ন কোম্পানীর বিরুদ্ধে ব্যবসা সংক্রান্ত জলবায়ু পরিবর্তন আইনের ক্ষতিকর পরিণতির ব্যাপারে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আইন প্রণেতাদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ করে। অস্ট্রেলিয়ান কনজারভেশন ফাউন্ডেশন, 'কমপ্লেইন টু দ্য অস্ট্রেলিয়ান কমপিটিশন এন্ড কনজুমার কমিশন', ১১ জুন ২০০৯।
৩৭. রিচার্ড বাল্ডউইন, রেগুলেশন লাইট: দি রাইজ অব ইমিশনস ট্রেডিং, ল, সোসাইটি এন্ড ইকোনমি ওয়ার্কিং পেপার নম্বর ৩/২০০৮ (লন্ডন: লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিক্স, ২০০৮), পৃষ্ঠা ১০।
৩৮. দেখুন এই ভলিউমের ৪.৭.১ অধ্যায়।
৩৯. প্রকল্প পর্যালোচনাকারীরা প্রকল্পের ইতিবাচক পর্যালোচনা করতে অধিক আগ্রহী হলে, মনে করতে হবে তাদেরকে অর্থ দেয়া হয়েছে। আসলে প্রকৃত সত্য হলো, নিঃসরনের মাত্রা কমেনি।
৪০. দি প্রিন্সিপ্যাল অব এডিশনাবিলিটি এর মতে, যেসব দেশ প্রমাণ করেছে যে তারা সিডিএম বাস্তবায়ন করেছে তারাই কেবল ইমিশনস ক্রেডিট পেয়েছে।
৪১. দেখুন এই ভলিউমের ৪.৩ অধ্যায়।
৪২. ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ধারণা, বর্তমানে দুর্নীতির কারণে নির্মাণ ব্যয়ে বাড়তি খরচ হচ্ছে ৫ থেকে ৩০ শতাংশ, যা উন্নয়নশীল দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাড়িয়েছে, যার পরিমাণ বছরে ১৮ বিলিয়ন ডলার। চার্লস কেনি, কনস্ট্রাকশন, করাপশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট, পলিসি রিসার্চ ওয়ার্কিং পেপার নং ৪২৭১ (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, (২০০৭)। দেখুন এই ভলিউমের ৫.৩ অধ্যায়।
৪৩. বাল্ডউইন (২০০৮)।
৪৪. দেখুন এই ভলিউমের ৪.৩.১ অধ্যায়।
৪৫. EuObserver.com, 'ইইউ নিঃসরণ বাণিজ্য দুর্নীতির একটা উন্মুক্ত দ্বার, বলেছেন ইউরোপোল, ১০ ডিসেম্বর ২০০৯; সিডনি মর্নিং হেরাল্ড (অস্ট্রেলিয়া), 'অর্থ আত্মসাতের ক্ষেত্রে কার্বন ট্রেডিং ব্যবহৃত', ১৬ জুলাই ২০১০।

জলবায়ু পরিবর্তন ও শাসন ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ নিরূপণ

বিশাল চিত্র

এলিসন ওয়ারহাস্ট^১

বিশ্বের কোন অংশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও শাসন ব্যবস্থা উন্নয়নের বিষয়ে সাড়া প্রদানের দু'টি চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে অত্যন্ত। এখানে উপস্থাপন করা মানচিত্রে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্নীতির মধ্যকার কিছু আন্তঃসম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে বৈশ্বিক ঝুঁকি কিভাবে কিছু দেশে জেঁকে বসেছে, তা তুলে ধরা হয়েছে। সুপারিশ করা হয়েছে যে, নীতিগত সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে দৃষ্টি দেয়ার পরিবর্তে বিদ্যমান বিভিন্ন ঝুঁকি ও সেগুলোর আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনা করতে হবে। এই বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা দুর্নীতি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার প্রয়াস ক্ষুণ্ণ করতে পারে।

বৈশ্বিক জলবায়ু মডেলগুলোতে পানি ও আবহাওয়ার ক্ষেত্রে চরম-ভাবাপন্ন অবস্থার পুনরাবৃত্তি ও তীব্রতা বৃদ্ধির আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছে। যার অধিকাংশই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ঘটছে। তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের ধরনে পরিবর্তনের সঙ্গে এসব ঘটনার ফলে পানির প্রাপ্যতা ও গুণাগুণ বজায় থাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন ঘটতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কৃষি কাজেও ঝুঁকি দেখা দিয়েছে। মাটির ক্ষয় ও বন্যার কারণে লোকজনের স্থানচ্যুতি, ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন, কিছু ফসলের সহনীয়তা এবং পোকা-মাকড়ের অস্তিত্ব হ্রাসের মুখে পড়েছে।

১.১ চিত্রে দেখা গেছে যে এইসব বৈশ্বিক ঝুঁকি কেবল পরস্পর সম্পৃক্তই নয় বরং বিশেষ করে আফ্রিকা ও অন্যত্র নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলো উন্নয়নের সুবিধা না পাওয়ার শিকার হচ্ছে। এই পরস্পর নির্ভরশীলতার অর্থ হচ্ছে যে অন্যান্য জলবায়ু ঝুঁকি যেমন জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, ম্যালেরিয়ার মতো সংক্রামক রোগ, বাস্তুচ্যুতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং এমনকি সংঘাতের ফলে বিশ্ব অন্যান্য ঝুঁকির মধ্যে নাজুক হয়ে পড়বে।

দুর্নীতির ধারণাভিত্তিক একটি বিশ্ব মানচিত্রের সঙ্গে ঝুঁকিচিত্রের তুলনা করলে একটি ব্যাপক মাত্রার দৃশ্য ফুটে ওঠে, যেখানে জলবায়ু ও শাসন ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জগুলো একই সূত্রে গাঁথা। ১.২ চিত্রে দেখা গেছে যে ফলাফল খুবই আশঙ্কাজনক। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোই আবার সবচেয়ে মারাত্মক দুর্নীতি ঝুঁকির সম্মুখীন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচটি দেশই দুর্নীতির মাত্রা বিবেচনায় তালিকার নিচে অবস্থান করছে এবং সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত ২০টি দেশের মধ্যে কোনটিই দুর্নীতি ধারণা সূচকে (সিপিআই) ৩.৬ থেকে বেশী স্কোর (০ থেকে শুরু, যা চরমভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ১০ হচ্ছে খুবই পরিচ্ছন্ন) পায়নি। সংঘাতের ঝুঁকি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিবেচনায় নিলে কিছু দেশ ঝুঁকিপূর্ণ এবং আরো উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে কিছু দেশ প্রতিবেশী অবস্থানে রয়েছে। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, সুদান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও পাকিস্তান। এই বিশ্লেষণে হাইতির অবস্থা হচ্ছে চরমভাবে ঝুঁকিপূর্ণ।



চিত্র ১.২ দুর্নীতি ধারণা সূচক ২০১০

সিসিভিআই স্বীকার করেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে হারাত্মক ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত হয়েছে কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে যেখানে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা শাসন ও পানি ঘাটতি মোকাবেলার মতো উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত নয়। জাহাজা অস্থিতিশীল অর্থনীতি ও দুর্বল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বোঝা হয়ে বিরাজ করছে। বিপুল সংখ্যক দেশে এই অবস্থা রয়েছে এবং বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার অবস্থা উদ্বেগজনক। সিসিভিআই প্রতিবেদনে উল্লিখিত সবচেয়ে ঝুঁকির সম্মুখীন দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ ২০টি দেশের মধ্যে নয়টি হচ্ছে আফ্রিকার এবং আটটি হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার।

সবগুলো ঝুঁকির ব্যাপারে একটি মূলপাঠ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে শাসন ব্যবস্থার ঝুঁকিগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের আর্থ-সামাজিক ঝুঁকি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অবাবদিনিহীনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে এইসব চ্যালেঞ্জ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে যা বলিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। হতাশাজনক বিষয় হচ্ছে যে, মূল দায় নিয়ে গড়ছে কিছু দেশের ওপর, জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে যাদের কোনো ভূমিকা নেই।



চিত্র ১.৩ মাপসময়কট জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি সূচক ২০১০/১১

টিকা

১. এলিসন ওয়ারহাস্ট ম্যাপলক্রফটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

দ্বিতীয় অংশ

জলবায়ু নীতি কাঠামো

বিদ্যমান প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা যাচাই

জলবায়ু নীতি কাঠামো

বিদ্যমান প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা যাচাই

অতি প্রয়োজনীয় জলবায়ু নীতিমালা প্রণয়নের কাজ এখনও চলছে। জলবায়ু বিষয়ক সুনির্দিষ্ট নীতি বিকল্পের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হচ্ছে বিশাল, বিচিত্র এবং দ্রুত বিকাশমান। এই অধ্যায়ের নিবন্ধগুলোতে বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকটি প্রধান নীতিগত প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সার্বিক নীতি কাঠামো প্রণয়নে যা একটি ভূমিকা রাখছে। এই প্রধান নীতিগত প্রক্রিয়াগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বৈশ্বিক সাড়া প্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। জলবায়ু নীতি প্রণয়নে কী পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসৃত হচ্ছে, তা গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন নীতিমালা প্রণয়ন কাঠামো কিভাবে গড়ে উঠছে, তা কতটা স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং কিভাবে বিশেষ সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে এই নীতিমালা অন্যান্য নীতিগত প্রভাব, অযাচিত হস্তক্ষেপ বা দুর্নীতি দ্বারা কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনগুলোতে অসম মনোযোগ দেয়া সত্ত্বেও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে বৈশ্বিক থেকে স্থানীয় পর্যায়ে। জলবায়ু শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ফোরামের যৌথ প্রয়াস অনেকগুলো চুক্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে যার সংখ্যা গত ৩০ বছরে ৫ শ' ছাড়িয়ে গেছে।^১

প্রথম প্রবন্ধে পিটার নিউয়েল বৈশ্বিক জলবায়ু নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সবচেয়ে দৃশ্যমান অংশগুলোর বিবর্তনের ধারা ও চিত্র তুলে ধরেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ফল হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশন (ইউএনএফসিসিসি), কিয়োটো প্রটোকল এবং অতি সাম্প্রতিক কোপেনহেগেন চুক্তি। নিউয়েল এই প্রক্রিয়ার বিশেষত্ব, কোপেনহেগেনের ঘটনাবলীর আলোকে এবং একটি অর্থপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামর্থ্য এবং ব্যাপকতা ও ব্যবস্থাপনার সামর্থ্যের মধ্যে বিদ্যমান উদ্ভেজনার বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন। আঞ্চলিক পর্যায়েও জলবায়ু নীতিমালা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। যেমন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) পর্যায়ে প্রগতিশীল নীতি ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সহায়ক হতে পারে। একই সময়ে, পদক্ষেপ গ্রহণে ইইউ'র ব্যর্থতা অন্যদেরকে তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। এ্যান থেরেস গুলবার্গ তার নিবন্ধে ইইউ'র নীতি প্রণয়নে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা ব্যবসা ও সবুজ বেসরকারি সংস্থাগুলো (এনজিও) আলোচনার টেবিলে নিয়ে এসেছে। তার বিশ্লেষণ বিদ্যমান মনগড়া বা আদর্শবাদী বিতর্কের বিষয়ে কঠিন যুক্তি উপস্থাপন করে।

হোনিং জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এবং পল ব্রুমেন্টাল যুক্তরাষ্ট্রে জলবায়ু সংক্রান্ত লবিং কিভাবে বেড়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ঘটনা এবং এই প্রয়াস কিভাবে শোষণমূলক ও অবৈধ কৌশলে রূপ নিতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তার নিবন্ধে স্বার্থ রক্ষা ও প্রভাব খাটানোর বিষয়গুলো কত বেশি বহুমুখী হয়ে উঠেছে এবং এই বহুমুখীতা প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটাবে কিনা সে প্রশ্নের জবাবও খোঁজা হয়েছে।

নগর-মহানগর পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব না দেয়া সহজ, যদিও তারা জলবায়ু নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। নগর উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার দু'টি চ্যালেঞ্জ তারই প্রমাণ। ২০০৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত বিকাশমান ২০টি নগরীর

কোনোটিই ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) দুর্নীতি ধারণা সূচক ২০১০ সবচেয়ে কম দুর্নীতিপরায়ণ বলে অনুমিত ৭০টি দেশের মধ্যে স্থান পায়নি।^২ ডেভিড ডোডম্যান ও ডেভিড স্যাটারওয়াইট জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজনের ব্যাপারে এসব নগরীর ভূমিকা এবং সুশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সততার সঙ্গে এসব চ্যালেঞ্জ কিভাবে সম্পর্কযুক্ত তার চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন।

ডোডম্যান ও স্যাটারওয়াইটের নিবন্ধে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে নীতি নির্ধারণে ঐতিহাসিক দায়িত্ব সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই বিষয়টি অন্যান্য নিবন্ধে আরো বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে যেখানে জলবায়ু নীতি সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিকাশমান দেশ ভারত ও চীনের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রায়ই এসব দেশের অবস্থা সম্পর্কে এমন ধারণা উপস্থাপন করা হয় যাতে একটি কল্পিত 'জাতীয় স্বার্থ' প্রতিফলিত হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ স্বার্থের বিষয়গুলো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তলিয়ে দেখা হয় না যেখানে এসব স্বার্থ যাচাই-বাছাই করে নীতি প্রণয়ন করা হয়। ভারতের বিষয়ে সুধীর চেলা রাজন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্বার্থের প্রধান বিষয়গুলো তুলে ধরে এবং বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা কাঠামোর প্রেক্ষাপটে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ফলাফল লাভের সম্ভাবনা বিবেচনা করে অভ্যন্তরীণ জলবায়ু নীতি প্রণয়নের এই 'র‍্যাক বক্স' খুলে দিয়েছেন। জিয়ে ইউ'র সহায়তায় ডিয়েটার জিনবাওয়ার চীনের অভ্যন্তরীণ স্বার্থগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা ও তৎপরতা এবং নীতি প্রণয়ন ও গণস্বার্থ সম্পৃক্ত করার বিষয়ে তাদের আগ্রহের বিষয়গুলো মূল্যায়ন করেছেন।

এই অধ্যায়ের সর্বশেষ নিবন্ধটি প্রথম দৃষ্টিতে একটু অস্বাভাবিক মনে হবে, কারণ এই নিবন্ধে এমন একটি দেশের জলবায়ু নীতি প্রণয়ন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যে দেশটি বৈশ্বিক জলবায়ু নীতির প্রেক্ষাপটে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হতে পারে। অস্ট্রিয়া ক্ষুদ্রতর শিল্পোন্নত দেশগুলোর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং জলবায়ু প্রভাব প্রশমন ও শাসন ব্যবস্থার একটি ভিন্ন প্রতিনিধিত্ব করছে। এ ছাড়া, শাহনাজ মুয়েলার তার চমৎকার কেইস স্টাডিতে এই সব দেশের জন্য জলবায়ু নীতিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন।

টিকা

১. ফ্রান্স বিয়ারম্যান এবং অন্যান্য, ২০০৯ সালে ২-৪ ডিসেম্বর-এ হিউম্যান ডাইমেনশন অব গ্লোবাল ইনভাইরনমেন্ট চেঞ্জ এর উপর অনুষ্ঠিত আমস্টারডাম সম্মেলনের জন্য প্রণীত নিবন্ধ 'দ্য ফ্র্যাগমেন্টেশন অব গ্লোবাল গভর্নেন্স আর্কিটেকচারস্: এ ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যানালিসিস'।
২. দেখুন www.citymayors.com/statistics/urban_growth1.html এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, করাপশন পারসেপশনস ইনডেক্স ২০১০ (২০১০)।

বৈশ্বিক ক্ষমতার রাজনীতি থেকে দায়িত্বশীল সম্মিলিত শাসন ব্যবস্থা

আন্তর্জাতিক জলবায়ু শাসন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও ব্যাপকতা

পিটার নিউয়েল^১

জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাড়া দানের ক্ষেত্রে কার্যকারিতা ও ন্যায্যতার জন্য স্বচ্ছতা, সততা ও ব্যাপকতা হচ্ছে মূল বিষয়। সম্পদ ও ক্ষমতা বিপুল বৈষম্যের মধ্যেও, প্রায়শই দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও প্রতিযোগিতামূলক দাবী উঠেছে অধিকার ও দায়িত্বশীলতা নিয়ে (এবং কার কোন কাজের জন্য দায়ী হওয়া উচিত), আর এসব ইস্যু এখন জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত পদক্ষেপের জন্য দায়িত্বশীলতার বিষয়ে প্রধান বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু, এমনকি যখন বিষয়গুলোকে এই নামে অভিহিত করা হয় না।

এসব চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে উপলব্ধির জন্য জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র, বিবর্তনের ধারা, এবং আমাদের সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোর অন্যতম অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতার ইস্যুগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহায়ক হতে পারে।

আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন শাসন ব্যবস্থা: প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ, প্রতিষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে, তিনটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন নীতি আলোচনা প্রক্রিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ইউএনএফসিসিসি'র দি কনফারেন্স অব দি পার্টিস (কপ) ও কিয়োটো প্রটোকল হচ্ছে জলবায়ু আলোচনার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা। এই সংস্থা এসব চুক্তির আওতায় অঙ্গীকারগুলোর ব্যাপারে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক পরামর্শের আলোকে হালনাগাদ করার জন্য প্রতি বছর বৈঠক করছে।

দ্বিতীয়ত: ১৯৯৬ সাল থেকে বন নগরী ভিত্তিক ইউএনএফসিসিসি সচিবালয় এসব আলোচনার ফলাফল অর্জনে একটি প্রধান ও অপ্রধান ভূমিকা পালন করছে।^২ এটি বিভিন্ন আলোচনার আয়োজন ও তদারকি, প্রয়োজনীয় নথিপত্র তৈরি করছে এবং কিয়োটো প্রটোকল অনুযায়ী অর্থায়নের মাধ্যমে গ্যাস নির্গমন বিবরণী ও অন্যান্য প্রকল্পের ব্যাপারে প্রতিবেদন তৈরির বিষয়টি তদারকির দায়িত্ব পালন করছে। কনভেনশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর দিকনির্দেশনায়, এই সংস্থাটি বিভিন্ন আলোচনার সময় ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাংগঠনিক ও কারিগরি দক্ষতা সহায়তা এবং কনভেনশন বাস্তবায়নের ব্যাপারে তথ্য প্রদানের সুবিধা দিচ্ছে। সচিবালয়ের নির্বাহী সচিব এসব আলোচনাকে সফলতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদানের দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়া, সাবসিডিয়ারি বডি ফর সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনোলজিক্যাল এ্যাদভাইস (এসবিএসটিএ) এবং সাবসিডিয়ারি বডি ফর ইমপ্লিমেন্টেশন (এসবিআই) অন্যান্য এডহক ওয়ার্কিং গ্রুপ বিশেষ ইস্যুর ওপর আলোচনাগুলোকে এগিয়ে নিয়ে গেছে যা কপ অনুমোদন করেছে। যেমন, কিয়োটো প্রটোকলের অধীনে এ্যানেক্স ওয়ান পার্টিগুলোর জন্য আরো অঙ্গীকার সংক্রান্ত একটি এডহক ওয়ার্কিং গ্রুপ কাজ করছে।

জলবায়ু রাজনীতির সারাংশ

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বিজ্ঞানীদের মধ্যে উদ্বেগের একটি কারণ হওয়া থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে একটি সম্মিলিত বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রয়াসের ইস্যু হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করছে। (কণিকা ২.১)

কণিকা ২.১ জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থা: একটি ক্রমবিকাশ তালিকা

১৯৮৮: পরিবর্তনশীল বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন: রাজনীতিক ও বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত যে ‘মানব সমাজ একটি অনিচ্ছাকৃত, অনিয়ন্ত্রিত, বৈশ্বিক পর্যায়ে বিকৃত পরীক্ষা চালাচ্ছে যার অনিবার্য পরিণতি হতে পারে পারমাণবিক যুদ্ধের অনুরূপ।’ সম্মেলনে ২০০৫ সালের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন ২০ শতাংশে নামিয়ে আনার সুপারিশ করা হয়।

১৯৯০: দি ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) তাদের প্রথম মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

১৯৯১: একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিতে পৌঁছার জন্য আলোচনা তদারকি করতে আন্তঃসরকার আলোচনা কমিটি গঠন করা হয়।

১৯৯২: বিশ্বের ১৫৪ টি দেশ রিও ডি জেনিরো নগরীতে পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলনে ইউএনএফসিসিসি স্বাক্ষর করেছিল যার লক্ষ্য হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউজ গ্যাস (জিএইচজি) পুঞ্জীভবন স্থিতিশীল করার সার্বিক লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে ২০০০ সালের মধ্যে গ্যাস নির্গমন ১৯৯০ সালের পর্যায়ে নামিয়ে আনা যা জলবায়ু ব্যবস্থায় মারাত্মক হস্তক্ষেপ রোধ করবে।

১৯৯৪: ২১ মার্চ ইউএনএফসিসিসি কার্যকর হয়।

১৯৯৫: বার্লিন নগরীতে প্রথম কপ ঐকমত্য ছিল যে, শিল্পোন্নত দেশগুলোর বাধ্যতামূলক অঙ্গীকার গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য জরুরি।

১৯৯৫: আইপিসিসি তাদের দ্বিতীয় মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং এতে বলা হয় ‘বিভিন্ন প্রমাণ সমর্থন করে যে বৈশ্বিক জলবায়ুর ওপর মানুষের প্রভাব উল্লেখযোগ্য’।

১৯৯৬: জেনেভায় দ্বিতীয় কপ সম্মেলনে একটি চুক্তিতে গ্যাস নির্গমন বাণিজ্য অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত গ্যাস নির্গমন কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ন্যায়সঙ্গত বাধ্যবাধকতামূলক লক্ষ্য নির্ধারণের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সম্মত হয়।

১৯৯৭: বিশ্বের ১৫০টির বেশি দেশ কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষর করে। ফলে, ৩৮টি শিল্পোন্নত দেশ (পরিশিষ্ট ১) ২০০৮-২০১২ সালের মেয়াদে জিএইচজি নির্গমন ১৯৯০ সালের পর্যায়ে গড়ে ৫.২ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার বাধ্যবাধকতা মেনে নেয়।

২০০০: হেগ নগরীতে কপ ৬ আলোচনা কিয়োটো প্রটোকলের নমনীয়তা কৌশল প্রয়োগের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মধ্যে মতানৈক্যের কারণে ভেঙে যায়।

২০০১: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ঘোষণা করেন যে যুক্তরাষ্ট্র কিয়োটো প্রটোকল থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেবে।

২০০১: মারাকেশ নগরীতে কিয়োটো প্রটোকলের চূড়ান্ত বিষয়গুলো বিশেষ করে বিধি-বিধানগুলো প্রণীত হয়, যার মাধ্যমে নমনীয় কৌশলগুলো প্রয়োগ করা যাবে।

২০০৪: কপ ১০ সম্মেলনে দি বুয়েনোস এয়ার্স প্রোগ্রাম অব ওয়ার্ক অন এডাপটেশন এন্ড রেসপন্স মেজার্স গৃহীত হয়।

২০০৫: রাশিয়ার অনুমোদনের ফলে অনুমোদিত এ্যানেক্স ১ দেশগুলোর গ্যাস নির্গমনের হার ৫৫ শতাংশের ওপরে উঠে যাওয়ার পর কিয়োটো প্রটোকল ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে আইনে পরিণত হয়।

২০০৫: মন্ট্রিল নগরীতে কপ ১১ সম্মেলনে কিয়োটো প্রটোকলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

২০০৬: কপ ১২ সম্মেলনে, অভিযোজন সংক্রান্ত নাইরোবি কর্মসূচি এবং ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম) জন্য সামর্থ্য গঠন সংক্রান্ত নাইরোবি ফ্রেমওয়ার্ক বিষয়ে ঐকমত্য হয়।

২০০৭: আইপিসিসি তাদের চতুর্থ মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রকাশ করে।

২০০৭: কপ ১৩ সম্মেলনে বালি কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং এতে গ্যাস নির্গমন হ্রাসের জন্য দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জন, উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে যথাযথ প্রভাব প্রশমন কর্মসূচিসহ পরিমাপযোগ্য, প্রতিবেদনযোগ্য, যাচাইযোগ্য প্রশমন অঙ্গীকার এবং অধিকতর অভিযোজন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর সংক্রান্ত কর্মসূচি, এবং এসব পদক্ষেপের জন্য সহায়তা হিসেবে আর্থিক সম্পদ ও বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হয়েছে।

২০০৯: কপ ১৬ কোপেনহেগেন নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। আশানুরূপ একটি বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তিতে সম্মত হতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে বিতর্কের মধ্য দিয়ে এটি সমাপ্ত হয়। তবে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো একটি কোপেনহেগেন চুক্তিতে সম্মত হয়, যাতে অন্য সরকারগুলো স্বীকৃতি দিতে উৎসাহিত হয়েছে।

২০১০: কানকুনে কপ ১৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলন একটি বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তিতে সম্মত হতে ব্যর্থ হলেও, অর্থায়ন, অভিযোজন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে অগ্রগতি হয়েছে। জাতিসংঘ আলোচনার প্রক্রিয়াকে সঠিক পথে রাখার জন্য একটি সম্মিলিত প্রয়াসের অংশ হিসেবে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরো নগরীতে পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলনে স্বাক্ষর করার জন্য ইউএনএফসিসিসি খোলা রাখা হয়েছিল। জলবায়ু কূটনীতির ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন হিসেবে ইউএনএফসিসিসি এসব ইস্যুতে বৈশ্বিক কর্মসূচির জন্য একটি কাঠামো দিয়েছে। মতামতের তীব্র বিরোধ এবং একই সময়ে এসব ইস্যুতে গতিশীলতা না থাকার বিষয়টি বিবেচনা করে ইউএনএফসিসিসি মোটামুটিভাবে একটি গ্রহণযোগ্য সাফল্য হিসেবে মেনে নিতে সম্মত হয়।

এই ঐকমত্য বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউজ গ্যাসের পুঞ্জীভবন স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে স্বীকৃত ‘জলবায়ু ব্যবস্থায় মারাত্মক হস্তক্ষেপ এড়িয়ে’ যাওয়ার একটি চূড়ান্ত লক্ষ্য স্থির করে এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশে গ্রহণযোগ্য সম্ভাব্য নীতিমালা ও পদক্ষেপের তালিকা তুলে ধরে। সমস্যার ক্ষেত্রে অবদান রাখার ব্যাপারে বিদ্যমান ব্যাপক মতপার্থক্যের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে কনভেনশনে ‘অভিন্ন হলেও পৃথক দায়িত্বশীলতার নীতি’^{৩০} প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং স্বীকার করেছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো এখনও তাদের নিজেদের দায়িত্ব নেয়ার অবস্থানে আসেনি।

ইস্যু মোকাবেলার লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অঙ্গীকার আর্থিক সম্পদ প্রাপ্তি এবং শিল্পোন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে প্রযুক্তি হস্তান্তর সাপেক্ষে করা হয়েছে, যা তাদের বিদ্যমান সহায়তা বাজেটের অতিরিক্ত হবে।

পরে, মনোযোগ নিবিষ্ট হয়েছে ইউএনএফসিসিসি’র অঙ্গীকারগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে সে বিষয়ে। জলবায়ু পরিবর্তনের তীব্রতা প্রভাবের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন ক্রমেই সাধারণ ঘটনায় পরিণত হচ্ছে। বিদ্যমান নীতিভিত্তিক সাড়া না পাওয়ার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ছে এবং কনভেনশনের

ব্যাপারে হালনাগাদ তথ্য লাভের জন্য গতিশীলতা গড়ে উঠেছে। ইউএনএফসিসিসি'র শর্ত হচ্ছে যে, ১৯৯৫ সালে বার্লিন ম্যান্ডেট অনুমোদনের জন্য বিজ্ঞানের আলোকে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর অঙ্গীকারের ঘাটতি পর্যালোচনা করতে হবে।^৪ কপ গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার লক্ষ্যে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য সংখ্যাতিরিক্ত গ্যাস নির্গমন হ্রাস সীমিতকরণ ও হ্রাস বাধ্যবাধকতা (কিউইএলআরও) বা আইনগত বাধ্যবাধকতামূলক লক্ষ্যমাত্রার নতুন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে সম্মত হয়েছে।

কিয়োটো প্রটোকল ১৯৯৭ সাল সমাপ্ত হয়েছে এবং এটি এই প্রয়াসের ফল। ১৫০টির বেশি দেশের স্বাক্ষরিত এই প্রটোকল অনুযায়ী ৩৮টি শিল্পোন্নত দেশ (পারিশিট-১) ২০০৮-২০১২ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের পর্যায়ের নিচে গড়ে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন ৫.২ শতাংশের নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করেছে। এছাড়া যৌথ বাস্তবায়ন প্রকল্প একটি গ্যাস নির্গমন ব্যবসা প্রকল্প (ইটিএস) প্রণয়ন এবং ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম) গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

বুয়েনেস এয়ার্স কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৯৯৮ সালে কপ-৪ সম্মেলনে কিয়োটো প্রটোকলের বিধিমালা ও কার্যধারা চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ঐকমত্য হয়েছিল। এসব আলোচনা শেষ করার প্রয়াসে ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো দি হ্যানা নগরীতে কপ-৬ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু তারা ইইউ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মতবিরোধের মধ্যে সম্মেলনের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।^৫ শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য সর্বাধিক নমনীয়তার যোগদানকারী বাজারভিত্তিক কৌশল অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যাপক লবিং করা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র ২০০১ সালে কিয়োটো প্রটোকল থেকে সরে যায়।

নিচের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র কিয়োটো প্রটোকল অনুমোদন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তার আংশিক কারণ হচ্ছে উন্নয়নশীল বিশ্বে তাদের অর্থনৈতিক প্রতিযোগীদের জন্য তাদের নিজস্ব গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার জন্য প্রটোকল শর্তারোপ করা হয়নি। অনেকেই মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা ছাড়া কিয়োটো প্রটোকলের অবসান অপরিহার্য। সমস্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদানকারী ও বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাস্বত্ব অর্থনীতি যদি এই প্রক্রিয়ায় সামিল না হয়, তখন এটি স্বাক্ষর করতে অন্যদের উৎসাহ কি থাকে? অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে ইইউ এবং জি-৭৭ ও চীনা গ্রুপ আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং কিয়োটো প্রটোকল রাশিয়ার অনুমোদনের ফলে ২০০৫ সালে এটি কার্যকর হয়।

পরবর্তী আলোচনাগুলোতে কিয়োটো প্রটোকলের বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ব্যাপারে বিভিন্ন ইস্যুতে গুরুত্ব প্রদান করে এবং বাস্তবায়নের মেয়াদ শেষে (২০১২) এই প্রটোকলের স্থলাভিষিক্ত কি হবে, ক্রমেই তা ঘনিয়ে আসছে। কপ-৭ সম্মেলনে সম্মত মারাকেশ চুক্তিতে সিডিএসসহ পরিচালনার নমনীয় কৌশল সংক্রান্ত বিধিও কার্যপ্রণালী এবং রিপোর্টিং ও পদ্ধতি সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয় চূড়ান্ত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, এই প্রক্রিয়ায় তিনটি নতুন তহবিল গঠন করা হয়েছে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ (এলডিসি) তহবিল, বিশেষ জলবায়ু তহবিল এবং অভিযোজন তহবিল।

২০০৪ সালে কপ-১০ সম্মেলনে গৃহীত সম্মতির ভিত্তিতে বুয়েনেস এয়ার্স প্রোগ্রাম অব ওয়ার্ক অন এডাপটেশন এন্ড রেসপন্স মেজার্স প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই কাজ অব্যাহত ছিল। পরে ধারাবাহিকতায় মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত কপ-১১ সম্মেলনে কিয়োটো প্রটোকলের অধীনে পারিশিট ১ ভুক্ত দেশগুলোর জন্য আরো অঙ্গীকার সংক্রান্ত এডহক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয় আফ্রিকা কপ হিসেবে পরিচিত নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত কপ-১২ সম্মেলনে অর্থায়নের বিষয়ে এবং বিশ্বের দরিদ্রতম অঞ্চলগুলোতে বিশেষ করে সাব সাহারান আফ্রিকায় সূচিত সিডিএস প্রকল্পগুলোর সংখ্যা কিভাবে বাড়ানো যায় সে ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। এই সম্মেলনে অভিযোজন সংক্রান্ত নাইরোবি ওয়ার্ক প্রোগ্রাম এবং সিডিএস কর্মসূচির জন্য সামর্থ্য গঠনের ব্যাপারে নাইরোবি ফ্রেমওয়ার্ক গঠন করা হয়।^৬

এক বছর পর কপ-১৩ সম্মেলনে বালি এ্যাকশন প্ল্যান কোপেনহেগেন আলোচনার পথ প্রশস্ত করে। এতে গ্যাস নির্গমন হ্রাসে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণ, উন্নয়নশীল দেশসমূহে জাতীয়ভাবে যথাযথ প্রশমন ব্যবস্থাসহ পরিমাপযোগ্য, প্রতিবেদনযোগ্য ও যাচাইযোগ্য প্রশমন অঙ্গীকার, অভিযোজন জোরদার, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর সংক্রান্ত পদক্ষেপ এবং এসব পদক্ষেপের জন্য সহায়ক আর্থিক সম্পদ ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।^৭ ২০০৯ সালে কোপেনহেগেন নগরীতে অনুষ্ঠিত কপ-১৫ সম্মেলনে একটি ব্যাপকভিত্তিক আইনগত বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তি চূড়ান্ত করা হবে বলে আশা করা হয়েছিল। এই প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার কারণ নিচে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এই সম্মেলনেই কোপেনহেগেন চুক্তি প্রণীত হয়েছে, যা বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাস্বত্ব অল্পসংখ্যক দেশ আলোচনার মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং অন্যান্য দেশ তা অনুমোদন করতে উৎসাহিত হয়েছে। ২০১০ সাল কানকুনে অনুষ্ঠিত কপ-১৬ সম্মেলনে এই চুক্তির ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতি সাধিত হয় এবং এতে একটি নতুন গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য একটি প্রক্রিয়ার, অভিযোজন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং আন্তর্জাতিক পরিমাপ ও যাচাইয়ের ব্যবস্থায় তাদের প্রশমন সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো পেশ করার ব্যাপারে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আরো অঙ্গীকারের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

খোলাখুলি জবাবদিহিমূলক ও বিশেষ প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ

ভবিষ্যত জলবায়ু সম্মেলনগুলোর জন্য একটি সফল ফলাফল পাওয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও খোলাখুলি মনোভাবের ইস্যুগুলো বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে। তবে আন্তর্জাতিক জলবায়ু রাজনীতিতে কার্যকর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে বেশকিছু বিবেচনাযোগ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

প্রতিনিধিত্বের দীর্ঘ শিকল

প্রথমত: প্রতিনিধিত্বের দীর্ঘ শিকল নাগরিকদের তাদের দেশের প্রতিনিধিত্বকারী জলবায়ু আলোচকদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখে। এর কারণ হচ্ছে ‘আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অভাব সাধারণ জনগণের জন্য অসম্ভব হচ্ছে তথ্যভিত্তিক বিষয় বেছে নেয়া যাতে তারা কাকে সমর্থন করবে, কার কাছে কি জানতে চাইবে এবং তাদের অবস্থান পরিবর্তনের ব্যাপারে কার কাছে জানতে চাইবে তা নির্ধারণ করা। সারা বিশ্বে অনেক মানুষই প্রথমত এবং সবচেয়ে দরিদ্র মানুষেরা তাপ অনুভব করতে শুরু করেছে অথবা তাদের বাড়িতে পানি উঠতে শুরু করেছে; অন্যদিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার মানুষের মধ্যে জবাবদিহিতার ব্যবধান এখন প্রশস্ত হয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।^৮

সামর্থ্য ও প্রভাবের ব্যবধান

এই ধরনের সমস্যা আন্তর্জাতিক আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ ও সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোর অসম অংশগ্রহণের ফলে জটিল রূপ ধারণ করে। সামর্থ্য ও অংশগ্রহণের অসমতা রয়েছে - এ কথাই অর্থ হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকাংশ সরকার পুরো আলোচনার প্রক্রিয়ায় অব্যাহতভাবে উপস্থিত হতেও সমর্থ নয়। আইনগত ও বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের দাবি ব্যাপক হলেও এসব ক্ষেত্রে তাদের নাগরিকদের স্বার্থ যথাযথভাবে তুলে ধরা হয় না।

২০০৯ সালের ডিসেম্বরে কোপেনহেগেন সম্মেলনে উল্লেখযোগ্য সংস্থার ১৯৪টি দেশ অংশগ্রহণ করলেও এই

সংখ্যা কার্যকর দর কষাকাষি সামর্থ্যের বিবেচনায় বৈষম্যই ফুটিয়ে তুলেছে।^৯ যেমন, সবচেয়ে বেশি দূষণকারী পাঁচটি দেশের প্রতিনিধিদের সংখ্যা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বলে বিবেচিত পাঁচটি দেশের প্রতিনিধিদের সংখ্যার চেয়ে ৩ গুণ বেশি ছিল।^{১০} কারণ অনেক উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধিদের সামর্থ্যের অভাব ছিল। একই সময়ে পাশাপাশি অনুষ্ঠিত অনেক বৈঠকে তাদের কথা বলা নিশ্চিত করার জন্য তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ ছিল কঠিন। কপ সম্মেলনের আগে এবং সম্মেলনকালে অনুষ্ঠিত অনেক ‘অনানুষ্ঠানিক’ বৈঠকে তাদের যাওয়ার সুযোগ ছিল না। অথচ সেখানে সমস্যার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালনকারী ও অবদানকারী আলোচনার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমবেত হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও কম প্রভাবশালী দেশ তা থেকে বাদ পড়েছিল। আমরা কোপেনহেগেনেও এই সমস্যা দেখেছি। সেখানে অনেকে দুঃখ বোধ করেছে এইজন্য যে, মাত্র কয়েকটি দেশ চুক্তিটি প্রণয়ন করেছে। সম্মেলনের প্রথম সপ্তাহে মাত্র কয়েকটি দেশের প্রণীত একটি খসড়া চুক্তি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনায় অবিস্বাস্য জটিল আকার ধারণ করেছিল। এই ঘটনায় মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টকে কপ-১৬ সম্মেলনকালে ঘোষণা করে নিশ্চয়তা দিতে হয়েছে যে, আলোচনা যথাসম্ভব স্বচ্ছ এবং কেবল টেবিলে উপস্থাপিত বিষয়গুলোই আলোচনার জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু।

শাসন ব্যবস্থার একটি আংশিক চিত্র

জবাবদিহিতা, খোলাখুলি মনোভাব ও স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জের কারণ হচ্ছে যে জলবায়ু পরিবর্তন শাসন ব্যবস্থা খুবই বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত এবং যা এর আগে চালু করা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের আওতা ছাড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৎপর অংশীদারদের মধ্যে এ দায়িত্ব বন্টিত।

সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে বৈশ্বিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেল (আইপিসিসি) ও ইউএনএফসিসিসি সচিবালয়, বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা যেমন ইউ, বিভিন্ন জাতীয় সরকার (পরিবেশ নিয়ন্ত্রক আন্তঃসরকার নেটওয়ার্কসহ) বিভিন্ন নগরীর গ্রুপ, কর্পোরেটদের কোয়ালিশন এবং সুশীল সমাজ নেটওয়ার্ক এদের প্রত্যেকটিই তাদের অধিকার অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থার একটি উৎস, যা জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে বিষয়টি তদারকি করার জন্য মান ও বিধি প্রণয়ন, রিপোর্টিং কৌশলের প্রণয়ন ও আচরণ রীতি প্রণয়ন করা হবে।^{১১} এই ধরনের ব্যাপক পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা থাকায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার জন্য কাকে জবাবদিহি করতে হবে, তা নির্দিষ্ট করা কঠিন।

যেখানে জলবায়ু রাজনীতি দ্রুত বদলে যায় এবং বেসরকারি ও সরকারি অংশীদারদের সম্পৃক্ত করে বিধি-বিধানের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জগুলোকে তীব্রতর করে। বিবেচনা করতে হবে যে প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের প্রচলিত চ্যানেলগুলো সাধারণত বেসরকারি ও অরাজনৈতিক খাতে প্রায়ই থাকে না এবং বেসরকারি খাতের সহযোগীদের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার ও পরামর্শ সহজে প্রয়োগ করা যায় না। জলবায়ু শাসন ব্যবস্থায় অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ও উৎস হিসেবে বেসরকারি মান এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের চমকপ্রদ বিকাশ ঘটায় অংশগ্রহণ, খোলাখুলি মনোভাব প্রকাশ ও স্বচ্ছতার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।^{১২} বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদনের অন্যান্য অনেক নিবন্ধে দেখা গেছে যে বেসরকারি শাসন ব্যবস্থার কয়েকটি আদলে অন্যগুলোর তুলনায় বেশি অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সুযোগ রয়েছে।^{১৩}

উদার মনোভাব ও ব্যবস্থাপনা সামর্থ্যের মধ্যকার প্রক্রিয়া

প্রধান আলোচনা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বেসরকারি, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য সংস্থার বিস্তৃত ক্ষেত্র, যারা আনুষ্ঠানিক আলোচনার পাশাপাশি অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধিত রয়েছে। তাদের আনুষ্ঠানিক ভোট দেয়ার অধিকার না থাকলেও তাদেরকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া হয় এবং সরকারি প্রতিনিধিদলে তাদের প্রায়ই অন্তর্ভুক্ত করে সকল বৈঠকে তাদের প্রবেশাধিকার প্রদান করা হয়। নানাভাবেই তারা হচ্ছেন বেসরকারি কূটনীতিক যারা তাদের এলাকার স্বার্থ তুলে ধরে তথ্য বিনিময়ে আলোচনা সম্পৃক্ত করে এবং নীতিগত পর্যায়ে পরামর্শ দিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের মতোই অনুরূপ অনেকগুলো কাজ করেন।^{১৪}

নীতিগত অর্থে এই উপায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অ-রাষ্ট্রীয় সহযোগীদের অংশগ্রহণের জন্য অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত বলে বিবেচিত। তবে, আগের দফা আলোচনাগুলোতে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনকালে প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণের বিষয়টিকে অনেকে মাত্রাতিরিক্ত বিবেচনা করেছিলেন বলে পর্যবেক্ষকদেরকে ইউএনএফসিসিসি সভা কক্ষে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি, যারা সরকারি প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। মূল আলোচনায় সরাসরি সকলের অংশগ্রহণের বিষয়টি সাধারণ অধিকার থেকে পরিবর্তিত হয়ে সরকারি প্রতিনিধিদলের প্রদত্ত সুবিধা রূপ নেয়ার কারণে স্বল্পসংখ্যক নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

তা সত্ত্বেও, অংশগ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহ হ্রাস পায়নি বলে কোপেনহেগেন সম্মেলনকালে রেকর্ডসংখ্যক-৯০০^{১৫} পর্যবেক্ষক সংস্থা এবং ১৯৬ জন রাষ্ট্রপ্রধানদের নিরাপত্তা সফরসঙ্গীদের স্থান সংকুলানের সংকট দেখা দিয়েছিল। প্রবেশপত্র নিয়ন্ত্রণ করার ফলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং অনেক পর্যবেক্ষকদের জন্যই আলোচনা অনুষ্ঠানের ভবনের দরজা ছিল বন্ধ। ফলে বিশেষ ও উদার প্রক্রিয়ার জন্য কথিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল এবং এই ধরনের মহাসম্মেলনের প্রক্রিয়ার সম্ভাব্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।

সুশীল সমাজের অপরিহার্য ভূমিকা

এই ধরনের প্রবেশাধিকার সমস্যা বিশেষ করে উদ্বোধনক যখন আমরা জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও উদারতার মনোভাব উন্নয়নে সুশীল সমাজ নেটওয়ার্ক ও কোয়ালিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি বিবেচনা করি।^{১৬} সুশীল সমাজের কিছু পদক্ষেপ জলবায়ু পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার মাত্রা বাড়াতে সফল হয়েছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে কাজ করে, বিক্ষোভমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং আলোচনার ব্যাপারে বহুল পঠিত সংক্ষিপ্তসার, ব্রিফিং ও বিশ্লেষণগুলো মুদ্রণ করে যেমন ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্কের ইসির নিউজসেন্টার প্রকাশ করে তা সম্ভব হয়েছে।^{১৭} এসব প্রয়াসের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সংস্থাগুলোকে বাছাই করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে সহায়ক হয়েছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই ইস্যুতে জনগণের সম্পৃক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। সিভিল সোসাইটি গ্রুপগুলো অঙ্গীকারগুলোর মূল্যায়ন এবং সেগুলো পূরণে সরকারগুলোকে জবাবদিহি করার বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে। সর্বোপরি, পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে সম্প্রতিকালে জলবায়ু আন্দোলন কর্মীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিকার লাভের উপায় হিসেবে মানবাধিকার ইস্যুকে ব্যবহার করার ব্যাপারে আগ্রহ বেড়েছে।^{১৮} সুশীল সমাজ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এসব গুরুত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতা সত্ত্বেও বেশ কিছু উদ্বেগ রয়ে গেছে।

শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে কার্যকর প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য কেবল রাষ্ট্রপক্ষগুলোর জন্য ক্ষতিকর নয় বরং পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর মধ্যেও তা বিদ্যমান। কিয়োটো আলোচনাকালে সম্মেলনে যোগদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে মাত্র এক-চতুর্থাংশ দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে

এসেছিল এবং তাদের অনেকেই একজন বা দু'জনের বেশি পর্যবেক্ষক পাঠানোর সামর্থ্য ছিল না। ২০০৯ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যে ৮০টি দেশের এক হাজারের বেশি সংস্থা পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভ করলেও নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে এদের অধিকাংশই হচ্ছে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার প্রতিনিধিত্বকারী। অন্যদিকে কেবল যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২১০টির বেশি সংস্থা পর্যবেক্ষক হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছিল। এ সময় যুক্তরাজ্য থেকে ১০০টি গ্রুপ এবং কানাডা থেকে ৯২টি সংস্থা এসেছিল। ব্রাজিল, চীন ও ভারত ছাড়া কোনো উন্নয়নশীল দেশ আলোচনার টেবিলে ১০ জনের বেশি পর্যবেক্ষক নিয়ে আসতে পারেনি।^{১৯}

আভ্যন্তরীণ এনজিও শাসন ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা ও অংশীদারদের জবাবদিহিতার বিষয়গুলো বৈঠকের আলোচ্যসূচি হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছিল। দায়িত্বশীলতা ও ন্যায়সঙ্গত দাবীর সঙ্গে জনগণকে জানানোর এই চাপ তৈরি হয়েছে যে এসব বিশেষ গ্রুপের পিছনে কারা রয়েছে। তাদের এজেন্ডা কি এবং তাদের প্রতিনিধিত্বশীলতার বিষয়টি (যদি থাকে) এবং তাদের ওপর তাদের সমর্থকদের অর্পিত আর্থিক সম্পদের ব্যবহার কতটুকু সফলভাবে করতে পারছে। অনেক গোষ্ঠীই এসব ক্ষেত্রে মান বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট সক্রিয় নয়। জনস্বার্থের প্রতিনিধিত্বশীলতার দাবীদার হলেও হীন ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য বিভিন্ন সংস্থার আবির্ভাবের ফলে সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।^{২০}

জবাবদিহিতার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপ

জলবায়ু ব্যবস্থায় উদার মনোভাব, আলোচনা ও অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জগুলো আরো গভীর ও তীব্র হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং আরো বেশি ইস্যু, খাত ও অংশীদারকে আওতাভুক্ত করার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে। এই বিষয়টি আরো বেশি সত্যি হয়ে ওঠে, যখন দেখা যায় যে কর্তৃপক্ষ জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে কর্মসূচি নেয়ার জন্য বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাজার সৃষ্টি করতে নতুন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করে। জলবায়ু পরিবর্তন শাসন ব্যবস্থা ক্রমেই বহুমুখী ও বহু পর্যায়মুখী হয়ে উঠছে এবং জবাবদিহিতার গুরুত্ব বা মাত্রা কোনটাই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। একটি বিশ্লেষণে বলা হয়েছে:

নীতি প্রণয়ন, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকবৃন্দের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য বিবেচনা করে বৈশ্বিক জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার জবাবদিহিতার ব্যবধান কমিয়ে আনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কেবল জবাবদিহিতা জলবায়ু পরিবর্তন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং জনসাধারণের স্বার্থে সামাজিক ও পরিবেশগত দিক থেকে কার্যকর বৈশ্বিক জলবায়ু শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি মৌখিক ও প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি দরকার।^{২১}

টিকা

১. পিটার নিউয়েল ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট এ্যাংলিয়া'র ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট বিষয়ক অধ্যাপক।
২. জোয়ানা ডিপ্লেজ, দ্য অরগানাইজেশন অব দ্য গ্লোবাল নিগোশেশ্যনস: কনস্ট্রাক্টিং দ্য ক্লাইমেট রিজিম (লন্ডন: আর্থস্ক্যান, ২০০৫)।
৩. ইউএন, ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (বন: ইউএনএফসিসিসি সচিবালয়, ১৯৯২), দেখুন <http://unfccc.int/resources/docs/convkp/conveng.pdf>
৪. মিশেল গ্রাব এবং অন্যান্য, দি ক্রিয়োটো প্রটোকল: এ গাইড এন্ড এসেসমেন্ট (লন্ডন: আর্থস্ক্যান অ্যান্ড রয়েল ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স [আরআইআইএ], ১৯৯৯)।

৫. মিশেল গ্রাব ও ফারহানা ইয়ামিন, 'ক্লাইমেট কলাপস এট দি হেগ: হোআট হ্যাপেনড, হোআই, এন্ড হোয়ার উই গো ফ্রম হোয়ার?', ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, ভলিউম ৭৭ (২০০১), পৃষ্ঠা ২৬১-২৭৬।
৬. চুকউইমেরিজে ওকেরিকে এবং অন্যান্য, 'এসেসমেন্ট অব কি নেগোশিয়েটিং ইস্যুজ এট নাইরোবি ক্লাইমেট সিওপি/এমওপি এন্ড হোআট ইট মিনস ফর দি ফিউচার অব দি ক্লাইমেট রিজিম, ওয়ার্কিং পেপার নং ১০৬ (নরউইচ: টিনডাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ রিসার্চ, ২০০৭)।
৭. বেনিটো মুলার, 'বালি ২০০৭: অন দি রোড এগেইন! ইম্প্রেশনস ফ্রম দি থার্টিনথ, ইউএন ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স', অক্সফোর্ড এনার্জি এন্ড এনভায়রনমেন্ট কমেন্ট (অক্সফোর্ড ইন্সটিটিউট ফর এনার্জি স্টাডিজ [ওআইইএস], ফেব্রুয়ারি ২০০৮), জেনিফার মরগান, টুওয়ার্ডস দি নিউ গ্লোবাল ক্লাইমেট ডিল: এন এনালাইসিস অব দি এগ্রিমেন্টস এন্ড পলিটিকস অব দি বালি নেগোসিয়েশনস (লন্ডন: ইথ্রিজি, ২০০৮)।
<http://newsletter.electriputty.co.uk//t/viewemail//r/zc4231bbbecaa6ez/ff375d0d1994b87e6a4d01e12db8921d>
৮. ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রাস্ট, 'বিঅন্ড রিচ? রিয়েলাইজিং একাউন্টবিলিটি ইন ক্লাইমেট চেঞ্জ গভর্নেন্স', একাউন্টবিলিটি ইন একশন (অক্টোবর ২০০৯) দেখুন
৯. লিস্ট অব পারটিসিপেন্ট, কনফারেন্স অব দি পার্টিস, ১৫তম সেশন, কোপেনহেগেন, ৭-১৮ ডিসেম্বর ২০০৯, দেখুন <http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/inf01p01.pdf>.
১০. টিআই ক্যালকুলেশনস বেসড অন সিওপি-১৫ ডকুমেন্টেশন, পলিউশন ডাটা ফ্রম ২০০৬ (http://unstats.un.org/unsd/environment/air_co2_emissions.htm) এবং জার্মান ওয়াচ প্রদত্ত ক্লাইমেট চেঞ্জ ইনডেক্স ২০১০ (www.germanwatch.org/cr12010.pdf)
১১. হারিয়েট গুলকেলি এন্ড পিটার নিওয়েল, গভর্নিং ক্লাইমেট চেঞ্জ (লন্ডন: রুটলেজ ২০১০)।
১২. কারিন বেকস্ট্রেড, 'একাউন্টবিলিটি অব নেটওয়ার্কড ক্লাইমেট গভর্নেন্স: দি রাইস অব ট্রান্সন্যাশনাল ক্লাইমেট পার্টনারশিপস', গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল পলিটিক্স, ভলিউম ৮ (২০০৮) পৃষ্ঠা ৭৪-১০২।
১৩. দেখুন, থমাস মারসেলো, এই ভলিউমের ৪.৩.৪ অধ্যায়।
১৪. মিশেল এম. বেটসিল এন্ড এলিজাবেথ কোরেল (ইডিএস), এনজিও ডিপলোমেসি: দি ইনফ্লুয়েন্স অব ননগভর্নমেন্টাল অরগানাইজেশনস ইন ইন্টারন্যাশনাল ইনভাইরনমেন্টাল নেগোসিয়েশনস (ক্যামব্রিজ, এমএ: এমআইটি প্রেস, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৩।
১৫. দেখুন <http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/info1p01.pdf>.
১৬. পিটার নিওয়েল, ক্লাইমেট ফর চেঞ্জ: নন-স্টেট অ্যাক্টরস এন্ড দি গ্লোবাল পলিটিকস অব দি গ্রিনহাউজ (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০) লারস গুলব্রান্ডসেন ও স্টেইনার আন্দ্রেসেন, 'এনজিও ইনফ্লুয়েন্স ইন দি ইম্প্লিমেন্টেশন অব দি কিওটো প্রটোকল: কমপ্লাইন্স, ফ্রেঞ্জিবিলিটি ম্যাকানিজমস এন্ড সিংকস', গ্লোবাল ইনভাইরনমেন্টাল পলিটিকস, ভলিউম ৪ (২০০৪), পৃষ্ঠা ৫৪-৭৫।
১৭. পিটার নিওয়েল, 'ক্লাইমেট ফর চেঞ্জ: সিভিল সোসাইটি এন্ড দি পলিটিকস অব গ্লোবাল ওয়ার্মিং', হেলমুট কে. এনহিয়ার এবং অন্যান্য (ইডিএস), গ্লোবাল সিভিল সোসাইটি ২০০৫/০৬ (লন্ডন: এসএজিই ২০০৫), অধ্যায় ৩।
১৮. পিটার নিওয়েল, 'সিভিল সোসাইটি, করপোরেট একাউন্টবিলিটি এন্ড দি পলিটিকস অব ক্লাইমেট চেঞ্জ', গ্লোবাল ইনভাইরনমেন্টাল পলিটিকস, ভলিউম ৮ (২০০৮), পৃষ্ঠা ১২৪-১৫৫; পিটার নিওয়েল, 'ক্লাইমেট চেঞ্জ, হিউম্যান রাইটস এন্ড করপোরেট একাউন্টবিলিটি', এস. হামফ্রি (সম্পাদিত), ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড হিউম্যান রাইটস (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস ২০০৯) পৃষ্ঠা ১২৬-১৫৯।
১৯. ক্যাথরিন ডমব্রোসকি, 'ফিলিং দি গ্যাপ? এন এনালাইসিস অব এনজিও রিসপনসেস টু পার্টিসিপেশন অন দি হিউম্যান ডাইম্যানশন অব গ্লোবাল ক্লাইমেট', হিউম্যান ডাইমেনশন অফ গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল চেইঞ্জ বিষয়ক সম্মেলনের প্রস্তুতি পত্র, আমস্টারডাম, ২-৪ ডিসেম্বর ২০০৯।
২০. দেখুন পল ব্রু-মেনথাল, এই ভলিউমের ২.২.২ অধ্যায়।
২১. ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রাস্ট (অক্টোবর ২০০৯)।

২.২

কিয়োটো প্রটোকল ও পরবর্তী অত্যাৱশ্যকীয় স্ৰুতান্ত্রসমূহ
জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে জলবায়ু অঙ্গীকার বিষয়ে সম্মতি

২.২.১

সুখম সুবিধা, অসম কণ্ঠ

ইইউ জলবায়ু নীতি সম্পর্কে ব্যবসা ও এনজিও লবিং

এ্যান থেরেস গুলবার্গ

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) কিছুদিন যাবত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু নীতি বিষয়ে এজেন্ডা নির্ধারণকারী হিসেবে কাজ করেছে। ২০০৭ সালে তারা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু নীতি গ্রহণ করেছে এবং ২০-২০-২০ লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে পরিচিত এগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে- ১৯৯০ সালের পর্যায় থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস ২০ শতাংশে কমিয়ে আনা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে জ্বালানির ব্যবহার ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা এবং জ্বালানি সামর্থ্য ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা। এসব লক্ষ্য ২০২০ সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে।

ইইউ'র জলবায়ু নীতির সুনাম ২০০৯ সালে কোপেনহেগেন সম্মেলনের আলোচনাকালে কিছুটা চিড় ধরেছে। সেখানে ইইউ নেতৃত্ব অন্যদের কাছে স্তান হয়েছে।

তা সত্ত্বেও দেখা গেছে যে, ইইউ আন্তর্জাতিক আলোচনা এবং অন্যান্য দেশে জাতীয় বিতর্কের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাবসহ জলবায়ু নীতি নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফোরামগুলোর অন্যতম বলে বিবেচিত।^২ ইইউ জলবায়ু নীতির ব্যাপারে স্বার্থান্বেষী মহলের অযাচিত প্রভাব সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি অন্যত্র দূরীভূত হবে। বৈশ্বিক ব্যবস্থায় জবাবদিহিমূলক জলবায়ু নীতি প্রণয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পূর্ণরূপে অনুধাবনের জন্য ইইউ'র নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া পরীক্ষাকরণ জরুরি।

ইইউ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ওপর অযাচিত প্রভাব খাটানোর এই ধরনের ঝুঁকি কতটুকু যৌক্তিক- বেশ কিছু বিষয় এই মূল্যায়নের নিয়ামক।

আনুষ্ঠানিক আলোচনা প্রক্রিয়া: স্বচ্ছ ও বিশেষ হলেও ব্যবসার জন্য একটি জোরালো দাবী

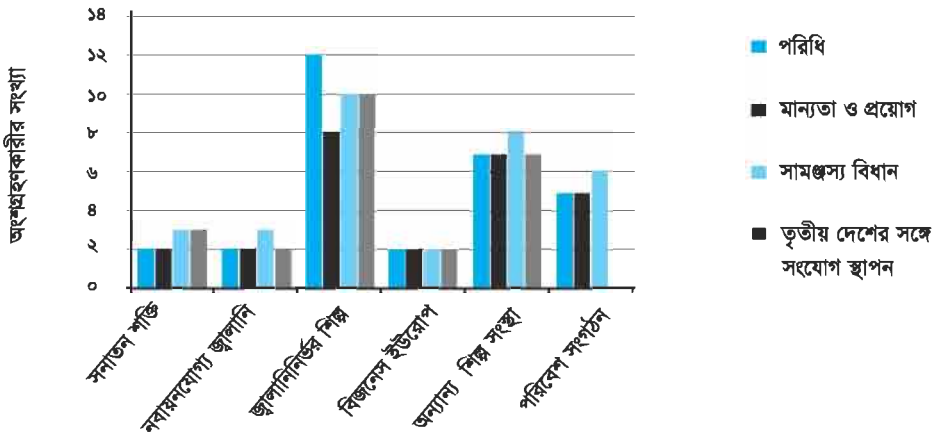
সুবিধাভোগীদের সঙ্গে আলোচনাকে ইউরোপীয় জলবায়ু নীতি প্রণয়নকালে ব্যাপক জনমত নেয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধরনের দু'টি আলোচনা গভীর পর্যবেক্ষণে করলে যায়, এরূপ কৌশল নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে অধিকতর স্বচ্ছ ও ব্যাপকভিত্তিক করতে সক্ষম। এসব ক্ষেত্রে অসম চিত্রও ফুটে ওঠে।

২০০৪ সালে ইউরোপীয় কমিশন ২০১২ সালে পরবর্তী ইইউ জলবায়ু নীতির ব্যাপারে মতামত জানানোর প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার জন্য সহযোগীদের আমন্ত্রণ জানায়। এতে কিয়োটো প্রটোকলের প্রথম অঙ্গীকার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী সময়ের জন্য গ্যাস নির্গমন হ্রাস অঙ্গীকারের বিষয়টি নির্ধারণের মূল বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সকল অংশীদারদের জন্য আলোচনা ছিল উন্মুক্ত। অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক এবং বিভিন্ন গ্রুপের ভিন্নমাত্রার অনেক নিবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে। কমিশনের লক্ষ্য ছিল স্বচ্ছ প্রক্রিয়া বজায় রাখা। উপস্থাপিত সকল নিবন্ধ সকলের জন্য উন্মুক্ত ও অনলাইনে সহজলভ্য ছিল। এই খোলাখুলি পরিবেশ ও বৈচিত্র্য রাখার দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি ভারসাম্য বজায় রাখেনি। ব্যবসায় ও শিল্প সংগঠনগুলো মোট ৭৮টি নিবন্ধ উপস্থাপন করেছে যা, পরিবেশ সংগঠনগুলোর উপস্থাপিত ৩০টি নিবন্ধের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।^৩

ইইউ জলবায়ু নীতির আরেকটি কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে উপকারভোগীদের পরামর্শ গ্রহণের একটি অনুরূপ চিহ্নিত ধরন। ইইউ এমিশন ট্রেডিং সিস্টেম (ইটিএস) সম্মত গ্যাস নির্গমন হ্রাস লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। কোন কোন খাত অন্তর্ভুক্ত করা হবে বা কিভাবে পারমিট দেয়া হবে, সেইসব প্রশ্ন পুরো ট্রেডিং ব্যবস্থার এবং ইউরোপীয় অর্থনীতিতে পরিবেশবান্ধব করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে এসব প্রশ্ন আরো চিহ্নিত করে কারা জিতবে আর কারা হারবে, তাই এগুলোর জন্য প্রয়োজন প্রবল লবিং প্রয়াস।^৪

মূল ইটিএস গৃহীত হয়েছিল ২০০৩ সালে এবং প্রথম ট্রেডিং মেয়াদ শুরু হয়েছে ২০০৫^৫ সালে। সেই বছরেই কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স ২০১৩ সাল পরবর্তী সময়ের জন্য ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ইটিএস পর্যালোচনা করতে কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল। পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে কমিশন ইন্টারনেটভিত্তিক একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল যা সকল সহযোগীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। সংগৃহীত উপাত্ত ৫১৭টি কোম্পানি, সরকারি সংস্থা, শিল্প সমিতি, বাজার মধ্যস্থতাকারী এবং বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) কাছে পাঠানো হয়েছিল।^৬ মোট ৩০২টি সংস্থা সাড়া দিয়েছিল। ব্যবসায়ী গ্রুপগুলো আবারো অন্যান্য গ্রুপের অংশগ্রহণ হ্রাস করেছিল। শিল্প সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর সংখ্যা ছিল মোট অংশগ্রহণকারীদের অর্ধেক, সমিতিগুলোর (২৫ শতাংশ) চেয়ে অনেক বেশি, এনজিও ১১ শতাংশ এবং সরকারি সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ ছিল মাত্র ৭ শতাংশ।^৭

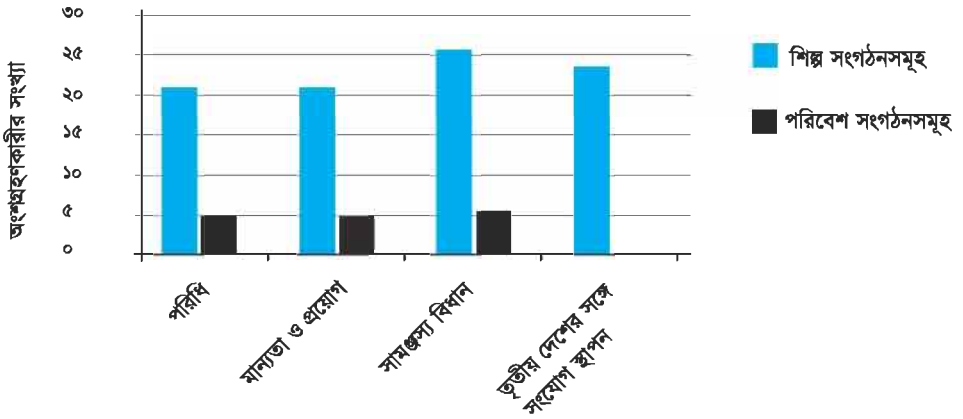
সমীক্ষার পর একটি পরামর্শমূলক আলোচনা শুরু হয় যা ২০০৬ সালের শরৎকাল থেকে ২০০৭ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই প্রক্রিয়ায় সহযোগীদের চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং লিখিত নিবন্ধ উপস্থাপনের সুযোগ ছিল। এই প্রক্রিয়া স্বচ্ছ এবং দৃশ্যত আন্তরিক। শিল্প ও পরিবেশবাদী গ্রুপগুলো অংশগ্রহণ করেছে এবং এজেন্ডা, অংশগ্রহণকারীদের তালিকা এবং সভার কার্যবিবরণী প্রকাশ করা হয়েছে।



চিত্র ২.১ ইইউ ইটিএস পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় চারটি স্টেকহোল্ডার বৈঠকে পাঁচ ধরনের শিল্প ও পরিবেশ সংগঠনের অংশগ্রহণকারীগণ ২.১ ও ২.২ চিত্রে দেখানো হয়েছে যে আলোচনার চারটি দফায় ব্যবসায়ী গ্রুপগুলোর সংখ্যা ছিল পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর চেয়ে বেশি।^৮

জ্বালানিনির্ভর শিল্পগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী ইটিএস পর্যালোচনা বিষয়ক প্রধান সহযোগীদের মোট প্রতিটি সভায় ৮-১২ জন প্রতিনিধি পাঠিয়েছে।^৯ অনুরূপ স্বার্থের ব্যাপারে সমর্থন দিতে পারে এমন অন্যান্য শিল্প গ্রুপকে অন্তর্ভুক্ত না করেই এসব শিল্প পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর তুলনায় বেশি প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। পরিবেশবাদীরা মাত্র পাঁচ বা ছয়জন প্রতিনিধি পাঠাতে পেরেছে।^{১০}

এমন নজির এটাই প্রমাণ করে যে, খোলাখুলি মনোভাবই সুসম প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা দেয় না। লবিং বরং আনুষ্ঠানিক আলোচনার চেয়ে অনেক দূরে ছিল। এইসব আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় মেকি প্রতিনিধিত্ব সম্ভবত আরো বেশি অসামঞ্জস্যের নিদর্শন খুবই কম দৃশ্যমান। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে যোগাযোগের অবস্থার অধিকতর আনুষ্ঠানিক উপায় হিসেবে চিহ্নিত এবং মতামত গঠনে সহায়ক। এছাড়া বিশেষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আগ্রহোদ্দীপক গল্প বিশেষ।



চিত্র ২.২ ইইউ ইটিএস পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় চারটি স্টেকহোল্ডার বৈঠকে শিল্প ও পরিবেশ সংগঠনওয়ারি অংশগ্রহণকারীগণ

বহু পর্যায় ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া যা পর্যাপ্ত সম্পদভিত্তিক স্বার্থের অনুকূল

ইইউ জলবায়ু নীতি ‘যৌথ সিদ্ধান্ত’ গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করে। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট (ইউরোপীয় নাগরিকদের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত) এবং ইইউ কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স (ইইউ সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী) হচ্ছে যৌথ আইন প্রণয়নকারী। যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সাপেক্ষে সকলক্ষেত্রে এই কমিশনের (ইইউ’র আধা-নির্বাহী সংস্থা ও আইনের রক্ষক) আইনগত উদ্যোগ নেয়ার বিশেষ অধিকার রয়েছে। কমিশন আইন প্রণয়নের প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়ন করে এবং পার্লামেন্ট ও কাউন্সিলে প্রেরণ করে, যা তারা আলোচনা করে। দ্বিতীয়বার গঠনের পরও পার্লামেন্ট ও কাউন্সিল সম্মত না হলে এই দু’টি প্রতিষ্ঠান কনসিলিয়েশন কমিটির সভায় যোগ দেয়। এখানে আলোচনা ব্যর্থ হলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নি।

এই জটিল প্রক্রিয়ার ফলে প্রভাব সৃষ্টিকারী ইইউ জলবায়ু নীতি একটি চ্যালেঞ্জিং প্রয়াসে ব্যবসায়ী ধরনের লবিং যার জন্য অধিকতর অনুকূল হয়েছে সেখানে বিশেষজ্ঞদের তথ্য আসছে এবং দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক

বিরাজ করছে। যা এনজিও এ্যাডভোকেসির ধারা সরাসরি পদক্ষেপ ও গণমাধ্যম কাজে লাগানোর মতো নয়। উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার কার্যকরভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত। এই ধরনের কৌশল ব্যয়বহুল এবং কেবলমাত্র সর্বোত্তম সম্পদে সমৃদ্ধ ভূমিকা পালনকারীদের জন্য সহজলভ্য। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পরিবেশবাদী গ্রুপগুলো বিশেষ নীতিগত ইস্যু নিয়ে তাদের সীমিত সম্পদের ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং পার্লামেন্ট ও কমিশনের পরিবেশ অধিদপ্তরে লবিং করার মাধ্যমে দায়িত্ব শেষ করে। পার্লামেন্ট ও পরিবেশ দফতর উভয়েই তাদের স্বার্থের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সহানুভূতিশীল।

ব্যবসায়ী গ্রুপগুলো, অন্যদিকে বিভিন্ন অধিদপ্তরের প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। তারা শত্রু-মিত্র উভয়ের সঙ্গে লবিং করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক বজায় রাখা এবং পুরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলোচনায় লেগে থাকে। তাই তারা ব্যাপকভিত্তিক নীতিগত বিষয় ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার সময়েও জোরালো প্রভাব রাখে।

সকল সহযোগীদের নেয়া সাক্ষাৎকারের বিষয় এই বিশ্লেষণে তুলে ধরা হয়েছে। ব্যবসায়ী গ্রুপগুলো জানিয়েছে যে, তারা তাদের লবিং কাজের জন্য যথেষ্ট সম্পদ নিয়োজিত করে। পক্ষান্তরে পরিবেশবাদী গ্রুপগুলো সুস্পষ্টভাবে তাদের তহবিল না থাকার অভিযোগ তোলে। যার ফলে তারা কেবল নীতিগত প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হয় এবং তারা ব্যবসায়ী প্রতিপক্ষের মতো অধিকতর কার্যকর ব্যাপক লবিং কৌশল গড়ে তোলার সুযোগ পায় না।^{১১}

দৃশ্যমান প্রভাব

বক্তব্য ও প্রভাবের এসব অসামঞ্জস্যর নীতিগত ফলাফল অর্জনের ব্যাপারে তাদের চিহ্ন রেখে যায়। পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো অপেক্ষাকৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষী গ্যাস নির্গমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যাপারে ইইউ'র প্রয়াস রোধে কিছু সাফল্য পেয়েছে। অপেক্ষাকৃত কম দৃশ্যমান গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইস্যুতে ব্যবসায়ী গ্রুপগুলো বরং বেশি প্রভাব রাখে। তাদের স্বার্থের বিষয়গুলো ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে একটি সংশোধিত ইটিএস অনুমোদনের জন্য কমিশনের প্রস্তাবে এবং ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কাউন্সিলে ও পার্লামেন্টে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বিবেচনায় নেয়া হয়েছিল। যেমন কমিশন যখন নীতিগতভাবে গ্যাস নির্গমন ভাতা প্রদানের পুরো নিলাম প্রক্রিয়ার প্রতি সমর্থন দিয়েছিল তখন জ্বালানি নির্ভর শিল্পগুলো একটি ছাড় পেয়েছিল। এসব ক্ষেত্রেও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি নির্ধারণে শিল্প খাতের প্রভাব সুবিদিত।^{১২}

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে উন্মুক্ত ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রভাব বিস্তারের জন্য সম্পদ ও অনানুষ্ঠানিক প্রবেশাধিকার গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সহযোগীর মধ্যে সম্পদ প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য এই ধরনের অংশগ্রহণের অনেকাংশে ভারসাম্যহীন করে। ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার গুণগত মান ক্ষুণ্ণ হয়। ইউরোপীয় শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি স্বেতপত্রের^{১৩} মাধ্যমে কমিশন ভারসাম্যহীনতার বিষয়টির সুরাহা করতে চাইলেও ব্যবসায়ী লবির প্রাধান্য এখনও পর্যন্ত ইইউ এবং তাদের জলবায়ু নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

টিকা

১. এ্যান থেরেস গুলবার্গ সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট এন্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ- অসলো (সিআইসিইআরও)-তে গবেষক হিসাবে কাজ করছেন।
২. এজেল মিশেলোয়া, 'দি স্ট্রেন্থ অব ডিফারেন্ট ইকোনোমিক ইন্টারেস্টস ইন শ্যাপিং ইইউ ক্লাইমেট পলিসি', এনার্জি এন্ড ইনভাইরনমেন্ট, ভলিউম ১১ (২০০০), পৃষ্ঠা ২৭৭-২৯২; মিরান্ডা এ. সিরিউয়ার্স এন্ড জভেস টিবার্গহেইন, 'মাল্টিলেভেল রিইনফোর্সমেন্ট: এক্সপ্লেইনিং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন লিডারশীপ ইন ক্লাইমেট চেইঞ্জ মিটিগেশন', গ্লোবাল ইনভাইরনমেন্টাল পলিটিকস, ভলিউম ৭ (২০০৭), পৃষ্ঠা ১৯-৪৬।
৩. এ্যান থেরেস গুলবার্গ, 'ক্রিপালিটিক আই ইইউ: ইন্টারেস্টগ্রুপেনেপ রোলে' [ইইউ ক্লাইমেট পলিসি: দি রোল অব ইন্টারেস্ট গ্রুপস], সিসেরোনি, ভলিউম ১৬ (২০০৭), পৃষ্ঠা ১২-১৩।
৪. টামরা গ্লিবার্টসন এন্ড অস্কার রেয়েস, 'কার্বন ট্রেডিং: হাউ ইট ওয়ার্কস এন্ড হোই ইট ফলস', ক্রিটিকাল কারেন্টস, নম্বর ৭ (২০০৯), পৃষ্ঠা ৩৫।
৫. উদাহরণ হিসেবে দেখুন অ্যাটলি সি ক্রিস্টিয়ানসেন এন্ড জরগান ওয়েটস্টাড, 'দি ইইউ এস এ ফরচুনার অন গ্রীন হাউজ গ্যাস ইমিশনস ট্রেডিং: হাও ডিড ইট হ্যাপেন এন্ড উইল দি ইইউ সাকসিড?' ক্লাইমেট পলিসি, ভলিউম, ১ (২০০৩), পৃষ্ঠা ৩-১৮; পিটার মার্কুসেন এবং গার্ট টিংগার্ড সেভেন্সেন, 'ইন্ডাস্ট্রি লবিং এন্ড দি পলিটিক্যাল ইকোনমি অব জিএইচজি ট্রেড ইন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন', এনার্জি পলিসি, ভলিউম ৩৩ (২০০৫), পৃষ্ঠা ২৪৫-২৫৫; জন ব্রিগার এসজারসেথ ও জার্গান ওয়েটস্টাড, 'ইইউ ইমিশনস ট্রেডিং: ইনিশিয়েশন, ডিসিশন-মেকিং এন্ড ইম্প্লিমেন্টেশন, (অন্ডারশট: অ্যাশগেট, ২০০৮); গার্ট টিংগার্ড সেভেন্সেন, 'লবিং এবং সিও২ ট্রেড ইন ইইউ', ইন বি. হ্যানসারজেনস (সম্পাদিত), ইমিশনস ট্রেডিং ফর ক্লাইমেট পলিসি। ইউএস এন্ড ইউরোপিয়ান পার্সপেক্টিভস, (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫), পৃষ্ঠা ১৫০-১৬২; এন্ড গার্ট টিংগার্ড সেভেন্সেন এন্ড মর্টেন ভ্যাসটার্ডাল, 'হাও টু ডিজাইন গ্রীনহাউজ গ্যাস ট্রেডিং ইন দি ইইউ?', এনার্জি পলিসি, ভলিউম ৩১ (২০০৩), পৃষ্ঠা ১৫৩১-১৫৩৯।
৬. ইউরোপিয়ান কমিশন, ম্যাককিনসে এন্ড কোম্পানী এন্ড ইকোয়িস, রিভিউ অব ইইউ ইমিশনস ট্রেডিং স্কীম: সারভে রেজাল্টস (ব্রাসেলস: ইউরোপিয়ান কমিশন, ২০০৬)।
৭. আইবিআইডি।
৮. অংশগ্রহণকারীদের তালিকার জন্য, দেখুন ইউরোপীয়ান কমিশন, ইমিশন ট্রেডিং সিস্টেম (ইইউ ইটিএস): ইটিএস রিভিউ (ব্রাসেলস: ইউরোপীয়ান কমিশন, ২০০৬) দেখুন http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/review_en.htm.
৯. এ্যান থেরেস গুলবার্গ, দি ইউরোপিয়ান ইলেকট্রিসিটি সেক্টর এন্ড ইইউ ইটিএস রিভিউ, ওয়ার্কিং পেপার নং ২০০৮:০১ (অসলো: সিআইসিইআরও, ২০০৮)।
১০. প্রসঙ্গক্রমে শিল্প ও পরিবেশ সংস্থাসমূহ এসব অংশীদারী বৈঠকে বক্তাদের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করেন।
১১. এ্যান থেরেস গুলবার্গ, 'রেশনাল লবিং এন্ড ইইউ ক্লাইমেট পলিসি', ইন্টারন্যাশনাল ইনভাইরনমেন্টাল এগ্রিমেন্টস: পলিটিকস, ল এন্ড ইকোনমিকস, ভলিউম ৮ (২০০৮), পৃষ্ঠা ১৬১-১৭৮।
১২. পিটার মার্কুসেনা এন্ড গার্ট টিংগার্ড সেভেন্সেন, 'ইন্ডাস্ট্রি লবিং এন্ড দি পলিটিক্যাল ইকোনমি অব জিএইচজি ট্রেড ইন দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন', এনার্জি পলিসি, ভলিউম ৩৩ (২০০৫), পৃষ্ঠা ২৪৫-২৫৫।
১৩. ইউরোপীয়ান কমিশন, ইউরোপীয়ান গভর্নেন্স: এ হোয়াইট পেপার (ব্রাসেলস: ইউরোপীয়ান কমিশন, ২০০১)।

যুক্তরাষ্ট্রের জলবায়ু নীতি

লবিষ্টদের প্রভাবের খণ্ডচিত্র

পল ব্রুমেনখল, সানলাইট ফাউন্ডেশন^১

এটি হচ্ছে ঘুমন্ত ভালুককে খোঁচা দেয়ার মতো

(যুক্তরাষ্ট্রে বৃহৎ জলবায়ু বিরোধী আইন সংক্রান্ত লবি গ্রুপের কর্মকাণ্ড জোরদার করার সময় লবিষ্টদের মন্তব্য)^২

সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রুলিং অনুযায়ী আমরা এখন কর্পোরেট অবস্থান নিতে সক্ষম, যা আগে কখনও আমাদের সোচ্চার হতে সুযোগ দেয়নি।^৩

একজন মার্কিন কয়লা শিল্পের নির্বাহীর কাছ থেকে অন্যান্য কয়লা কোম্পানির কাছে পাঠানো চিঠি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মার্কিন জলবায়ু পরিবর্তন আইনের সম্ভাবনাগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোর জন্য উত্থান-পতনে নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তী মেয়াদের প্রেসিডেন্টের বক্তব্যে আশাপ্রদ হয়েছে যখন তিনি বলেছেন যে, তিনি ইইউ'র অনুরূপ ক্যাপ এন্ড ট্রেড সিস্টেম গড়ে তুলবেন।

আমেরিকান ক্লিন এনার্জি এন্ড সিকিউরিটি এ্যাক্ট নামে পরিচিত একটি আইন ২০০৯ সালে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে পাস হওয়া একটি মাইলফলক স্থাপন হয়েছে। এটি প্রস্তাবিত 'ক্যাপ এন্ড ট্রেড ল'-এর সংশোধিত সংস্করণ। ২০১০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ, এই বিলটি সিনেটে (উচ্চ কক্ষে) ভোট নেয়ার জন্য উত্থাপনই করা হয়নি।

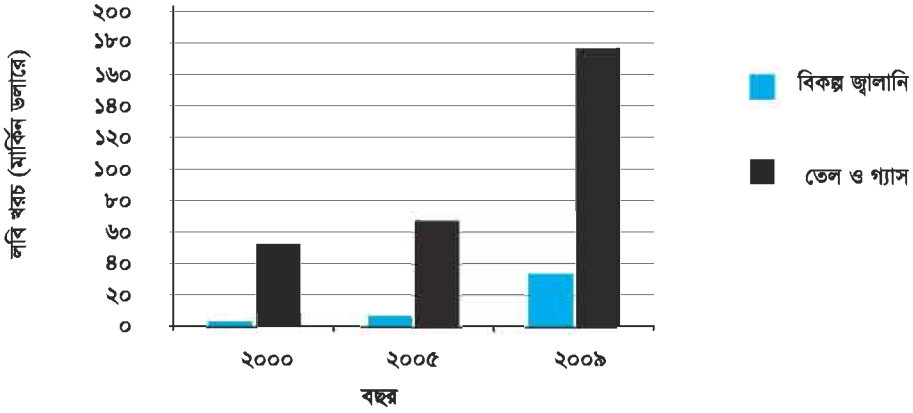
জলবায়ু লবির জোয়ার: দৃশ্যত কোনো ভারসাম্য নেই

দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও কিছু সময়ের জন্য পরাজয়ের ফলে লবিষ্টদের ক্ষমতা এবং জলবায়ু নীতি প্রণয়ন থামিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। যদিও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির বিষয়টি সরাসরি অস্বীকার করার মতো কোনো সুযোগ আর নেই।

২০০৯ সালে তেল, গ্যাস, কয়লা ও বিদ্যুৎ এবং বিকল্প জ্বালানি কোম্পানিগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে লবি চালিয়ে যেতে ৪০৩ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে।^৪ শিল্পভিত্তিক কোম্পানিগুলোর মধ্যে শীর্ষে ছিল জুতা উৎপাদনকারীরা। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সার্ভার অপারেটররাও জলবায়ু নীতির ব্যাপারে লবি করেছে। ওয়াশিংটনে জলবায়ু আইন সংক্রান্ত লবি করার জন্য মোট ২ হাজারের বেশি লবিষ্ট তালিকাভুক্ত হয়েছিল।^৫

এদিকে ক্লিন এনার্জি লবি মার্কিন রাজধানীতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। ২০০৯ সালে ক্যাপ এন্ড ট্রেড বিল সম্পর্কে বিতর্ক চলাকালে পরিবেশবাদী গ্রুপগুলো ফেডারেল কর্মকর্তাদের সঙ্গে লবিং করতে ২২.৪ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে, ২০০০-২০০৮ সালের মেয়াদের তুলনায় এই ব্যয় দ্বিগুণ।^৬ তেল ও গ্যাস কোম্পানির স্বার্থ রক্ষাকারীদের ব্যয়ের তুলনায় তা সামান্য এবং ২০০৯ সালে নীতি নির্ধারণে প্রভাব খাটাতে তারা ১৭৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিল।^৭

এ কী খেলার সমমাঠ?



চিত্র ২.৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক লবি খরচ

ভবিষ্যতের ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য ২০১০ সালের জানুয়ারিতে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিমকোর্টের একটি রায়ে নির্বাচনী প্রচারণার বিজ্ঞাপনে অবাধে ব্যয় করার বিষয়ে কর্পোরেশনগুলো বিজয় লাভ করেছে।^৮

আরো বেশি বৈচিত্র্যময় চিত্র, বিশেষ বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান

জলবায়ু নীতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্বার্থগুলো আরো বেশি আলাদা রূপ লাভ করেছে এবং কোম্পানিগুলোও গতিশীলতা পেয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট গ্রুপ ও তেল কোম্পানি ক্যাপ এন্ড ট্রেড আইন সমর্থন করার জন্য প্রচলিত শিল্প গ্রুপের বাইরে চলে এসেছে। তারা এ ব্যাপারে আশা করছে যে তারা কঠিন বাজার থেকে লাভবান হতে পারবে। অন্যরা তাদের পুরনো অবস্থানেই রয়ে গেছে।

যেমন কংগ্রেসে জলবায়ু আইন সংক্রান্ত প্রাথমিক আলোচনায় দেখা গেছে ডিউক এনার্জি, বিপি, কনোকো-ফিলিপস, শেল ওয়েল, জেনারেল ইলেকট্রিক, আলকেমিয়া এবং এক্সেলনের মতো কোম্পানি কার্বন বাজার সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নে সমর্থন প্রদানকারী সংস্থা ইউএস ক্লাইমেট এ্যাকশন পার্টনারশীপ প্রতিষ্ঠার জন্য এনভায়রনমেন্টাল ডিফেন্স ফান্ডসহ জলবায়ু সমর্থক গ্রুপে যোগ দিয়েছে।^৯

ফল হয়েছে মিশ্র। অনেক ভোক্তা ও পরিবেশবাদী গ্রুপ প্রতিবাদ জানিয়েছে যে, প্রস্তাবিত ক্যাপ এন্ড ট্রেড আইন বেশকিছু বিশেষ স্বার্থের ব্যাপারে অনেক বেশি ছাড় দিয়েছে। ৬৪৮ পৃষ্ঠার প্রাথমিক খসড়া যখন প্রতিনিধি পরিষদে পাস করা হয়েছিল, তখন এটি আবার বিশেষ সুবিধা প্রদান ও ছাড় দেয়ার বিধিসহ ১৪২৮ পৃষ্ঠায় দাঁড়িয়েছে।^{১০}

ব্যবসার সন্দেহজনক ব্যবস্থা: তৃণমূল পর্যায়ে অনুমোদন

বিশেষ কোনো স্বার্থ ব্যাপক নাগরিক সমর্থন পাচ্ছে বলে দেখতে পারা প্রভাব সৃষ্টির লড়াইয়ের জন্য জরুরি। কখনও কখনও এই অবস্থায় পৌছার উপায়গুলো খুবই অস্পষ্ট হতে পারে।

২০০৯ সালের জুন মাসে প্রতিনিধি পরিষদে ক্যাপ এন্ড ট্রেড বিল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভোট নেয়ার আগে ওয়াশিংটনের একটি লবিং প্রতিষ্ঠান বিলটির বিরোধিতার আহ্বান জানিয়ে কমিটির সদস্য তিনজন আইনপ্রণেতার কাছে ১৩টি চিঠি পাঠিয়েছিল। এসব চিঠিতে ন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর দি এডভান্সমেন্ট অব কালারড পিপল (এনএএসপি) স্থানীয় শাখার নামসহ অন্যান্য নাম ছিল যা পরে ভুয়া বলে জানা গেছে।^{১১} কয়লা শিল্পের প্রধান লবিং সংস্থা আমেরিকান কোয়ালিশন ক্লিন ইলেকট্রিসিটি একটি মধ্যস্থতাকারী সংস্থার মাধ্যমে এই লবিং প্রতিষ্ঠানকে ৩ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল। তিন জন আইনপ্রণেতার মধ্যে দুইজনই বিলটির বিরুদ্ধে ভোট প্রদানের আহ্বান সম্বলিত ভুয়া চিঠি পেয়েছিলেন। অভিযুক্ত লবিং প্রতিষ্ঠানের মতে একজন অস্থায়ী কর্মী এসব চিঠি লিখেছিলেন এবং বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

কয়লা লবি গ্রুপ পরিস্থিতি সম্পর্কে আইনপ্রণেতাদের অবহিত করতে নির্দেশ দিয়েছিল কিন্তু ৩৩ দিনে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়ে যায়।^{১২}

এই ধরনের ঘটনাবলী এবং বিশেষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে ব্যাপক জনসমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য ভুয়া তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন প্রতিষ্ঠা (প্রায়ই যে এস্ট্রোটাকিং বলে অভিহিত) মার্কিন জলবায়ু নীতি নির্ধারণে সত্যিকারের বিতর্ক, স্বার্থ ও মতামত উপস্থাপন দুর্বল হয়ে পড়ে।^{১৩}

ঘূর্ণায়মান দ্বার: সকল পর্যায়ের বিশেষ স্বার্থের জন্য সুবিধাজনক অধিকার লাভ

২০০৯ সালের নভেম্বরে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিনেট কমিটি এর আগে জুন মাসে প্রতিনিধি সভায় পাস করা একটি আইনের তুলনায় জলবায়ু আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী অনুচ্ছেদ অনুমোদন করেছিল। বিলের বিরুদ্ধে একমাত্র ভোট দিয়েছিলেন সিনেটর ম্যাক্স বকাস, তিনি তার ভোটদানের বিষয়টিকে ‘ঘূর্ণায়মান দ্বার’ হিসেবে অভিহিত করেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে একজন আইনপ্রণেতা অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং কংগ্রেসে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে ইন্ডাস্ট্রি লবিষ্ট হিসেবে কাজে ফিরে যান। বকাস বর্তমানে লবিষ্ট হিসেবে যারা আগে কাজ করেছেন, তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনপ্রণেতা। এসব লবিষ্টদের মধ্যে অন্তত ১২ জন জলবায়ু ও জ্বালানি নীতির ব্যাপারে লবি করেন।^{১৪}

লবিং প্রক্রিয়ায় সম্পর্ক সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বলে বিবেচিত হওয়ায় এসব সাবেক কর্মকর্তা আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের বক্তব্য পৌছে দিতে শিল্পগুলোকে সহায়তা প্রদানে ব্যাপক প্রভাব রাখেন। বকাসের ক্ষেত্রে তার সাবেক ১২ জন কর্মকর্তা জলবায়ু ও জ্বালানি ইস্যুতে লবি করে থাকেন এবং তারা বিভিন্ন শিল্পের নানা পর্যায়ের দায়িত্বে রয়েছেন। একজন সাবেক প্রধান আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট ও ইউএস বিজনেস রাউন্ডটেবলসহ ক্যাপ এন্ড ট্রেড বিরোধীদের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছে।^{১৫} অন্যদিকে বকাসের সাবেক নীতি বিষয়ক পরামর্শক বেশ কিছু বায়ো ফুয়েল, বায়ো এনার্জি ও বিকল্প জ্বালানি গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করেন।^{১৬}

বাদামী ও সবুজ-পুরো বর্ণচ্ছেটা নয়

জলবায়ু রাজনীতিতে অনেক কিছু হারানোর এবং অনেক কিছুই পাওয়ার রয়েছে এবং এই হিস্যা সবসময়ই বাড়ছে। বিশেষ স্বার্থ রক্ষাকারী গ্রুপগুলো আরো বেশি সোচ্চার হয়ে উঠছে এবং জলবায়ু ইস্যুতে গুরুত্ব দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার দিন শেষ হয়ে গেছে। লবিং কেবল শুরুই হয়নি বরং গতিশীলতাও লাভ করেছে। এখন বিষয়টি হয়ে দাঁড়িয়েছে অজানা ও বিধি-বিধানের খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রভাব সৃষ্টি করা, যা প্রকৃতপক্ষে কে হারবে কে জিতবে তা নির্ধারণ করবে। আর এ লড়াই হচ্ছে অনেক বেশি কৌশলভিত্তিক এবং পর্যবেক্ষণ করা খুবই কঠিন।

পরিবেশবাদী শিল্প লবিষ্টদের আবির্ভাব ও নতুন কোয়ালিশন, লড়াইয়ের ক্ষেত্রটিকে আরো বেশি গতিশীল করেছে। লবি করার ক্ষেত্রও আরো বিচিত্র হয়েছে। এই বিষয়টি বিরোধিতাকারীদের জন্য বিপরীত শক্তি প্রয়োগ করলেও বিদ্যমান কিছু উদ্বেগ দূর হবে না। এই পরিস্থিতি সুবিধাভোগকারীর পরিবেশসম্মত শিল্পের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করেছে। এছাড়া বিশেষ স্বার্থ রক্ষাকারী গ্রুপের প্রসার ঘটলেও তা জনস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশগত নীতি ও অর্থনীতির অনিবার্য পরিবর্তন 'ব্রাউন' শিল্প প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে। অন্যদিকে, যাদের ভবিষ্যত সম্ভাবনা রয়েছে তাদের তুলনায় পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা পালনকারীদের বেশি ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে। এটিও কার্যত: বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থে গ্রহণযোগ্য, জবাবদিহিমূলক জলবায়ু নীতিতে কিছু যোগ করে না।

টিকা

১. পল ব্রুমেনথল সানলাইট ফাউন্ডেশনের সিনিয়র লেখক।
২. দি ইকনোমিস্ট (ইউকে), 'ক্যাপ এন্ড টাইরেড', ৩ ডিসেম্বর ২০০৯।
৩. লেজিটেন হেরাল্ড-লীডার (ইউএস), 'কোল একসেস হোপ টু স্পেন্ড বিগ টু ডিফিট কনওয়ে এন্ড চ্যান্সলার,' ২৮ জুলাই ২০১০।
৪. সেন্টার ফর রেসপনসিভ পলিটিক্স (ইউএস), 'এনার্জি এন্ড ন্যাচারেল রিসোর্সেস', ২৬ জুলাই ২০১০, দেখুন www.opensecrets.org/lobby/indus.php?Iname=E&year=2009।
৫. মারিয়ানা লাভেলি, 'দি ক্লাইমেট চেঞ্জ লবি এক্সপ্লোরেশন', সেন্টার ফর পাবলিক ইন্টিগ্রিটি (ইউএস), ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।
৬. ইভান ম্যাক কিন্ডার, 'প্রো-এনভায়রনমেন্ট গ্রুপস আউটম্যাচড, আউটস্পেস্ট ইন ব্যাটল ওভার ক্লাইমেট চেঞ্জ লেজিসলেশন', সেন্টার ফর রেসপনসিভ পলিটিক্স (ইউএস), ২৩ আগস্ট ২০১০।
৭. আইবিআইডি।
৮. নিউইয়র্ক টাইমস (ইউএস), 'জাস্টিসেস, ৫-৪, রিজেক্ট কর্পোরেট স্পেনডিং লিমিট', ২১ জানুয়ারি ২০১০।
৯. ইউনাইটেড স্টেট ক্লাইমেট অ্যাকশন পার্টনারশিপ, www.us-cap.org/about-our-members।
১০. মারিয়ানা লাভেলি, 'টালি অব ইন্টারেস্টস অন ক্লাইমেট বিল টপস্ এ থাউজেন্ড', সেন্টার ফর পাবলিক ইন্টিগ্রিটি (ইউএস), ১০ আগস্ট ২০০৯।
১১. কারলোটেসভিলা ডেইলী প্রেসেস (ইউএস), 'ফোর্সড লেটারস টু কংগ্রেসম্যান এংগার লোকাল গ্রুপস', ৩১ জুলাই ২০০৯।
১২. মাদার জোনস (ইউএস), 'ইনসাইড বনার্স ক্লাইমেট লেটার ফরজারিস', ২৯ অক্টোবর ২০০৯।
১৩. 'অ্যাস্ট্রোটার্ফ' গ্রুপগুলোর জন্য দেখুন টিআই গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট ২০০৯: করাপশন এন্ড দি প্রাইভেট সেক্টর (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৯), পৃষ্ঠা ৩৯-৪০।
১৪. পল ব্রুমেনথল, 'দি ম্যাক্স বাউকাস এনার্জি এন্ড ক্লাইমেট লবিষ্ট কমপ্লেক্স', সানলাইট ফাউন্ডেশন (ইউএস), ৯ নভেম্বর ২০০৯।

১৫. সেন্টার ফর রেসপনসিভ পলিটিক্স (ইউএস), 'ক্যাসটাগনিটি, ডেভিড: লবিষ্ট প্রোফাইল' দেখুন
www.opensecrets.org/lobby/lobbyist.php?lname=castagnetti%2c+david&id=Y00000402241&year=2009.
১৬. সেন্টার ফর রেসপনসিভ পলিটিক্স (ইউএস), 'রিচ, জে কার্টিস: লবিষ্ট প্রোফাইল', দেখুন
www.opensecrets.org/lobby/lobbyist.php?lname=Rich%2c+J+Curtis&id=Y00000221901&year=2009.

নগর শাসন ব্যবস্থা ও জলবায়ু পরিবর্তন নীতি

ডেভিড ডোডম্যান ও ডেভিড স্যাটারথওয়াইট

বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকাংশ নগর এলাকায় বাস করে। ২০৩০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৬০ শতাংশ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশ্বের নগর এলাকার জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটছে মূলত নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে।

বিভিন্ন মহানগরীতে শিল্প কর্মকাণ্ড এবং এসব এলাকায় বাসিন্দাদের ভোগ বৈশিষ্ট্য ও পছন্দ বৈশ্বিক পর্যায়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিনহাউজ গ্যাস (জিএইচজি) নির্গমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এছাড়া নগর এলাকাগুলোর অনেকগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অত্যন্ত ঝুঁকির সম্মুখীন। অর্থাৎ শহর ও নগরীর বাসিন্দারা এবং পৌর কর্তৃপক্ষ তাদের শাসন ব্যবস্থার জন্য দায়ী বলে তাদেরকে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রভাব প্রশমন (বায়ুমণ্ডলে জিএইচজি'র ঘনত্ব হ্রাস) এবং অভিযোজন পরিবর্তনশীল জলবায়ু হুমকির ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা গড়ে তোলার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রভাব প্রশমনে নগর শাসন ব্যবস্থা

অনেক গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনকারী কর্মকাণ্ড নগর এলাকাগুলোতে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। উৎপাদনকারী শিল্প, স্কীর্ণ সড়কে জৈব জ্বালানি চালিত যানবাহন, উত্তাপ সৃষ্টি, শীতকরণ ও বাতি জ্বালানোর জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ভবন এবং অতি-ভোগী জীবনযাত্রা কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের প্রধান উৎস। নগর কেন্দ্র ভেদে নির্গমনের হারে ব্যাপক ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। স্বল্প-আয়ের দেশগুলোর নগর কেন্দ্রগুলোর তুলনায় সমৃদ্ধ নগর কেন্দ্রগুলোতে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন মাথাপিছু ৫০ থেকে ১০০ গুণ বেশি।^২ বিভিন্ন রকমের উপায় রয়েছে যার মাধ্যমে নগর সরকারগুলো মারাত্মক জলবায়ু পরিবর্তন রোধের জন্য বৈশ্বিক প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে সহায়তা করতে পারে।

প্রথমত: অধিকাংশ নগর কর্তৃপক্ষ গ্যাস নির্গমনের ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। কারণ তাদের রয়েছে বিপুলসংখ্যক কর্মচারীর জন্য অনেক ভবন এবং বিপুলসংখ্যক যানবাহন। তারা ভবনগুলোকে আরো বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, যানবাহনগুলোকে বিদ্যুৎচালিত যা পরিবেশবান্ধব জ্বালানি নির্ভর যানে উন্নীত করতে পারে। রিসাইক্লিং এবং বর্জ্য ফেলার স্থানের উন্নত ব্যবস্থাপনাসহ কার্বনহ্রাসের লক্ষ্যে উদ্যোগ নিতে পারে।

ফিলিপিন্সের সেবু সিটিতে নগর কর্তৃপক্ষ তাদের অফিসগুলোর এয়ার-কন্ডিশনিং ব্যবস্থা বদলিয়ে জলবায়ু-বান্ধব পদ্ধতি চালু করেছে। ব্রাজিলে সাও পাওলো নগরীতে পৌর সরকার মিথেন গ্যাস উৎপাদন হ্রাসের ফলে কার্বন ফ্রেডিট অর্জন করেছে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় সামাজিক কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করেছে।

দ্বিতীয়ত: স্থানীয় সরকারগুলো নগরীর সীমানার মধ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শুরু করে ব্যাপকভিত্তিক প্রভাব রাখতে পারে। দেশে দেশে তাদের ক্ষমতার পরিধি ভিন্ন হলেও তারা সাধারণত ভূমির ব্যবহার, ভবন ও পরিবহন নীতিতে কিছু নিয়ন্ত্রণ রাখে। ব্রাজিলে কুরিতিবা নগরীতে পৌর সরকার দ্রুতগামী ও কার্যকর গণপরিবহন ব্যবস্থা চালু করার পাশাপাশি ঘনবসতিপূর্ণ নগর উন্নয়ন উৎসাহিত করে নগরীর পরিবর্তন ঘটানোর সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার (এবং গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন) কমেছে স্বল্প আয়ের লোকজন সহজে কাজে যেতে পারছে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সামাজিক ও পরিবেশগত সুবিধা বেড়েছে।

সাড়া প্রদানমূলক নগর শাসন ব্যবস্থা হিসেবে অভিযোজন

নগর এলাকাগুলোতে লোকজন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ঘন সন্নিবেশ ঝুঁকি ও নাজুকতাও বাড়ায়। বিশ্বের নগর জনসংখ্যার অধিকাংশ এবং বৃহত্তম নগরীগুলোর অধিকাংশই এখন আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় অবস্থিত। এসব অঞ্চলের অধিকাংশ নগর এলাকায় পানি, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার অবকাঠামো বিদ্যমান জলবায়ু পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য অপরিপূর্ণ এবং জনসংখ্যার অধিকাংশেরই পর্যাপ্ত আশ্রয় বা মৌলিক সেবা লাভের সুযোগ নেই।^৩

অনেক নগরীতেই জনসংখ্যার এক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ কষ্টকর অবস্থায় বসতিতে বসবাস করে। অর্থাৎ এতে এই ধরনের বাসিন্দাদের জন্য নগর সরকারগুলোর সামর্থ্যহীনতা এবং তাদের জবাবদিহিতার অভাব থাকার নজির প্রতিফলিত হয়।

ড্রেনেজ ব্যবস্থার যথোপযুক্ত উন্নয়ন ঘটানো না হলে প্রবল ঝড় আরো বেশি মারাত্মক বন্যার কারণ ঘটাবে। আফ্রিকা ও এশিয়ায় অনেক নগরীতে সাম্প্রতিককালে পরিলক্ষিত মারাত্মক বন্যার মতো দুর্যোগ আরো সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠবে। বৃষ্টিপাতের ধরন পরিবর্তন পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক সামর্থ্যের ওপর আরো চাপ সৃষ্টি করবে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে অনেক উপকূলীয় নগরীতে ভূমি ও সম্পত্তি হানি ঘটতে পারে। টেবিল ২.১ অনেক খাতের চিত্র তুলে ধরেছে। এতে স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব দুর্যোগ ঘটানোর ক্ষেত্রে ঝুঁকি-হ্রাস ও কার্যকরভাবে সাড়া প্রদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

নগর/পৌর সরকারের ভূমিকা	দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা	দুর্যোগ-পূর্ব ক্ষতি সীমিত করা	দুর্যোগ-পরবর্তী তাত্ক্ষণিক সাড়া	পুনর্গঠন
নির্মাণ পরিবেশ	বেশি	কিছু	বেশি	বেশি
বিস্তৃতি কোডস	বেশি	কিছু	বেশি	বেশি
ভূমি ব্যবহার বিধি ও সম্পত্তি নিবন্ধন	বেশি	কিছু	বেশি	বেশি
সরকারি ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	বেশি	কিছু	বেশি	বেশি
নগর পরিকল্পনা (জোনিং ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণসহ)	বেশি		বেশি	বেশি
অবকাঠামো				
পাইপের পানি (পরিশোধনসহ)	বেশি	কিছু	বেশি	বেশি
স্যানিটেশন	বেশি	কিছু	বেশি	বেশি
ড্রেনেজ	বেশি	কিছু	বেশি	বেশি
সড়ক, সেতু, পেডমেন্ট	বেশি	কিছু	বেশি	বেশি
বিদ্যুৎ	বেশি	কিছু	বেশি	বেশি
কঠিন বর্জ্য ফেলা সুবিধা	বেশি	কিছু	বেশি	বেশি
বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা	বেশি			বেশি
সেবাসমূহ				
অগ্নি সুরক্ষা	বেশি	কিছু	বেশি	কিছু
শুশ্রূষা, পুলিশ ও আগাম সতর্কতা	মধ্যম	বেশি	বেশি	কিছু
কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ	বেশি	বেশি	বেশি	বেশি
স্কুল	মধ্যম	মধ্যম		
স্বাস্থ্য সেবা, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও এ্যাম্বুলেন্স	মধ্যম	মধ্যম	বেশি	বেশি
গণপরিবহন	মধ্যম	বেশি	বেশি	বেশি
সমাজকল্যাণ (শিশু ও প্রবীণদের সেবার জন্য সুবিধাসহ)	মধ্যম	বেশি	বেশি	বেশি
দুর্যোগ সাড়া			বেশি	বেশি
(উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলোর বাইরে)				

সারণি ২.১ জলবায়ু পরিবর্তনতড়িত দুর্যোগকালে অভিযোজন কর্মসূচিতে নগর/পৌর সরকারগুলোর ভূমিকা

সর্বোত্তম শাসন ব্যবস্থায় পরিচালিত নগরীগুলো সাধারণত জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহিষ্ণু। ভালো নগর শাসন ব্যবস্থায় স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য নিরাপদ, বৈধ থাকার সুবিধা খুঁজে পাওয়া (বাড়িঘর তৈরি করতে পারে এমন জায়গা অধিগ্রহণ করা সহ) এবং নিশ্চিত করা যে তারা অবকাঠামো ও সেবা পাবে। এ লক্ষ্য স্থানীয় রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নগরীর দরিদ্র ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত গ্রুপগুলোর জন্য প্রবেশাধিকার ও সাড়া প্রদান সুবিধা থাকা জরুরি।

বিশ্বের কাছে নজির হিসেবে ভালো নগর ব্যবস্থা

অনেক ক্ষেত্রেই নগর কর্তৃপক্ষগুলো জলবায়ু চ্যালেঞ্জের মাত্রা স্বীকার করার ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে এবং নিজেরাই গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। লোকাল গভার্নমেন্টস ফর সাসটেইনেবিলিটি আইসিএলইআই গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারগুলোর জন্য চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। সারা বিশ্বে ১ হাজার ৫শ'র বেশি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ লক্ষ্য অর্জনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। মেক্সিকো সিটি ২০১২ সালের মধ্যে ২০০০ সালের পর্যায়ে ১২ শতাংশ হ্রাস, বার্সিলোনা ২০৩০ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের পর্যায়ে ৫০ শতাংশ এবং ব্যাংকক ২০১২ সালের মধ্যে ২০০৭ সালের পর্যায়ে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করেছে।^৪

এসব অঙ্গীকার তাদের জাতীয় সরকারগুলোর সম্মত অঙ্গীকারের চেয়েও বেশি এবং আরো ব্যাপক মাত্রায় দায়িত্বশীল জলবায়ু সাড়া প্রদানের আহ্বান জানানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকারগুলো জাতীয় সরকারগুলোর সঙ্গে লবিং করে এবং প্রকল্প উন্নয়ন করার মাধ্যমে অন্যদের উৎসাহিত করতে পারে। এসব প্রকল্প জলবায়ু পরিবর্তনে সাড়া প্রদানের ব্যয় ও সুফল প্রদর্শন করতে পারে।

সারা বিশ্বের স্থানীয় সরকার সমিতিগুলো জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশনের (ইউএনএফসিসিসি) আওতায় আলোচনায় সক্রিয় রয়েছে এবং তারা একটি স্থানীয় সরকার জলবায়ু রোডম্যাপ গড়ে তুলছে, যা জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজনের ব্যাপারে একটি সুদৃঢ় ও ব্যাপক বৈশ্বিক চুক্তির পক্ষ সমর্থন করে।^৫

সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ: জলবায়ু সাড়ামূলক নগর শাসন ব্যবস্থা

ভালো জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি সুবিধার সম্মুখীন নাগরিকদের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের বিষয়ে জবাবদিহিতার ভিত্তিতে চালিত হয়। সবচেয়ে কার্যকর অভিযোজন কর্মসূচির কয়েকটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে নগর দরিদ্র সংগঠনগুলো ও স্থানীয় সরকারগুলোর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে। প্রভাব প্রশমন কর্মসূচি ও জবাবদিহিতার দ্বারা পরিচালিত যদিও তা বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য করা হচ্ছে। বৃহত্তর পর্যায়ের চিত্রে এসব সম্পর্কের দিকগুলো নিশ্চিত হয়েছে। ৪ শতাধিক নগরীর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে যে, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সহ শাসন ব্যবস্থার গুণগতমান অবকাঠামো সেবার সুবিধা লাভ ও মানের ক্ষেত্রে উন্নত নগর সামর্থ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।^৬

বর্তমানে নিম্ন ও মাঝারি আয়ের দেশের অধিকাংশ নগর সরকারগুলোর তাদের নাগরিকদের কাছে জবাবদিহিতা নেই। তারা জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি হ্রাসে কোনো আগ্রহ দেখায় না। এই বিষয়টি বিশেষ করে ইনফরমাল বসতিগুলোর ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় যেখানে নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের একটি বিরাট অংশ বসবাস করে। এসব স্থানে প্রয়োজনীয় সুরক্ষামূলক অবকাঠামো ও সেবার যথেষ্ট ঘাটতি দেখা যায়। এখানে নগর

উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা (স্বল্প আয়ের লোকজনের জন্য বিকল্প বসতি সুবিধা প্রদানসহ) এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মতো দু'টি চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন অধিকতর জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকির ব্যাপারে নাগরিকরা বেশি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠছে এবং জাতীয় সরকারগুলো গ্যাস নির্গমন হ্রাস ও অভিযোজনে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন অঙ্গীকার পূরণের দাবির সম্মুখীন বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলোকে এসব এজেন্ডা বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হবে।

সুদৃঢ় স্থানীয় গণতন্ত্র ও জবাবদিহিমূলক নগর সরকারগুলো এসব নগরীতে এই ইস্যুর অগ্রগতি সাধন করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানের মতো নগরীগুলো এক্ষেত্রে সামনের সারিতে এগিয়ে চলেছে।^৭ এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে উৎসাহিত হয়ে ডারবান নগরী একটি স্থানীয় ধাঁচের জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল প্রণয়ন করেছে যা গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসসহ জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্বেগগুলো কমাতে সফল হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে স্বীকৃতি আদায় করা যে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাড়া প্রদান (নিঃসন্দেহে অন্যান্য পরিবেশগত চ্যালেঞ্জসহ) কোন বাধা নয়, বরং উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি। আরো বেশি নগর কর্তৃপক্ষ যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তাহলে স্বচ্ছ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা জবাবদিহিমূলক জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার জন্য একটি জোরালো শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

টিকা

১. ডেভিড ডোডম্যান ও ডেভিড স্যাটারথওয়াইট ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইইডি)'র সঙ্গে কাজ করেছেন।
২. ডেনিয়েল হর্নওয়োগ ও অন্যান্য, 'সিটিস এন্ড গ্রীনহাউজ গ্যাস ইমিশনস: মুভিং ফরওয়ার্ড', এনভায়রনমেন্ট এন্ড আরবানাইজেশন, ভলিউম ২৩ (ফরথকামিং)।
৩. জেনি বিকনেল, ডেভিড ডোডম্যান ও ডেভিড স্যাটারথওয়াইট (ইডিএস), এডাপ্টিং সিটিস টু ক্লাইমেট চেঞ্জ: আন্ডারস্ট্যান্ডিং এন্ড এড্রেসিং দি ডেভেলপমেন্ট চেঞ্জেস (লন্ডন: আর্থস্ক্যান, ২০০৯)।
৪. দেখুন www.climate-catalogue.org/index.php?id=6870.
৫. হারিয়েথ বুলকেলি ও মিশেল বেটসিল, সিটিস এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ: আরবান সাস্টেইনিবিলিটি এন্ড গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল গভর্নেন্স (লন্ডন: রুটলেজ, ২০০৩)।
৬. ডেনিয়েল কফম্যান ও অন্যান্য, গভর্নেন্স এন্ড দি সিটি: এন ইম্পেরিকেল এক্সপ্লোরেশন ইনটু গ্লোবাল ডিটারমিনেন্টস অব আরবান পারফরমেন্স, পলিসি রিসার্চ ওয়ার্কিং পেপার নম্বর ৩৭১২ (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ডব্যাংক ২০০৫)।
৭. ডেবরা রবার্টস, 'থিংকিং গ্লোবালি, অ্যাঙ্কিং লোকালি: ইন্সটিটিউশোনালাইজিং ক্লাইমেট চেঞ্জ এট দি লোকাল গভর্নমেন্ট লেভেল ইন ডারবান, সাউথ আফ্রিকা', এনভায়রনমেন্ট এন্ড আরবানাইজেশন, ভলিউম ২০ (২০০৮), পৃষ্ঠা ৫২১-৫৩৭।

২.৪

প্রধান বিকাশমান জলবায়ু দেশসমূহে স্বার্থ ও প্রভাব

২.৪.১

স্বার্থান্বেষীদের নাকি জনগণের স্বার্থ?

ভারতের পরিস্থিতি

সুখীর চেলা রাজন^১

ভারত বৈশ্বিক গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের প্রায় ৫ শতাংশ নির্গমন করে বলে বিশ্বে চতুর্থ বৃহত্তম গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যদি বর্তমান এই উপাত্ত সত্যি বলে ধরে নেয়া যায়, তাহলে এ দেশটি ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের জ্বালানি চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহার করবে। ফলে, ভারত বৈশ্বিক জলবায়ু ব্যবস্থাপনায় একটি বৃহত্তর ভূমিকা পালন করবে, বিশেষ করে জলবায়ু নীতি নির্ধারণ এবং বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশটিতে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে প্রভাব ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেবে।^২

অল্প কিছুদিন আগেও, ভারতে জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুটি ছিল অস্পষ্ট এবং পত্রপত্রিকায় পেছনের পাতায় ঠাঁই পেতো, এমনকি নীতি নির্ধারক ও সাধারণ জনগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো না। জি-৮ ও মেজর ইকোনমিস ফোরামের মতো আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে প্রাধান্য বজায় রাখতে ভারতের ভূমিকা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের আলাপ-আলোচনা, ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে কোপেনহেগেন চুক্তি প্রণয়নে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনকারী অন্যান্য প্রধান দেশের সঙ্গে অংশগ্রহণ এবং ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে কানকুন নগরীতে কপ-১৬ সম্মেলনে দেশের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পরই কেবল জনপ্রিয় গণমাধ্যমগুলোতে এই ইস্যুতে মনোযোগ আকৃষ্ট হতে শুরু করেছে।

কিছু ব্যবসায়িক স্বার্থান্বেষী মহল ও সুশীল সমাজ গোষ্ঠী জলবায়ু সংশ্লিষ্ট নতুন আর্থিক সুবিধা নেয়ার জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারকে রাজি করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব সুবিধার মধ্যে রয়েছে যেমন কিয়োটো প্রটোকলের অধীনে ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম) যা উন্নয়নশীল দেশসমূহে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসের প্রকল্পগুলো উৎসাহিত করছে। পাশাপাশি, সাম্প্রতিক সময়ের আগে পর্যন্ত বিষয়টি জলবায়ু নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলেও জ্বালানি খাতে লবিং চালিয়ে যাওয়ার একটি দীর্ঘ ইতিহাস ও ব্যাপকতর অংশীদারিত্ব রয়েছে এবং ভারতে জলবায়ু প্রভাব-হ্রাস প্রয়াসে সম্ভাবনাগুলোর তাৎপর্যপূর্ণ রূপ দিয়েছে।

এই উভয় প্রক্রিয়ার দিকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখলে ভারতে জবাবদিহিমূলক, জনগণের স্বার্থে পরিচালিত জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব লাঘব নীতির জন্য প্রয়োজ্য চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে উৎসাহব্যাঞ্জক আলোকপাত করে।

ভারত ও পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন কৌশল: শিথিল বিধিতে আত্মহ

কিয়োটো প্রটোকলের বিষয়ে আলোচনাকালে সিডিএম^৩ সম্পর্কে ভারতের আত্মহ প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল সতর্কতামূলক। তা সত্ত্বেও, বিগত কয়েক বছরের মধ্যে ভারত সরকার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিষয়টিকে আন্তরিকতা নিয়ে সমর্থন দিতে শুরু করেছে এবং নিজেদের সিডিএম প্রকল্পে সুবিধা দিতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে শুরু করেছে। ভারতের সিডিএম অনুমোদন প্রক্রিয়ার গতি, দক্ষতা ও সাশ্রয়ী লেনদেন ব্যয় অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর চেয়ে তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য। এমনকি, সারা বিশ্বে প্রত্যাখ্যান করা সিডিএম প্রকল্পগুলোর ৪০ শতাংশই হয়েছে ভারতে। ফলে, ভারতের জাতীয় সিডিএম কর্তৃপক্ষের প্রথম দফা পর্যালোচনার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে।^৪

এছাড়া, বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি ব্যাপক ধারণা রয়েছে যে সিডিএম আয়ের একটি

গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে। এই প্রতিবেদন লেখার সময়, ভারতে ৫২৭ টি নিবন্ধিত সিডিএম প্রকল্প ছিল যা বিশ্বের মোট প্রকল্পের ২২ শতাংশ, বিশ্বে যা দ্বিতীয়। বিশ্বের ৪০ শতাংশ প্রকল্প নিয়ে চীনের অবস্থান শীর্ষে।^৫ ভারতের অধিকাংশ সনদপ্রাপ্ত গ্যাস নির্গমন হ্রাস প্রয়াস বাস্তবায়ন হয় সেইসব প্রকল্পে, যেগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে পর্যায়ক্রমে সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী জিএইচজি এইচএফসি-২৩ দূর করা। চতুর্থ অংশে^৬ বিস্তারিত বিবরণ থাকা সত্ত্বেও উল্লেখ্য যে এইচএফসি-২৩ প্রকল্পগুলো সমস্যাপূর্ণ হতে পারে। কারণ, এগুলো সিডিএম কর্মসূচির অধীনে তাদের পরবর্তী সময়ের উৎপাদন হ্রাসের ফলে মুনাফা লাভের জন্য এই গ্যাসের সস্তা উৎপাদন উৎসাহিত করতে বিকল্প সুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। এটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধির লঙ্ঘন যে গ্যাস নির্গমন হ্রাস হতে হবে ‘স্বাভাবিক ব্যবসা’ পরিস্থিতির ‘অতিরিক্ত’।

এর পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতীয় ব্যবসা যদিও এইচএফসি-২৩ প্রকল্প থেকে লাভবান হতে পারে তবুও, অধিক হারে প্রকল্প প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হচ্ছে এবং তা ‘অতিরিক্ত’ বিধির সুপ্ত আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যার জন্য লবি করার একটি জোরদার উদ্দীপনা রয়েছে। তারা এ ব্যাপারে ভারতের আন্তর্জাতিক দরকষাকষির অবস্থান প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। কার্যত: আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনায় ভারতীয় ব্যবসা স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি বৃহৎ প্রতিনিধিদল রয়েছে যারা প্রকল্প উন্নয়নকারী, কনসালটেন্সি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে এবং তারা জোরদার লবি চালিয়ে যাচ্ছে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে সিডিএম বিধিতে যে কোনো ধরনের পরিবর্তনে যেন তারা লাভবান হতে পারে।

ভারতীয় শিল্প গ্রুপগুলোর সঙ্গে প্রায়ই আলোপ-আলোচনা করা হয় এবং তাদের সঙ্গে কেবিনেট পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অন্যদিকে, আলোচনাকারী, শিক্ষাবিদ ও পরিবেশবাদী বেসরকারি সংস্থাগুলোকে (এনজিও) প্রায়ই আন্তর্জাতিক আলোচনার আনুষ্ঠানিকতার বাইরে রাখা হয়। ভারতের অবস্থানের ক্ষেত্রে ব্যবসার কার্যকর প্রভাব আরো বেড়ে যায় এই কারণে যে আন্তর্জাতিক আলোচনায় অনেক ভারতীয় এনজিও তুলনামূলকভাবে নিচু পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। একজন পর্যবেক্ষকের মতে, বৈশ্বিক প্রক্রিয়ায় হতাশ ভারতীয় সুশীল সমাজ প্রগতিশীল বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাবিত। তারা দেশে সরকারের কঠোর সমালোচক হলেও, আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনায় তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখে এবং যে কোনো ধরনের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের আহ্বানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।^৭

বিপুল উন্নয়ন চাহিদার একটি দেশে শিল্পোন্নত দেশের অঙ্গীকারগুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ অনুধাবনযোগ্য এবং এই বিষয়টি বিবেচনা করলে বিশ্বে খিনহাউজ গ্যাসের মোট পরিমাণের মধ্যে ভারতের অবদান হচ্ছে মাত্র ২.৩ শতাংশ (যুক্তরাষ্ট্রের অবদান প্রায় ৩০ শতাংশ), অন্যদিকে মাথাপিছু গ্যাস নির্গমনের হার চীন (৩ গুণ বেশি) ও যুক্তরাষ্ট্রসহ (১৪ গুণ বেশি) অন্যান্য অধিকাংশ দেশের মাথাপিছু অবদানের একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র।^৮

বৈধ ও গুরুত্বপূর্ণ এসব দাবি শিল্পোন্নত দেশগুলোর ওপর তাদের দায়িত্ব হিসেবে অর্পিত হতে পারে। আরেকটি বিষয় নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিলম্বিত করতে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে স্বার্থান্বেষী ও জলবায়ু দূষণকারীদের পক্ষে একটি সুবিধাজনক বিবরণ না হয়ে ওঠে।

অভ্যন্তরীণ জ্বালানি সংস্কার: পারস্পরিক বিশেষ স্বার্থ সংস্কার বিলম্বিত করছে

ভারতের কয়লা-নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্পটির এই মুহূর্তে দেশের জলবায়ু প্রভাব লাঘব নীতির একটি প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠা জরুরি। এ যাবত এটি হচ্ছে ভারতের বৃহত্তম খিনহাউজ গ্যাস নির্গমনকারী খাত। এই খাতে ২০০৭ সালে গ্যাস নির্গমনের হার ছিল ৩৮ শতাংশ, যা ১৯৯৪ সালে ছিল ২৮ শতাংশ। অব্যাহত

প্রবৃদ্ধির এই সম্ভাবনা বিপুল। কারণ, ৪০০ মিলিয়নের বেশি লোক এখনও বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আগামী ১০ বছরে ভারতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সামর্থ্য আরো ৭৫ শতাংশের বেশি বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে, কয়লাভিত্তিক গ্যাস নির্গমনের হার ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণের বেশি হতে পারে।^{১০}

জৈব জ্বালানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস এবং এই খাতে সামর্থ্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে ভারতের জ্বালানির ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। তেল, গ্যাস, পেট্রোকেমিক্যাল, সার, উৎপাদন খাত, কৃষি ও মোটর গাড়ি শিল্পসহ পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটি বলয় বিদ্যমান অচলাবস্থা পরিবর্তন করার প্রয়াসকে কঠিন করে তুলেছে। জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক জ্বালানি উৎসের আহরণে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনকারী ও ভোক্তা উভয়ের জন্যই দীর্ঘদিন ধরে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। যেমন, কৃষি কাজে সেচের জন্য বিনামূল্যে বা উচ্চ ভর্তুকিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ইস্যুটি দুই দশকের বেশি সময় ধরে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে চলেছে। ভর্তুকি মূল্যে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার কমিয়ে আনা, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া অথবা বিভিন্ন ইউটিলিটির জন্য আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি অর্জিত হয়নি।

এই ধরনের ভর্তুকি প্রদান মূলত: দরিদ্রদেরকে সহায়তা প্রদানের জন্য চালু করা হলেও, বিশেষ করে কৃষি সেচসহ প্রধান সুবিধাভোগী হচ্ছে সম্পদশালী কৃষকরা, যাদের অনেকেই বাজার মূল্যে এই বিদ্যুৎ কিনতে সমর্থ। কার্যত: অনেক কৃষককে বিদ্যুতের জন্য কোনো অর্থ খরচ করতে হয় না। তা কেবল স্থানীয় রাজনীতিকদের লবিংয়ের ফসল। কেবল ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ফলে বছরে ব্যয় হয় প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার এবং তা স্বাস্থ্য বা পল্লী উন্নয়ন খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের দ্বিগুণ এবং সার্বিকভাবে জ্বালানি খাতে মোট ভর্তুকির পরিমাণ ২০ বিলিয়ন ডলার।^{১০}

এই ধরনের পরিস্থিতিতে সংস্কার মোটেও সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে মূল ধারায় ভারতের জ্বালানি খাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি বৃহৎ রাষ্ট্র পরিচালিত একচেটিয়া ব্যবস্থা এবং এই খাতে বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থবাদীদের বিশেষ আগ্রহ ও হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণের জন্য একটি অসমাপ্ত এজেন্ডা

বিশেষ করে তেল ও গ্যাস আহরণের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা অধিক হারে পরিলক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি অনুকূল ও প্রায়শই কম স্বচ্ছ চুক্তি ও সুবিধাজনক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যায্য মুনাফা করার বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।^{১১} ১৯৯০ দশকে বিদ্যুৎ খাতে সংস্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে এক গুচ্ছ সমান্তরাল শর্ত পরিলক্ষিত হয়েছে। সেই সময়ে স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ও বিতরণকারী কোম্পানিগুলোকে উল্লেখযোগ্য হারে ভাড়া আদায়ের সুযোগ দেয়ার জন্য বিশেষ উদার শর্ত দেয়া হয়েছিল।^{১২}

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, দেশের অবকাঠামো চাহিদা ও বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিবেচনা করে এই ধরনের ব্যবস্থা এড়ানো যেতো কিনা। সরকার তাদের প্রকল্পগুলোকে আরো আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের পক্ষে এক উদার ভুল করতে বাধ্য হয়েছিল। এছাড়া, চুক্তি সম্পাদনে স্বচ্ছতার অভাব এবং অপেক্ষাকৃত শিথিল তদারকির বিধিমালা কার্যত সমস্যা হয়ে রয়েছে।

একটি বিষয় উল্লেখ করা উৎসাহব্যঞ্জক যে ভারতে বিদ্যুৎ শাসন ব্যবস্থার বিস্তারিত বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে আরো বেশি সরকারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। যদিও, এখনও আরো অনেক কিছু করার বাকি রয়ে গেছে। সংস্কার সংশ্লিষ্ট সাধারণ তথ্যাবলী

আরো ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। কার্যকর স্বচ্ছতা, জনগণের সঙ্গে সুবিন্যস্ত সংশ্লিষ্টতা এবং পরিবেশগত বিবেচনায় আরো সমন্বয় বিদ্যুৎ শাসন ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা ও সুস্পষ্ট জলবায়ু নীতির পূর্বশর্ত হলেও এখনও পর্যন্ত বাস্তবতা থেকে বহু দূরে রয়ে গেছে। টেবিল ২.২ এবং ২.৩ -তে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক পিপি ১৪: সংস্কার বা নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় জনগণের অংশগ্রহণের মান	ভারত নিম্ন
গণ বিজ্ঞপ্তি	
নথিপত্রের সরকারি নিবন্ধন	X
এক মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত অবহিতকরণ	X
সরকারি বিবেচনার জন্য পর্যাপ্ত সময়	X
আলাপ আলোচনার জন্য সুযোগ	X
জনগণের অংশগ্রহণের ফলাফলের ব্যাপারে সুস্পষ্ট অবহিতকরণ	X
বুকের সম্মুখীন জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো	X

সূচক পিপি ১৫: সহযোগীদের অংশগ্রহণ এবং সরকারি সাড়ার মান	নিম্ন
অংশগ্রহণের মান :	
তথ্যের মান	X
তথ্যের ব্যাপ্তি	X
নীতি নির্ধারকদের সাড়া :	
জনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপারে সরকারের প্রজ্ঞাপন	X
জনগণের অংশগ্রহণের সর্বাঙ্গ সার	X
জনগণের অংশগ্রহণের সাড়া	X

সারণি ২.২ ভারতে অংশগ্রহণের মান সংক্রান্ত সূচক

সূচক ইএসএ ৯ : খাত সংস্কার প্রক্রিয়ার পরিবেশগত বিবেচনার অঙ্গভূক্তি	ভারত মধ্যম-নিম্ন পর্যায়ের সংস্কার
সংস্কারের আগে সরকারি নথি পত্রে পরিবেশগত বিবেচনার অঙ্গভূক্তি	X
পরিবেশগত ইস্যুগুলোর ব্যাপক কাঠামো	X
তথ্য লাভের অধিকার	
সংস্কার সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের জন্য কম বিধি নিষেধের গোপনীয়তা বিধির প্রয়োগ	✓
জনগণের মন্তব্য করার সময়ের পর্যাপ্ততা	X
ক্ষতিগ্রস্ত ও কম সুবিধাভোগী জনগণের কাছে পৌঁছানোর প্রয়াস	X
সরকারি তথ্য লাভের কৌশল	X
সরকারি মন্তব্য জানানোর সুযোগ	X
সরকারি তথ্য কিভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা অবহিতকরণ	X

সূত্র: স্মিতা নাখুদা ও অন্যান্যের কাছ থেকে সংগৃহীত, এমপাওয়ারিং পিপল, এ গভর্নেন্স এনালাইসিস অব ইলেক্সিসিটি (ওয়ারশিংটন ডিসি : ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট [ডব্লিউআরআই, ২০০৭]

সারণি ২.৩ ভারতে খাত সংস্কার প্রক্রিয়ার পরিবেশগত বিবেচনা অঙ্গভুক্তির সূচক

ভবিষ্যৎ: আশার কারণ?

ভারত সরকার সম্প্রতি সামর্থ্য বৃদ্ধি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণের প্রয়াস জোরদারের নজির হিসেবে ২০০৫ সালের তুলনায় ২০২০ সালের মধ্যে কার্বনের পরিমাণ ২০-২৫ শতাংশে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে আরো বেশি বায়ু, সৌর ও জিওথার্মাল স্থাপনা নির্মাণ, গণ পরিবহনের সম্প্রসারণ এবং অভ্যন্তরীণ ও আমদানিকৃত কয়লার ওপর কর আরোপ যা পরিবেশ সম্মত জ্বালানি ও প্রযুক্তির জন্য অর্থ সংস্থান বৃদ্ধি করবে।

এসব উৎসাহব্যঞ্জক নিদর্শন না হওয়া সত্ত্বেও, সিডিএম ও জ্বালানি সংস্কার বিষয়ে ভারতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে জ্বালানি সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। তাই, প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার উন্নতি এবং সরকারি তদারকি বাড়ানো জরুরি।

টিকা

১. সুধীর চেলা রাজন, অধ্যাপক, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, মাদ্রাজ।
২. নাভরোজ কে. দুবাশ, 'ক্লাইমেট পলিটিকস ইন ইন্ডিয়া: হাও ক্যান দি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড ওয়ার্ল্ড ব্রিজ দি ট্রাস্ট ডেফিসিট?', ইন ডেভিড মিশেল এন্ড অমিট পাণ্ডে (ইডিএস), ইন্ডিয়া ক্লাইমেট পলিসি: চয়েজেস এন্ড চ্যালেঞ্জেস (ওয়াশিংটন, ডিসি: হেনরী এল. স্টিমসন সেন্টার, ২০০৯), অধ্যায় ৯; শুভরান বেনেক, 'নেটওয়ার্কিং ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এজেন্সি ইন দি কনটেক্সট অব রিনিউয়েবল এনার্জি গভর্নেন্স ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধ যা ২০০৯ সালের ৩রা ডিসেম্বরে আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত হিউম্যান ডাইমেনশনস অব গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ বিষয়ক সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়েছিল।
৩. ক্রিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম সংক্রান্ত ভূমিকা এবং এ কৌশলের দুর্নীতি ঝুঁকি সম্পর্কে আরো জানতে দেখুন ল্যামবার্ট স্লাইডার, অধ্যায় ৪.৩।
৪. শুভরান বেনেক, 'ভ্যারাইটিজ অব কার্বন গভর্নেন্স: টেকিং স্টক অব দি লোকাল কার্বন মার্কেট ইন ইন্ডিয়া', জার্নাল অব এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট, সংখ্যা ১৮ (২০০৯), পৃষ্ঠা ৩৪৬-৩৭০।
৫. দেখুন <http://cdm.unfccc.int/Statistics/Index.html>
৬. দেখুন ল্যামবার্ট স্লাইডার, অধ্যায় ৪.৩।
৭. নাভরোজ কে. দুবাশ, 'ক্লাইমেট পলিটিকস ইন ইন্ডিয়া: হাও ক্যান দি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড ওয়ার্ল্ড ব্রিজ দি ট্রাস্ট ডেফিসিট?', ডেভিড মিশেল ও অমিত পাণ্ডে (ইডিএস), ইন্ডিয়া ক্লাইমেট পলিসি: চয়েজেস এন্ড চ্যালেঞ্জেস (ওয়াশিংটন, ডিসি: হেনরী এল. স্টিমসন সেন্টার, ২০০৯), অধ্যায় ৯:
৮. আইবিআইডি।
৯. ইউএন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি), হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০৭/২০০৮: ফাইটিং ক্লাইমেট চেঞ্জ: হিউম্যান সলিডারিটি ইন এ ডিভাইডেড ওয়ার্ল্ড (নিউ ইয়র্ক: ইউএনডিপি, ২০০৮)।
১০. ইউএন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনইপি), রিফরমিং এনার্জি সাবসিডিস: অপারচুনিটিস টু কন্ট্রিবিউট টু দি ক্লাইমেট চেঞ্জ এজেন্ডা (নাইরোবি: ইউএনইপি, ২০০৮)।
১১. অশোক শ্রীনিভাস ও গিরীশ সন্ত, 'শর্টকামিংস ইন গভর্নেন্স অব দি ন্যাচারেল গ্যাস সেক্টর', ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ভলিউম ৪৪ (২০০৯), পৃষ্ঠা ৩৩-৩৬।
১২. নাভরোজ কে. দুবাশ এবং সুধীর চেলা রাজন, 'পাওয়ার পলিটিকস: প্রসেস অব ইন্ডিয়া'স পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম', ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ভলিউম ৩৬ (২০০১), পৃষ্ঠা ৩৩৬৭-৩৩৯০।

২.৪.২

চীনের জলবায়ু নীতি

উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিকে একটি দ্রুত অগ্রগতি, অধিক স্বচ্ছতা এবং বিকাশমান নাগরিক সম্পৃক্ততা

ডিয়েটার জিনবাওয়ার^১

কয়েক দশকের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে ২০০ মিলিয়নের বেশি চীনের মানুষ দারিদ্র বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। প্রত্যাশার বেশ কিছু বছর আগেই চীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় জ্বালানি ভোক্তা (২০০৯) এবং গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনকারী (২০০৭) হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে।^২ এ ছাড়াও, চীনের সার্বিক জ্বালানি চাহিদা ২০৩০ সাল নাগাদ দ্বিগুণ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।^৩ এই পরিবর্তনের ফলে চীনে মাথাপিছু গ্যাস নির্গমনের হার বেড়েছে। তারপরও চীনা জনগণের মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণ এখনও শিল্পোন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। ব্যাপক হারে বিদ্যুৎ ব্যবহারমুখী জীবনযাত্রার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করা সত্ত্বেও দেশটি আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সামনের সারিতে চলে এসেছে।

বৈশ্বিক জলবায়ু নীতির প্রশ্নে এখন যুক্তরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়িয়ে চীন আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় অধিকতর ইতিবাচক ও পরিস্ফুট উপায়ে তাদের আগ্রহ ব্যক্ত করার মাধ্যমে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কোপেনহেগেন আলোচনায় প্রথমবার তাদের ভূমিকার প্রমাণ রেখেছে। তাদের উচ্চকিত অবস্থানের ফলে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে চীনের অবস্থান ও নীতি গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহ বরং আন্তর্জাতিক জলবায়ু নীতি গঠনে ভূমিকা রাখছে। খুবই স্বতন্ত্র নৈতিক ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটের তুলনায় ভিন্ন নয়। স্বার্থান্বেষী মহল যদি জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু নীতি কুক্ষিগত করতে পারে, সেক্ষেত্রে একটি বাস্তবিক ঝুঁকি রয়েছে যে তারা বৈশ্বিক পর্যায়ে অনুরূপ কিছু করতে পারে।

প্রত্যাশা ও প্রতিবন্ধকতা: চীন দৃঢ় সূচনার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারবে?

চীনের অর্থনীতি ও সমাজের ওপর জ্বালানি নিরাপত্তা দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে দ্রুতবর্ধমান উদ্বেগের ফলে চীনা নেতৃত্ব ২০০৬ সালের পর্যায় থেকে ২০১০ সালের মধ্যে জ্বালানি ব্যবহারের মাত্রা ২০ শতাংশ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা দিতে একটি বহুমুখী ও দ্রুতবিকাশমান জ্বালানি ও পরিবেশগত উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সেকেলে উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যবহার বন্ধ করে দেয়া বা আধুনিকায়ন, যানবাহন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য জ্বালানি সাশ্রয়ী মান নির্ধারণ, পল্লী এলাকায় গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস করা, ঘর বাড়িতে জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রকল্প এবং পরিবেশসম্মত প্রযুক্তির জন্য সরকারি সহায়তা ও শুদ্ধ সুবিধা প্রদান।

এসব প্রয়াসের ফলে ইতোমধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। যদিও এই রিপোর্ট লেখার সময় যখন চীনের অর্থনীতি কেবল আর্থিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে, সেই মহত্ব জ্বালানি ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু জটিলতার সম্মুখীন হয়েছে। তবে, ২০০০ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে দেশটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়েছে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ সামর্থ্য চারগুণের বেশি বেড়েছে, এবং তাদের বায়ুচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন সামর্থ্য বেড়েছে ৩০ গুণের বেশি।^৪ চীন বিভিন্ন ধরনের সোলার প্যানেল ও পানির হিটার সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশ্বে প্রথম সারির দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে চীনের স্থাপিত সামর্থ্য যুক্তরাষ্ট্রের^৫ চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশসম্মত জ্বালানি খাতে ৩৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করার ফলে বিশ্বে চীনের অবস্থান শীর্ষে যা দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ।^৬ এছাড়াও, সরকার কার্বন কর এবং কার্বন ট্রেডিং কর্মসূচি নিয়ে পরীক্ষা চালানোর চিন্তাভাবনা করছে।

কানকুনে ২০১০ সালে কপ ১৬ সম্মেলনে, চীন জাতীয় গ্যাস নির্গমন বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্টিং কৌশল গড়ে তোলার ভাষা সম্পর্কে সম্মত হয়েছে। এক বছর আগে কোপেনহেগেনে দেশটি অন্যান্য আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ব্যক্ত করেছিল যে তারা ২০০৫ সালের তুলনায় ২০২০ সাল নাগাদ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গমন মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটে ৪০-৪৫ শতাংশ কমিয়ে আনবে, এবং ২০২০ সালের মধ্যে জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অজৈব জ্বালানি ব্যবহারের হার ১৫ শতাংশে উন্নীত করবে।^৭

তবে, এসব উদ্যোগের ব্যাপারে অঙ্গীকারের দৃঢ়তা সম্পর্কে ভিন্ন মত রয়েছে। অনেক পর্যবেক্ষক হতাশার সঙ্গে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে পুরোপুরি গ্যাস নির্গমন হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, কঠোরভাবে গ্যাস নির্গমন হ্রাস সংক্রান্ত রিপোর্টিং করা এবং যাচাইকরণ কৌশলের ব্যাপারে এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে চীনের অনুৎপাদনশীল একগুঁয়েমি রয়েছে। অন্যদের ধারণা, এসব অঙ্গীকার ও উদ্যোগে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার ব্যাপারে ছাড় দেয়ার ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয়। এসব নীতিমালা আন্তর্জাতিক আলোচনা থামিয়ে দিয়েছিল। উল্লেখ্য, যে কোনো ধরনের সংখ্যাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ বা আন্তর্জাতিক রিপোর্টিং কৌশলের ব্যাপারে পূর্বে প্রতিরোধ ব্যক্ত করা হয়েছিল।

বিশেষজ্ঞরা যে বিষয়ে একমত হতে পারেন, তা হচ্ছে চীনের জলবায়ু নীতির জন্য সামনের পথটি হবে খুবই চ্যালেঞ্জিং। হাতের নাগালের ফল ইতোমধ্যে আহরণ করা হয়েছে। নতুন অঙ্গীকারগুলোকে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে পরিণত করতে হবে এবং ভবিষ্যতের প্রয়াসগুলোকে আরো বাড়াতে হবে, যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমনের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী জ্বালানি চাহিদার কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধির সমন্বয় ঘটানো যায়। তাই, সম্ভাবনাগুলো পরীক্ষা করার চেয়ে বরং এটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, চীনা জলবায়ু নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়া স্বার্থান্বেষীদের হাতে পড়বে নাকি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণ আরো জোরদার করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ কিছু বিষয় ধারণা দেয় যে এসব সম্ভাবনা যথেষ্ট উৎসাহী ব্যঙ্গক নয়।

ক্ষমতাই ক্ষমতা প্রদান করে: বিপুল গ্যাস নির্গমনকারী বনাম পরিবেশসম্মত প্রতিষ্ঠান

পরিবেশসম্মত বিদ্যুৎ উৎপাদনে নাটকীয় অগ্রগতি অর্জন করা সত্ত্বেও, চীন তাদের দ্রুত গতির উন্নয়ন প্রয়াসে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে বিশেষ করে জ্বালানির দূষণ সৃষ্টিকারী উৎস কয়লার ওপর এখনও পর্যন্ত তাদের নির্ভরশীলতা বজায় রেখেছে। বিশ্বের জানা কয়লার মজুদের ১৪ শতাংশ চীনে রয়েছে এবং ২০০৯ সালেও তাদের প্রাথমিক জ্বালানি চাহিদার ৭০ শতাংশ পূরণ করেছে, যা সারা বিশ্বে মোট ব্যবহৃত কয়লার ৪০ শতাংশের বেশি।^৮ অদূর ভবিষ্যতে এই নির্ভরশীলতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। একই সময়ে, প্রাকৃতিক গ্যাস, পারমাণবিক ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার আরো বাড়বে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। চীন জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে দ্রুত আরো কয়লা-চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তুলছে।

ফলে, বহু দেশে পরিবেশসম্মত নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শিথিল করার জন্য দায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর মতোই কয়লা উৎপাদনকারী ও কয়লা-চালিত বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো চীনের জ্বালানি ভবিষ্যত নির্ধারণে একটি মূল ভূমিকা পালন করছে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী জলবায়ু নীতি থেকে দূরে সরে রয়েছে।^৯ নীতিনির্ধারকদের কাছে পৌঁছার সুবাদে বৈজ্ঞানিক একজন পর্যবেক্ষক বলেছেন, ‘পার্টির সঙ্গে যখন সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তখন ‘লবিষ্ট’ হওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না।’^{১০}

এসব সুপ্রতিষ্ঠিত কয়লা ও বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলো পরিবেশগত নীতি নির্ধারকদের ঘোর বিরোধী। অন্যদিকে, এই নীতি নির্ধারকরা এখনও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কঠ ও ক্ষমতার ভিত্তি গড়ে তুলছে। চীনের প্রধান পরিবেশ সংস্থা ১৯৯০ দশকের প্রথম ভাগের আগে পর্যন্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমোদন পায়নি এবং কেবল মাত্র ২০০৮ সালে এটি পরিবেশ রক্ষা মন্ত্রণালয় হিসেবে মন্ত্রণালয়ের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।^{১১} এই মন্ত্রণালয়ের লোকবল ও অর্থবলের অভাব রয়েছে।^{১২} অনুরূপভাবে, জ্বালানি নীতির সমন্বয় করার দায়িত্বে নিয়োজিত জাতীয় জ্বালানি প্রশাসন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর যথেষ্ট কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে না বলেই ধারণা করা হয়।^{১৩}

বিচ্ছিন্ন সামর্থ্য, প্রতিযোগিতার নীতি

চীনের অসম প্রতিষ্ঠানিক পরিবেশের কারণে জলবায়ু ইস্যুতে নীতি নির্ধারণ বিচ্ছিন্ন যা সারণি ২.৪এ দেখানো হয়েছে।

দায়িত্ব	বিভাগ
সামষ্টিক-সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ	জাতীয় উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশন অর্থ মন্ত্রণালয়
দূষণ নিয়ন্ত্রণ	পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শিল্প ও নির্মাণ	পরিবেশ রক্ষা মন্ত্রণালয় গৃহায়ন ও নগর-পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
পরিবহন	পরিবহন মন্ত্রণালয় রেলওয়ে মন্ত্রণালয়
কৃষি ও বন	কৃষি মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রীয় বন প্রশাসন
শিল্প উন্নয়ন	অর্থ মন্ত্রণালয় কর বিষয়ক রাষ্ট্রীয় প্রশাসন জাতীয় উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশন শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রযুক্তি	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় পরিবেশ রক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশন

সূত্র: ইউএনডিপি (২০১০) থেকে গৃহীত।

সারণি ২.৪ চীনে কার্বন নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতর

ফল হয়েছে যে চীনের জ্বালানি সংক্রান্ত আইন পুরোপুরি অর্থে সমন্বিত নয় এবং এতে বিশেষ কিছু সংশ্লিষ্ট খাতের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটেছে। চীনে চারটি আংশিকভাবে সংশ্লিষ্ট জ্বালানি সাশ্রয়ী আইন রয়েছে এবং এগুলো বিদ্যুৎ ও কয়লা বিষয়ক আইনের পাশাপাশি বিদ্যমান রয়েছে, যা জ্বালানি সাশ্রয় ও গ্যাস নির্গমন হ্রাস বিষয়ে একেবারেই নীরব। এমনকি, এসব আইন পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী বিভিন্ন উদ্যোগের ব্যাপারে আরো উন্নয়নের পরিপন্থী বলেই বিবেচিত।^{১৪}

কেন্দ্রীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্থানীয় সচেতনতা

বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে শ্রম বিভাজনের ফলে কার্বন নীতির বাস্তবায়ন আরো জটিল হয়ে পড়েছে। বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় আঞ্চলিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নীতি বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন শাসন ব্যবস্থা কেবল পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করে না বরং স্থানীয় উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশন সহ ব্যাপক অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত করে। তা সত্ত্বেও, স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশগত সুরক্ষার অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলোর ইঙ্গিত বহন করে। অর্থায়ন ও সামর্থের ঘাটতি এই ধরনের নীতি বাস্তবায়নের প্রথম বাধা। যেমন, চীনের ১৪৫টি জ্বালানি সাশ্রয়ী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের অধিকাংশই কর্মী, বাজেট, যন্ত্রপাতি ও পরিচালনাগত আনুষঙ্গিক বিষয়ে ঘাটতি মোকাবেলা করছে।^{১৫}

বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রায়ই সুনির্দিষ্ট না করা বিভিন্ন দিকনির্দেশনা সহায়ক হলেও, এমন কিছু নজির দেখা গেছে যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কর্মসংস্থান, রাজস্ব আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে বলে দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পকারখানা বন্ধ করতে অনিচ্ছুক এবং সে কারণেই এসব প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করে বলেই ধরে নেয়া যায়। ফলে, মূল সূচকগুলো অব্যাহত রয়ে যায়, যার ভিত্তিতে প্রশাসনিক দক্ষতা বিচার করা যায়।^{১৬} পরিবেশগত নীতির শিথিল প্রয়োগ বা সরাসরি হস্তক্ষেপ করার জন্য আর্থিক সুবিধা বরং বেশি জোরদার হিসেবে পরিলক্ষিত হয় যখন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিবর্গ এসব দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প কারখানায় সরাসরি অংশীদার হয়।^{১৭}

অনুরূপভাবে, স্থানীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ যেমন পরিবেশ সুরক্ষা ব্যুরো উল্লেখযোগ্য স্বার্থের সংঘাতের সম্মুখীন হতে পারে। অপ্রতুল অর্থের জোগান ও পর্যাপ্ত কর্মী না থাকার কারণে এগুলো সাধারণত ‘ক্ষুদ্র কোষাগার’ (শিয়াও জিনকো) যুগ্ম সংস্থা হিসেবে সংগঠিত হয়ে থাকে যা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে সেবা বিক্রি করে স্থানীয় সরকারগুলোর জন্য মুনাফা অর্জন করবে বলে আশা করা হয়। একই সময়ে তাদেরই গ্রাহক সংস্থা শিল্প-কারখানাগুলোর নিরপেক্ষ তদারকির দায়িত্ব দেয়া।^{১৮}

স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকরভাবে কার্বন নীতি বাস্তবায়ন করার চ্যালেঞ্জসমূহ সমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পগুলোকে ভূখণ্ডের ভিতরে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত দরিদ্র প্রদেশগুলোতে সরিয়ে নেয়ার সাম্প্রতিক উদ্যোগের ফলে আরো বেশি তীব্রতর হয়েছে। সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোতে নীতিমালা প্রয়োগের সামর্থ্য ক্রমান্বয়ে বাড়লেও দরিদ্র প্রদেশগুলোতে তা অপ্রতুল।^{১৯}

এসব কিছু জলবায়ু নীতির জন্য সুবিধাজনক না হলেও সত্যিকার অর্থে তা সামাজিক স্বার্থের প্রতিফলন ঘটানো এবং স্বার্থান্বেষীদের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়াই কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রবল প্রতিযোগিতা ও পরিবেশ কর্তৃপক্ষ ও পরিবেশ বান্ধব সুযোগ সুবিধা জোরদারকরণে গুরুত্ব আরোপ

ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে, চীনের অনেক প্রথম সারির নীতি নির্ধারক প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী বা অর্থনীতিবিদ

হিসেবে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এবং জলবায়ু ইস্যু সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা তাদের রয়েছে বলে মনে করা হয়।

এ ছাড়া, প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাওয়ের নেতৃত্বে একটি জাতীয় জ্বালানি কমিশন গঠনের জন্য চীনের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক পরিষদ স্টেট কাউন্সিলে ২০১০ সালে গৃহীত পদক্ষেপটি জ্বালানি নিরাপত্তা ও জলবায়ু ইস্যু সম্পর্কে ক্রমবিকাশমান স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই বিষয়টিকে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট নীতি ও মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে আরো বেশি সামঞ্জস্য বিধান ও একটি অধিকতর কর্তৃত্বসুলভ কঠ নিশ্চিত করার তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়াস হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।^{২০} অনুরূপভাবে, স্টেট কাউন্সিলকে জ্বালানি নীতি মেনে চলার বিষয়টি তদারকির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আঞ্চলিক ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের প্রতি ছয় মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হচ্ছে এবং তারা অগ্রগতি দেখাতে পারলে তাদেরকে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ও পদোন্নতির সুযোগ দেয়া হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টি স্থানীয় কিছু কর্মকর্তার কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের মাপকাঠি হয়ে উঠেছে। এসব উদ্যোগের সামর্থ্য সম্পর্কে প্রশ্নও রয়েছে এবং এগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক সাফল্যের পাশাপাশি বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়াও, বেইজিং উল্লিখিত সংখ্যা যাচাই করে এবং জ্বালানি ব্যবহারকারী প্রধান স্থাপনাগুলো সময়ে সময়ে পরিদর্শন করে।^{২১}

তথ্য প্রকাশের ক্রমবর্ধমান চাপ

পরিবেশ সুরক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের বিধি প্রয়োগ ক্ষমতা জোরদার করতে একটি নিয়ন্ত্রক উপায় হিসেবে জোরালোভাবে তথ্য প্রকাশের পথ অনুসরণ করছে। মন্ত্রণালয় পরিবেশ সুরক্ষা বিভাগসমূহ এবং বিশেষ কোম্পানিগুলোর জন্য বিস্তারিত পরিবেশগত বাধ্যবাধকতাগুলো সম্পর্কে প্রথম দফা তথ্য প্রকাশ করেছে এবং একই দিনে ২০০৮ সালের ১ মে তারিখ থেকে জাতীয় উন্মুক্ত সরকারি তথ্য বিধিমালা কার্যকর হয়েছে।^{২২} এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে যেমন ১৭ ধরনের পরিবেশগত তথ্য বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা এবং পরিবেশগত তথ্যের ব্যাপারে জনগণের অনুরোধে যথা সময়ে সাড়া দেয়া।^{২৩} জাতীয় জ্বালানি সামর্থ্য লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে সাফল্য লাভের হালনাগাদ তথ্য প্রতি বছরই জাতীয় উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়। ব্যাপকভিত্তিক ও কার্যকর স্বচ্ছতা প্রায়শই সামর্থ্যের ঘাটতি, বিচ্ছিন্ন উৎপাদন ও উপাত্ত রক্ষণাবেক্ষণ, স্থানীয় কর্মকর্তাদের একাংশের সীমিত জবাবদিহিতা এবং কিছু দিকনির্দেশনার অকার্যকারিতার কারণে বিঘ্নিত হয়। এমইপি দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নের এক বছর পর, এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ১১৩টি পৌর পরিবেশ সুরক্ষা বিভাগের গড়পড়তা বিধি মেনে চলার মাত্রা কম।^{২৪} তবে, কিছু ইতিবাচক নজির থেকে কি সাফল্য অর্জন করা যায়, তা প্রতিফলিত হয়েছে। নিংবো নগরী তথ্য প্রকাশের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছে এবং তারা ২০০৮ সালে তাদের ওয়েব সাইটে পরিবেশ সংক্রান্ত পাওয়া সকল অভিযোগ ও সেগুলোর বিদ্যমান প্রক্রিয়া সহ ৬ শতাধিক নথি প্রকাশ করেছে।^{২৫}

ঘর খুলে দেয়া: ব্যাপকতর গণ সম্পৃক্ততা এবং পরিবেশ এনজিওগুলোর স্বীকৃতি

বাস্তবতা হচ্ছে যে নিংবো নগরী ব্যাপক গণ সম্পৃক্ততার লক্ষ্যে এমনকি পরিবেশগত নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগ প্রক্রিয়ার ক্রম পর্যায় সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিযোগগুলোও প্রকাশ করেছে। কিছু প্রকল্পের ব্যাপারে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গণ শুনানি করা হয়েছে।^{২৬} এছাড়াও, সম্প্রতি কয়েক বছরে জ্বালানি ও জলবায়ু সংশ্লিষ্ট কিছু আইনের খসড়া অনলাইনে আগাম প্রকাশ করা হয়েছে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে জনগণের মন্তব্য চাওয়া হয়েছে। তবে, আলোপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি।

অন্যদিকে, কার্যকর পরিবেশগত স্বচ্ছতা এবং অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া ও সময়সীমা সম্পর্কিত সীমিত তথ্যের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানের কারণে জনগণের ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ কঠিন করে তুলেছে।^{২৭} এ ছাড়া, প্রচলিত পরিবেশগত উদ্বেগের তুলনায় অনেক জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে তথ্য প্রদানের সুযোগ যথেষ্ট উন্নত হয়নি।

এসব প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও, পরিবেশ এনজিওগুলো সতর্কতার সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা সম্প্রসারিত করে পরিবেশগত জবাবদিহিতার ব্যাপারে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে এবং বিধিমালা প্রচারের পাশাপাশি তা মেনে চলার বিষয়টি মূল্যায়ন করতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও দূষণের শিকার ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদানে কর্মকর্তা ও জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করেছে। প্রায় ৩,৫০০ স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) বর্তমানে চীনে সরকারিভাবে নিবন্ধিত এবং গ্রিনপিস ও ডব্লিউডব্লিউএফ সহ আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী এনজিওগুলোকে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে স্থানীয় গ্রুপগুলোর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণসহ প্রকল্প নেয়ার জন্য ১৯৮০ দশক থেকে ক্রমান্বয়ে স্বাগত জানানো হচ্ছে।^{২৮}

এনজিওগুলো কঠিন প্রক্রিয়ায় নিবন্ধন বিধি অনুসরণ ও অর্থ সংগ্রহের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সত্ত্বেও, চীনে পরিবেশ ও জলবায়ু নীতিকে আরো বেশি খোলামেলা ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে সহায়তা প্রদানে একটি ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

টিকা

১. ডিয়েটার জিনবাওয়ার ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের জন্য সম্ভাব্য নীতিগত ইস্যু নিয়ে কাজ করেন। এই নিবন্ধে জিয়ে ইউ লিখিত বাস্তবভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। জিয়ে ইউ ক্লাইমেট গ্রুপের নীতি ও গবেষণা কর্মসূচির সাবেক প্রধান এবং বর্তমানে জলবায়ু বিষয়ক স্বাধীন বিশ্লেষক।
২. ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল (যুক্তরাষ্ট্র) ‘চায়না টপস ইউএস ইন এনার্জি ইউজ’, ১৮ জুলাই, ২০১০।
৩. ডেবোরা সেলিগসন ও অন্যান্য, সিসিএস ইন চায়না: টুয়ার্ড এন এনভায়রনমেন্টাল, হেলথ এন্ড সেফটি রেসপন্সেটরি ফ্রেমওয়ার্ক (ওয়াশিংটন ডিসি: ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট [ডব্লিউআরআই], ২০১০)।
৪. ইউএন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি), চায়না হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০৯/১০: চায়না এন্ড এ সাসটেইনেবল ফিউচার: টুয়ার্ডস এ লো কার্বন ইকোনমি এন্ড সোসাইটি (বেইজিং: ইউএনডিপি, ২০১০)।
৫. জেনিফার এল টার্নার, ‘চায়না’স গ্রীন এনার্জি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল পলিসিস’, ২০১০ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে ইউএস-চায়না ইকোনমিক এন্ড সিকিউরিটি রিভিউ কমিশনের সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্য।
৬. পিউ চ্যারিটেবল ট্রাস্টস, হুজ উইনিং দি ক্লিন এনার্জি রেস? গ্রথ, কম্পিটিশন এন্ড অপারচুনিটি ইন দি ওয়ার্ল্ড’স লার্জেস্ট ইকোনমিস (ওয়াশিংটন, ডিসি: পিউ চ্যারিটেবল ট্রাস্টস, ২০১০)।
৭. রব ব্রাডলি, ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইন্সটিটিউট, চীনে সবুজ জ্বালানি নীতি বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্র-চীন অর্থনীতি ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা কমিশনের সামনে সাক্ষ্য, ৮ এপ্রিল ২০১০।
৮. ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, (১৮ জুলাই ২০১০)।
৯. ইতিবাচক দিক হলো চীন ও অন্যান্য জায়গায় এই খাতের কিছু কোম্পানি সবুজ জ্বালানির উন্মোচন শুরু করেছে। আশাবাদী হলে ভাবা যায়- এ স্থান পরিবর্তনের কারণে তারা বহু সময়ের জন্য সবুজ জ্বালানি ব্যবহার করবে।
১০. ক্রিস্টিয়ান সাইন্স মনিটর (ইউএস), ‘চায়না কনফ্রন্টস গ্লোবাল ওয়ার্মিং ডেলিমা’, ১২ নভেম্বর ২০০৯।
১১. ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, (১৮ জুলাই ২০১০)।
১২. ইউএনডিপি (২০১০)।
১৩. সেলিগসন ও অন্যান্য (২০১০)।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. মার্ক ওয়াং ও অন্যান্য, 'রুয়াল ইন্ডাস্ট্রিস এন্ড ওয়াটার পলিউশন ইন চায়না', জার্নাল অব এনভায়রনমেন্টাল মেনেজমেন্ট, ভলিউম ৮৬ (২০০৮) পৃষ্ঠা ৬৪৮।
১৭. সেলিগসন ও অন্যান্য (২০১০), ইউএনডিপি (২০১০)।
১৮. মিরিয়াম স্কারোডার, 'চ্যালেঞ্জিং দি পাবলিক ভার্সেস প্রাইভেট ডিকোটমি অব এনভায়রনমেন্টাল গর্ভনেস-লেসস লার্নড ফ্রম দি চাইনিজ হ্যান্ডেলিং অব দি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম)' শীর্ষক প্রতিবেদনটি আমস্টার্ডাম কনফারেন্স অন দ্য হিউম্যান ডাইমেনসন্স অব গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল চেইঞ্জ উপস্থাপিত পত্র, ১-৪ ডিসেম্বর ২০০৯।
১৯. ইউএনডিপি (২০১০)।
২০. সেলিগসন এবং অন্যান্য (২০১০)।
২১. চায়না এফএকিউএস, 'চায়না'স মেজারমেন্ট এন্ড কমপ্লায়েন্স ইনিশিয়েটিভস', ২২ অক্টোবর ২০০৯, www.chinafaqs.org/library/chinafaqs-chinas-measurement-compliance-initiatives.
২২. বারবারা এ. ফিনামোর, ট্রান্সপারেন্সি ইন চায়না: ইমপ্লিকেশনস ফর দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, চীন বিষয়ক মার্কিন কংগ্রেসীয় নির্বাহী কমিশনের সামনে সাক্ষ্য, চীনে পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনে সততা সম্পর্কিত গোলটেবিল, ১ এপ্রিল ২০১০।
২৩. ইউএনডিপি ২০১০।
২৪. দি চায়না ব্লগ, টাইম (ইউএস), 'ফ্রান্স কাফকা'স চায়না, নম্বর ২৩৭', ৪ জুন ২০০৯।
২৫. চায়না এফএকিউএস (২০০৯)।
২৬. ইউএনডিপি (২০১০)।
২৭. সেলিগসন ও অন্যান্য (২০১০)।
২৮. ইউএনডিপি (২০১০)।

অস্ট্রিয়ায় জলবায়ু নীতি

দুর্বল জবাবদিহিতার ফলে ধীর অগ্রগতি

শাহনাজ মুয়েলার^২

অস্ট্রিয়া কিয়োটো প্রটোকল ও সংশ্লিষ্ট ইইউ বাধ্যতামূলক অংশীদারিত্ব চুক্তির অধীনে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস ২০১২ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের পর্যায়ে থেকে শতকরা ১৩ শতাংশে কমিয়ে আনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। অন্যান্য ইইউভুক্ত দেশের পাশাপাশি দেশটি কোপেনহেগেন চুক্তির অধীনে ২০২০ সালের মধ্যে গ্যাস নির্গমন ২০ শতাংশে নামিয়ে আনার মাধ্যমে তাদের অঙ্গীকার আরো সম্প্রসারিত করারও প্রস্তাব দিয়েছে (উন্নত দেশগুলো অনুরূপ পদক্ষেপ নিলে তা হবে ৩০ শতাংশ)।

২০০২ সালে প্রণীত ও ২০০৭ সালে সম্প্রসারিত জলবায়ু কৌশলের অধীনে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব করে তোলার জন্য অস্ট্রিয়ায় বেশ কিছু সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

তবে, এসব পদক্ষেপের সাফল্য যথেষ্ট নয়। এদিকে, অস্ট্রিয়ার অডিট কোর্ট (রেশনাংশফ) হুঁশিয়ারি ব্যক্ত করেছে যে ২০০৮ সালে অস্ট্রিয়ার ২৫ শতাংশ সাফল্য অর্জনের পথ থেকে সরে গেছে এবং বর্তমান প্রয়াসগুলো আরো জোরদার করা না হলে কিয়োটো প্রটোকলের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হতেও পারে।^২

বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) পর্যবেক্ষকরা এই চিত্র বিরাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জার্মানওয়াচ প্রকাশিত ২০১০ সালের জলবায়ু পরিবর্তন সাফল্য সূচকে গ্যাস নির্গমন ধারাবাহিকতা সম্পর্কে অস্ট্রিয়াকে একটি দুর্বল সাফল্য অর্জনকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশটি সার্বিক সাফল্য অনুযায়ী তাদের অবস্থান হচ্ছে নিম্নের সারিতে ইইউ দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় স্থানে এবং এই সূচকে অস্ট্রিয়ার নীতিমালা ও প্রকৃত ফলাফলের মধ্যে একটি বিশেষ বৈপরীত্য ফুটে উঠেছে।^৩

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অস্ট্রিয়া তাদের জলবায়ু অঙ্গীকার পূরণের পথ থেকে দূরে ছিটকে পড়েছে এবং বেশ কিছু শাসন ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ কার্যকর জলবায়ু নীতি প্রণয়নের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে।

অস্ট্রিয়ার জলবায়ু কৌশল: সীমিত সময়সীমা ও অস্পষ্ট দিকনির্দেশনা

অস্ট্রিয়ার জলবায়ু নীতি কাঠামোর ধারক অস্ট্রিয়ার জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ২০০৮-২০১২ নীতি প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতির নিদর্শন। কৌশল বাস্তবায়ন কেবল ফেডারেল সরকারের কাজ নয় বরং এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে অস্ট্রিয়ার অন্যান্য রাজ্যের সক্রিয় সম্পৃক্ততা। দুঃখজনকভাবে, একটি সমন্বিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন ধারণার দারুণ অভাব রয়েছে এবং একটি সম্প্রসারিত সময়ের জন্য রাজ্য ও পৌর জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ বিধিমালাও অনুপস্থিত।^৪

অনুরূপভাবে, গ্যাস নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং দায়িত্বশীল অংশীদারদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ প্রকৃত জবাবদিহিতা সৃষ্টি করা এবং সংস্কারের জন্য চাপ দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। এ কথা বলাই বাহুল্য যে ফেডারেল সরকার, বা রাজ্য বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দায়ী। সবার কাছে এই প্রশ্ন থেকে যায় যে কৌশলের বাস্তবায়ন ত্রুটিপূর্ণ বা গ্যাস নির্গমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যর্থ হলে প্রকৃতপক্ষে কে

দায়ী হবে। আরো ব্যাপক অর্থে বললে, বিভিন্ন দায়িত্বের তদারকি, পর্যালোচনার কৌশল ও অগ্রগতির মূল্যায়ন অথবা বিধিনিষেধ কোনোটিরই বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়নি।^৫

একসঙ্গে বিবেচনা করলে, এসব অপরিপাক্যতা কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখে না যে কৌশলটি হচ্ছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির রাজনৈতিক অঙ্গীকার ঘোষণা যাতে কার্যকর ভাবে বিধি মেনে চলা ও দায়িত্ব পালন করার জন্য বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনাবোধের অভাব রয়েছে। ২০০৮ সালে প্রণীত প্রতিবেশ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন সংক্রান্ত একটি আইনে আরো সুদৃঢ়ভাবে কিছু সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেয়ার উপায় বাতলে দিয়েছে, কিন্তু অস্ট্রিয়ার জলবায়ু অঙ্গীকার পূরণের জন্য হয়তো বিলম্ব হয়ে যেতে পারে।^৬

জলবায়ু প্রকল্প অর্থায়ন: দুর্বল দিকনির্দেশনাসহ অর্থ সংকুলান

স্পষ্টতার সীমাবদ্ধতা প্রকল্পের অর্থায়নের প্রক্রিয়া বিঘ্নিত করেছে। ইতোমধ্যে ৫০০ মিলিয়ন ইউরোর একটি জলবায়ু ও জ্বালানি তহবিল গঠন করা হয়েছে এবং জ্বালানি সামর্থ্য, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও অন্যান্য জলবায়ু সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপে সহায়তার জন্য ২০০৯ সালে প্রায় ১২১ মিলিয়ন ইউরো প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল। বিপুল অংকের এই অর্থের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে, এই উদ্যোগটি জনগণের যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং পরবর্তীকালে ফল হয়েছে বরং নেতিবাচক।^৭ এমনকি এটি প্রতিষ্ঠা করার প্রায় ছয় মাস পরও, একটি কৌশলগত পরিকল্পনা দলিল, একটি আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও একটি বার্ষিক কর্মসূচি এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।^৮

পর্যবেক্ষকরা তহবিলের অর্থ ছাড় করার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা না থাকার অভিযোগ করেছেন।^৯ প্রকৃত প্রভাব ও অর্থায়নে সম্পন্ন কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্যের সহজলভ্যতা দুর্বল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এতে এই আশঙ্কা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে যে এই বিপুল অংকের অর্থায়ন কর্মসূচি শেষ পর্যন্ত উন্নয়নশীল নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিবর্তে বরং বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গ্রুপের জন্য লাভজনক হবে।^{১০}

প্রকল্পের ফলাফল: দুর্বল নজরদারি ও জবাবদিহিতা

ভবনের জ্বালানি শাস্রীয় ব্যবস্থার উন্নয়ন অস্ট্রিয়ার জলবায়ু নীতির একটি আবশ্যকীয় বিষয়। অস্ট্রিয়ার অডিট কোর্ট কঠোর মূল্যায়নের ভাষায় নিন্দা করেছে যে সুস্পষ্ট গ্যাস নির্গমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যাচ্ছে না, দিকনির্দেশনায় সমন্বয় নেই, এবং একটি কার্যকর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাও নেই।^{১১}

অস্ট্রিয়ার জলবায়ু কৌশলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর অধিকতর কর আরোপের ফলে ২০০৮ সালে ৩৯১ মিলিয়ন ইউরো অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হয়েছে যা অবকাঠামো ও জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে। অডিট কোর্ট দেখতে পেয়েছে যে কেবল যথোপযুক্ত জলবায়ু প্রকল্প লাভবান হবে এই বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। কর্তৃপক্ষের মধ্যে বা জনগণের প্রতি কোন স্বচ্ছতাও নেই, যার ভিত্তিতে প্রকল্পগুলো অর্থ পেয়ে থাকে। এ ছাড়া, কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি এবং প্রকল্পের সাফল্য ও কার্যকারিতা তদারকির কোনো কৌশল প্রণয়ন করা হয়নি।^{১২}

সংস্কারের জন্য সময় চলে যাচ্ছে কিনা?

গ্যাস নির্গমন হ্রাসের ব্যাপারে অঙ্গীকারগুলোকে প্রকৃত সাফল্যে পরিণত করার প্রয়াসে অস্ট্রিয়ার ব্যর্থতায় জলবায়ু প্রভাব প্রশমন নীতি বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব পরিস্ফুট হয়েছে। জলবায়ু অভিযোজন প্রয়াসে এই বিষয়টি আরো বেশি করণ। ২০০৭ সালের শেষ নাগাদও এ সংক্রান্ত একটি জাতীয় কর্মসূচি বা কৌশল ছিল না।^{১৩}

জোরালো শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কুক্ষিগত রাখার প্রয়াসের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান এবং একটি জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ উপায়ে সুস্পষ্ট দায়িত্ব অর্পণ ও সাফল্য পর্যবেক্ষণকারী বিভিন্ন দিক নিয়ে এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা এবং জলবায়ু নীতিমালা বাস্তবায়নের সময় আর নেই। এই উদ্যোগ কেবল অস্ট্রিয়াকে তাদের অঙ্গীকার পূরণ না করার জন্য শাস্তিমূলক ক্ষতি এড়ানোর প্রয়াসে সাহায্য করবে। এ ক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতি ও সমাজ এবং সর্বোপরি বিশ্বের সম্ভাব্য ব্যয় উল্লেখ করা বাস্তব্য বিবেচিত হবে।

টিকা

১. শাহনাজ মুয়েলার অস্ট্রিয়ায় (ভিয়েনা কার্যালয়ে) ডেলোয়াট ফরেনসিক এন্ড ডিসপিউট সার্ভিসেস কাজ করেন। এই নিবন্ধে কেবল তার ব্যক্তিগত মতামত প্রতিফলিত হয়েছে।
২. দার রিহৎশফ, ‘বারিচত দাস রিহৎশফ’, রেইহি বান্দ ২০০৮/১১, নভেম্বর ২০০৮; পার্লামেন্ট - রিপাবলিক অফিস, ‘ইইউ-ফিনান্সেন উন ক্রিমা-মানামেন আউফ ডেম প্রমফস্ট্যান্ড দাস আরএইচ আউসচুসেস’, পার্লামেন্টস কনসপনডেনজ নম্বর ২৪, ২১ জানুয়ারি ২০১০।
৩. জার্মানওয়াচ, দি ক্লাইমেট চেইঞ্জ পারফরমেন্স ইনডেক্স: ফলাফল ২০১০ (বন: জার্মানওয়াচ, ২০০৯)।
৪. অস্ট্রিয়ান লীগ অব টাউন্সের সাধারণ সম্পাদক থমাস ওয়েনইনজার এর মন্তব্য, মার্চ ২০০৭ (অস্টারিসিসার স্ট্যাটিবানদ), ওয়ারক্যাপকামার অস্টারিসিস, ‘স্ট্র্যাটেজিক জু এরিচুং দাস কিয়োটো জিলেস ২০০৮/১২, [স্ট্রেটিজি ফর রিচিং কিয়োটো গোলস, ২০০৮/১২], wko.at/up/enet/stellung/kyotosteel.htm. প্রাদেশিক সরকারের সদস্য জোসেফ প্লাংকের মন্তব্য।
৫. দার রিহৎশফ (নভেম্বর ২০০৮), পৃষ্ঠা ২৯, অস্ট্রিয়ান লীগ অব টাউন্সের সাধারণ সম্পাদক থমাস ওয়েনইনজার এর মন্তব্য, (অস্টারিসিসার স্ট্যাটিবানদ), মার্চ ২০০৭।
৬. দার রিহৎশফ (নভেম্বর ২০০৮)।
৭. ওআরএফ (অস্ট্রিয়া), ‘৫০০ মিলিয়ন-কেইনার ওয়েভ, ওয়াজ গেসচিয়েট’, ১৭ মে ২০০৮, salzburg.orf.at/stories/276264/APA-OTS (অস্ট্রিয়া), ওএএমটিসি: হু ব্লিট ডাই ট্রান্সপারেনযড বিম ক্রিমাফন্ডস?, ৪ এপ্রিল ২০০৮।
৮. অস্ট্রিয়ার জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ২০০৮-২০১২ পৃষ্ঠা ৫৪, দাই আনওয়েলবিরাতান, ‘অস্টারিসিসি ক্রিমাচুস্ট্র্যাটেজি’, ১২ অক্টোবর ২০১০। www.umweltberatung.at/start/asp?ID=9363; বানডেসারবিটকামার অসটিরিচ: এনপাসাং দের ক্রিমাষ্ট্রেটেজি অস্টিচেস জুর ইরিচাং দেস কিয়োটো-জিলস ২০০৮-২০১২, প্রাসিডেন্ট হার্বার্ট টুমপেল; ক্রিমা-উন্দ এনার্জিফন্ডস, ‘ক্রিমা-উন্দ এনার্জিফন্ডস প্রেসইনফরমেশন’, ৬ ডিসেম্বর ২০০৭, দার রিহৎশফ (নভেম্বর ২০০৮), পৃষ্ঠা ৫।
৯. ওআরএফ (১৭ মে ২০০৮)।
১০. দার রিহৎশফ (নভেম্বর ২০০৮), পৃষ্ঠা ৪১।
১১. পার্লামেন্ট-রিপাবলিক অফিস (২১ জানুয়ারি ২০১০)।
১২. দার রিহৎশফ, ‘বারিচত দাস রিহৎশফ’, রেইহি বান্দ ২০১০/৭, জুন ২০১০।
১৩. দার রিহৎশফ (নভেম্বর ২০০৮)।

তৃতীয় অংশ

সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমন্বয় গড়ে তোলার প্রধান বিষয়সমূহ

সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমন্বয় গড়ে তোলার প্রধান বিষয়সমূহ

এই অংশে কিছু প্রধান নীতি ও বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে যা যথাযথভাবে উপস্থাপন করা দরকার। দুর্নীতি ও অযাচিত হস্তক্ষেপ রোধে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ বলয় হিসেবে একটি জলবায়ু শাসন সমন্বয় ও শুদ্ধতা ব্যবস্থা বলে একে অভিহিত করা যায়। সংশ্লিষ্ট শাসন ব্যবস্থা কাঠামো ও পরিবেশগত ব্যবস্থার রীতি, নীতি ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে এই ধরনের একটি অবস্থা সম্পর্কে এই অধ্যায়ের বিষয়গুলো আমাদেরকে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ মান ও উপলব্ধির বিপরীতে জলবায়ু শাসন ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা লাভ ও মাপকাঠি নির্ধারণের সুযোগ দিচ্ছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে অভিযোজন ও প্রভাব প্রশমন নীতিমালা কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক সমন্বয় ও শুদ্ধতা হচ্ছে জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার জন্য একটি সমন্বিত বিস্তৃত কাঠামোর প্রথম উপাদান। জলবায়ু পরিবর্তন বিজ্ঞান নিয়ে সকল জলবায়ু নীতির সূচনা। স্বাধীন সত্তার সুরক্ষা, শুদ্ধতা ও বিজ্ঞানের ওপর আস্থা হচ্ছে জলবায়ু নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আইনগত ভিত্তি ও কার্যকারিতার একটি মৌলিক পূর্বশর্ত। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করা হলে তা এখন ততটা যুক্তিহীন হবে না- এমন পটভূমিতে জলবায়ু বিজ্ঞানকে এ ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা ও যুক্তিযুক্তভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন নয় কী? নজিরবিহীন জনসাধারণ সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান, যেমন চতুর্থ মূল্যায়ন রিপোর্ট ৯০ হাজারের বেশি পর্যালোচনা মন্তব্য পেয়েছে তা কতটুকু মানানসই? শীলা জাসানফ এই প্রশ্ন তুলেছেন এবং অগ্রগতি লাভের জন্য সুযোগ খোঁজার চেষ্টা চালিয়েছেন।

পিটার হাস অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে তথ্য প্রমাণের ব্যাপক ভূমিকার পক্ষে মত দিয়েছেন। তথ্য কিভাবে কার্যকর ব্যবস্থার জন্য সহায়ক ও সর্বোত্তম কি উপায়ে এই কাজটি সম্পন্ন করা যায়, তা ভালোভাবে আমাদের উপলব্ধি করতে সহায়তা প্রদানে বহুপাক্ষিক পরিবেশগত শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তার ৩০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে পর্যালোচনা করেছেন। জলবায়ু শাসন ব্যবস্থায় বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

অনুরূপ একটি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মাইকেল স্ট্যানলি জোঙ্গ স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ ও পরিবেশগত ন্যায়বিচার নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। কারণ, এগুলো আরহাউস কনভেনশনে উল্লিখিত রয়েছে যা পরিবেশগত তথ্য লাভের সুযোগ এবং এই ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের রীতি নীতির একটি মান নির্ধারণকারী হিসেবে বিবেচিত। স্ট্যানলি জোঙ্গ এই কনভেনশন জলবায়ু নীতির ক্ষেত্রে কতটুকু প্রযোজ্য হতে পারে তা যাচাই করেছেন এবং জলবায়ু শাসন ব্যবস্থায় শুদ্ধতা ও সমন্বয়ের জন্য একটি উন্নয়ন বিকল্প তুলে ধরেছেন।

বৈশ্বিক জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলন এর আগে অনুষ্ঠিত অন্য যে কোনো পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার তুলনায় অধিক জনগণের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে এবং গণমাধ্যমে প্রচার পেয়েছে। তবে, পরিলক্ষিত এই অসমতা কি অসম স্বচ্ছতা ও কার্যকর অংশগ্রহণের প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে কি? গ্যারেথ সুইনি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশনে (ইউএনএফসিসিসি) জনগণের অংশগ্রহণ কিভাবে অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিষ্ঠিত চর্চাকে সহায়ক হিসেবে ধারণ করেছে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন। তিনি এ প্রশ্নের উত্তরে বিস্ময়কর জবাব পেয়েছেন।

জলবায়ু নীতির সুফল পাওয়ার জন্য জবাবদিহিতা সৃষ্টি অপরিহার্য। এ জন্য জলবায়ু নীতি ও শাসন ব্যবস্থার

শক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন দেশ ও অন্যান্য অংশীদারদের সাফল্যের পরিমাপ করা ও মাপকাঠি নির্ধারণ জরুরি। পরিবেশগত ইস্যুগুলোর জন্য সাফল্য মূল্যায়ন ও র‍্যাংকিং-এর বেশ কিছু পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। সে অভিজ্ঞতার আলোকে জলবায়ু নীতিমালার জন্য একটি নতুন সূচক প্রণয়ন করা হচ্ছে। ডানিয়েল আক্র তার বিশ্লেষণে সাফল্য সূচকের এই পরিস্থিতি যাচাই করেছেন। তিনি এই সূচকগুলো ব্যবহার হয়েছে কিনা, হলে তার ব্যাপকতা কতটুকু তা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তিনি শাসন ব্যবস্থার বিষয়গুলো বিবেচনা, গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ঘটতি, জলবায়ু নীতি সাফল্যের মাপকাঠি নির্ধারণের জন্য ভবিষ্যৎ উন্নয়ন অগ্রাধিকার বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছেন।

জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার জন্য আবশ্যকীয় নীতিমালা ও বৈশিষ্ট্যের এই তুলনামূলক যাচাই সম্পর্কে এ্যাছনী গিডেন্স নতুন করে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি কোপেনহেগেনে প্রায় ভেস্তে যাওয়া আলোচনার বিষয়টি বিবেচনা করে জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার জন্য একটি সম্ভাব্য উন্নয়ন কৌশলের ব্যাপারে একটি জোরালো দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তার এই অভিমত ভবিষ্যতে জলবায়ু রাজনীতিতে নিয়ামক হিসেবে সম্ভাব্য জলবায়ু নীতির জন্য গুরুত্ব কাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে আভাস দিতে পারে।

টিকা

১. ইন্টার একাডেমী কাউন্সিল, 'ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাসেসমেন্টস: রিভিউ অব দি প্রসেসেস এন্ড প্রসিডিউর অব দি আইপিসিসি', ৩০ আগস্ট ২০১০।

জলবায়ু বিজ্ঞান

বিশ্ব হচ্ছে এর বিচারকমন্ডলী

শীলা জাসানফ

কম্পিউটার হ্যাকারদের ২০০৯ সালের নভেম্বরের হামলা ছিল বিজ্ঞানের স্বচ্ছতার প্রতি এক মারাত্মক আঘাত। জলবায়ু সংক্রান্ত সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কেন্দ্রগুলোর অন্যতম ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট এ্যাংলিয়ার জলবায়ু গবেষণা ইউনিটের সার্ভার থেকে শত শত ব্যক্তিগত ই-মেইল এবং হাজার হাজার নথিপত্র হ্যাকাররা সরিয়ে নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবৈধ পন্থায় এই তথ্য ফাঁস করা নিয়ে হৈচৈ করলেও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সন্দেহভাজনরা হ্যাকারদের এই অসৎ কাজে বরং খুশিই হয়েছিল। এতে মানব সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বাড়িয়ে বলার ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগসাজশ থাকার ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। উচ্চ পর্যায়ে কেলেক্সারির ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উন্মুক্ত গণমাধ্যম তাত্ক্ষণিকভাবে এই ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিব্লনের সময়ে নিন্দিত হোয়াইট হাউজের ওয়াটারগেট কেলেক্সারির অনুরূপ ‘ক্লাইমেটগেট’ হিসেবে অভিহিত করেছে। জলবায়ু কেলেক্সারির এই ঘটনায় চাপিয়ে দেয়া স্বচ্ছতার বিরূপ প্রভাব পড়েছে বহু বছরের বিরামহীন গবেষণার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বৈজ্ঞানিক ঐকমত্যের উপর। যে ঐকমত্য এই পৃথিবী ও মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই তথ্য ফাঁসের কারণে প্রমাণিত হয়েছে প্রচলিত অর্থে স্বচ্ছতার ধারণা কেন জলবায়ু বিজ্ঞান বা জলবায়ু নীতির জন্য যথেষ্ট নয়। বৈশ্বিক নীতির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দুর্নীতি রোধ করার লক্ষ্যে আমাদের এখন দরকার বিজ্ঞানীদের দাবি খতিয়ে দেখার চেয়েও আরো বেশি কিছু। এখন আমাদের আরো দরকার হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতার অন্তরালের বিষয় উপলব্ধি ও উন্মোচন করার ধারণাগত শক্তি অর্জন। বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেই, আমাদের দরকার অবৈধ দুর্নীতি থেকে বৈধ মতানৈক্যের বিষয়টিকে আলাদা করতে পারার উপায়সমূহ জানা এবং সঠিক প্রশ্নগুলো করতে পারার সামর্থ্য অর্জন।

বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তর থেকে নাকি বাইরে থেকে মতানৈক্যের উদ্ভব হয়েছে, প্রথমেই তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। এর প্রেক্ষিতে ২০০৯ সালের ঘটনাবলী ১৯৯০ দশকের পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখন বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য মানবসৃষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন দায়ী বলে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রমাণসমূহ বিজ্ঞানীরা হাজির করে ঐকমত্যে পৌঁছে ছিলেন। সেই ঐকমত্যকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য কার্বন লবিকারীরা মোটামুটি কমবেশি প্রকাশ্যেই কিছু বিজ্ঞানীকে ভাড়া করেছিল।^২ জলবায়ু বিতর্কের এই পর্যায়ে, সন্দেহের বীজ রোপণ করার জন্য সতর্কভাবে বাছাই করা বিজ্ঞানীদের অর্থ দেয়া হয়েছিল। প্রত্যক্ষ উপায়ে না হলেও, জলবায়ু ইস্যুতে সন্দেহ জিইয়ে রাখার জন্য কিছু শিল্প এখনও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে। এর আগে বিদ্যমান বিষাক্ত ধারার লক্ষ্য ছিল জলবায়ু বিজ্ঞানে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটানো। সেই পটভূমিতে, ই-মেইল হ্যাক করার বিষয়টি আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানকারীদের সম্ভ্রষ্ট করা নয় বরং ধ্যানধারণা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পক্ষে একটি ভিন্ন ধরনের প্রচারণার বিষয় উন্মুক্ত করেছে। এই বার্তায় প্রকাশ পেয়েছে যে বিজ্ঞানীদেরকে তাদের উপাণ্ডের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে মন্দ বিষয়গুলো তাদের বিপক্ষের হাতে পড়লে কেলেক্সারির উর্ধ্বে থাকা যায় না। ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আন্তরিক বিশ্বাস ও তুমুল বিতর্ক হচ্ছে সাধারণ বিজ্ঞান। কিন্তু তাদের প্রশ্ন হলো বিজ্ঞান যখন নীতির স্বার্থে কাজ করতে যায় তখন আমরা উদ্বিগ্ন হবো কি

না? আন্তরিকতা এমনকি বৈজ্ঞানিক সত্যের জন্য আকুলতা দুর্নীতিগ্রস্ত হতে পারে কি?

অর্ধ শতাব্দী আগেও, এই দু'টি প্রশ্নের জবাব ছিল, 'না'। বিজ্ঞানীরা নিজেরাই তাদের বিচারক ও সমালোচক ছিলেন বলে পর্যালোচনা, প্রকাশনা, প্রতিরূপ তৈরি, প্রতিযোগিতামূলক অর্থায়ন এবং অসাধারণ নৈপুণ্য ও সাফল্যের জন্য নোবেল পুরস্কারের মতো বড় পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত ছিল। অনেকগুলো নিরাপত্তা বলয় বিদ্যমান থাকায় বিজ্ঞানকে দুর্নীতিমুক্ত বলে বিবেচনা করা হতো। এছাড়াও, প্রকৃতি সব সময় চূড়ান্ত বিচারক হিসেবে রয়ে গেছে। মিথ্যা যে কোনো দাবি শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়। জেসেফ স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাষ্ট্র গ্রোফিম লিসেস্কোর আশাবাদী দাবি অনুযায়ী শস্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়নি।

সমাজে বিজ্ঞানের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্য লাভের কৌশল অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়েছে। বর্তমানকালে আমাদের দরকার বিজ্ঞানের লালনে আরো বেশি বিস্তৃত ও অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। দায়িত্বশীল জ্ঞান গড়ে তোলার এই উদ্যোগে বিজ্ঞানী, সরকার ও জনগণকে সম্পৃক্ত করা। কেন জবাবদিহিতার আরো বেশি জটিল ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন তার তিনটি কারণ রয়েছে। এগুলো জলবায়ু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দারুণভাবে প্রযোজ্য।

প্রথমত, বিজ্ঞানীরা এখন আর মোটেও মহাজাগতিক জ্ঞান লাভের জন্য (তারা কখনও তা ছিলেন কি) নিয়োজিত নন। আধুনিক সমাজ দাবি করে যে বিজ্ঞানীরা তাঁদের দক্ষতা কাজে লাগাতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সন্ধানী ও প্রয়োগমুখী হবেন। সরকারগুলো উদারভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সহায়তা এবং তাদের কাজ থেকে পেটেন্ট ও মুনাফা লাভের জন্য সুযোগ খুঁজে বের করার জন্যও উৎসাহ দিচ্ছে। যৌক্তিক বিষয় হচ্ছে যে, এই ধরনের উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত আবিষ্কারের বিষয়টিকে দ্রুত জনকল্যাণে নিয়োজিত করে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা অন্যান্য সামাজিক চাহিদা পূরণে অবদান রাখে। সফল বিজ্ঞানীরা গণমাধ্যমের দৃষ্টি কাড়ে। যা অনেক সময়েই রাজনীতিক, চিত্রতারকা ও ব্যবসায়ী ধনকুবেরদের সন্ত্রস্ত করে থাকে। নীতি নির্ধারণকারী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ভিত্তিতে জলবায়ু বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট মহল বিশ্বের রাজনীতিতে পদচারণা, প্রেসিডেন্ট ও কেবিনেট সচিবদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা এবং তাদের গবেষণার ফলাফল কিভাবে আরো বেশি প্রচার করা যায় তা শিখতে পেরেছে। নিঃসন্দেহে, পশ্চিমা বিশ্বে পেশাজীবনে উপরে ওঠার পথ হিসেবে বিজ্ঞান বিষয়ের পরামর্শ প্রদানের আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিজ্ঞান এখন রাজনীতির আরেকটি চেহারা নিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান সমাধান করতে পারে এমন অনেক ইস্যু আরো কিছু ধরনের কাজ দাবি করে যা সহজে সংশোধন করা যায় না। নীতি নির্ধারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান সাধারণত আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এতে মান নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও ধরণ আগেই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে না বরং অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে উদ্ভূত হয়। এই পরিস্থিতি জনমনে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে। কারণ, কেবল সংশ্লিষ্ট কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরাই এসব সিদ্ধান্ত কেন নেয়া হয়েছে এবং অন্য সিদ্ধান্তগুলো কেন নেয়া হয়নি তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। এখানে বাইরের কোনো বিচারক থাকেন না যার কাছে মতবিরোধগুলো উপস্থাপন করা যায় অথবা যিনি মতবিরোধের ক্ষেত্রে সালিশকারীর ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাই, ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)'র মতো সংস্থাকে অনেক বেশি চাপ নিতে হয়। তারা নিঃসন্দেহে তা করছে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে তাদের রিপোর্টগুলো ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, সমালোচনা হয়তো কখনোই বাইরের সন্দেহবাদীদের সন্ত্রস্ত করবে না যে আইপিসিসি পরিচালিত অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য একটি ছোট ও ঘরোয়া গোষ্ঠীর নিজস্ব ঐকমত্য।

তৃতীয়ত, মানবিক বিচার বৃদ্ধি যখন ব্যর্থ হয় তখন প্রকৃতি আর মোটেও সময়মতো একটি সংশোধনমূলক

ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে না। অংশত: এর কারণ হচ্ছে যে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মানব সমাজ নীতিগত দিক থেকে আমাদের প্রত্যাশার অনেকগুলো দিক বিবেচনায় একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থায় সরে আসে। যেমন, পরিবেশগত হুমকি যতক্ষণ না দেখা যায় অথবা সুরক্ষা পদক্ষেপ নেয়ার আগেই লোকজন যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তা পরিলক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকা এখন আর মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন ব্যাপক জীবননাশ, বৈহিসাবী সম্পত্তি নাশ, মহামারী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানব সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার হুমকি মোকাবেলায় মাশুল দিতে হবে অনেক বেশি। পরিবেশগত নীতি একটি প্রতিক্রিয়াশীল প্রয়াস থেকে একটি সুরক্ষামূলক ব্যবস্থায় রূপ নিয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা অরণ্যে রোদন করছেন কি না, তা যাচাই করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। তাঁদের দেয়া পূর্বাভাস সঠিক কি না এবং জনগণের সম্পদ সুরক্ষায় সর্বাধিক চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতার সঙ্গে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে কি না, তা বিচার করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

আমরা যদি বিজ্ঞানের নিজস্ব নীতি বা প্রকৃতির কল্যাণময় বিধির ওপর নির্ভর করতে না পারি, তাহলে আমরা কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো জরুরি বৈশ্বিক সমস্যার ব্যাপারে জ্ঞানের সমন্বয় নিশ্চিত করতে পারবো? সর্বাধিক প্রতিশ্রুতিশীল উপায় হচ্ছে জবাবদিহিতার বলয়টিকে সম্প্রসারিত করা, যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিচার নিজের অবস্থান প্রমাণ করবে। যুক্তিভিত্তিক সমালোচনা এবং তথ্য নির্ভর দেয়া-নেয়ার জন্য পদ্ধতিগত সুযোগ সহ ক্ষতিকর তথ্য প্রকাশের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি কেবল বিদ্বৈষম্যসূত ফাঁস কার্যে সহায়ক হতে পারে।

জাতীয় আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সরকারকে পরামর্শদানকারী বিজ্ঞানীদের প্রশ্ন করার ক্ষমতা দিয়ে অনেক কৌশল প্রণয়ন করেছে; যেমন, শুনানি, আলোচনা, তথ্যের স্বাধীনতা, প্রাপ্ত তথ্যের বিপক্ষে অবস্থান নেয়া ও ব্যাখ্যা দাবি করা এবং এমনকি তথ্যের অপব্যবহারের জন্য মামলা করা। এসব প্রক্রিয়া কোনো একক সত্য প্রতিষ্ঠা অথবা সকল মতানৈক্য নির্মূল করতে চায় না। বরং এগুলো নিশ্চিত করে যে বিশেষজ্ঞরা সং এবং তারা সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার দিকগুলো ভালোভাবে উপস্থাপন করেছে। তারা প্রকৃতির পাঠে কারিগরি দিক থেকে দক্ষ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে সৃষ্ট প্রশাসনিক প্রক্রিয়া হচ্ছে দ্বিমুখী পথ যার মাধ্যমে জনগণ তাদের তথ্য ও বিশ্লেষণ ক্ষমতাসীনদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। এ বিষয়টি অবগত হয়ে যে গ্রহণযোগ্য যুক্তিগুলো অবশ্যই তারা শুনবে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে জবাব দেবে।^৩

এদিকে এখনও পর্যন্ত এই ধরনের কৌশল খুবই কম বা বৈশ্বিক পর্যায়ে নেই বললেই চলে যদিও এগুলোর প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি জটিল বিষয়, যদি তা থেকে থাকে। আইপিসিসি'র মতো সংস্থাগুলোকে প্রকাশ্যে তাদের বিচার বিবেচনাগুলোকে পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়ার জন্য কেবল বিষয়গত নয় বরং প্রক্রিয়া সম্পর্কেও নানা পদ্ধতি খুঁজে বের করতে বা উদ্ভাবন করতে হবে। অতি সম্প্রতি আইপিসিসি'র ব্যাপক মূল্যায়ন ও ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট এ্যাঞ্জেলিয়ার ঘটনা ব্যক্তি পর্যায়ে বিজ্ঞানীদের জালিয়াতি করার ও সততার অভাব থাকার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে, তারা নিবিড় পর্যালোচনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় উপাত্তের উৎস প্রকাশ্যে আরো সক্রিয় ও নিয়মিত হওয়া, স্বচ্ছতার একটি দৃঢ় সংস্কৃতি বজায় রাখা এবং জনগণের মন্তব্যে সাড়া দেয়ার সামর্থ্য বৃদ্ধি করার মতো প্রক্রিয়ার ব্যাপারে আরো বেশি মনোযোগ দেয়ার দাবিটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।^৪ এসব সুপারিশ জলবায়ু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার দাবি পূরণে দ্বিমুখী হলেও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। বৈজ্ঞানিক নিবিড় পর্যালোচনা উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ হলেও জ্ঞান গড়ে তোলার সকল পর্যায়ে তথ্য সমৃদ্ধ নাগরিকদের অংশগ্রহণের বিকল্প হতে পারে না। ইতোমধ্যে প্রণীত খসড়া ঐকমত্যের দলিলের কারিগরি পর্যালোচনার পর্যায়ে যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সর্বোপরি, জলবায়ু বিজ্ঞানের সততা সত্যের চেয়ে বরং বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। এই বিশ্বাস যে সর্বোত্তম লোকজন বিদ্যমান সর্বোত্তম জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তাদের বিচার-বিবেচনার সর্বোত্তম প্রয়োগ ঘটচ্ছেন। কেবল জলবায়ু বিজ্ঞানীরা যদি বিশ্বের বিচারকদের সন্তুষ্ট করতে পারেন যে, তারা এসব পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন এবং এসবের ফল হ্যাকারদের ও ‘প্রত্যাখ্যানকারীদের’ বিচ্ছেদের উদ্দেশ্যে এবং যা পৃথিবীর শাসন ব্যবস্থার জন্য নির্ভরযোগ্য জ্ঞান বলে নিজেই প্রমাণ করে।

টিকা

১. শীলা জাসানোফ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির জন এফ কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট বিভাগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ফেরজেইমার অধ্যাপক।
২. উদাহরণ হিসেবে দেখুন, মাদারজোনস্ (যুক্তরাষ্ট্র), ‘মাস্ট ড্রেডিবল ক্লাইমেট স্কেপটিকস নট সো ড্রেডিবল আফটার অল’, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০, গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), ‘একসনমবিল কন্ট্রিবিউটিং টু ফান্ড ক্লাইমেট স্পেসিফিক গ্রুপস, রেকর্ডস শো’, ১ জুলাই ২০০৯; এবং দি নিউ ইয়র্কার (যুক্তরাষ্ট্র), ‘কাভার্ট অপারেশন্স’, ৩০ আগস্ট ২০১০।
৩. এই যুক্তিতর্কের আরো ব্যাপক বিস্তারিত জানতে দেখুন, শীলা জাসানোফ, দি ফিপথ ব্রাঞ্চ: সাইন্স অ্যাডভাইজারস এজ পলিসিমেকারস (ক্যামব্রিজ, এমএ: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০)।
৪. পূর্ব এংলিয়া, দেখুন যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্স, ‘দি ডিসক্লোসার অব ক্লাইমেট ডাটা ফ্রম দি ক্লাইমেটিক রিসার্চ ইউনিট এট দি ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট এংলিয়া’, অধিবেশনের অষ্টম প্রতিবেদন ২০০৯-১০, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটি, ৩১ মার্চ ২০১০; আইপিসিসির জন্য দেখুন নেদারল্যান্ডের পরিবেশ মূল্যায়ন সংস্থা, আইপিসিসি মূল্যায়নের পর্যালোচনা: ২০০৭ সালের প্রতিবেদনে প্রত্যাশিত আঞ্চলিক প্রভাব সম্পর্কিত বক্তব্য বিশ্লেষণ (দি হেগ: নেদারল্যান্ডস এনভায়রনমেন্টাল এসেসমেন্ট এজেন্সি, ২০১০) এবং ইন্টারএকাডেমী কাউন্সিল, ক্লাইমেট চেঞ্জ এসেসমেন্ট: রিভিউ অব দি প্রোসেসেস এন্ড প্রোসিডিউরস অব দি আইপিসিসি, গ্রাক-প্রকাশনা কপি (আমস্টারডাম: ইন্টারএকাডেমী কাউন্সিল, ৩০ আগস্ট ২০১০)।

জলবায়ু শাসন ব্যবস্থাকে জবাবদিহিমূলক করা

আন্তর্জাতিক পরিবেশগত শাসন ব্যবস্থা থেকে কি শিক্ষা লাভ করা যায় সে বিষয়ের ওপর আলোকপাত

সিটার এম. হাস

বহুপাক্ষিক পরিবেশগত শাসন ব্যবস্থা নিয়ে ৩০ বছরের বেশি সময়ের অভিজ্ঞতার পর, এখন কার্যকর আন্তর্জাতিক পরিবেশগত শাসন ব্যবস্থা (আইইজি) গড়ে তোলার জন্য কিছু সাধারণ ধারণার মূল্যায়ন ও শিক্ষা নেয়া সম্ভব। আইইজি'র প্রকৃতি সম্পর্কে তিনটি ব্যাপকভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে।^২

প্রথমত, অনেকগুলো পক্ষ পরিবেশগত শাসন ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলো এখন আর মোটেও একক কোনো বৈধ কর্তৃত্ব নয়। এখন বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ, বিজ্ঞানীদের নেটওয়ার্ক এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে তাদের ভূমিকা ও আশা আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে মতবিনিময় করে।^৩

দ্বিতীয়ত, পরিবেশগত শাসন ব্যবস্থায় বেশ কিছু অতি প্রয়োজনীয় উপাদান থাকা জরুরি। এগুলো এজেন্ডা নির্ধারণ, আলোচনার মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন এবং প্রয়োগ/মেনে চলার মতো বিশ্লেষণমূলক নানা ধরনে বিভক্ত।

তৃতীয়ত, ব্যবহার উপযোগী তথ্য পরিবেশগত শাসন ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তথ্য সংক্রান্ত অধিকাংশ গবেষণায় এজেন্ডা নির্ধারণের ওপর বেশি জোর দেয়া হলেও, ব্যবহার উপযোগী তথ্য হচ্ছে এই তিনটি বিষয়ে দৃঢ় বিধি প্রণয়ন এবং মেনে চলা/প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

তথ্য ও সামাজিক শিক্ষালাভ/এজেন্ডা নির্ধারণ

অনেক রাজনীতিবিদ, নীতি নির্ধারক ও বেসরকারি খাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ তাদের কর্মকাণ্ডের পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞ এবং এসব পরিবেশগত হুমকি প্রশমন (বা অভিযোজনের জন্য) সর্বোত্তম নীতি সম্পর্কেও সম্পূর্ণ জ্ঞাত নন।

বিশেষ কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে যেমন বায়ুমণ্ডলের স্তরে ওজোন সমস্যা মোকাবেলা, ইউরোপে এসিড বৃষ্টি ও ভূমিভিত্তিক উৎস থেকে সমুদ্রে দূষণ সম্পর্কিত ব্যবহার উপযোগী তথ্য থেকে সামাজিক জ্ঞান লাভ হয়েছে। নেতৃবৃন্দ ও সরকারগুলো স্বীকার করেছে যে তাদের প্রচলিত বৈদেশিক নীতির লক্ষ্যসমূহ তাদের ভূখণ্ডগত সীমার বাইরে পরিবেশের অবনতির ফলে দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। তারা এখন বৈশ্বিক পরিবেশগত অবনতির ফলে সৃষ্ট অভিন্ন ক্ষতির ফলে জাতীয় কল্যাণের উপায় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে তারা প্রতিবেশের সমন্বয় জোরদার এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় লক্ষ্যসমূহ হালনাগাদ করেছে।

তথ্য ও আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা

অন্যান্য গোষ্ঠী কি ধরনের সিদ্ধান্ত বা নীতি গ্রহণ করেছে সে ব্যাপারেও অনেক গোষ্ঠী অন্ধকারে। তাই কৌশলগত আচরণের এসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আস্থা ছাড়া সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা কঠিন।

সরকারগুলো যদি বাধ্যবাধকতামূলক আইনি চুক্তিগুলোর বাস্তবায়ন করতে চায়, তাহলে অবশ্যই তাদের এই আস্থা থাকতে হবে যে এসব চুক্তি তাদের জন্য কল্যাণকর এবং অন্যরা তাদের এসব অঙ্গীকার অনুসরণ করতে পারে। তাই, প্রয়োগ উপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও আলোচনাকারীদের কাছে খুবই মূল্যবান। কেবল তাদের নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে ব্যাখ্যাই নয় বরং অন্যদের সম্ভাব্য আচরণ সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি আরো এগিয়ে দেয়।

তথ্য এবং মেনে চলা বা প্রয়োগ

কার্যকর শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রগুলোকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার বিষয়গুলোকে জাতীয় আইনে (কমপ্লায়েন্স) পরিণত করতে হয় এবং অভ্যন্তরীণ সমাজে এসব অঙ্গীকারের প্রয়োগ ঘটাতে হয়।

কার্বন পর্যায় পরবর্তী অর্থনীতিতে উত্তরণ ত্বরান্বিত করার জন্য দায়িত্বশীলদেরকে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনকারী দেশসমূহের বাজারের আচরণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে হয়। কারা সবুজ প্রকল্পে অর্থায়ন করছে? পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ও গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনহ্রাস প্রকল্পগুলো অঙ্গীকারের অনুরূপ সুফল দিচ্ছে কী? প্রযুক্তি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এই তথ্য মূল্যবান।

মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিভিন্ন গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিশ্চিত হয়েছে। বহুজাতিক কর্পোরেশন ও সুশীল সমাজের মধ্যে বিদ্যমান কাঠামোগত বৈরি সম্পর্ক একটি প্রেক্ষাপট স্থির করে দিয়েছে, যার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো ‘সুনাম ও দুর্নামের’ বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহিতার মুখোমুখি হয়। অন্যদিকে, পরিবেশবান্ধব প্রতিষ্ঠানগুলো স্বীকৃত এবং বাজারের সুবিধা ভোগ করে।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে উচ্চ পর্যায়ে অসততা ও দুর্নীতির ব্যাপারে ভোক্তাদের কাছ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া আসে। যখন কেবল বেসরকারি খাত নয় বরং সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতের মধ্যে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এসব বিষয়ে অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়।^৪

কোন বিষয় তথ্যকে ব্যবহারযোগ্য করে? গুণগত মান ও বৈধতা

একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে যে আইইজি’র ক্ষেত্রে বহুমুখী কার্য সমাধানের লক্ষ্যে তথ্য হতে হবে সঠিক, আইনসম্মত এবং সময়োচিত।^৫

কার্যকর এজেন্ডা নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য হতে হবে সত্যিকারের হুমকির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ফাঁকা হুমকির ক্ষেত্রে আগেভাগেই সাড়া দেয়া যাবে না।^৬ আইইজি’র ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোতে সাধারণত গবেষণার ক্ষেত্রে বহুজাতিক বৈজ্ঞানিক সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মনিটরিং নেটওয়ার্কের রিপোর্টিং জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে এটি হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেলের (আইপিসিসি) অভিমত।

আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ব্যবস্থার বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এই প্রসঙ্গে আইনসম্মত করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইনসম্মত করার বিষয়টি মূলত সামাজিক কর্তৃপক্ষের একটি কাজ যা তথ্য তৈরি ও বিতরণে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে: ‘বিশেষজ্ঞরা’ ব্যাপক অর্থে যে কোনো ধরনের

পৃষ্ঠপোষকতা থেকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন কিনা? জ্ঞানের ভিত্তি যার ওপর তাঁরা নির্ভর করেন তা স্বচ্ছ কি? এসব প্রশ্ন ইতোমধ্যে জলবায়ু নীতি নির্ধারণে একটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। অন্যান্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত জলবায়ু ব্যবস্থার শিক্ষা হচ্ছে যে তাদের সিদ্ধান্তগুলো জলবায়ু শাসন ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

টিকা

১. পিটার এম হাস ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস, আমহাস্টে-এর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক।
২. নোরিচিকা কেনি ও পিটার এম হাস (সম্পাদিত), এমার্জিং ফোর্সেস ইন এনভায়রনমেন্টাল গভর্নেন্স (টোকিও: ইউএনইউ প্রেস, ২০০৪); এডগার গ্রান্ডে ও লুইস ডব্লিউ পাউলি (সম্পাদিত), কমপ্লেক্স সবারেনিটি: রিকসটিটিউটিং পলিটিক্যাল অথোরিটি ইন দি টুয়েন্টি ফ্রাস্ট সেনচুরি (টরন্টো: ইউনিভার্সিটি অব টরন্টো প্রেস, ২০০৫); পিটার এম হাস (সম্পাদিত), ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল গভর্নেন্স, (অলডারশট: এ্যাশগেট, ২০০৮); পিটার এম হাস ও অন্যান্য (সম্পাদিত), কন্ট্রোভার্সিস ইন গ্লোবালাইজেশন (ওয়াশিংটন, ডিসি: সিকিউ প্রেস, ২০০৯)।
৩. ফ্রাঙ্ক বিয়েরমান ও বার্নার্ড সিবেনহুসা (সম্পাদিত), ম্যানেজারস অব গ্লোবাল চেঞ্জ (ক্যামব্রিজ, এমএ: এমআইটি প্রেস, ২০০৯); পিটার এম হাস, ‘ইন্ট্রাডাকশন: এপিসটমিক কমিউনিটিস এন্ড ইন্টারন্যাশনাল পলিসি কোঅর্ডিনেশন’, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, ভলিউম- ৪৬ (১৯৯২), পৃষ্ঠা- ১-৩৭।
৪. বেঞ্জামিন কাশোর ও অন্যান্য, ‘ক্যান নন-স্টেট গভর্নেন্স “র্যাচেট আপ” গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যাভার্স?’, রিভিউ অব ইউরোপীয়ান কমিউনিটি এন্ড ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ল, ভলিউম ১৬ (২০০৭) পৃষ্ঠা- ১৫৮-১৭২; বেঞ্জামিন কাশোর ও অন্যান্য, গভর্নিং থ্রু মার্কেটস: ফরেস্ট সার্টিফিকেশন এন্ড দি এমারজেন্স অব নন-স্টেট অথোরিটি (নিউ হ্যাভেন, সিটি: ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৪); সঞ্জিব কাগরাম, ‘পসিবেল ফিউচার আর্কিটেকচারস অব গ্লোবাল গভর্নেন্স’, গ্লোবাল গভর্নেন্স, ভলিউম ১২ (২০০৬), পৃষ্ঠা ৯৭-১১৭, গ্রামি আউলদ ও অন্যান্য, ‘দি নিউ করপোরেট রিসপোনসিবিলিটি’, এ্যানুয়েল রিভিউ অব এনভায়রনমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস, ভলিউম ৩৩ (২০০৬) পৃষ্ঠা ৪১৩-৪৩৫।
৫. ইউএন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনইপি), গ্লোবাল মেরিন এসেসমেন্ট: এ সার্ভে অব গ্লোবাল এন্ড রিজিওনাল মেরিন এনভায়রনমেন্টাল এসেসমেন্টস এন্ড রিলেটেড সায়েন্টিফিক অ্যাক্টিভিটিস (নাইরোবি: ইউএনইপি, ২০০৩); পিটার এম হাস, ‘হোয়েন ডাজ পাওয়ার লিসেন টু ট্রুথ? এ কম্‌ট্রাক্‌টিভিস্ট এপ্রোচ টু দি পলিসি প্রোসেস’, জার্নাল অব ইউরোপিয়ান পাবলিক পলিসি, ভলিউম ১১ (২০০৪), পৃষ্ঠা ৫৬৯-৫৯২।
৬. আইপিসিসির মত বিভিন্ন সংস্থা, মিলেনিয়াম ইকোসিস্টেম এ্যাসেসমেন্ট, ওজোন ট্রেডস প্যানেল, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফান্ড (জিইএফ) বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী উপদেষ্টা প্যানেল এবং সমন্বিত মূল্যায়ন মডেলিং সম্পর্কিত লং রেঞ্জ ট্রান্সবান্ডারি এয়ার পলিউশন (এলআরটিএপি) ওয়ার্কিং গ্রুপ। জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থা (আইএমওএসইবি)এর মাধ্যমে একটি জীব বৈচিত্র্য মূল্যায়ন প্যানেল চালু করার প্রচেষ্টা প্রক্রিয়াধীন। উত্তর সাগর ও বালটিক সাগর এবং গ্রুপ অব এক্সপার্টস অন সায়েন্টিফিক আসপেক্টস অব মেরিন এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন (জিইএসএএমপি)এর মাধ্যমে বিভিন্ন নৌ দূষণ ইস্যু ও কনভেনশন অন দ্য কনজারভেশন অব এ্যান্টার্কটিকা মেরিন লিভিং রিসোর্সেস (সিসিএএমএলআর) এর মাধ্যমে এ্যান্টার্কটিকার জন্য এডহক ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে।
৭. দেখুন শিলা জাসানফ, এই ভলিউমের ৩.১ অধ্যায়।

আরহুস কনভেনশন

একটি বিশেষ ও জবাবদিহিমূলক জলবায়ু ব্যবস্থার নীলনকশা?

মাইকেল স্ট্যানলী জোন্স^১

তথ্য লাভের সুবিধা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ এবং ন্যায় বিচার পাওয়ার সুবিধা জলবায়ু নীতিতে এই তিনটি বিষয়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। একটি ঐতিহাসিক আইনসঙ্গত চুক্তি কেবল এসব গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা কিভাবে বিস্তারিত করা যেতে পারে, সে বিষয়ে একটি আগ্রহ উদ্দীপক ও প্রগতিশীল রূপরেখাই প্রদান করে না, বরং এটি জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থার কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে।

ইউএন ইকোনমিক কমিশন ফর ইউরোপ (ইউএনইসিই) আরহুস কনভেনশন হিসেবে পরিচিত। এই কনভেনশন পরিবেশগত ন্যায্যতা ইউরোপীয় ও মধ্য এশীয় ৪৫টি দেশে প্রায়োগিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।^২ রিও নগরীতে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত রিও ঘোষণার ১০টি নীতিমালায় এই কনভেনশনের উৎস নিহিত রয়েছে।^৩ রিও নীতির বাস্তবায়নের একমাত্র বৈধ ব্যবস্থা এই কনভেনশনের অধীনে জনগণের অংশগ্রহণের বিধিবিধানের মধ্যে রয়েছে। যেমন, পরিবেশগত তথ্য লাভের সুবিধা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগাম ও চলমান প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পৃক্ততা, স্বচ্ছতা ও ব্যবহার উপযোগী প্রক্রিয়া, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনগণের মতামত নেয়ার বাধ্যবাধকতা, একটি সহায়ক অবকাঠামো এবং প্রয়োগ ও আবেদনের কার্যকর উপায়।

কনভেনশনে জনগণের তথ্য লাভের অধিকার এবং তথ্য আহরণ ও প্রকাশের বিষয়টিও বিবৃত করা হয়েছে। কনভেনশনের পল্যুটেন্ট রিলিজ এন্ড ট্রান্সফার রেজিস্টার্স^৪ সংক্রান্ত প্রটোকলের লক্ষ্য হচ্ছে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সমন্বিত দেশব্যাপী দূষণ নির্গমন ও নিবন্ধন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে জনগণের তথ্য লাভের সুযোগসুবিধা বাড়ানো। এতে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের প্রধান উৎসগুলো সম্পর্কে তথ্য আহরণের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে।

কনভেনশনের অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি জলবায়ু ন্যায় বিচার লাভের দাবিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়ক হতে পারে। এর জলবায়ু সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু প্রকল্পের জন্য পারমিট/লাইসেন্স প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত যেমন জ্বালানি, মানবাধিকার, পরিবহন, কৃষি ও শিল্প সংক্রান্ত জাতীয়, প্রাদেশিক বা স্থানীয় পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও নীতিমালা।

তবে, জলবায়ু সংশ্লিষ্ট সকল সিদ্ধান্ত এই কনভেনশনের আওতাধীন নয়। যেমন, আরহুস পক্ষগুলোর আওতাবহির্ভূত ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম প্রকল্পগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কনভেনশনের অধীনে বিবেচিত নাও হতে পারে। তবে, এই কনভেনশন গ্যাস নির্গমন বাণিজ্য, কার্বন করারোপ, ইকোলেবেলিং, নিরীক্ষা ও দায় প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ কারণে, কিছু পর্যবেক্ষক কনভেনশনের বিধি বিধানে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী সামঞ্জস্য আনার জন্য সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছে।^৫

এসব ইস্যুতে কিছু অগ্রগতি সত্ত্বেও অমীমাংসিত বিষয় হচ্ছে যে কনভেনশনটি এখনও আঞ্চলিক বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর ব্যাপারে মনোযোগী। তাই, জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একটি সত্যিকারের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।

এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, এই কনভেনশন পরিবেশগত শাসন ব্যবস্থায় প্রগতিশীল অংশগ্রহণ এবং তথ্য লাভের অধিকারের জন্য মান নির্ধারণ করেছে। তাই, এটি জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চুক্তির জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক যা নানা দিক থেকেই আরহুস পক্ষগুলো করতে পারেনি।^৬

টিকা

১. মাইকেল স্ট্যানলী-জোস্ফ জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) জন সংযোগ কর্মকর্তা। এই নিবন্ধে কেবল তার ব্যক্তিগত মতামত প্রতিফলিত হয়েছে।
২. ডেনমার্কের আরহাসে ১৯৯৮ সালের ২৫ জুন আরহাস সম্মেলন, যা পূর্বে ইউএন ইকোনমিক কমিশন ফর ইউরোপ (ইউএনইসিই) কনভেনশন অন একসেস টু ইনফোরমেশন, পাবলিক পার্টিসিপেশন ইন ডিসিশন-মেকিং এন্ড একসেস টু জাস্টিস ইন এনভায়রনমেন্টাল ম্যাটারস- গৃহীত হয় এবং ২০০১ সালের ৩০ অক্টোবর তা কার্যকর হয়। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সমন্বয় সংস্থা হিসেবে ইইউ সহ ৪৪টি পক্ষ এর আওতাধীন। সম্মেলনে স্বাক্ষরকারী দুটি পক্ষ চুক্তিকে সমর্থন করেনি।
৩. পরিবেশ ও উন্নয়নবিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন, রিও ডি জেনেরিও।
৪. কিয়েভ প্রটোকল অন পলিউট্যান্ট রিলিজ এন্ড ট্রান্সফার রেজিস্টার্স টু দ্য ইউএনইসিই আরহাস কনভেনশন ২০০৩ সালের ২৩মে গৃহীত হয় এবং ২০০৯ সালের ৮ অক্টোবর তা কার্যকর হয়। ২০টি দেশ ও ইউরোপীয় কমিউনিটি এটি অনুমোদন করে। এর অধীনে ২৬টি পার্টি রয়েছে।
৫. জার্জি জেভ্রোসকা (পোল্যান্ডের অপলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক এবং মিটিং অব দ্য পার্টিজ টু দি আরহাস কনভেনশনের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান) ২০০৮ সালের ১৩-১৪ নভেম্বর ডেনমার্কের আরহাস বিশ্ববিদ্যালয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে তথ্যের ভূমিকা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।
৬. দেখুন ডেনিয়েল আবরু, এই ভলিউমের ৩.৫ অনুচ্ছেদ।

সুশীল সমাজ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রক্রিয়া

অংশগ্রহণের বিষয়টিকে কিভাবে স্বচ্ছতার উপায় হিসেবে তুলনা করা যাবে?

গ্যারেথ সুইনী^৬

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশনের (ইউএনএফসিসিসি) সহায়ক প্রক্রিয়ায়^৭ জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে কিভাবে অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত চর্চায় পরিণত করা যায়? গভর্নিং বডির আকার, জনগণের স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা এবং সুশীল সমাজের অংশগ্রহণের প্রেক্ষিতে মানবাধিকার পরিস্থিতি একটি আগ্রহ উদ্দীপক তুলনা উপস্থাপন করে।

জনগণের অংশগ্রহণের নীতি জাতিসংঘ সনদের ৭১ ধারায় এবং অন্যান্য আন্তঃসরকার সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত ও বিধিমালায় যথাযথভাবে বিবৃত রয়েছে। জাতিসংঘ গঠিত হওয়ার পরপরই সাবেক জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন ৭১ ধারা প্রয়োগের জন্য উদ্যোগ নেয়।^৮ যুক্তি হচ্ছে, যে সংস্থার সিদ্ধান্তে ব্যক্তির জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেই সংস্থার উচিত ব্যক্তিবর্গের কথায় কান দেয়া। ২০০৬ সাল নাগাদ কমিশনের উত্তরসূরী জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল নানাভাবে বেসরকারি সংস্থাসমূহের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং তারা এখন বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের একটি পরিমাপক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আনুষ্ঠানিক সম্পৃক্ততার বিষয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল মনে করে যে, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এনজিওগুলো^৯ সকল পূর্ণাঙ্গ ও বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিতে পারে। এনজিওগুলো অধিবেশনের আগে তাদের অভিমত লিখিতভাবে পেশ করতে পারে, যা দাপ্তরিক নথিপত্রে বিবেচিত হয়। তারা কাউন্সিলের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সকল আলোচ্য বিষয়ে কথা বলতে পারে এবং নীতিগতভাবে তাদের সকল বিষয় ও দেশভিত্তিক ইস্যুতে বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়।^{১০} তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বিতর্কমূলক সংলাপকালে কাউন্সিল ও মানবাধিকার সংক্রান্ত হাই কমিশনারের নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের সামনে প্রশ্ন উত্থাপন ও মন্তব্য করতে পারে। এনজিও বিশেষজ্ঞরা আলোচনার বিষয়ভিত্তিক দিবসগুলোতে প্যানেলিস্ট হিসেবে বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন।

মানবাধিকার কাউন্সিলের আন্তঃসরকার ওয়ার্কিং গ্রুপের সংশ্লিষ্ট বৈঠকে, এনজিওগুলো সকল অধিবেশনে যোগ দিতে পারে এবং সাধারণত সকল ইস্যুতে তাদেরকে বক্তব্য দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। খসড়া কার্যপত্র সকলেই সংগ্রহ করতে পারেন। খসড়া প্রস্তাবসমূহের ব্যাপারে অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় (ইউএনএফসিসিসি ‘কন্সটাক্ট গ্রুপ’ বৈঠকের অনুরূপ), রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকরা উন্মুক্ত বা রুদ্ধদ্বার বৈঠকের আয়োজন করতে পারেন এবং উন্মুক্ত বৈঠকগুলোতে এনজিওগুলোকে বক্তব্য দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে, বৈঠকের মর্যাদা সম্পর্কে বুলেটিনের মাধ্যমে আগাম জানানো হয় এবং তাদের প্রবেশাধিকারের বিষয়টি যে কোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে। মানবাধিকার রক্ষা বা বাক্ স্বাধীনতা সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহের ব্যাপারে জনগণের অংশগ্রহণ করার মতো সংশ্লিষ্ট বিশেষ বৈঠকগুলো সবসময়ই উন্মুক্ত থাকে।

অন্যদিকে, ইউএনএফসিসিসি’র সহযোগী সংস্থাগুলোর এজেন্ডায় এনজিওগুলোর অংশগ্রহণের বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বিধান নেই। ইউএনএফসিসিসি’র খসড়া বিধিমালা অনুযায়ী, বৈঠকে বক্তব্য রাখার জন্য

এনজিওগুলোর অধিকার বৈঠকের প্রেসিডেন্ট বা চেয়ারের এখতিয়ারভুক্ত।^৬ সহযোগী সংস্থাগুলো যেমন দীর্ঘ মেয়াদী সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ সংক্রান্ত এডহক ওয়ার্কিং গ্রুপের চেয়ারপার্সন অনুসৃত রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক বৈঠকের শুরুতেই এনজিওগুলোর বক্তব্য দেয়ার সুযোগ প্রদান করেন। কিন্তু মূল আলোচনাকালে তাদেরকে এই ধরনের সুযোগ দেন না। অধিকাংশ আলোচনা অনুষ্ঠানকালেই আয়োজিত অনানুষ্ঠানিক বৈঠকগুলো সুশীল সমাজের জন্য বন্ধ রাখা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এনজিওগুলোর কাছে ‘কন্টাক্ট গ্রুপের’ বৈঠক উন্মুক্ত রাখার বিষয়টি সম্মেলন স্থলে উপস্থিত পর্যবেক্ষকদের কাছে নোটিশ পাঠিয়ে শেষ মুহূর্তে বদলে দেয়ার শর্ত বলবৎ থাকে এবং উন্মুক্ত বৈঠকগুলোতে এনজিওরা পর্যবেক্ষণ করতে পারলেও অংশগ্রহণ করতে পারে না।

তথ্য পাওয়ার ব্যাপারে, ইউএনএফসিসিসি ও জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল তাদের ওয়েব সাইটে সরাসরি অধিবেশন অনুষ্ঠান প্রচার করে এবং পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের ধারণকৃত আলোকচিত্র সংরক্ষণ করে রাখে।^৭ সংরক্ষণ করা চিত্রগুলো ভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিনামূল্যে থাকে যার ফলে যে কেউ তা দেখতে পারেন। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সচিবালয় অনলাইনে ‘এক্সট্রানেটের’ ব্যবস্থা করে তারিখ ও এজেন্ডা অনুযায়ী কাউন্সিলের সদস্যবর্গ ও পর্যবেক্ষকদের সকল বক্তৃতা এবং সকল জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলো ও বিভিন্ন এনজিওর বিবৃতি সংরক্ষণ করে থাকে।^৮ এক্সট্রানেট প্রতিদিন হালনাগাদ করা হয় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রকে জবাবদিহিতার মুখে রাখার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

ইউএনএফসিসিসি’র বিবৃতিগুলো সুবিন্যস্ত ও প্রকাশের কোনো ব্যবস্থা নেই। আপলোড করা এসব উচ্চ পর্যায়ের বিবৃতি অনুধাবনের জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে প্রায় তিন ঘন্টা ধরে পুরো ওয়েবকাস্ট দেখতে হবে এবং প্রয়োজনে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল সকল খসড়া প্রস্তাব, ভোটিং রেকর্ড, এবং অন্যান্য চূড়ান্ত দলিল এক্সট্রানেটে আপলোড করলেও, ইউএনএফসিসিসি’র ওয়েবসাইটে সাধারণত এই ধরনের তথ্য থাকে না। তাই এনজিও এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র এসব ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি তথ্য সমৃদ্ধ অবস্থান জানার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

উল্লেখ্য, ইউএনএফসিসিসি সচিবালয় ও জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল সচিবালয় উভয়ই এনজিওগুলোর জন্য সভাকক্ষ ও অফিস স্পেস এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য জায়গা দেয়। এদিকে, অতি সম্প্রতি ২০০৯^৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত কনফারেন্স অব পার্টিস সম্মেলনে এনজিওসমূহের প্রবেশ সংক্রান্ত সমস্যার বিবরণ নিয়ে ইউএনএফসিসিসি সম্পর্কে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। এ ব্যাপারে সাড়া দেয়ার জন্য, সম্পৃক্ততার বিষয়ে একটি সংস্কার শুরু করার সবচেয়ে যৌক্তিক স্থান হবে বন নগরীতে অন্তর্বর্তী সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়া এবং অন্ততঃপক্ষে এ কথা জানা একটি ইতিবাচক দিক হবে যে ইউএনএফসিসিসি সচিবালয় অংশগ্রহণ জোরদার করার লক্ষ্যে এখন নানা উপায় নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে।^{১০}

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইউএনএফসিসিসি প্রক্রিয়ার উন্নয়ন কিভাবে করা যাবে? ইউএনএফসিসিসি সচিবালয়ের দায়িত্ব হবে সরকারি নথিপত্রের তথ্য লাভ, ব্যক্তিগতভাবে প্রবেশগম্যতা ও অন্যান্য কৌশলগত বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যু তদারকি করা এবং তাৎক্ষণিকভাবে এগুলোর সমাধান করা। একটি শুভ সূচনার দিক হবে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের মতো জাতিসংঘের ব্যবস্থার অধীনে সমপর্যায়ের সচিবালয়গুলোর কার্যপদ্ধতি মূল্যায়নের জন্য কাজের নীতিমালা হিসেবে আরহুস কনভেনশনের বিধিমালার স্বীকৃতি প্রদান^{১১} ও মূল্যায়ন করতে হবে। পরবর্তীকালে উপরে উল্লিখিত উপায়ে সর্বোত্তম প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে অংশগ্রহণের প্রশ্রুতি ইউএনএফসিসিসিভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর ওপর বিশেষ করে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সহযোগী সংস্থার ওপর নির্ভর করে। একবার এসব বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হলে রীতি

বদলানোর জন্য একটি ঐকমত্যে পৌছা আরো বেশি কঠিন। তা সত্ত্বেও, সুশীল সমাজের একটি জোরদার ভূমিকার ফলে তাদের অঙ্গীকারের বিষয়গুলো পর্যালোচনার জন্য চলমান ‘বিয়ন্ড ২০১২’ আলোচনা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর জন্য একটি ভালো সুযোগ।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে এমন একটি পর্যায়ে পৌছাতে হবে, যেখানে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদলের অবস্থান ও দরকষাকষির কৌশল অনুধাবন ও অবহিত করা সম্ভব হয়, যা এই আলোচনাকারীরা উত্থাপনের চেষ্টা করছেন। সুশীল সমাজকেও এ ব্যাপারে পুরোপুরি অবহিত থাকতে হবে। সকলের জন্য কার্যকর একটি সম্মিলিত পদক্ষেপে একটি অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

টিকা

১. গ্যারেথ সুইনী বৈশ্বিক দুর্নীতি রিপোর্টের প্রধান সম্পাদক।
২. সম্মেলনের অধীনে এ্যাডহক ওয়ার্কিং গ্রুপ অন লং টার্ম কো-অপারেটিভ একশন (এডরিউজি-কেপি), কিয়োটো প্রটোকলের অধীনে এ্যাডহক ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ফারদার কমিটমেন্টস্ ফর এনেক্স ১ পার্টিজ (এডরিউজি-এলসিএ), সাবসিডিয়ারি বডি ফর সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনলজিক্যাল এডভাইজ (এসবিএসটিএ) ও সাবসিডিয়ারি বডি ফর ইমপ্লিমেন্টেশন (এসবিআই)এ ইউএনএফসিসিসি’র ‘সাবসিডিয়ারি প্রসেসেস’ টার্ম রেফার করা হয়। দেখুন <http://unfccc.int/2860.php>.
৩. উদাহরণস্বরূপ, ইসিওএসওসি প্রস্তাব ১৯৯৬/৩১ (১৯৬৮ সালের ২৩ মে ইসিওএসওসি প্রস্তাব ১২৯৬ (৪৪) এর সমৃদ্ধ রূপ), এ প্রস্তাবে জাতিসংঘ ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পরামর্শক সম্পর্কের বর্ণনা রয়েছে।
৪. এ/এইচআরসি/৫/১, সাত ও আট ধারা।
৫. উদাহরণস্বরূপ, সব ধরনের মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (আইটেম ৪) এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি ও সম্প্রসারণ পরিষদে উপস্থাপন করা প্রয়োজন (আইটেম ৫)।
৬. পক্ষগুলোর সম্মেলন প্রক্রিয়ার খসড়া বিধি ও এর ভর্তুকি কমিটি, ধারা ৭, এফসিসিসি/সিপি/১৯৯৬/২, ২২ মে ১৯৯৬।
৭. দেখুন <http://unfccc.int/press/multimedia/webcasts/items/2777.php> and <http://www.un.org/webcasts/unhrc/archive.asp>.
৮. মানবাধিকার পরিষদে প্রবেশের পাসওয়ার্ড ফরম www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/form.htm এ পাওয়া যাবে।
৯. উদাহরণ হিসেবে দেখুন, ‘এনজিও শাটডাউন এট কোপেনহেগেন ক্লাইমেট টকস’, <http://tckctck.org/stories/campaign-stories/ngo-shutdown-copenhagen-climate-talks>.
১০. দেখুন www.stakeholderforum.org/sf/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=77.
১১. উল্লেখ্য, ইউএনএফসিসিসি আরহাস সম্মেলনের কোন পক্ষ নয়। এখানে ভাল চর্চার মূলনীতিগুলোর ধারা সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে সেক্রেটারিয়েটটি বন্ধ করার কোন প্রয়োজন নেই।

অঙ্গীকার বাস্ফটবায়নের বিবরণ

জলবায়ু পরিবর্তন সূচকে শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক

ডানিয়েল আব্রাহাম

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সূচকগুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নীতির অন্যতম হাতিয়ার। যা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন বা প্রভাব লাঘব প্রয়াসের ক্ষেত্রে একটি দেশের বা রাষ্ট্রের সামর্থ্য, অঙ্গীকার ও সাফল্যের পরিমাপক। এই ধরনের সূচকগুলো থাকলে একটি দেশের প্রভাব লাঘব পদক্ষেপে মাপকাঠি ও অবস্থান নির্ধারণ, সাফল্য অর্জনের জন্য চাপ সৃষ্টি ও যাচাই করা সম্ভব হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে, অভিযোজনের দিক থেকে জলবায়ু সূচকগুলো ঝুঁকি, বিপন্নতা ও অভিযোজন চাপের চিত্র তুলে ধরতে সাহায্য করে। অভিযোজন পদক্ষেপের জন্য সহযোগিতার অগ্রাধিকার নির্ধারণে সহায়ক হয়।

এই ধরনের সকল সূচকেরই সত্যিকার অর্থে কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে হয়। তবে, একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে শাসন ব্যবস্থার ইস্যুগুলোও বিবেচনা করতে হয়। যেমন জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতি ও আইনের শাসনের নিয়ন্ত্রণ, খাত পর্যায়ে যাচাই ও তদারকির সামর্থ্য জোরদার করা। শাসন ব্যবস্থার বিষয়গুলো না থাকলে, সূচকগুলো ব্যাপক অর্থে বিপন্নতার বিষয়গুলো বিবৃত করতে ব্যর্থ হবে। অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নের সামর্থ্য বা উল্লিখিত সাফল্য যাচাই করার ব্যাপারে কোনো আস্থা তৈরি করতে পারবে না। এর ফলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যা পারস্পরিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয় আস্থার অবসান ঘটতে পারে। এমন অবস্থায় আন্তর্জাতিক জলবায়ু চুক্তির সার্বিক কার্যকারিতা ও দীর্ঘস্থায়িত্ব মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হবে।

জলবায়ু সূচকের ধারণা

জলবায়ু সূচকগুলো সাধারণত দু'টি ভাগে বিভক্ত: (১) যা সাফল্যের পরিমাপক এবং (২) যা সামর্থ্যের পরিমাপক। সাফল্য ভিত্তিক সূচকগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ধরনের। যা কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন ও জ্বালানির ব্যবহার সংক্রান্ত চলকগুলোর পরিমাপক। এসব সূচক প্রতিষ্ঠিত জলবায়ু লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে বিশেষ সুবিধাজনক।

অন্যদিকে, সামর্থ্যভিত্তিক সূচকগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে সাড়া দেয়ার জন্য সরকার বা অন্যান্য ব্যবস্থার সামর্থ্য পরিমাপ করে। এটি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গুণগত মান সংক্রান্ত চলক এবং শাসন ব্যবস্থার নিয়ামকগুলো বিবেচনা করে থাকে।

শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টিতে জলবায়ু সূচকগুলোর রূপরেখা

সাম্প্রতিককালের অভিযোজন সংক্রান্ত সূচকগুলোর মধ্যে রয়েছে শাসন ব্যবস্থা বা দুর্নীতির বিভিন্ন দিক, যেমন হেলিও ইন্টারন্যাশনালের এ্যাডাপটিভ ক্যাপাসিটি ইনডিকেটরস (সূচকে) রয়েছে একটি নাগরিক/শাসন ব্যবস্থার দিক।^২ আরো বিস্তৃতভাবে ম্যাপলক্রফটের জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি সূচকে^৩ রয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক পুঁজি সংক্রান্ত সূচক।

এ ছাড়াও, টিনড্যাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ রিসার্চ এবং ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টসহ কিছু খ্যাতিমান জলবায়ু গবেষণা কেন্দ্র প্রাতিষ্ঠানিক ও শাসন ব্যবস্থার দিক নিয়ে অভিযোজন সামর্থ্য বিষয়ক প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি অভিযোজন সূচক হচ্ছে জার্মানওয়াচের গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স^৪ এবং জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (ইউনেপ) পরিবেশগত ঝুঁকি সূচক^৫— এই দু'টি সূচকেই শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয় নেই।

প্রভাব লাঘব সংক্রান্ত অন্যান্য সূচক যেমন ইয়েল এ্যান্ড কলাম্বিয়ার পরিবেশগত সাফল্য সূচক^৬, এনভায়রনমেন্টাল ইন্ডিকেটরস অব দি ইউরোপীয়ান এনভায়রনমেন্ট এজেন্সি এবং এনভায়রনমেন্ট ইন্ডিকেটরস অব দি অরগানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি)^৭ শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে বরং সীমিত সাড়া দিয়েছে। একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হচ্ছে ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউটের (ডব্লিউআরআই) ক্লাইমেট এনালাইসিস ইন্ডিকেটরস টুল^৮। এতে একটি গড় শাসন ব্যবস্থা সূচক তুলে ধরা হয়েছে। ডব্লিউডব্লিউএফ-এর জিএইট ক্লাইমেট স্কোরকার্ডস^৯ তৈরির লক্ষ্য হচ্ছে শাসন ব্যবস্থা বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুর জন্য সূচক তৈরি না করেও জিএইট ভুক্ত দেশগুলোর 'জলবায়ু রাজনৈতিক ইচ্ছা' মূল্যায়ন করা।

সূচক নির্ধারণ সংক্রান্ত অধিকতর দু'টি জটিল ইস্যু হচ্ছে শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত চলকগুলো কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে এবং কোন কোন চলক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো জলবায়ু পরিমাপক শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রাথমিক উপাত্ত তৈরি করে না বরং বিদ্যমান শাসন ব্যবস্থা মেট্রিক্সের ওপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গভর্নেন্স ইন্ডিকেটরস^{১০} সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এতে বক্তব্য ও জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অবসান, সরকারের দক্ষতা, নিয়ন্ত্রণমূলক গুণাবলী, আইনের শাসন এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

জলবায়ু বিষয়	জলবায়ু সূচক	বিবরণ	শাসন ব্যবস্থার দিক
প্রভাব প্রশমন	ডব্লিউআরআই ক্লাইমেট এনালাইসিস ইন্ডিকেটরস টুল (সিএআইটি)	গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন এবং আর্থ-সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপকারী তথ্য ও বিশ্লেষণ হাতিয়ার।	সরাসরি: আর্থ-সামাজিক সূচকগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি সমন্বিত শাসন ব্যবস্থা সূচক।
	ডব্লিউডব্লিউএফ জিএইট ক্লাইমেট স্কোরকার্ডস	ভবিষ্যতের জন্য জ্বালানি ব্যবহার, গ্যাস নির্গমনের মাত্রা এবং নীতিমালার ভিত্তিতে জিএইট দেশগুলোর অবস্থান নির্ধারণ।	একটি দেশের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের মাত্রা মূল্যায়ন করলেও সরাসরি নয়।
	ইয়েল/কলাম্বিয়া এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স ইনডেক্স (ইপিআই)	মানুষের স্বাস্থ্য ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার শক্তির ওপর পরিবেশগত চাপ পর্যবেক্ষণ।	সরাসরি নয়।
অভিযোজন	ম্যাপলক্রফট ক্লাইমেট চেঞ্জ ভালুনেরাবিলিটি ইনডেক্স ২০০৯	আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয় সংক্রান্ত ছয়টি সূচক।	সরাসরি: প্রতিষ্ঠান, শাসন ব্যবস্থা ও সামাজিক পুঁজির ওপর গুরুত্ব প্রদানকারী সাতটি সূচক।
	ইউনেপ পরিবেশগত ঝুঁকি সূচক	৫০ টি 'চৌকস সূচক' যাতে রয়েছে পরিবেশগত ঝুঁকির মূল ইস্যুসমূহ। এতে একটি জলবায়ু পরিবর্তন উপ-সূচকও থাকবে।	সীমিত। বিদ্যমান পরিবেশগত চুক্তির সংখ্যা এবং সংঘাতের সংখ্যা পরিমাপক।
	জার্মানওয়াচ গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স	বিভিন্ন সূচক যা চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ায় মানবিক ও বস্তুগত প্রভাব পরিমাপক।	সরাসরি নয়।

সারণি ৩.১ নির্বাচিত জলবায়ু/পরিবেশগত সূচকগুলোতে শাসন ব্যবস্থার মাত্রা

অধিকতর সমন্বিত ও খাত সংশ্লিষ্ট জলবায়ু সূচকগুলোর প্রসঙ্গে

জলবায়ু প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজনের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি ধীরে ধীরে অধিক স্বীকৃতি লাভ করছে। যা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সূচকের অগ্রগতিতেও প্রতিফলিত হচ্ছে।

সামর্থ্য ও সাফল্যভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেল (আইপিসিসি) সম্প্রতি সাড়া প্রদান সামর্থ্য ধারণা প্রস্তাব করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক, যেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামো, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের বরাদ্দ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের গ্রহণযোগ্যতা ও সামর্থ্য।

ধারণাগত এই বিষয়টি এখনও পর্যন্ত সূচনালগ্নেই রয়ে গেছে। ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু স্পর্শকাতর খাতসমূহের বিভিন্ন পরিমাপক ইস্যুগুলোতে বিশেষ করে স্পর্শকাতর আরো জোরালো সূচক তৈরি করা দরকার। নীতি সংক্রান্ত ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সাফল্য অর্জন করার জন্য জলবায়ু সূচকগুলোর ক্ষেত্র বা কেন্দ্রবিন্দুর স্বাভাবিক, শাসন ব্যবস্থার বিষয়সমূহ এবং স্বচ্ছতার লক্ষ্যে বস্তুগত ও পদ্ধতিগত উভয় দিকে গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে।

টিকা

১. ডানিয়েল আফ্র বর্তমানে ডোমিনিকান রিপাবলিকে জাতিসংঘ শিশু তহবিলে কাজ করছেন, আগে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে কাজ করেছেন। এই নিবন্ধে কেবল তার ব্যক্তিগত মতামত প্রতিফলিত হয়েছে।
২. দেখুন www.helio-international.org/energywatch/indicators.cfm.
৩. দেখুন www.maplecroft.com/portfolio/climate_change/index_analysis/2010/ccvi_2010.
৪. সেভন হারমেলিং, গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০১০: হু ইজ মোস্ট ভ্যালনারেবল? ১৯৯০ সাল থেকে আবহাওয়া সংশ্লিষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ও কিভাবে কোপেনহেগেনকে প্রতিক্রিয়া জানানো প্রয়োজন, ব্রিফিং পেপার (বন: জার্মানওয়াচ, ২০০৯)।
৫. দেখুন www.vulnerabilityindex.net/EVI_Indicators.htm.
৬. ইয়াল সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল ল এন্ড পলিসি, 'এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স ইনডেক্স', <http://epi.yale.edu>.
৭. ওইসিডি, গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশসূচক (প্যারিস: ওইসিডি, ২০০৮)।
৮. ডব্লিউআরআই, সিএআইটি: ইন্ডিকেটর ফ্রেমওয়ার্ক পেপার (ওয়াশিংটন, ডিসি: ডব্লিউআরআই, ২০০৯)।
৯. ডব্লিউডব্লিউএফ ও অ্যালাইয়ান্স, জি৮ জলবায়ু স্কোর কার্ডস ২০০৯ (গ্লাভ, সুইজারল্যান্ড ও মিউনিখ: ডব্লিউডব্লিউএফ ও অ্যালাইয়ান্স, ২০০৯)।
১০. দেখুন info.worldbank.org/governance/wgi/index/asp.

ব্যক্তিগত অভিমত

জলবায়ু রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি?

এ্যাছনী গিডেন্স

আমি তাদের দলের কেউ নই যারা ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কোপেনহেগেন নগরীতে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনের ব্যর্থতায় হতাশ হয়েছেন। এটা ঠিক যে এতে কিছু জোরালো নেতিবাচক পরিণতি ঘটেছে। পুরো সম্মেলন আয়োজনকারী সংস্থা জাতিসংঘ এতে দুর্বল হয়েছে। বিভিন্ন দেশ ও দেশসমূহের ঞ্চপগুলোর মধ্যকার বিতর্কে এই ধারণাটি ক্ষুণ্ণ হয়েছে যে এই শতকে মানব সভ্যতা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির অন্যতম এই পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন বৈঠক থেকে প্রাপ্ত একমাত্র ফলাফল কোপেনহেগেন চুক্তি কেবল একটি পাতলা দলিল যা শুধুমাত্র কয়েকটি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এসব দেশকে অন্ততঃ একটি স্বৈচ্ছাধীন উপায়ে নিজেদেরকে অঙ্গীকারবদ্ধ করেছে।

তবে, বিপরীত অবস্থাও বিবেচনা করে দেখতে হবে। ধরুন, সম্মেলন সফল হয়েছে এবং এতে প্রতিনিধিত্বকারী ১৯২ টি দেশ একটি ব্যাপক ভিত্তিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। কার্বন নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যে আইনগত বাধ্যবাধকতাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও এই ধরনের বাধ্যবাধকতা কিয়োটো চুক্তির অধীনে উন্নত দেশগুলোর জন্য বিদ্যমান রয়েছে। এই রাষ্ট্রগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে তা স্বাক্ষর করলেও কমবেশি সেগুলো উপেক্ষিত রয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় কোনো কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না থাকার কারণে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে একই সারিতে নিয়ে আসার জন্য কোনো কিছুই করা যায়নি। ১৯৯৭ সালে কিয়োটো প্রটোকল চূড়ান্ত করা থেকে কার্যকর করা পর্যন্ত সময় লেগেছে সাত বছরের বেশি। কোপেনহেগেনে সম্মত কাঠামো হয়তো আরো বেশি বিস্তৃত হতে পারে এবং সে কারণে এটির প্রয়োগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে হয়তো আরো বেশি সময় লাগতে পারে।

বিপরীত দিকে, কোপেনহেগেন চুক্তি কি সংশ্লিষ্ট বিপুল কাজ নিয়ে একটি ব্যাপকভিত্তিক দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারবে? অবশ্যই তা করতে হবে। আমাদেরকে এখন তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই নিবন্ধ প্রকাশ হওয়ার সময়ের মধ্যে কানকুনে ষোড়শ কনফারেন্স অব পার্টিস (কপ ১৬) অনুষ্ঠিত হবে এবং এই সম্মেলন কিছু জবাব দিতে পারবে। তবে, দীর্ঘ মেয়াদে আমি ভাবতে চাই যে আমরা এই চুক্তিটিকে সম্ভাবনার একটি নতুন সূচনা হিসেবে দেখতে পারবো। নীতিগতভাবে এই চুক্তিতে অল্পসংখ্যক দেশের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার এবং কিভাবে তারা তা অর্জন করবে সেটি ঘোষণা করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এই ঞ্চপে প্রধান দূষণকারী দেশগুলো রয়েছে। এতে কোপেনহেগেনের সবচেয়ে মারাত্মক পদক্ষেপ হিসেবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো বৃহৎ উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে চীন, ভারত ও ব্রাজিল কার্বন হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে।

কোপেনহেগেন পরবর্তী পরিস্থিতি আরো সুস্পষ্ট করেছে যে আরো বেশি অগ্রগতির জন্য বেশ কিছু নতুন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পর্যায়ে এই ধরনের কিছু উদ্ভাবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে হবে। এই চুক্তি সম্ভলকের জোগান দিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক অগ্রগতি লাভের জন্য বেশ কিছু দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। কিছু দেশ বিপুল পরিমাণে কার্বন নির্গমন করছে এবং

তাদের উচিত নিয়মিত বৈঠকে বসা। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে একসঙ্গে কাজ করলেও লোকজন জি টু সম্পর্কে বিব্রত। এই দুটি দেশ বার্ষিক কার্বন নির্গমনের ৪০ শতাংশেরও বেশির জন্য দায়ী। সে বিপুল দূষণের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন রোধের সংগ্রামে এই সম্পর্ক বিবেচনায় আনা জরুরি। বন ধ্বংসের শিকার দেশগুলোর ক্ষেত্রেও এই বিধি প্রযোজ্য- তাই ব্রাজিল ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে সমর্থন করতে হবে। ব্যাপকভাবে অর্থ সহায়তা দিতে হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো সম্মিলিতভাবেই সবচেয়ে বড় দূষণ নির্গমনকারী বলেই একটি জি থ্রি থাকা দরকার। এই ইউ তাদের নেতৃত্বের সমস্যার কারণে কোপেনহেগেনে কোনঠাসা ছিল; তার পক্ষে তাহলে কে কথা বলবে? এই সম্মেলনে স্পষ্ট হয়েছে যে কেবল একজন ব্যক্তিকেই জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে এই ইউ গ্রুপের পক্ষে দরকষাকষি করার কর্তৃত্ব দিতে হবে। তিনি হতে পারেন নতুন হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্যাথি এ্যাশটন বা অন্য কোনো ব্যক্তি, যিনি হবেন এই কাজের জন্য বিশেষ ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। চুক্তিতে অঙ্গীকার করা হয়েছে যে ধনী রাষ্ট্রগুলো অর্থ সহায়তা দিয়ে বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল গড়বে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা দেয়ার জন্য। যাতে তারা গ্যাস নির্গমন হ্রাস করতে পারে বা জলবায়ু পরিবর্তনের পরিণতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়। সংশ্লিষ্ট এই তহবিলের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে একটি আন্তঃদেশীয় কর আরোপ করা, যা জি টুয়েন্টির ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। এই সংস্থাটি কয়েক বছর আগেও যে রকম আগ্রহী ছিল তা এখন আর লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যথাযথভাবে বিষয়টি স্থির করা সম্ভব হলে বরং আরো বেশি অর্থের সংস্থান করা যেতে পারে।

কোপেনহেগেন সম্মেলন ছিল আরো বেশি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। সেখানে ব্যয় সম্পর্কে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের পরিণতির বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে যদি কোন সুযোগ থাকে, তাহলে পারস্পরিক সুযোগসুবিধার ওপর গুরুত্ব দেয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত হবে। পরোপকারের আহ্বান জানানোর চেয়ে বরং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজের স্বার্থের বিষয়টিই সাধারণভাবে বেশি বলবান প্রণোদনামূলক শক্তি। অধিকাংশ দেশই এখন (সঠিক অর্থেই) ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমরা তাই সারা বিশ্বে যথাসম্ভব নবায়নযোগ্য জ্বালানি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন নীতির প্রয়োগ ঘটাতে পারি। জি টুয়েন্টি ছাড়াও বিশ্বব্যাংক এই ধরনের প্রক্রিয়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য যথাযথ সংস্থা হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে উদ্বেগের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে জাতিসংঘের ভূমিকা কি হবে? সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিও কোপেনহেগেনে উত্থাপিত হয়েছে। জাতিসংঘের দুর্বলতাগুলো সম্মেলনে পুরোপুরিভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থের ক্ষেত্রে বিভক্তি রয়েছে বলে বিভিন্ন ইস্যুতে পূর্ণ একমত্যের ভিত্তিতে কার্যপ্রক্রিয়া সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাই প্রকৃত পদক্ষেপগুলোর অধিকাংশই অন্যদিকে যাত্রা শুরু করেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিবেচনা করলে জাতিসংঘ অনেক দিক থেকেই অপরিহার্য। চুক্তি থেকে যাই আসুক না কেন, কানকুনের জন্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর পর্যবেক্ষণ ফেলে রাখা যায় না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের গ্যাস নির্গমন এবং তাদের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা দরকার। এই ধরনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপযুক্ত সংস্থা হচ্ছে জাতিসংঘ। কেননা, এই সংস্থার অংশগ্রহণ সর্বোত্তম নিরপেক্ষতার নিশ্চয়তা দেয়।

সবশেষে, কোপেনহেগেনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে জাতি রাষ্ট্রগুলোর পর্যায়ের নিচের কর্মতৎপরতা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আন্তর্জাতিক দরকষাকষিতে একটি আনুষ্ঠানিক ভূমিকা পালন করার জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সুযোগ দেয়ার সুফল পাওয়া যাবে। জাতি রাষ্ট্র পর্যায়ের নিচের বিভিন্ন গ্রুপের অংশগ্রহণ এবং তাদের মধ্যে আন্তঃদেশীয় সহযোগিতা বিশেষ করে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, নগরী ও স্থানীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে সহযোগিতাও সমানভাবে

গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে, কোপেনহেগেনের বিপর্যয় অপেক্ষাকৃত শান্ত সময়ের শ্রেষ্ঠিতে বিচার করা যায়। যেখানে একটি সক্রিয় জলবায়ু নীতি গ্রহণের ব্যাপারে কোনো ব্যাপকভিত্তিক অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। আমি মনে করি না যে, দীর্ঘ মেয়াদে এই অবস্থাটি কোপেনহেগেনের স্থায়ী ধারা বলে চিহ্নিত হবে। আমেরিকান লেখক হেনরী এ্যাডাম লিখেছেন, ‘বিশৃঙ্খলা অনেক সময় প্রাণ সঞ্চারণ করে, যখন শৃঙ্খলা অভ্যাস গঠন করে।’ এখানে তার একটি যুক্তি রয়েছে। আমার আশা এবং বিশ্বাস যে কোপেনহেগেনের অচলাবস্থা কেবল আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সৃষ্টিশীলতার বহিঃপ্রকাশ। এর পূর্ণ বিকাশ ঘটবে কানকুন সম্মেলনের পর।

টিকা

১. এ্যাডাম গিডেন্স, লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স এর সাবেক পরিচালক এবং যুক্তরাজ্যের হাউজ অব লর্ডসের সদস্য।

চতুর্থ অংশ

জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব প্রশমনে সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

বিশ্বে গ্রিনহাউজ গ্যাস (জিএইচজি) নিঃসরণ হ্রাসে জ্বালানি নীতি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ভোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সারা বিশ্বে জ্বালানি সক্ষমতার জন্য বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন, বাজারভিত্তিক বিভিন্ন পদ্ধতির বাস্তবায়ন ও স্বল্পমাত্রায় কার্বন নিঃসরণযোগ্য প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বিভিন্ন সমাধান খোঁজা হচ্ছে।

বিশ্বে জরুরি ভিত্তিতে জিএইচজি নিঃসরণের মাত্রা হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (আইইএ) বলেছে, বিশ্বে তা অব্যাহতভাবে ব্যাপক হারে বেড়েই চলেছে।^১ এই ধ্বংসাত্মক ধারার পরিবর্তন সম্ভব। তবে নিঃসরণ কমাতে নেয়া বিভিন্ন পদ্ধতি অবশ্যই সততার সঙ্গে নির্দেশিত ও বাস্তবায়িত হতে হবে। তাদের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সজাগ থাকতে হবে। লেখকরা প্রতিবেদনের চতুর্থ এই অংশে অনেক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেছেন। দুর্নীতির সুযোগ হ্রাস ও প্রশমন ব্যবস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এসব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

নিঃসরণের মাত্রা নিরূপণ, প্রতিবেদন ও যাচাই-বাছাইয়ের সঠিক পস্থা খুঁজে বের করা ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুরুতে টারযান ফ্রান্সেস গুরুত্ব আরোপ করেছেন, জিএইচজি নিঃসরণের গণনা ব্যবস্থা কিভাবে হ্রাসকরণ কৌশলসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান এবং নিঃসরণ হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ নির্ধারণে সহায়তা করে। তিনি উল্লেখ করেন, জিএইচজি গণনা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটলেও বিকৃতির সুযোগ ও রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দিতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গ্যাস নিঃসরণ বেড়ে যাওয়ায় এ ব্যাপারে ব্যাপক উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। উন্নত দেশগুলো ঐতিহাসিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। তারা নিঃসরণ হ্রাসে অঙ্গীকারবদ্ধ। অনেক উন্নত রাষ্ট্র এখন তাদের নিজস্ব হ্রাসকরণ কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। এসব পরিকল্পনার প্রতি উন্নত দেশের সমর্থন থাকলেও আস্থা এখনও অনেক কম। জুয়ান পাবলো ওসরনিও, ইংমার সুচুসাচার ও কেরিনা ডেসপোটো মনে করেন, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন হ্রাসকরণ কৌশলের সমন্বয় সাধনে সক্ষমতা, অঙ্গীকার ও দুর্নীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা প্রয়োজন। এ ধরনের চিন্তাচেতনা আগামী বছরগুলোর জন্য অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কারণ এখন উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশ শীর্ষ নিঃসরণকারী দেশের তালিকায় রয়েছে।

ব্যাপকভাবে কার্বন হ্রাসের একমাত্র কোনো উপায় নেই। এর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় জড়িত। কিয়োটো প্রটোকলে জিএইচজি'র মূল্য সাপ্তায়ী হ্রাসের বিভিন্ন উপায় তুলে ধরা হয়েছে। তবে এখানেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঝুঁকি রয়েছে। ল্যামবার্ট সেইডার তার গবেষণায় বলেন, কিয়োটো প্রটোকলের আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইমিশনস ট্রেডিং সিস্টেম (ইইউইটিএস) ও ক্লিন ডেভেলপমেন্ট ম্যাকানিজম (সিডিএম) গ্রহণ করা হয়েছে। জলবায়ুর পরিবর্তন হ্রাস ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য শক্তিশালী মাধ্যম হলেও অন্যান্য কার্বন বাজার স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য সংবেদনশীল হতে পারে। টিআই শ্লোভাকিয়ার ইসিলিয়া সিসাকোভো-বেভলাভা ও গ্যাবিয়েল সিপোস এবং টিআই হাঙ্গেরির গ্যাবর বারানাই সরকারি অনুদান ও নিঃসরণ ভাতা নিয়ে কেস স্টাডি করেছেন। এসব কেস স্টাডিতে উঠে এসেছে, স্বচ্ছভাবে কার্বন ঋণ অর্জনের

ব্যর্থতা কিভাবে জনগণের আস্থায় চিড় ধরিয়েছে। এরপর শ্রীলংকায় এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্টের (ইআইএস) বাস্তবায়নের ফলাফল নিরূপণে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়।

টমাস মারসেলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্বন বাজারের সাম্প্রতিক ইতিহাস চিহ্নিত করেছেন। তিনি কার্বন ক্রেডিটের গুণগত দিকের অব্যাহত ধারার উল্লেখ করেন। তিনি পরিবেশ ও সামাজিক অখণ্ডতা জোরদারের সুযোগসমূহও চিহ্নিত করেছেন। জারনট ওয়াগনার, নাথানিয়েল ও কিওহানে ও অ্যান্নি পেটসনক এরপর কার্বন বাজারের ভবিষ্যতের দিকে আলোকপাত করেন। তারা বলেন, শুরু থেকে সামগ্রিকভাবে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া গেলে সেক্টরাল ক্রেডিটিং সফল হবে।

এ অংশে এরপর বাজারের বদলে বেসরকারি খাতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জলবায়ুর পরিবর্তন বন্ধে হাতে নেয়া কর্মসূচি সফল হবে কি হবে না, তার ওপর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রভাব থাকে। স্বল্প নিঃসরণযোগ্য কার্বন অবকাঠামো ও প্রযুক্তির পরিবর্তন প্রভাব বিস্তারকারী বাজার বিশেষত: জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পের স্বার্থের জন্য হুমকিস্বরূপ।

কোম্পানিগুলো লাভজনক সুযোগ চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হলে যে ঝুঁকি বাড়বে তাহলো, তারা নিঃসরণ হ্রাসের অগ্রগতি মন্থর করতে অসম্মত প্রভাব বিস্তার করবে। ডেভিড লেভী দেখিয়েছেন, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেসরকারি খাত ও প্রত্যাশিত নীতির সহযোগিতায় কিভাবে ব্যবসা সংক্রান্ত উদ্ভাবনী মডেল আগামীতে স্বল্প মাত্রায় কার্বন নিঃসরণের ক্ষেত্রে শিল্পখাতকে ইতিবাচক ধারায় নিতে পারে।

তবে, চূড়ান্তভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে ব্যবসায়ীদের দায়বদ্ধতা আরো জোরালো হতে হবে। নিঃসরণের মাত্রা কমানো এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশমন উদ্যোগ, যা ব্যবসায়ীরা করতে পারে। সরকারি জলবায়ু পরিবর্তন নীতিতে কর্পোরেট সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে অব্যাহতভাবে প্রশমনের ফলাফলের রূপ প্রদানের গুরুত্বের কথা স্বীকার করে নিতে হবে। রায়ান সুচার্ড ওলরা এডিগার যুক্তি দেখিয়েছেন, জিএইচজি হ্রাসের কৌশলসমূহের সুযোগ ও কার্যকারিতার ওপর কর্পোরেট ডিসক্লোজারের সরাসরি প্রভাব রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভূমিকা রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের।

দুর্নীতি বিরোধী সম্প্রদায় গত কয়েক বছর ধরে কর্পোরেট রিপোর্টিংয়ের উন্নয়নে কোম্পানিগুলোর সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। ট্রান্সপারেন্সিয়া পোর কলম্বিয়া বেসরকারি ও সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানির কর্পোরেট শাসনের স্বচ্ছতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত একটি গবেষণার সারমর্মসহ এসব উদ্যোগের একটি উদাহরণ দিয়েছে।

এসব প্রচেষ্টা জ্বালানি সক্ষমতার মত জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। বিভিন্ন কোম্পানি তাদের উৎপাদিত পণ্য অত্যন্ত সততার সঙ্গে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে। এতে করে ভোক্তারা তাদের পছন্দমত পণ্য বাছাই করার সুযোগ পায়। আর এ প্রভাবটিও বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণের ওপর প্রভাব রাখে। ফ্রেড পিয়ার্স বলেন, জলবায়ু বান্ধব পণ্য ও সেবার পরিচয়ের ব্যাপারে ভোক্তাদের ভুল পথে পরিচালিত করার মনোভাব বেশ কিছু কোম্পানির রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, বিভিন্ন কোম্পানিকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে কিভাবে সরকার ও ভোক্তারা তাদের প্রচেষ্টা জোরদার করতে পারেন।

জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে কোম্পানিগুলোকে মানানসই করতে অবশ্যই সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও রূপান্তরিত সম্পদের চাহিদার ব্যাপক বিস্তারের মাধ্যমে আগামীতে স্বল্পমাত্রার কার্বন নিঃসরণে পদক্ষেপ নিতে হবে। স্বল্প-কার্বন প্রকল্পে অর্থায়নে বেসরকারি খাতের স্বার্থ ও সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরের সাফল্যের মত বিভিন্ন পদক্ষেপে জনগণের আস্থার জন্য রূপান্তর সরাসরি ফল বয়ে আনবে। আর

বিভিন্ন দেশের সরকার এই রূপান্তরের সহায়তায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়েছে। নাদেদা কোমেনডানটোভা ও অ্যাছুনি প্যাট উত্তর আফ্রিকার আমলতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির ধারণা বিভিন্ন নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের ব্যয় যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে, তার প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। টিআই স্পেনের একটি কেস স্টাডিতে দেখানো হয়েছে, ফিড-টন ট্যারিফের আকারে নবায়নযোগ্য সম্পদের জন্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা কিভাবে ব্যাপক দৃশ্যমান পদক্ষেপের অনুপস্থিতিতে প্রবঞ্চনার সুযোগ তৈরি করে।

সবুজ অর্থনীতি জোরদারের ফলে সৌর স্থাপনা বা হাইব্রিড যানবাহনে যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহৃত হয়, তার চাহিদা আরো বাড়বে। স্টিফেন ব্রিনগেজু ও রেইমুন্ড ব্লেইজউইচ দুর্বল শাসনের ক্ষেত্র বিরোধী বহু প্রাকৃতিক সম্পদের কথা তুলে ধরেছেন। ট্রান্সপারেন্সিয়া বলিভিয়া কিভাবে একটি দেশ জনগণের অংশগ্রহণ ও তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে রিজার্ভ জোরদারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য এনেছে, যা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

পরিশেষে, বৈশ্বিক গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও কিছু বিজ্ঞানী এখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ইচ্ছাকৃত বিকৃতির সম্ভাবনা যাচাই করা শুরু করেছেন। গ্রামি উড জিওইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংস্পর্শে গবেষণা ও সুশাসনের জবাবদিহিতার ঘাটতির কথা উল্লেখ করেন।

টিকা

১. ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি, এনার্জি টেকনোলজি পারস্পেকটিভস ২০১০: সিনারিওস এন্ড স্ট্রাটেজিস ২০৫০ (প্যারিস: আইইএ, ২০১০), পৃষ্ঠা ৫।

৪.১

খিনহাউজ গ্যাস পরিমাপ

নির্মল জলবায়ু ব্যবস্থার ভিত্তি

টারান ফ্রানসেন^১

বিভিন্ন নীতি গ্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের উদ্দেশ্য হলো খিনহাউজ গ্যাস (জিএইচজি) নিঃসরণ কমানো।^২ নিঃসরণ কোথা থেকে আসছে এবং এর জন্য দায়ী কে, সে সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করাও এসব নীতির লক্ষ্য। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন, পরিমাপন রূপরেখার মানোন্নয়ন, স্বচ্ছ রিপোর্টিং ব্যবস্থা ও ব্যাপক নিরীক্ষণ কার্যকর জলবায়ু ব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

কার্বন সম্পর্কে অসাবধানতাবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য উপস্থাপনের ফলাফল পরিবেশ, সম্প্রদায় ও বাজারের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। কার্বন বাজারের সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যের প্রভাব তো রয়েছেই। এগুলো জিএইচজি পরিমাপের ক্ষেত্রে আরো জটিলতা তৈরি করে এবং ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

জিএইচজি পরিমাপের অনেক লক্ষ্য থাকার কারণে বিভিন্ন পরিমাপ কৌশল গ্রহণ করা হয়। (কণিকা ৪.১ দেখুন)।

অংশগ্রহণকারীরা নিঃসরণ হ্রাসে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে কিনা, তা অনুধাবনে কিয়োটো প্রটোকল জাতীয় জিএইচজি উদ্ভাবকদের ওপর নির্ভর করে। কার্বন বাজার বিপুল পরিমাণ নিঃসরণ হ্রাস নিশ্চিত করতে গুণগত পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। কর্পোরেট নির্বাহী ও বিনিয়োগকারীরা নিঃসরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর্থিক বা মুনাফাও ঝুঁকির সম্ভাবনা মূল্যায়নে কর্পোরেট জিএইচজি উদ্ভাবকদের ওপর নির্ভর করে। পরিশেষে, ভোক্তাদের কার্বন ফুটপ্রিন্টের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পণ্যের মধ্যে তাদের পছন্দসই পণ্য বাছাইয়ের অব্যাহত সুযোগ থাকে।

গত দশকে জিএইচজি পরিমাপ ও নিঃসরণ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিঃসরণ উৎস সম্পর্কে এখনও বিশ্বাসযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তাছাড়া জিএইচজি পরিমাপের কিছু ক্ষেত্রে নিয়মনীতির অনুপস্থিতি নিশ্চিতভাবে পরিমাপ ও রিপোর্টিং ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কারণ, বৈশ্বিক অর্থনীতির বিভিন্ন পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ ও ভিন্নতার ফলাফল কার্বন নিঃসরণের দায়ী। সমন্বিত জিএইচজি সম্পর্কিত তথ্যের সহজলভ্যতার জন্য প্রয়োজন সময়, অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ও সামর্থ্য গঠন।

কণিকা ৪.১ জিএইচজি পরিমাপ রূপরেখার প্রকৃতি

জাতীয়:

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক সম্মেলন (ইউএনএফসিসিসি)^৩র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের নির্দেশিত জাতীয় জিএইচজি উদ্ভাবকরা একটি দেশে মানুষের কারণে সৃষ্ট নিঃসরণ ও অপসারণের তথ্য নথিভুক্ত করতে আগ্রহী। উদ্ভাবনমূলক রিপোর্টিংয়ের জন্য প্রয়োজন ইউএনএফসিসিসি^৩র কনফারেন্স অব দ্য পার্টিসের (সিওপি) সিদ্ধান্ত ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আশ্বিনসরকার প্যানেল কর্তৃক বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রণয়ন।^৪ কিয়োটো প্রটোকলে পরিমাপ সম্পর্কিত আরো কিছু আইন রয়েছে।^৫ এছাড়া রাজ্য,

প্রদেশ ও নগরীর মত সাব ন্যাশনাল ব্যবস্থাও জিএইচজি উৎপন্ন করে।

কর্পোরেট:

কর্পোরেট জিএইচজি ইনভেনটোরির মধ্যে রিপোর্টিং কোম্পানির মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত উৎস থেকে একটি কোম্পানির সরাসরি নিঃসরণ ও রিপোর্টিং কোম্পানির মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রিত নয় এমন উৎস ও ক্রয়কৃত বিদ্যুতের পরোক্ষ নিঃসরণ অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন কোম্পানি নিঃসরণ হ্রাস ও নিঃসরণ সম্পর্কিত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করার ঝুঁকি ও সুযোগ চিহ্নিত করতে নানা ইনভেনটোরি ব্যবহার করে। নানা স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে জিএইচজি প্রটোকল কর্পোরেট স্ট্যান্ডার্ড ও আইএসও ১৪০৬৪-১ রয়েছে।

সহজসাধ্যতা:

একটি নির্দিষ্ট শিল্প থেকে নিঃসরণসহ ফ্যাসিলিটি লেভেল নির্ণয় করা হয়। কর্পোরেট জিএইচজি বস্তুর কম্পোনেন্ট বা বাধ্যতামূলক রিপোর্টিং ব্যবস্থার সঙ্গে মানানসই পদক্ষেপের মাধ্যমে ফ্যাসিলিটি লেভেল ডেটা সংগ্রহ করা হয়।

প্রকল্প:

প্রজেক্ট-লেভেল একাউন্টিং ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম)-এর মত ক্রিয়াশীল কার্বন বাজার ও অন্যান্য বাজারে বিভিন্ন প্রকল্পের সুনাম অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনের মধ্যে প্রকল্প পরিমাপের জন্য জিএইচজি প্রটোকল, আইএসও ১৪০৬৪-২, ভলান্টারি কার্বন স্ট্যান্ডার্ড ও বিভিন্ন বাজারে ব্যবহৃত নানা পদ্ধতি রয়েছে। এসবের মধ্যে সিডিএম সবচেয়ে জনপ্রিয়।

পথ্য:

একটি নির্দিষ্ট পথ্য বা সেবার মাধ্যমে নিঃসরণের প্রকৃতি নিরূপণ করা যায়। জিএইচজি প্রটোকল ও আইএমও উভয়ে আন্তর্জাতিক মানোন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। কার্বন ট্রাস্ট (সিটি) যুক্তরাজ্যে প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল পরিমাপের জন্য একটি মানদণ্ড (পিএএস-২০৫০) নির্ধারণ করেছে।

জিএইচজি পরিমাপ অবকাঠামোর সবল ও দুর্বল দিক

গত দশকে জিএইচজি পরিমাপের পাঁচটি পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। এসব পদ্ধতি জিএইচজি নিঃসরণ বা হ্রাসের 'সঠিক ও যথার্থ' তথ্য দিয়ে সহায়ক। এগুলো হলো—

- পরিমাপ নীতিমালা
- পরিমাপ কাঠামো
- পরিমাপ নির্ধারণ পদ্ধতি
- প্রতিবেদন প্রণয়নের পদ্ধতি
- গুণগত মানের নিশ্চয়তা ও যাচাই বাছাইকরণ

প্রত্যেকটি উপাদান জিএইচজি সম্পর্কে ব্যাপক ও স্বচ্ছ তথ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রেখেছে। তবে প্রত্যেকের ত্রুটিবিচ্যুতি বা ব্যর্থতা রয়েছে।

পরিমাপ নীতিমালা

জাতীয় জিএইচজি পরিসংখ্যানপত্র প্রকাশে নির্দেশনার জন্য ইউএনএফসিসিসি প্রাথমিকভাবে যথার্থতা,

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: জলবায়ু পরিবর্তন

সাদৃশ্য, সম্পূর্ণতা, সঙ্গতিপূর্ণতা ও স্বচ্ছতার মূলনীতি ব্যবহার করেছিল। কর্পোরেট বা প্রকল্প পর্যায়ে জিএইচজি মাত্রা পরিমাপের অন্যান্য কৌশলের জন্য এগুলোর সংশোধন করা হয়েছে।

জিএইচজি পরিমাপের মূলনীতি একটি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির ওপর মানদণ্ড প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীকে সহায়তা করে। কিছু ক্ষেত্রে এসব মূলনীতির মধ্যে মৌলিক ট্রেড-অফস বিদ্যমান। জিএইচজি পরিমাপের মূলনীতির প্রয়োগ বিজ্ঞানের তুলনায় চারুকলার (আর্ট) চেয়েও বেশি কিছু এবং উন্নত পরিমাপ কাঠামো ও পরিমাণ নির্ধারণ পদ্ধতির অর্থ হল যে প্র্যাকটিশনারকে মূলনীতি ব্যাখ্যার ওপর কম গুরুত্ব দিলেও চলবে।

মূলনীতি/সংজ্ঞা	জাতীয়	কর্পোরেট	প্রকল্প
যথার্থতা: জিএইচজি নিঃসরণ সিস্টেমেটিক্যালি কম বা বেশি তার সংখ্যাগত হিসেব নেই এটা নিশ্চিত; হ্রাস অনিশ্চিত, যথাসম্ভব প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল	✓	✓	✓
সাদৃশ্য: সর্বসম্মত পদ্ধতি ও ফরম্যাটের ভিত্তিতে বিভিন্ন রিপোর্টিং পক্ষের মধ্যে সাদৃশ্য নিরূপণ	✓		
সম্পূর্ণতা: ইনভেন্টরি বাউন্ডারি মধ্যে সব উৎস, সিংকস ও গ্যাসের পরিমাপ; সব সংশ্লিষ্ট তথ্য বিবেচনায় নেয়া	✓	✓	✓
রক্ষণশীলতা: যখন চরম অনিশ্চয়তা তখন রক্ষণশীল ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ ও পদ্ধতি ব্যবহার করা; জিএইচজি হ্রাসের মাত্রাতিরিক্ত পরিমাপ থেকে বিরত থাকা			✓
সঙ্গতি: সময়ের ভিত্তিতে নিঃসরণ পরিমাপের অর্থবহ তুলনায় অনুমোদন	✓	✓	✓
প্রাসঙ্গিকতা: তথ্যের ব্যবহারের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক উপাত্ত, পদ্ধতি ও ধারণার ব্যবহার এবং বাইরের অংশীদারসহ ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয়তা সংরক্ষণ করা		✓	✓
স্বচ্ছতা: পূর্বধারণা ও পদ্ধতির প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করা; যে কোনো ব্যতিক্রম প্রকাশ ও বিবেচনা	✓	✓	✓

সোর্সেস: ডব্লিউআরআই এন্ড বিজনেস কাউন্সিল ফর সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট (ডব্লিউবিসিএসডি), দি গ্রীনহাউজ গ্যাস প্রটোকল: এ করপরেট একাউন্টিং এন্ড রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (রিভাইজড এডিশন) (ওয়াশিংটন, ডিসি: ডব্লিউআরআই/ডব্লিউবিসিএসডি, ২০০৪); ডব্লিউআরআই এন্ড ডব্লিউবিসিএসডি, দি গ্রীনহাউজ গ্যাস প্রটোকল: দি জিএইচজি প্রটোকল ফর প্রজেক্ট একাউন্টিং (ওয়াশিংটন, ডিসি: ডব্লিউআরআই/ডব্লিউবিসিএসডি, ২০০৫); ইউএনএফসিসিসি, 'আপটেটেড ইউএনএফসিসিসি রিপোর্টিং গাইডলাইনস অন অ্যানুয়াল ইনভেন্টোরিস ফলোয়িং ইনকর্পোরেশন অফ দি প্রভিশনস অফ ডিসিশনস ১৪/সিপি. ১১', ডকুমেন্ট এফসিসিসি/এসবিএসটিএ/২০০৬/৯ (নিউইয়র্ক: ইউএনএফসিসিসি, ২০০৬)।

সারণি ৪.১ গ্রীনহাউজ গ্যাস পরিমাপ নীতিমালা

পরিমাপ কাঠামো

পরিমাপ কাঠামো জিএইচজি পরিমাপ নির্ধারণের ব্যাপারে অভিনু প্রত্যাশা তৈরি করে এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্নিত করার কাজ সহজ করে দেয়। তারা পরিমাপের ক্ষেত্রে কি কি উৎস অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা উল্লেখ করে এবং নিঃসরণ উৎস বা হ্রাসের কোনটিকে গণনা করতে হবে তা অনুধাবনে সহায়তা করে।

জিএইচজি পরিমাপে হেরফের ঘটানোর সুযোগ সীমিত করতে নির্দিষ্ট কিছু উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া আরো কিছু বিষয় আছে। সেগুলো নিম্নরূপ-

- * ইনভেনটোরি বাউন্ডারি সকল জিএইচজি উৎস প্রতিষ্ঠা করে। এসব উৎসের পরিমাপ করতে হবে। বিভিন্ন পরিমাপের সাদৃশ্য অনুধাবন ব্যাপকভাবে স্ট্যান্ডার্ড আইনের ওপর নির্ভরশীল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিঃসরণ চিহ্নিত করা হয়। পরিমাপ কাঠামো একটি দেশ বা কোম্পানিকে প্রতিবেদন বছরের তুলনায় অথবা বছরের ভিত্তিতে বিভিন্ন উৎস প্রতিবেদন বছর থেকে বাদ দিয়ে একটি ভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সাধারণভাবে 'হ্রাসের' দাবি অনুমোদন করে না।
- * ভিত্তি বছর থেকে নিয়মিত নিঃসরণের মাত্রা চিহ্নিত করতে হবে। পরিমাপ রূপরেখা সাধারণত প্রতিবেদন বছরকে বিবেচনায় নিয়ে ভিত্তি বছর বা প্রতিবেদন বছর থেকে ভিত্তি বছরের বিভিন্ন উৎস বাদ দিয়ে কেবলমাত্র একটি পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো একটি কোম্পানি বা দেশকে 'হ্রাসের' দাবি অনুমোদন করবে না।
- * নিঃসরণ হ্রাস প্রকল্পকে মূল রূপরেখার বিরোধী বলে মনে করা হয়। ভিত্তি লাইন রূপরেখা হ্রাসকরণ কৌশল ব্যতিরেকে নিঃসরণের পর্যায় নির্ধারণ করে। মূল রূপরেখা চিহ্নিতকরণ বিষয়টি নিঃসরণ হ্রাস প্রকল্পের অধীনে নিঃসরণ ঘটছে কিনা তা অনুধাবনে পূর্ব-আনুমানিক বিবেচনা ও সত্যতা থেকে ভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত।

পরিমাপ রূপরেখা বিভিন্ন রক্ষাকবচ সরবরাহ করা সত্ত্বেও দু'টি বড় ধরনের পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমত, বেশ কিছু পরিস্থিতির জন্য সেগুলোকে যথাযথভাবে উন্নত বা গুণগত মানসম্পন্ন করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিভিন্ন নীতি ও বিনিয়োগের ফলে জিএইচজি'র প্রভাব নিরূপণে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সরকার এখন পর্যন্ত কোনো গুণগত কৌশল প্রয়োগ করেনি।^৬ যদিও কিছু ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান এর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। এছাড়া একটি কোম্পানির জিএইচজি ও দায়বদ্ধতার ভারসাম্য আনার ক্ষেত্রে সর্বসম্মত একটি রূপরেখাও তাদের কাছে নেই। একটি কোম্পানি একটি উৎস থেকে নিঃসরণ কমাতে পারে এবং নিঃসরণের পরিমাপ করতে পারে। এটি প্রাথমিকভাবে স্বেচ্ছাসেবামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি কর্পোরেট পরিমাপকে প্রভাবিত করে।^৭ এ সমস্যা মোকাবেলায় নতুন গাইডলাইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। জাতীয় জিএইচজি পরিমাপের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা দিতে পারে। সিডিএম প্রকল্পের উদ্যোক্তা উন্নয়নশীল দেশগুলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। দেশগুলোর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ক্রেতা ও বিক্রেতা সিডিএম আরো রিডিউসিং ইমিশনস ফ্রম ডিফারেন্সেশন এন্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন (আরইডিডি) প্রকল্প প্রতিরোধে কোনো নিয়মনীতি নেই।

দ্বিতীয় বিষয়ের সঙ্গে পরিমাপ মান জড়িত। বিকৃতি প্রতিরোধে এসব মান খুবই অপরিপািত। উদাহরণস্বরূপ জাতীয় নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়নে কয়োটো প্রটোকল বনায়ন, বৃক্ষ নিধন ও বৃক্ষরোপণের প্রভাব বিবেচনা করে। কারণ, বন উজাড় করাকে সংকীর্ণভাবে রূপান্তরিত ভূমির নিঃসরণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

কোনো একটি বনাঞ্চল উজাড় করা হলে, অপর একটি জমি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তা করা হয় না। আর এটাকে সাধারণত বৃক্ষনিধন হিসেবে গণ্য করা হয় না। এমনকি, যেসব স্থান থেকে গাছ কেটে ফেলা হয়, সেসব স্থানে পুনরায় গাছ লাগানো হয় না।^৮

পরিমাণ নির্ধারণ পদ্ধতি

কিছু কিছু সময়ে সরাসরি ধূমপান থেকে জিএইচজি নিঃসরণের মাত্রা নিরূপণ সম্ভব হলেও জ্বালানি খরচের মতো নিয়মিত চিহ্নিত বহুমুখী ইউনিটের মাধ্যমে নিঃসরণের মাত্রা পরিমাপ করা সুদূর পরাহত। যে ইউনিট দিয়ে জিএইচজি'র নিঃসরণ ঘটে, তাকে নিঃসরণ ইউনিট বলে। এই পথের পর্যাপ্ততা নির্ভর করে যথাযথ, সঠিক কার্যকর তথ্য ও যথাযথ নিঃসরণ নিয়ামকের ওপর। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের মাত্রা নিশ্চিতভাবেই বেশি হতে পারে। অপরদিকে প্রযুক্তি, স্থানীয় জলবায়ু ও অন্যান্য কারণে কৃষি জমি ও পরিবহন থেকে নির্গত নাইট্রাস অক্সাইড, জমি ভরাট করার ফলে নির্গত মিথেন গ্যাস এবং পারফ্লুরোকার্বনস (পিএফসিএস), হাইড্রোফ্লুরোকার্বন (এইচএফসিএস) ও সালফার হেক্সাফ্লোরাইড (এসএফ৬) নিঃসরণের পরিমাপ অনেক বেশি অনিশ্চিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।^৯

প্রতিবেদন পদ্ধতি

প্রতিবেদন পদ্ধতির মাধ্যমে জিএইচজি তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা, জিএইচজি রিপোর্টিং প্রোগ্রাম বা সাধারণ জনগণসহ ব্যাপক অংশীদারদের কাছে তা পৌঁছে দেয়। রিপোর্টিং বাধ্যতামূলক বা স্বেচ্ছপ্রণোদিত হতে পারে। যদিও এ সংক্রান্ত অনেক তথ্য জনগণ জানে এবং এগুলোর ব্যাপারে কোনো ধরনের জটিলতা নেই।

জাতীয় পর্যায়ে ইউএনএফসিসিসি প্রতিবছর অথবা কয়েক বছর পরপর সচিবালয়ে নিঃসরণ প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।^{১০} ২০১০ সালের কানকুন চুক্তি অনুযায়ী সিওপিকে (নন-এনেক্স আই দেশগুলো) দুই বছর পরপর জাতীয় জিএইচজি উৎস ও হ্রাস সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।^{১১}

সার্বিক রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে সক্ষমতা হলো বিরাট বাধা। ঐতিহাসিকভাবে বেশিরভাগ নন-এনেক্স আই দেশগুলো চলমান কর্মসূচির চেয়ে একটি প্রকল্প হিসেবে জিএইচজি উৎসসমূহকে বিবেচনা করে। তহবিল ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে এটি বৈশ্বিক পরিবেশগত ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়।^{১২} চলমান উদ্ভাবনী কর্মসূচির চেয়ে ব্যক্তিগত জাতীয় যোগাযোগের সমর্থনে বৈশ্বিক পরিবেশগত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।^{১৩} এছাড়া স্থায়ীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও কর্মসূচি প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগের চেয়ে একক রিপোর্ট প্রস্তুতকরণে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগের লক্ষ্যে অর্থ ব্যবহার করা হয়।

অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রে জিএইচজি নিঃসরণের মাত্রা পরিমাপ করা হয়। কোথাও কোথাও শিগগিরই নিয়ন্ত্রিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই দেশগুলোতে ফ্যাসিলিটি পর্যায়ের রিপোর্টিং সাধারণত বিবেচনা করা হয়। রিপোর্টিং আইন সব উৎসকে কভার করে না; নিয়ন্ত্রকরা বিভিন্ন উৎস থেকে করা প্রতিবেদন সংকীর্ণভাবে বিবেচনা করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাধারণত ফ্যাসিলিটি পর্যায়ের রিপোর্টিং ব্যবস্থাকে বিবেচনা করা হয় না।

বেশ কিছুসংখ্যক কোম্পানি খোজাখোঁজিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ তথ্য প্রকাশ করে।^{১৫} খোজাখোঁজি জিএইচজি নিবন্ধনের সঙ্গে রুহিমেন্ট রেজিস্ট্রি (উত্তর আমেরিকা), ব্রাজিলের জিএইচজি প্রটোকল কর্মসূচি, সক্ষমতা বিধানের একই কর্মসূচি, জলবায়ু ইস্যুতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ ও ত্র্যাসকরণে রাজনৈতিক সদিচ্ছা অন্তর্ভুক্ত। কিছু শিল্প সমিতি তাদের সদস্যদের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করে। প্রকৃত অর্থে জিএইচজি প্রতিবেদন পদ্ধতি কেবল সমন্বিত তথ্য সংগ্রহের সম্প্রসারণ ঘটায় না, এই তথ্য ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করতে জনগণের সামনে তা বধ্যাবধভাবে ফুলে ধরে। এর অর্থ হলো, তথ্য সহজে জনগণের কাছে পৌছানো। তা বজ্জভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। জিএইচজি প্রতিবেদন পদ্ধতির জন্য অস্তিত্ব বোধগম্য পরিভাষার ভিত্তিতে চিত্রাশীল যোগাযোগ প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে, ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান কর্তৃপক্ষের একটি প্রতিবেদনের কথা বলা যায়। এতে বলা হয়, জ্বালানি ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধ বিষয়ক অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদনে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কার্বন ক্রেডিট ক্রয়ের তথ্য যাচাই বাছাই না করেই নিয়ন্ত্রণের মায়া ১২ দশমিক ৮ শতাংশ ত্র্যাস পেয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এই তথ্য সঠিক হলেও কর্তৃপক্ষ জানায়, বিশেষজ্ঞ পাঠকরা একে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।^{১৬}

সার্বিকভাবে এই প্রবণতা সুস্পষ্টভাবে ক্রমবর্ধমান জিএইচজি রিপোর্টিংয়ের দিকে ধাবিত হয়। আর তা বাধ্যতামূলক ও খোজাখোঁজিত উত্তর কেড়ে হতে পারে। ২০০৯ সালের শুরুতে কেবল ৮টি মন-এন্ডের ভরান দেশগুলো ২০০০ তথ্যের জন্য জাতীয় ইনডেনটোরি দাখিল করেছিল।

অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র ক্যালিফোর্নিয়া পর্যায়ে প্রতিবেদন বিবেচনা করতে শুরু করেছে।

কর্পোরেট পর্যায়ে কার্বন ডিসক্লোজার প্রজেক্ট খুঁজে পেয়েছে। বিশ্বের ৫৯ উত্তরনাতার মধ্যে ৮৩ শতাংশ জিএইচজি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তথ্য প্রদান করেছে।^{১৭} এই প্রচেষ্টা স্বেচ্ছাসিদ্ধ করার অর্থ এই নয় যে, আর্থিক ও কারিগরি বিশেষজ্ঞরা কেবল সমন্বিত প্রতিবেদন তৈরি করবে। তারা অপ্রাধিকার হিসেবে রিপোর্টিংয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করতে জনগণকে চাপে রাখবে।



চিত্র ৪.১ খোজাখোঁজিত কর্পোরেট পর্যায়ে কার্বন হিসাব কর্মসূচিসমূহ এবং কার্যক্রম পরিধি

জিএইচজি বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের সত্যতা নিশ্চিত করতে গুণগতমান যাচাই বাছাই করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। দেশের তালিকা প্রণয়ন, রিপোর্টিং ও বিভিন্ন পদ্ধতির সুনাম অর্জনের জন্য নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। জিএইচজি বিষয়ক তথ্যের ওপর আস্থা প্রতিষ্ঠায় সক্ষমতা ও কারিগরি জ্ঞানের সম্প্রসারণের প্রয়োজন খুব বেশি।

জাতীয় পর্যায়ে শিল্পোন্নত এনেক্স ওয়ান দেশগুলোর জিএইচজি তথ্যের পরিমাপ নিরূপণ করেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা। বিবেচনা প্রক্রিয়া সাধারণত সামগ্রিকভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়। যদিও পর্যবেক্ষণকারীর সক্ষমতা নিয়মিত ধরে রাখা একটি চ্যালেঞ্জ।^{১৭}

ইউএনএফসিসিসি এই সক্ষমতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করলেও প্রয়োজন অনুযায়ী মানসম্মত বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা অপরিপূর্ণ। এর ফলে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

নন-এনেক্স ওয়ান দেশগুলোর পরিসংখ্যানপত্র ঐতিহাসিকভাবে কারিগরি পর্যালোচনার সাপেক্ষে করা হয়নি। তবে কোপেনহেগেন ও কানকুন চুক্তিতে আন্তর্জাতিকভাবে আলোচনার প্রক্রিয়া ও দুই বছর পরপর নতুন নতুন তথ্যের পর্যালোচনার কথা বলা হয়েছে।^{১৮} এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হলো, জিএইচজি হ্রাসে বিভিন্ন উদ্যোগ ও তার প্রভাবের বিষয়ে স্বচ্ছতা জোরদার করা। যদিও কি প্রক্রিয়া নেয়া হবে তা এখন পর্যন্ত পরিষ্কার নয়, তবে কারিগরি পর্যালোচনার ধরণটি স্বচ্ছতা জোরদার ও উপস্থাপিত তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ব্যাপক সহায়তা করবে। এটা নন-এনেক্স কারিগরি বিশেষজ্ঞদের জিএইচজি'র তালিকার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা দিক-নির্দেশনাও দেয়।

জিএইচজি হ্রাসে নেয়া বিভিন্ন প্রকল্প পরীক্ষণের জন্য একই ধরনের সক্ষমতা চ্যালেঞ্জ বিরাজমান। এর মধ্যে কারিগরিভাবে দক্ষ বিশেষজ্ঞদের অভাব তো রয়েছেই।^{১৯} এছাড়া প্রকল্প প্রণয়নকারী ও জিএইচজি নিয়ন্ত্রণের মাত্রা পরিমাপকারীদের মধ্যে বিরোধের ঝুঁকিও আছে। তৃতীয় পক্ষের পরীক্ষণ প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা মোকাবেলায় সিডিএম নির্বাহী পরিষদ গত পাঁচ বছর ধরে নজরদারি জোরদার করেছে ও তার কর্মসংখ্যা বাড়িয়েছে।^{২০}

বিভিন্ন কর্মসূচির ফ্যাসিলিটি পর্যায়ে রিপোর্টিং বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের অনুমোদিত রিপোর্টিংও বিবেচনায় নেয়া হতে পারে অথবা ঘটনাস্থল নিরীক্ষার অনুমোদন দেয়া হতে পারে। জাতীয়, প্রকল্প বা ফ্যাসিলিটি পর্যায়ে প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও নিয়ন্ত্রণকারীরা পরীক্ষণ ও গুণগতমান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদ্ধতি হাতে নিচ্ছে। সমন্বিত পরীক্ষণের জন্য কারিগরি বিশেষজ্ঞদের বেশি সময়ের প্রয়োজন পড়ছে। এ সমস্যা মোকাবেলায় কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কর্পোরেট ও জাতীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে জাপান ইলেকট্রনিক ডেটা সিস্টেম কাজে লাগাচ্ছে।^{২১}

স্বচ্ছায় কর্পোরেট তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিছু কর্মসূচি ও কোম্পানি ইঙ্গিত দিয়েছে যে যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে গৃহীত তথ্যের মান স্বচ্ছ নয়। যদিও কিছু কর্মসূচিতে তৃতীয় পক্ষের পরীক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না, তবুও ক্লাইমট রেজিস্ট্রি, ব্রাজিল জিএইচজি প্রটোকল প্রোগ্রাম ও মেক্সিকো জিএইচজি কর্মসূচির মত বেশ কিছু কর্মসূচি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে। অন্যান্য স্বচ্ছপ্রণোদিত কর্মসূচি কারিগরি সহায়তা, সক্ষমতা তৈরি ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ওপর জোর দেয়। কখনো কখনো তথ্য ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। ২০০৯ সালে জিএইচজি রিপোর্টিং পদ্ধতির সঙ্গে সুপরিচিত একটি জ্বালানি কোম্পানির তালিকা থেকে ৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বনের হিসাব বাদ পড়ে যায়।^{২২} এক্ষেত্রে পরীক্ষণ একটি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করতে পারে।

আশার কথা হচ্ছে জিএইচজি পরিমাপের মানোন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। সর্বজন স্বীকৃত বিভিন্ন এ্যাক্টিভিটেশন স্কিম যোগ্য পর্যবেক্ষণকারীদের প্রত্যয়ন করেছে এবং আইএসও জিএইচজি যাচাই বাছাই ও প্রত্যয়নকারীদের অনুমোদনে মানদণ্ড চালু করেছে।^{২৩}

সামনে এগিয়ে চলা

জিএইচজি হ্রাসে আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী ‘পরিমাপযোগ্য, রিপোর্টিংযোগ্য ও যাচাইযোগ্য’ পদক্ষেপের ওপর গুরুত্ব আরোপ ও সবক্ষেত্রে জিএইচজি সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতের স্বার্থরক্ষার মাধ্যমে জিএইচজি সম্পর্কিত তথ্য অর্জনে ব্যাপক সাফল্য এসেছে। রিপোর্টিং ব্যাপকভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা হচ্ছে। রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদৃশতা একটি বিরাট বাধা। আর তাই রাজনৈতিক সদৃশতার বদলে সক্ষমতাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। কারিগরি ও অর্থনৈতিক সমর্থন, নতুন পরিমাপ রূপরেখা তথ্য সংগ্রহ জোরদার ও ব্যবহারবান্ধব যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বিধানে অবদান রাখবে।

যেসব দেশ ও কোম্পানি সবচেয়ে বেশি নিঃসরণ করে, তাদের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা ও বিশ্বস্ত তালিকা প্রণয়নে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োজন। পর্যবেক্ষণকারীদের কারিগরি জ্ঞান অবশ্যই বাড়াতে হবে এবং বিশেষজ্ঞদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে হবে। ক্রমবর্ধমান অংশীদারদের জিএইচজি তথ্য পাওয়ার অধিকার জোরদার করতে হবে। পরিমাপ রূপরেখায় চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকারের মধ্যে তফাৎ খুঁজে বের করে এ ব্যবধান পূরণে বল্মুখী প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে হবে।

উপাত্ত সংগ্রহ জোরদার করাও জরুরি। চীন শীর্ষ ১০০০ জ্বালানি ভোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্মসূচির সহায়তায় জ্বালানি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করে। জিএইচজি তথ্য তুলনামূলকভাবে সাধারণ সংশোধনীর মাধ্যমে নিয়মিত সংগৃহীত হতে হবে।^{২৪}

নিঃসরণের একটি সমন্বিত ও ব্যবহার বান্ধব তালিকা প্রণয়ন এবং জিএইচজি পরিমাপে বিভিন্ন পদ্ধতি তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করবে। জিএইচজি পরিমাপ, প্রতিবেদন তৈরি ও পর্যবেক্ষণ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা অবশ্যই নীতি-নির্ধারক ও সুশীল সমাজের লোকদের তদারক করতে হবে। নিঃসরণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্য বিশ্ববাসীকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। নিঃসরণের উৎস হ্রাস ইউনিট আন্তঃশাখা চিহ্নিত করতে অভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োজন। সুশীল সমাজের ভূমিকাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংগঠন কারিগরি সক্ষমতা বাড়াতে সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

টিকা

১. টারান ফ্রানসেন, ওয়ার্ল্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটের (ডব্লিউআরআই) জলবায়ু ও জ্বালানি কর্মসূচির জ্যেষ্ঠ সহযোগী।
২. ‘নিঃসরণ’ অনুসঙ্গ বলতে বায়ুমন্ডলে জিএইচজি নিঃসরণ এবং কার্বন দূরীকরণের মাধ্যমে বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন অপসারণ উভয়ই বোঝায়; ‘নিঃসরণ হ্রাস’ বলতে বেশী মাত্রায় নিঃসরণ অপসারণ বোঝায়।
৩. জাতীয় গ্রিন হাউজ গ্যাস পরিসংখ্যাপত্রসমূহ বিষয়ক আইপিসিসি টাঙ্কফোর্স, দেখুন www.ipcc-nggip.iges.or.jp.
৪. আইপিসিসি’র চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, উৎস হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, কার্যক্রম বা ব্যবস্থা যা বায়ুমন্ডলে জিএইচজি নিঃসরণ করে এবং সিন্থ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, কার্যক্রম বা ব্যবস্থা যা বায়ুমন্ডল থেকে জিএইচজি, এরোসল অপসারণ করে। দেখুন www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-annexes.pdf

৫. ট্রু এন্ড ফেয়ার' টার্ম হলো অর্থনৈতিক চলক যা কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ও সঠিক তথ্য উপস্থাপন করে।
৬. উদাহরণ হিসেবে দেখুন go.worldbank.org/SCH4V8MXEO
৭. আসন্ন দিকনির্দেশনা সম্পর্কে আরো তথ্য পেতে দেখুন, www.ghgprotocol.org/performance-tracking-guidelines
৮. ফ্লোরেন্স দাভিয়েত, ফরেস্টস ইন দি ব্যালাস শিট: লেসনস ফ্রম ডেভেলপ্‌ড কান্ট্রি ল্যান্ড ইউজ চেইঞ্জ এন্ড ফরেস্ট্রি গ্রিনহাউজ গ্যাস একাউন্টিং এন্ড রিপোর্টিং, ওয়ার্কিং পেপার (ওয়াশিংটন, ডিসি: ডব্লিউআরআই, ২০০৯)।
৯. ক্রিস্টিন রিপডাল ও উইলফ্রাইড উইনিওয়ার্টার, 'আনসারটিনিটিস ইন গ্রিনহাউজ গ্যাস ইমিশন ইনভেন্টোরিস: ইভালুয়েশন, কম্পেরেবিলিটি এন্ড ইম্প্রিকেশনস', এনভায়রনমেন্টাল সাইন্স এন্ড পলিসি, ভলিউম ৪ (২০০১), পৃষ্ঠা ১০৭-১১৬।
১০. টাইরেন ফ্রান্সেন, এনহ্যান্সিং টুডেস এমআরডি ফ্রেমওয়ার্ক টু মিট টুমোরোজ নিডস: দি রোল অব ন্যাশনাল কমিউনিকেশন এন্ড ইনভেন্টোরিস, ওয়ার্কিং পেপার (ওয়াশিংটন, ডিসি: ডব্লিউআরআই, ২০০৯)।
১১. ইএনএফসিসিসি, 'ড্রাফট ডিসিশন-সিপি. ১৬: আউটকাম অব দি ওয়ার্ক অব দি এ্যাডহক ওয়ার্কিং গ্রুপ অন লং-টার্ম কোঅপারেটিভ অ্যাকশন আন্ডার দি কনভেনশন।'।
১২. ক্লারি ব্রেইডেনিক ও ডেনিয়েল বোডাঙ্কি, মেসারম্যান্ট, রিপোর্টিং এন্ড ভেরিফিকেশন ইন এ পোস্ট-২০১২ ক্লাইমেট এগ্রিমেন্ট (আরলিংটন, ভিএ: পিউ সেন্টার অন গ্লোবাল ক্লাইমেট চেইঞ্জ, ২০০৯), পৃষ্ঠা, ১৩-১৪।
১৩. প্রাপ্ত।
১৪. যেসব দেশে কখনই বিভিন্ন কোম্পানীর নিঃসরণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়নি সেসব ক্ষেত্রে ধারণা করা হয়, নিয়ন্ত্রণের অতীতের নিঃসরণ পর্যায়ের ভিত্তিতে নিঃসরণ ভাঙা বরাদ্দ দেয়। এই সম্ভাবনা কোম্পানীগুলোকে সক্ষমতা বাড়াতে স্ব-উদ্যোগে পদক্ষেপ নেয়া থেকে নিরুৎসাহিত করে।
১৫. টিম ইয়ো, এমপি, স্যার মিশেল স্কলার প্রতিনিধি, ইউকে পরিসংখ্যান কর্তৃপক্ষ 'রিপোর্টিং অব ইউকে ইমিশনস আন্ডার দি ইইউ ট্রেডিং স্কিম', ১৯ অক্টোবর ২০০৯।
১৬. প্রাইসওয়ার্টারহাউজকুপার্স (পিডব্লিউসি), কার্বন ডিসক্লোসার প্রজেক্ট ২০০৯: গ্লোবাল ৫০০ রিপোর্ট (লন্ডন:পিডব্লিউসি, ২০০৯)।
১৭. দেখুন ফ্রান্সেন (২০০৯), পৃষ্ঠা ৩-৫।
১৮. ইউএনএফসিসিসি, 'ড্রাফট ডিসিশন-সিপি. ১৫: কোপেনহেগেন একর্ড, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৯; ইএনএফসিসিসি, 'ড্রাফট ডিসিশন-সিপি. ১৬: আউটকাম অব দি ওয়ার্ক অব দি এ্যাডহক ওয়ার্কিং গ্রুপ অন লং-টার্ম কোঅপারেটিভ অ্যাকশন আন্ডার দি কনভেনশন।'।
১৯. মার্ক স্কাপিরো, 'কনিং দ্য ক্লাইমেট: ইনসাইড দ্য কার্বন-ট্রেডিং শেল গেম', হারপার'স ম্যাগাজিন, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা ৩১-৩৯; ইমা লাভ, 'ডিসফাংশনাল ডেলিগেশন: হোয়াই দি ডিজাইন অব দি সিডিএম'স সুপারভাইজরি সিস্টেম ইজ ফাভারেন্টালি ফ্লুইড', ক্লাইমেট পলিসি, ভলিউম ১০ (২০১০), পৃষ্ঠা ২৭৭-২৮৮।
২০. স্কাপিরো (২০১০)।
২১. ইন্টারন্যাশনাল কার্বন অ্যাকশন পার্টনারশিপ (আইসিএপি), পর্যবেক্ষণ, রিপোর্টিং, যাচাই-বাছাই ও প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রথম বৈশ্বিক কার্বন বাজার ফোরামের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন; 'ব্যাকবোন অব এ রোবাস্ট কার্বন মার্কেট' (বার্লিন: আইসিএপি, ২০০৮)।

২২. রিচার্জ (নরওয়ে), ‘কার্বন হোল দি সাইজ অব ডেনমার্ক’, ১১ ডিসেম্বর ২০০৯।
২৩. আইএসও ১৪০৬৪-৩ (‘স্প্যাসিফিকেশন উইথ দি গাইডেন্স ফর দি ভ্যালিডেশন এন্ড ভ্যারিফিকেশন অব গ্রীনহাউজ গ্যাস এসারশনস’); ১৪০৬৫ (‘রিকোয়ারমেন্টস ফর গ্রীনহাউজ গ্যাস ভ্যালিডেশন এন্ড ভ্যারিফিকেশন বডিস ফর ইউজ ইন একরিডিটেশন অর আদার ফ্রমস অব রিকগনিশন’); ১৪০৬৬ (কম্পিটেনস রিকোয়ারমেন্টস ফর কন্ট্রোলিং গ্রীনহাউজ গ্যাস ভ্যালিডেশন এন্ড ভ্যারিফিকেশন এনগেজমেন্টস উইথ গাইডেন্স ফর ইন্স্যুরেন্স’)।
২৪. মিশেল জেহাও, ‘অন কমন গ্রাউন্ড: এ কার্বন ডাই অক্সাইড ক্যালকুলেশন টুল বেজড অন চায়না’স এনার্জি ইউটিলাইজেশন স্ট্যাটাস রিপোর্ট’, ডব্লিউআরআই এর প্রস্তুতকৃত অপ্রকাশিত পত্র, ২০০৯।

নামা'র পরিমাপ, রিপোর্টিং ও পরীক্ষণ এবং তাদের জন্য সমর্থন

সক্ষমতা, দুর্নীতি ও অঙ্গীকার বিবেচনায় নেয়া

জুয়ান পাবলো ওসরনিও, ইক্সমার সুমাচার ও কেরিনা দেসপোতা^১

শিল্পোন্নত দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ঐতিহাসিকভাবে দায়ী। কিন্তু কেবল এসব দেশের প্রশমন কৌশল গ্রিনহাউজ গ্যাস (জিএইচজি) নিঃসরণ মাত্রা দ্রুত কমিয়ে থাকা শিল্পায়ন পর্যায় থেকে বৈশ্বিক তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বৃদ্ধি ঠেকাতে যথেষ্ট নয়। কারণ উন্নয়নশীল ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো ব্যাপকহারে নিঃসরণ ঘটচ্ছে। বিশ্বের শীর্ষ নিঃসরণকারী দেশ হলো চীন।^২ এছাড়া ব্রাজিল, চীন, ভারত, মেক্সিকোসহ উন্নয়নশীল দেশগুলো নিঃসরণের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।^৩

উন্নত দেশগুলোকে অবশ্য নিঃসরণ হ্রাসের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। গত কয়েক বছরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বৈঠকে স্বীকার করা হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোকেও^৪ নিঃসরণ হ্রাসে কাজ করতে হবে। ২০০৭ সালে বালি কর্মপরিকল্পনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পরিমাপযোগ্য, প্রতিবেদনযোগ্য ও যাচাইযোগ্য (এমআরভি) ন্যাশনাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিটিগেশন অ্যাকশনস (নামা) গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়ার আহ্বান জানানো হয়।^৫ ২০১০ সালে কানকুনে সিওপি ১৬ সম্মেলনে বেশ কয়েকটি চুক্তি হয়। যা কানকুন চুক্তি নামে পরিচিত। এতে অঙ্গীকার করা হয়, উন্নয়নশীল দেশগুলো নামা চালু করবে।

চুক্তিসমূহ গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে উদীয়মান দেশগুলোর সাফল্য বাড়াতে সহায়ক।

কানকুন চুক্তি নামা'র জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি সরবরাহের কথা উল্লেখ করেছে। এতে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে নামা'র পাশাপাশি উন্নত দেশগুলোকে অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও সক্ষমতা গঠন সহায়ক পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ চুক্তিতে আরো একটি বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সেটা হলো-দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এমআরভি'র জন্য নামা প্রণয়নে বৈদেশিক সাহায্য থাকবে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 'নামা ও এমআরভি' টার্ম দু'টি নিয়ে অব্যাহতভাবে আলোচনা চলছে। এগুলো এখন কেবলমাত্র অনেক জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর রয়েছে। বিস্তারিত বলতে গেলে, নামা গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে একটি উন্নয়নশীল দেশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড গ্রহণে সহায়ক।^৬

কথিকা ৪.২

উন্নয়নশীল দেশে নিঃসরণ হ্রাসে অর্থায়নের প্রধান প্রধান উৎস

গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে অর্থায়নের ক্ষেত্রে গণসহায়তা বর্তমানে বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। জলবায়ু সংক্রান্ত জাতিসংঘ রূপরেখা সনদের অধীনে উন্নত দেশগুলোর দ্বিপাক্ষীয় সহযোগিতা জাতীয় পর্যায়ে ন্যাশনাল কমিউনিকেশনের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে।^৭ জিইএফএর মাধ্যমেও আসছে। ২০০৩ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্পে জিইএএফ'র বার্ষিক তহবিলের পরিমাণ ছিল ১শ' ৬৩ মিলিয়ন ডলার। আর ২০০৩ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে ওইসিডি উন্নয়ন সহায়তা কমিটির সদস্য দেশগুলো বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে বছরে গড়ে সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার অনুদান দেয়।^৮ বিভিন্ন

বহুমুখী উন্নয়ন ব্যাংক (এমডিবি) ও বিভিন্নভাবে জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাস তহবিলে অর্থায়ন করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ২০০৬ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে স্বচ্ছ জ্বালানি ও জ্বালানি সক্ষমতা খাতে বছরে গড়ে ৪ বিলিয়ন ডলারের অঙ্গীকার করা হয়।^৯ এছাড়া বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের নিঃসরণ প্রকল্প থেকে জিএইচজি নিঃসরণ হ্রাস ক্রেডিট কিনেছে।

বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে এমডিকেএস স্বল্প কার্বন উৎপাদন ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়নের জন্য জলবায়ু বিনিয়োগ তহবিলেও (সিআইএফ) অর্থায়ন করেছে। ক্লিন টেকনোলজি ফান্ড (সিটিএফ) ২০১০ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ওডিএ-যোগ্য দেশগুলোর ১৩টি প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য ৪ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দিয়েছে।^{১০} বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে মিসরের বায়ু শক্তির উন্নয়ন, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় সৌর শক্তি, মেক্সিকোয় জ্বালানি সাশ্রয়ী পরিবহন ও ইন্দোনেশিয়ায় জলবিদ্যুৎ শক্তির ওপর মনোযোগ দেয়া হয়েছে।^{১১} বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এএজিও) নির্দিষ্ট দেশগুলোতে বিনিয়োগ পরিকল্পনায় ব্যবহৃত প্রক্রিয়ায় সততার অভাবের কথা উল্লেখ এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনার উন্নয়নে সুশীল সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।^{১২} ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে কোপেনহেগেন সম্মেলনে স্বল্প আয়ের দেশগুলোর জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচি ২০১০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রায় ৩শ' মিলিয়ন ডলার গ্রহণ করেছে।^{১৩}

ব্যাপক আস্থা ও সহযোগিতার মনোভাব

কানকুন সম্মেলনে অগ্রগতি সত্ত্বেও এমআরভি ব্যবস্থা নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনার ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে। যদিও পরিবেশের বহুমুখী চুক্তিতে রিপোর্টিং একটি সাধারণ ব্যাপার, তবুও এ সম্পর্কিত কোনো তথ্য নেই।^{১৪} এমআরভি সিস্টেম বাস্তবায়ন শীর্ষ উন্নয়নশীল দেশে নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা^{১৫} অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা যেতে পারে।^{১৬} এসব সমস্যার কথা কানকুন চুক্তিতে স্বীকার করে নেয়া হয়। তবে এ চুক্তিতে বলা হয়, নন-এনেক্স আই পক্ষগুলোর জাতীয় যোগাযোগের আধেয় ও ফ্রিকোয়েন্সি এনেক্স আই দেশগুলোর চেয়ে জটিল হবে না। এ লক্ষ্য অর্জনে উন্নয়নশীল দেশের রিপোর্টিংয়ের জন্য উন্নত দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। পরস্পরের প্রতি আস্থা স্থাপন ও সহযোগিতার অঙ্গীকার প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে একে বিবেচনা করতে হবে।

এনেক্স আই ও নন-এনেক্স আই দেশগুলো এবং সেসব দেশের নাগরিক ও তার সরকারের মধ্যে বিশ্বাস জোরদারের উপকরণ হিসেবে এসব দেশে এমআরভি সিস্টেমের ব্যাপক বাস্তবায়ন করতে হবে। আর যেসব দেশ কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বহির্বিশ্বের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল সেসব দেশে দুর্নীতির মাত্রা যে চরম তা স্বীকার করে নেয়াও গুরুত্বপূর্ণ।^{১৭} উন্নত দেশে এমআরভি সিস্টেম দায়িত্বপূর্ণভাবে নিঃসরণ পদক্ষেপের নিশ্চয়তা বিধান করে।

পরিমাপ, রিপোর্টিংয়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং নামা ও তার সহায়তা পর্যালোচনা

সক্ষমতা উন্নয়ন

এনএএমএ'র জন্য এমআরভি সিস্টেম বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দেশে বিশেষজ্ঞদের সক্ষমতা এবং বিশ্বস্ততা ও যথার্থতা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা অর্জন। জাতীয় পর্যায়ে সেলফ-রিপোর্টিং করার ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা হল, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গত কয়েক

দশক ধরে বিশেষজ্ঞ ও রিপোর্টিংয়ের ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা ব্যবস্থা চালুর ২০ বছর পর ৭০টি উন্নয়নশীল দেশের কেবল এক পঞ্চমাংশ তথ্য যাচাই বাছাই করতে স্বাধীন সংস্থা গঠন করেছে।^{১৮}

উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলো তাদের যোগাযোগ মাধ্যমের স্বচ্ছতা চায় এবং তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।^{১৯} উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় যোগাযোগ মাধ্যমে অর্থায়ন ও সমর্থন বিক্ষিপ্তভাবে করা হচ্ছে। ফলে নিঃসরণের মাত্রা পর্যবেক্ষণ ও সে বিষয়ে রিপোর্টিংয়ের জন্য চলমান ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে।^{২০} কানকুন চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নন-এনেক্স আই পক্ষগুলোকে প্রতি দুই বছর অন্তর জিএইচজি সম্পর্কিত প্রতিবেদন হালনাগাদ করাসহ প্রতি চার বছরে জাতীয় কমিউনিকেশন ও ইনভেন্টরি উপস্থাপন করতে হবে। চুক্তিতে সক্ষমতা অনুযায়ী এটা করার কথা থাকলেও একটি দেশের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সম্পদের ভিত্তিতে ব্যাপক রিপোর্টিং করা যেতে পারে। ২০১০ সালের মাঝামাঝিতে জাতীয় কমিউনিকেশন উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী বিশেষজ্ঞ গ্রুপ^{২১} জানায়, নন-এনেক্স আই দেশে তাদের তৃতীয় জাতীয় যোগাযোগের জন্য কারিগরি সহায়তার অভাব রয়েছে।^{২২} দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এমআরভির জন্য দিক-নির্দেশনা জোরদারের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে নিঃসরণের মাত্রা পরিমাপ, রিপোর্টিং ও হ্রাসকরণে গৃহীত পদক্ষেপের পর্যালোচনায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। এদিকে, উন্নয়নশীল দেশে সক্ষমতা গঠনে উন্নত দেশগুলো ও সুশীল সমাজ সহায়তা প্রদান করে।

এনএএমএ'র সমর্থনে আন্তর্জাতিক এমআরভি সিস্টেমে দেশে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।^{২৩} আন্তর্জাতিক ও দেশীয় এমআরভি সিস্টেমে সক্ষমতার অপ্রতুলতা নিঃসরণ হ্রাসের অগ্রগতির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা কম থাকবে।

গ্রহণযোগ্য এমআরভি মডেল প্রণয়ন

গত কয়েক বছর ধরে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হলো— একটি আধুনিক এমআরভি গাইডলাইন প্রণয়ন যাতে বিভিন্ন নিঃসরণ হ্রাসের কৌশল ও স্বল্প কার্বন কৌশলের উল্লেখ থাকবে। কিছু হ্রাসকরণ কৌশল নিঃসরণের লক্ষ্যমাত্রা বিরোধী পরিমাপ করতে পারে না। এমআরভি সিস্টেমের প্রাসঙ্গিকতা ও সততা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশে নিঃসরণের মাত্রা পরিমাপ ও পর্যালোচনার জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত ও সম্পূর্ণ রিপোর্টিং এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।^{২৪}

এনএএমএ নিঃসরণের পরিমাপ ও পর্যালোচনার জন্য চলমান কাঠামোর সীমা বাড়াতে পারে। একটি উন্নয়নশীল দেশের নিঃসরণের মাত্রা হ্রাস ও এনেক্স আই দেশের ব্যবহৃত নিঃসরণ হ্রাসের ক্রেডিট হিসেবে নিঃসরণ হ্রাসের কৌশল গণনা করা হলে এনএএমএ দ্বিগুণ-গণনার ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

এনএএমএকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন প্রস্তাব উন্নয়নশীল দেশের শিল্প খাতে সামগ্রিকভাবে নিঃসরণের আশা করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে এমআরভি ব্যবস্থায় বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে।

বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি মোকাবেলা

এনএএমএ'র অপারেশনাল, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুর্নীতি ও সততার ঝুঁকি থাকতে পারে। উন্নয়নশীল বিশ্বে সিডিএম প্রকল্পে ইতোমধ্যে স্বাধীন ভেরিফিকেশন কোম্পানির উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে যে বিষয়টি উদ্বেগের, তাহলো সিডিএম প্রকল্পের টেকসই উন্নয়নের সুবিধা নিরূপণে আয়োজক দেশের ধারণা অস্পষ্ট।^{২৫}

এনএএমএ'র সুনির্দিষ্ট কোনো নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা নেই। তবে এনএএমএ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটা মাইলফলক। এসব প্রকল্পের এমআরভি প্রকল্পকে সততা নিশ্চিত করতে সক্ষম একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারে। কখনো কখনো বড় বাজেটের ব্যাপক প্রকল্প দুর্নীতি সংবেদনশীল বলে প্রমাণিত হতে পারে। এমআরভি সিস্টেম বাস্তবায়নে একটি প্রকৃত ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে নিঃসরণ হ্রাসের কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির ঝুঁকি বহুমুখী হতে পারে। সেক্টরাল ক্রেডিটিং নিঃসরণ বেজলাইনের ক্ষীতি বা নিঃসরণ মাত্রা পরিমাপ ও রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার উপায় বাতলে দেয়। তবে উন্নয়নশীল দেশেই কেবল এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয় না। ১৯৯৮ সালে মার্কিন পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা (ইপিএ) ডিজেল চালিত শিল্পে ১ বিলিয়ন ডলারের সফটওয়্যার সজ্জিত ইঞ্জিন বিক্রির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা করে।^{২৬} তবে বিভিন্ন দেশ বিশেষত যেসব দেশে কারিগরি বিশেষজ্ঞদের অভাব রয়েছে সেখানে ঝুঁকি আরো বেশি হতে পারে।

দুর্নীতি বিরোধী জাতিসংঘ সনদ (ইউএনসিএসি) ও দুর্নীতি বিরোধী আঞ্চলিক সম্মেলন বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ দুর্নীতি প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া প্রাইভেট সেক্টরের দুর্নীতি যে সহ্য করা হবে না, সে ব্যাপারেও বার্তা দিতে পারে। সরকারি খাতের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও ঠিকাদারদের মধ্যে সমন্বিত চুক্তি এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও ইউরোপে সফল হয়েছে। সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতিকে নিরুৎসাহিত করতে এই চুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

অর্থায়নে সততা নিশ্চিত ও ভবিষ্যৎ-বাচ্যতা

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নত দেশের সরবরাহকৃত বিভিন্ন সম্পদ চিহ্নিত করা কঠিন কাজ। জলবায়ুর ক্ষেত্রে অর্থায়ন সম্পর্কিত রিপোর্টিংয়ের জন্য ইউএনএফসিসিসি'র রূপরেখা গত এক দশকের বেশি সময়ে হালনাগাদ করা হয়নি। পক্ষগুলো বিভিন্ন বাজেট ও অর্থায়নের পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং অর্থায়ন বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মাধ্যমে সরবরাহ করা হলেও এ ব্যাপারে তাদের ধারণা অস্বচ্ছ।^{২৭} বহুমুখী সংস্থা সবসময় ওইসিডি সম্পর্কে রিপোর্ট করে না।

রিপোর্টিংয়ের জন্য গাইডলাইনের উন্নয়নে বেশ কিছু সুপারিশ হয়েছে। এতে জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে সরকারি উন্নয়ন সহায়তা চিহ্নিত করতে ওইসিডির রিও মার্কার্সকে একীভূত, সুনির্দিষ্ট তহবিলের জন্য একটি বিকল্প মার্কার ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নন-এনেক্স আই দেশগুলোর জন্য একটি মানসম্মত ফরম্যাট চালু করার কথা বলা হয়েছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশে যথাযথ ফিন্যানসিয়াল রিপোর্টিংয়ের জন্য অবশ্যই সক্ষমতা বাড়তে হবে। দাতা দেশগুলোকে সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট ও সময়োপযোগী অঙ্গীকার করতে হবে।

কানকুন সম্মেলনে এ ধরনের কিছু সুপারিশ ও উদ্বেগের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশে অর্থায়ন, কারিগরি ও সক্ষমতা গঠনের ওপর জোরালো রিপোর্টিংয়ের আহ্বান জানানো হয়েছে।

উন্নত দেশগুলো এ ক্ষেত্রে তাদের অঙ্গীকার পূরণ করছে কিনা, তা তদারক করতে সুশীল সমাজ ও শিক্ষাবিদরা ভূমিকা রাখতে পারে। বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে স্বচ্ছতা আরো নিশ্চিত করা যেতে পারে। দাতাদের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা পেতে ওয়েবসাইট ব্যবহার করা যেতে পারে।

পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি?

যদিও কানকুন সম্মেলন এনএএমএ ও তার সহায়তার জন্য একটি জোরালো রিপোর্টিং সিস্টেমের ভিত্তি স্থাপন করেছে, তবে গত কয়েক বছর ধরে যে প্রশ্নটি ঘুরপাক খাচ্ছে, তাহলো নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও বোধগম্য উপায়ে এমআরভি চালু বা বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা। বর্তমানে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের কথা মাথায় রেখে সক্ষমতা, দুর্নীতি রোধ ও অস্বীকার এবং এমআরভি সিস্টেমের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবে কার্যকর এমআরভি সিস্টেম শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল জাতি এবং উন্নয়নশীল ও সেসব দেশের জনগণের মাঝে আস্থা তৈরি করবে। এর ফলে নিঃসরণ হ্রাসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো জোরালো হবে এবং এ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেয়া হবে।

টিকা

১. ছয়ান পাবলো ওসরনিও, এই লেখাটি তৈরি করার সময় মেক্সিকোতে সেন্টার ফর ক্লিন এয়ার পলিসিতে খাত ভিত্তিক প্রকল্পের ব্যবস্থাপক ছিলেন। ইংমার স্কুমাচার, বর্তমানে বেনকিউ সেন্ট্রালে ডু লুজেনমবার্গ এর একজন ইকোনোমিস্ট। এই নিবন্ধে কেবল লেখকদের ব্যক্তিগত মতামত প্রতিফলিত হয়েছে যা কোনভাবেই সিসিএপি বা দি বেনকিউ সেন্ট্রালে ডু লুজেনমবার্গ এর মন্তব্য নয়। ক্রিনা ডেসপোটা, গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট এর একজন কন্ট্রিবিউটিং এডিটর।
২. এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চীনের মাথাপিছু নিঃসরণ মাত্রা এখনও উন্নত দেশগুলোর নীচে এবং প্রায় এক-চতুর্থাংশ নিঃসরণ হয়ে থাকে রপ্তানিযোগ্য পণ্য কারখানা থেকে। দেখুন ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও (যুক্তরাষ্ট্র), 'ফর ডেভেলপিং ন্যাশনস, এক্সপোর্টস বুস্ট কার্বন ডাই অক্সাইড ইমিশনস', ৮ মার্চ ২০১০।
৩. কেভিন বাউমার্ট ও অন্যান্য, 'ন্যাভিগেটিং দি নাম্বারস: গ্রীনহাউজ গ্যাস ডাটা এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট পলিসি', (ওয়াশিংটন, ডিসি: ডব্লিউআরআই, ২০০৫), পৃষ্ঠা-১৮।
৪. এগুলো জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ইউএন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি) এর আওতায় নন-এনেক্স পার্টি অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বোঝায়।
৫. এনএএমএ'র ক্ষেত্রে এমআরভি'র জন্য এই পত্রের কার্যকারিতা সীমিত এবং যে কথাটা বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এমআরভি প্রশমনের অস্বীকার অথবা উন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নেওয়ার অস্বীকারের ক্ষেত্রে বালি কর্মপরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়।
৬. উদাহরণ হিসেবে দেখুন, সেন্টার ফর ক্লিন এয়ার পলিসি (সিসিএপি), ন্যাশনালি এপ্রোপ্রিয়েট মিটিগেশন অ্যাকশনস বাই ডেভেলপিং কান্ট্রিস: আর্কিটেকচার এন্ড কি ইস্যুস (ওয়াশিংটন, ডিসি: সিসিএপি, ২০০৯) পৃষ্ঠা ৭-১০।
৭. জাতীয় যোগাযোগের মধ্যে জিএইচজি নিঃসরণ ও প্রশমন সংক্রান্ত তথ্য এবং সম্মেলন বাস্তবায়নে গৃহিত পদক্ষেপ সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া জাতীয় যোগাযোগের মধ্যে জাতীয় আচরণ, ঝুঁকি মূল্যায়ন, অর্থসম্পদ ও গণশিক্ষা ও সচেতনতা সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
৮. জ্যাক করফি-মরলট, ক্রনো গাই ও কেট এম. লারসেন, ফিন্যান্সিং ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেশন: টুওয়ার্ডস ফ্রেমওয়ার্ক ফর ম্যাজারমেন্ট, রিপোর্টিং এন্ড ভ্যারিফিকেশন (প্যারিস: ওইসিডি/ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১৭-১৮)।
৯. প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা- ২৩।

১০. ব্রেটন উডস প্রজেক্ট, 'আপডেট অন দি ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড', (লন্ডন: ব্রেটন উডস প্রজেক্ট, জুলাই ২০১০), পৃষ্ঠা ৪।
১১. দেখুন www.climateinvestmentfunds.org
১২. সিসিএপি (২০০৯); সমিতি নাকহোদা, দি ক্লিন টেকনোলজি ফান্ড: ইনসাইটস ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট ফিন্যান্স, ওয়ার্কিং পেপার (ওয়াশিংটন, ডিসি: ডব্লিউআরআই, ২০১০), পৃষ্ঠা ৮।
১৩. ব্রেটন উডস প্রজেক্ট (২০১০ জুলাই), পৃষ্ঠা ১।
১৪. ক্লারি ব্রেইডেনিক ও ডেনিয়েল বোডালকি, ম্যাজারমেন্ট, রিপোর্টিং এন্ড ভ্যারিফিকেশন ইন এ পোস্ট-২০১২ (আরলিংটন, ভিএ: পিউ সেন্টার অন গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ, ২০০৯) পৃষ্ঠা ৭।
১৫. দেখুন অরুনাভা ঘোষ ও নাইরি উডস, গভর্নিং ক্লাইমেট ক্লাইমেট চেঞ্জ: লেসনস ফ্রম আদার গভর্নেন্স রিজিমস, ওয়ার্কিং পেপার ২০০৯/৫১, গ্লোবাল ইকোনমিক গভর্নেন্স প্রোগ্রাম, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এই আর্টিকেলটির চূড়ান্ত সংস্করণটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দিয়েতার হেলম ও ক্যামেরন হেভবার্ন (সম্পাদিত), দি ইকোনমিকস এন্ড পলিটিকস অব ক্লাইমেট চেঞ্জ (অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৯), পৃষ্ঠা ৪৫৪-৪৭৭।
১৬. থার্ড ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক (টিডব্লিউএন), 'ডেভেলপিং কান্ট্রিস মিটিগেশন এন্ড এমআরভি-কল ফর ব্যালেন্স ইন নেগোসিয়েশনস', টিডব্লিউএন বন নিউজ আপডেট নম্বর ১০ (পেনাং, মালয়েশিয়া: টিডব্লিউএন, ৫ জুন ২০১০)।
১৭. ডেভিড ফ্রেম এন্ড ক্যামেরন হেভবার্ন, 'এন ইস্যু অব ট্রাস্ট: সেট করাপশন, রিসপনসিবিলাটি এন্ড গ্রীনহাউজ গ্যাস ইমশিনস', এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ লেটার্স, ভলিউম ৫ (২০১০)।
১৮. অরুনাভা ঘোষ ও নাইরি উডস (২০০৯), পৃষ্ঠা ১৬; আরো তথ্যের জন্য, দেখুন অরুনাভা ঘোষ, 'ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ইন দি ডব্লিউটিও ট্রেড পলিসি রিভিউ মেকানিজম', ওয়ার্ল্ড ট্রেড রিভিউ, ভলিউম ৯ (২০১০), পৃষ্ঠা ৪১৯-৪৫৫।
১৯. ঘোষ ও উডস (২০০৯), পৃষ্ঠা ১৫।
২০. ব্রেইডেনিক ও বোডালকি (২০০৯), পৃষ্ঠা ১৩-১৪।
২১. ইউএনএফসিসিসি'র অধীনে নন-এনেক্স ওয়ান পার্টিগুলোর জাতীয় যোগাযোগ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার আধুনিকায়নে এনেক্স ওয়ান অন্তর্ভুক্ত নয় এমন পক্ষগুলো থেকে জাতীয় যোগাযোগ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ পরামর্শক গ্রুপ গঠন করা হয়েছে।
২২. ইউএনএফসিসিসি'র, 'প্রগেস রিপোর্ট অন দি ওয়ার্ক অব দি কনসালটেশন গ্রুপ অব এক্সপার্টস অন ন্যাশনাল কমিউনিকেশন ফ্রম পার্টিস নট ইনক্লুডেড ইন এনেক্স ১ টু দি কনভেনশন', ডকুমেন্ট এফসিসিসি/এসবিআই/২০১০/আইএনএফ.২, ১০ মে ২০১০।
২৩. ব্রেইডেনিক ও বোডালকি (২০০৯), পৃষ্ঠা ২৩।
২৪. প্রাক্ত, পৃষ্ঠা ২১-২২।
২৫. আরন কসবি ও অন্যান্য, রিয়ালাইজিং দি ডেভেলপমেন্ট ডিভিডেন্ট: মেকিং দি সিডিএম ওয়ার্ক ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিস: ফেস ১ রিপোর্ট (ইউনিপেগ: ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, ২০০৫), পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪; রান্ড বুয়েন এন্ড এজেল মিকালোবা, 'ভিউ ফ্রম দি ইনসাইড-মার্কেটস ফর কার্বন ক্রেডিটস টু ফাইট ক্লাইমেট চেঞ্জ: এড্রেসিং করাপশন রিস্কস প্রোঅ্যাকটিভলি', টিআই (সম্পাদিত), গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট ২০০৯ (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৯) পৃষ্ঠা ৪১-৪৫; ফিন্যান্সিয়াল টাইমস (যুক্তরাজ্য), 'ব্রেইজিং রেসেস টু প্রোফিট ফ্রম গ্লোবাল ট্রেড', ২ ডিসেম্বর ২০০৯। শেষ অনুচ্ছেদে এক ব্যক্তির উদাহরণ টানা হয়েছে যিনি চীনে সিডিএম প্রস্তাব অনুমোদনের বিশেষজ্ঞ কমিটিতে কর্মরত এবং দেশে সিডিএম প্রকল্প কনসালটেন্ট হিসেবে অনেক কাজ করেছেন। উল্লেখ্য এই অনুচ্ছেদে স্বার্থগত ঝুঁকির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২৬. ইপিএ, ‘ডিওজে, ইপিএ দূষণমুক্ত বায়ুর লক্ষ্যনের জন্য ডিজেল ইঞ্জিন শিল্পকে দায়ী করার পাশাপাশি তা নিষ্পত্তির জন্য এক বিলিয়ন ডলার প্রদানের ঘোষণা দেয়’, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ২২ অক্টোবর ১৯৯৮।
২৭. ডেনিস টিরপাক, জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য রিপোর্টিংয়ের দিকনির্দেশনা, কর্মপরিকল্পনা পত্র (ওয়াশিংটন, ডিসি: ডব্লিউআরআই ২০১০) পৃষ্ঠা ৪, ৬; ব্রেইডেনিক ও বোডালসকি (২০০৯), পৃষ্ঠা ১৬।

৪.৩

দ্য ট্রেড-অফস অব ট্রেড

কার্বন বাজারের বাস্ফণ্ডবতা ও ঝুঁকি

ল্যামবার্ট ব্লেইডার্স

গত দশক ধরে কার্বন বাজার বৈশ্বিক গ্রিনহাউজ গ্যাস (জিএইচজি) নিঃসরণ হ্রাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়। বাজারের প্রধান সুবিধা হলো তারা সাশ্রয়ী মূল্যে নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করে। কার্বন বাজার নিয়ন্ত্রিত প্রপঞ্চ-অঞ্চল, দেশ ও কোম্পানিকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে। একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বায় (এনটিটি) কম মূল্যে নিঃসরণ হ্রাসের সুযোগ সৃষ্টি হলে তা আরো বেশি জিএইচজি হ্রাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন এবং যেসব স্থানে এ কাজে বেশি অর্থ ব্যয় হয় সেখানে অতিরিক্ত ভাতা (অ্যালাউন্স) বিক্রিতে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সামগ্রিক ব্যয় কমাতেও সহায়ক। একটি কার্যকর ও ব্যাপকভিত্তিক কার্বন বাজার সৃষ্টি হলে কার্বনের দাম বাড়বে, নিঃসরণ হ্রাসে ইনসেনটিভ পাওয়া যাবে এবং স্বল্প-কার্বন প্রযুক্তিতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারী ও শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎসাহিত হবে।

কিয়োটো প্রটোকলের অধীনে কার্বন বাজার চালু হয়েছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এর যাত্রা শুরু হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশে কার্বন বাজারের ব্যাপক সুনাম রয়েছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও নিউজিল্যান্ডেও এ বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কার্বন বাজার কিছু খাতে নিঃসরণের ধারাই পাল্টে দিয়েছে এবং নিঃসরণ হ্রাসের নতুন কৌশল উন্মোচনের সম্ভাবনায় অবদান রেখেছে। কার্বন বাজার বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করেছে। এসব সাফল্য সত্ত্বেও এর কিছু সমালোচনা রয়েছে। যেমন— এগুলোর পর্যবেক্ষণগত ত্রুটি রয়েছে এবং টেকসই উন্নয়নে উন্নয়নশীল দেশকে যথাযথ সহায়তা করে না।

কার্বন বাজারের প্রকারভেদ

১৯৯৭ সালে কিয়োটো প্রটোকল তিনটি বাজার ব্যবস্থাপনা চালু করে; নিঃসরণ ট্রেডিং, ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম) ও জয়েন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন (জেআই)। বিস্তারিত বলতে গেলে কার্বন বাজার দুই প্রকার : ক্যাপ-অ্যান্ড-ট্রেড ও অফসেটিং, ক্যাপ-অ্যান্ড-ট্রেড অথবা ইমিশনস ট্রেডিং সিস্টেমে, বিভিন্ন দেশের সরকার ও আন্তঃসরকার অংশগ্রহণকারী অঞ্চল, দেশ বা কোম্পানির নিঃসরিত জিএইচজি'র মোট পরিমাণ নির্ধারণ করে এবং এরপর অংশগ্রহণকারীদের নিলামে অথবা বিনামূল্যে ভাতা (অ্যালাউন্স) সরবরাহ করে। এসব এনটিটি প্রতি টন জিএইচজি নিঃসরণের জন্য একটি অ্যালাউন্স পায়। অংশগ্রহণকারী দেশগুলো নিঃসরণ হ্রাসে প্রয়োজনীয় অ্যালাউন্স ব্যতিরেকে অব্যবহৃত অ্যালাউন্স বিভিন্ন কোম্পানি বা দেশে (যাদের নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অতিরিক্ত অ্যালাউন্স দরকার) বিক্রি করতে পারে।

৪০টি উন্নয়নশীল দেশ তাদের জাতীয় জিএইচজি নিঃসরণের মুখে ছিপি আটকাতে কিয়োটো প্রটোকলের অধীনে একমত হয়েছে। কিয়োটো প্রটোকলের অধীনে আন্তর্জাতিক ট্রেডিং স্কিমের আওতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল ট্রেডিং স্কিম চালু করেছে। এর অধীনে একটি স্থাপনা বা কোম্পানি পর্যায়ে নিঃসরণ আটকে

রাখা হয়েছে। এ ধরনের একটা বিরাট স্কিম হলো- ইইউ'র ইমিশনস ট্রেডিং স্কিম (ইইউইটিএস)। ২০০৫ সালে এর যাত্রা শুরু হয় এবং ইউরোপের কার্বন নিঃসরণের প্রায় অর্ধেক এর আওতায় চলে এসেছে। ২০০৯ সালে ইইউইটিএস'র মোট ট্রেডিং ভ্যালু বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১শ' ১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।^২ বর্তমানে ৯টি বৃহত্তম কার্বন বাজার হিসেবে চালু রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৭টি দেশ এবং জুলানি সরবরাহকারী, পরিশোধনকারী এবং সিমেন্ট, লোহা ও ইস্পাত কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত নরওয়ের মত দেশের বৃহত্তম নিঃসরণ উৎসসমূহ ইইউইটিএস'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া নিউজিল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে ক্যাপ-অ্যান্ড-ট্রেড মার্কেট বিদ্যমান। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রে আরো আঞ্চলিক, জাতীয় বা নগরভিত্তিক স্কিম অনুন্নয়ন বা আলোচনা পর্যায়ে রয়েছে।

ক্যাপ-অ্যান্ড-ট্রেড সিস্টেম অফসেটিং পদ্ধতির মাধ্যমে সংশোধন করা হতে পারে। একটি ইমিশন ক্যাপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত এনটিটি ক্রেডিট ক্রয়ের মাধ্যমে ইমিশন অফসেট করতে পারে। সিডিএম হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অফসেটিং মেকানিজম। এ সিস্টেমের অধীনে উন্নয়নশীল দেশে নিঃসরণ হ্রাসে বিভিন্ন প্রকল্প সার্টিফাইড ইমিশন রিডাকশন (সিইআর) অর্জন করতে পারে। কিয়োটো প্রটোকলের নির্ধারিত নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিল্পোন্নত দেশগুলো এসব কিনে থাকে। এক্ষেত্রে ইইউইটিএস'র মত স্কিমগুলো নিঃসরণ হ্রাসের অঙ্গীকার পূরণে সিইআর ব্যবহারে অংশগ্রহণকারীদের অনুমতি দেয়। ২০১০ সালের আগস্ট নাগাদ সিডিএম তেইশ শতাধিক প্রকল্পের নিবন্ধন করে এবং ২০১২ সালের মধ্যে প্রায় ১ বিলিয়ন ক্রেডিট সরবরাহের আশা করা হচ্ছে। ২০০৮ সালে সিডিএম প্রকল্পে সরাসরি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যদিও ২০০৯ সালে তা নেমে ২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার হয়।^৩ সিডিএম'র অনুরূপ তবে অপেক্ষাকৃত কম সুযোগের জেআই একটি শিল্পোন্নত দেশকে গতিশীল ও সক্রিয় করেছে। ওই শিল্পোন্নত দেশটি অপর একটি দেশে একটি জিএইচজি হ্রাসকরণ প্রকল্পে অর্থায়নের অঙ্গীকার করেছে।

সততার সঙ্গে কার্বন বাজার পরিচালনা

বিভিন্ন কার্বন বাজার সামান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পন্থায় অনন্য। প্রথমত, প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেবল রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রকই ভোগ করতে পারে। পণ্য সামগ্রীর প্রাথমিক বিতরণ রাজনৈতিকভাবেই হচ্ছে। এছাড়া নতুন বাজারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকরা বিভিন্ন মেকানিজমের ওপর নজর রাখে। এসব ফ্যাক্টর বিভিন্ন বাজার ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান গড়তে কায়মী স্বার্থের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

অন্যান্য বাজারেও ক্রেতা বা বিক্রেতার ভোগ্যপণ্যের গুণগত মান নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। স্বল্পমানের অ্যালাউন্স কিনলে ক্রেতাদের সুনামগত ঝুঁকি থাকলেও তাদের কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি থাকে না।

এই অনন্য বৈশিষ্ট্য কার্বন বাজারের ডিজাইন ও অপারেশন উভয় ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাজার স্থিতিশীল ও এর লক্ষ্য যথাযথভাবে পূরণের জন্য সততা ও কার্যকর প্রয়োগবিধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্যাপ স্থাপন

একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্যাপ স্থাপন নিঃসরণ হ্রাসের প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্বশর্ত। একটি ইমিশনস ক্যাপ অত্যধিক পরিমাণ অতিপ্রাচুর্য পারমিট সৃষ্টি করে এবং স্বল্প কার্বন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের জন্য ইনসেনটিভ সরবরাহ করে না। কিছু নিয়ন্ত্রিত শিল্পে ইমিশনস ক্যাপের নিশ্চয়তাকে স্বাগত নাও জানানো হতে পারে। নিয়ন্ত্রিত এনটিটি একটি বিস্তৃত ক্যাপের জন্য লবি ও স্কিম গ্রহণে প্রভাব বিস্তারের জন্য ইনসেনটিভ পায়।

ইইউটিএস চালুর দুই বছর পর ২০০৭ সালে অ্যালাউন্সের মূল্য শূন্যে নেমে আসে। নিয়ন্ত্রিত কোম্পানির কাছ থেকে প্রাপ্ত নিঃসরণ সম্পর্কিত তথ্যের প্রকাশ এই ধস ডেকে আনে। নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি উল্লেখ করে বাজার নিয়ন্ত্রকদের অতিরিক্ত পারমিট বরাদ্দ রয়েছে যার ফলে অসাবধানতাবশত কার্বনের মূল্য হ্রাস পাচ্ছে এবং নিঃসরণ হ্রাসে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ইনসেনটিভের পরিমাণ কমছে। কতিপয় পর্যবেক্ষকদের ধারণা, নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্যাপ-অ্যান্ড-ট্রেড স্কিমের দুর্বলতাগুলোর ওপর জোর দিয়ে অ্যালাউন্স বরাদ্দে দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়ের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিল।^৪

একটি কার্যকর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও দীর্ঘমেয়াদী ক্যাপ বাস্তবায়ন বাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে অপরিহার্য। নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান বা দেশের প্রকৃত জিএইচজি নিঃসরণ সম্পর্কিত তথ্য আগাম সংগ্রহ করা হলে তা একটি বাস্তবসম্মত ক্যাপ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। তবে এসব তথ্য অবশ্যই যথার্থ ও যাচাইযোগ্য হতে হবে।

ইসুইং অ্যালাউন্স: নিলাম বনাম অবাধ বিতরণ

ইমিশনস ক্যাপ স্থাপন করা হলে ক্যাপ এন্ড ট্রেড সিস্টেম নিয়ন্ত্রিত শিল্পগুলো নিলাম বা বিনামূল্যে অথবা উভয়ের সমন্বয়ে নিঃসরণ ভাতা গ্রহণ করে। নিলামে ভাতা নেয়ার অন্যতম সুবিধা হলো— এটা নিশ্চিত করে যে দূষণকারী কার্বন নিঃসরণের জন্য অর্থ পরিশোধ করে। এটা বিনামূল্যে নিঃসরণ ভাতা বরাদ্দের জন্য নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি এড়িয়ে চলে। নিঃসরণ ভাতার নিলামের ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আসতে পারে। এ রাজস্ব প্রশমন ও অভিযোজন কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিঃসরণ ভাতার নিলাম কার্যক্রম ঝুঁকির মুখেও পড়তে পারে। কার্বন বাজারের সীমা সীমিত হলে সেক্ষেত্রে নিঃসরণ ভাতার নিলামের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় ‘কার্বন নির্গমনের’ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। যাই হোক, নিলাম প্রক্রিয়া সতর্কতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে। বেশি বেশি করে নিলাম আহ্বান বাজার দরের ওপর যে কোনো একক নিলামের প্রভাব খর্ব করবে।

বিনামূল্যে নিঃসরণ ভাতা বিতরণের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত দু’টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে; গ্রান্ডফাদারিং, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক নিঃসরণের ভিত্তিতে নিঃসরণ ভাতা বরাদ্দ এবং বেঞ্চমার্কিং, নিঃসরণযোগ্য বেঞ্চমার্কের ভিত্তিতে নিঃসরণ ভাতা বরাদ্দ। গ্রান্ডফাদারিং সমস্যা সৃষ্টি করে। কারণ এটা দূষণকারীর ব্যয়ের মূলনীতি নিরূপণ করে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণে মূল্য দিতে হবে এই নৈতিক যুক্তি অবহেলা করার পাশাপাশি ফ্রি ডিস্ট্রিবিউশনও সমস্যা সৃষ্টি করে। কারণ, অ্যালাউন্স নিয়ন্ত্রিত শিল্পের জন্য লাভজনক। ইটিএস-এর প্রথম পর্যায়ে বিনামূল্যে বিতরণ ও অতিরিক্ত বরাদ্দের ফলে ইইউ’র চারটি বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদনকারকের লাভ হয় ৬ থেকে ৮ বিলিয়ন ইউরো।^৫

বেঞ্চমার্কিং দূষণকারীর ব্যয়ের মূলনীতি লঙ্ঘন করে না এবং ভাতা বরাদ্দের সুষ্ঠু পদ্ধতি সরবরাহ করে। যেসব স্থানে জিএইচজি প্রশমন কৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে, সেগুলো লাভবান হয়েছে এবং যেসব এনটিটি আরো দূষণ করেছে তারা অতিরিক্ত অ্যালাউন্স কিনেছে। ২০১৩ সালের শুরুতে ইইউটিএস বেঞ্চমার্কিংয়ের মাধ্যমে ভাতার অর্ধেক ও নিলামের মাধ্যমে বাকি অংশ সরবরাহ করবে।

স্পষ্টত, নিয়ন্ত্রিত শিল্প প্রতিষ্ঠান নিঃসরণ ভাতা বিনামূল্যে বরাদ্দের লবিংয়ের জন্য ইনসেনটিভ পায়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৯ সালে, অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্তাবিত ক্যাপ-এন্ড-ট্রেড আইন ব্যর্থ হওয়ার আগে অস্ট্রেলিয়ান

কনজারভেশন ফাউন্ডেশন দেশটির ছয়টি কোম্পানি কোন বিপথগামী বা প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত কিনা তা তদন্তের জন্য কম্পিটিশন এন্ড কনজুমার কমিশনকে নির্দেশ দেয়।^৬

অফসেটস: ডেমেনসট্রেটিং অ্যাডিশনালিটি

অফসেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, নিঃসরণ ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে হবে। এর অর্থ হলো— নিঃসরণ হ্রাসের প্রকল্পগুলো যে অফসেট অ্যালাউন্স বিক্রির মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব ছাড়া বাস্তবায়ন করা হয়নি, তার প্রমাণ থাকতে হবে। অফসেট অ্যালাউন্স প্রকৃতপক্ষে মোট কার্বন নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয়।

বিশ্বের বৃহত্তম অফসেট স্কিম সিডিএম-এর অধীনে ডেমেনসট্রেটিং অ্যাডিশনালিটির চলমান প্রবণতা প্রকল্প গ্রহণকারীদের অনেক বেশি বিবেচনা করা হয়। ব্যাপকভাবে অ্যাডিশনালিটি প্রমাণের বিষয়টি প্রকল্প গ্রহণকারীর বিনিয়োগের মনোভাব নিয়ে প্রশ্নের উদ্বেক করে। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বলে, চলমান প্রবণতা প্রকল্পের ওপর আস্থা বাড়াতে ব্যর্থ। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ জানান, নিবন্ধিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্প অ্যাডিশনাল নয়।^৭ প্রকৃত ঘটনা হলো, ২০০৮ সালের অক্টোবরে সিডিএম-এর অধীনে নিবন্ধিত সব প্রকল্পের ৭৬ শতাংশ অফসেট প্রকল্প সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের সুরাহার আগে হাতে নেয়া হয়েছিল।^৮ অফসেট প্রকল্পগুলো প্রকৃতপক্ষে সিডিএম সংশ্লিষ্ট অর্থায়নের ওপর নির্ভর করে কিনা, সেসময় এ সম্পর্কিত প্রশ্ন ওঠে। গত দুই বছর সিডিএম নির্বাহী পরিষদ দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করেছে— যাতে আরো বস্তনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ন করা যায়।^৯

একইভাবে নিয়মনীতি প্রমাণ বা পরিবর্তন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, নিঃসরণ বেঞ্চমার্ক একটি সুনির্দিষ্ট সিডিএম প্রকল্পের সামর্থ্য নিরূপণে ব্যবহার করা যায়। একটি প্রকল্পের জন্য সর্বোচ্চ কার্যক্রম কেন্দ্রের গড় নিঃসরণ হার বেঞ্চমার্ক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং বেঞ্চমার্কের চেয়ে সর্বোচ্চ কার্যক্রম প্রকল্পই কেবল ক্রেডিটের জন্য যোগ্য হবে।^{১০} বেঞ্চমার্কের কার্যকারিতার জন্য এগুলোকে অবশ্যই হালনাগাদ করতে হবে। স্থাপিত বেঞ্চমার্ক চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। কারণ, শিল্প সম্পর্কিত তথ্য অপরিপূর্ণতা বা গোপনীয় হতে পারে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান নানা পণ্য উৎপাদন করে। ফলে এক্ষেত্রে বহুমুখী বেঞ্চমার্ক প্রয়োজন। প্রকল্পগুলো অ্যাডিশনাল হবে কি হবে না, তা নিরূপণে বাজার প্রভাব হার ব্যবহার করা যেতে পারে।

কণিকা ৪.৩ এইচএফসি-২৩: সিডিএম-এর অধীনে বিগত ইনসেনটিভের ঘটনা

হাইড্রোক্লোরোকার্বন-২৩ (এইচএফসি-২৩) হলো শক্তিশালী জিএইচজি, এটা ম্যানুফ্যাকচারিং হাইড্রোক্লোরোকার্বন-২২ (এইচএফসি-২২)’র পণ্যসামগ্রী থেকে উৎপন্ন হয়। উন্নয়নশীল দেশে এইচএফসি-২৩ সাধারণত বায়ুমণ্ডলে ভেদ করে। ১৯টি নিবন্ধিত এইচএফসি-২৩ প্রকল্প ২০১২ সালের মধ্যে ৪শ’ ৭৬ মিলিয়ন সিইআর সরবরাহ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এইচএফসি-২৩ দূরীকরণের জন্য সাশ্রয়ী মূল্য ১ ডলারের চেয়ে কম, যেখানে প্রতি টন কার্বনের জন্য ১ ডলার খরচ হয়। সিডিএম প্রকল্পের রাজস্ব সহজে এইচসিএফসি-২২ বিক্রির রাজস্ব বাড়িয়ে দিতে পারে।^{১১}

এসব কেন্দ্রের ওপর সম্প্রতি পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, এ ধরনের বৃহৎ রাজস্ব আরো বেশি মাত্রায় এইচসিএফসি-২২ ও এইচএফসি-২৩ উৎপাদনে কেন্দ্র পরিচালকদের জন্য ইনসেনটিভের সুযোগ সৃষ্টি করে।^{১২} যদিও ক্রেডিট নিরূপণের জন্য পদ্ধতিতে এগুলো সুরক্ষার রক্ষাকবচ অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে এগুলোর অকার্যকারিতা খুঁজে পাওয়া গেছে এবং অফসেট ক্রেডিট বাড়াতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সিডিএম এইচসিএফসি-২২ কেন্দ্রগুলো চালু রাখা হয়েছে। দু’টি কেন্দ্র এইচএফসি-২৩ উৎপাদন হ্রাস করেছে।

তবে তারা ক্রেডিটের জন্য অযোগ্য হয়েছে। পরবর্তীকালে তারা ক্রেডিটের জন্য ফের উৎপাদন বাড়ায়। একটি কেন্দ্র এমন এক সময়ে এর উৎপাদন বন্ধ করে দেয় যখন তারা ক্রেডিট পাচ্ছিল না। তবে আবার এখন তারা ক্রেডিট পেতে শুরু করে তখন তা আবার চালু করে। দেখা যায়, বিভিন্ন কেন্দ্র যখন তাদের দাবি অনুযায়ী ক্রেডিট পায় তখন সঠিক মাত্রায় এইচসিএফসি-২২ ও এইচএফসি-২৩ উৎপাদন করছে।

২০১০ সালের মাঝামাঝি বেসরকারি সংগঠন সিডিএম ওয়াচ ক্রেডিটিং মেথডলজি পর্যালোচনার জন্য সিডিএম নির্বাহী বোর্ডের কাছে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানায়। প্রস্তাবে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ইমিশনস বেঞ্চমার্ক চালু, এইচএফসি-২৩ দূরীকরণে ৯০ শতাংশের বেশি ক্রেডিট হ্রাস এবং এইচএফসি-২৩ ও এইচসিএফসি-২২ উৎপাদন বাড়াতে ইনসেনটিভ হ্রাসের সুপারিশ করা হয়।

সিডিএম মেথডলজি প্যানেলের চেয়ারম্যান মেথডলজিতে এই প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেন এবং সিডিএম ওয়াচ জানায়, বোর্ডের যেসব সদস্য এই প্রস্তাবকে অবজ্ঞা করছেন তারা সেসব দেশ থেকে এসেছেন যেগুলো সরাসরি এইচএফসি-২৩ প্রকল্পের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। এর মধ্যে জাপান, চীন ও ভারত রয়েছে। জাপান সরকার এ ধরনের আটটি প্রকল্পে সহায়তা দেয়। চীনে ১১টি ও ভারতে এ ধরনের সাতটি প্রকল্প রয়েছে।^{১৩} মেথডলজিতে এগুলো স্থান না পেলে নির্বাহী এ ইস্যু তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্বব্যাপক দাবি করে, অভিযোগ সমর্থনের যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ নেই।

অফসেটস: ডেমনস্ট্রেটিং সাসটেইনাবিলিটি

সিডিএ'র অপর শর্ত হল, অফসেট প্রকল্পগুলোর টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা উচিত। সিডিএম প্রকল্পে আয়োজক দেশের সরকারকে যে বিষয়টি স্পষ্ট করতে হয়, তা হলো প্রকল্প টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক। যেসব প্রকল্পে টেকসই উন্নয়নের সুযোগ নেই বা সীমিত সেগুলো বাতিলের জন্য জাতীয় কর্তৃপক্ষ কম ইনসেনটিভ পায়। ফলে দেশের রাজস্ব ক্ষতি হয়। এদিকে সিডিএম প্রকল্পের টেকসই উন্নয়ন সুবিধা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, টেকসই উন্নয়নে সিডিএম-এর অবদান কম।^{১৪} অফসেট প্রকল্পের টেকসই উন্নয়ন সুবিধা নিরূপণে আন্তর্জাতিক মানের মেথডলজির আহ্বান জানানো যেতে পারে।^{১৫} বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞরা আবার সিইআর গণনা না করার প্রস্তাব দিয়েছে।

তৃতীয় পক্ষের পর্যালোচনা: সক্ষমতা গঠন ও স্বাধীনতা জোরদার

কার্বন বাজার মেকানিজমের অধীনে বেসরকারি কোম্পানি বা ব্যক্তিকে বৈধ প্রকল্প গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট এনটিটি'র দাবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিঃসরণ বা নিঃসরণ হ্রাসের বিষয়টি পর্যালোচনার মাধ্যমে গুণগত পণ্যের নিশ্চয়তা বিধানে দায়িত্বশীল হতে হবে। এসব সংস্থাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে কার্বন বাজার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ যেসব শর্ত দিয়েছে, তা তারা পূরণ করেছে। তৃতীয় পক্ষের গুণগত পর্যালোচনা নিশ্চিত করার বিষয়টি যেকোন কার্বন বাজারের মূলে রয়েছে। এ সত্ত্বেও কার্বন বাজারের সততার জন্য পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সিডিএম প্রকল্পের পর্যালোচনাকারী ডেজিগনেটেড অপারেশনাল এনটিটিস (ডিওই)কে সিডিএম নির্বাহী বোর্ড অনুমোদন দিয়েছে। প্রকল্প প্রণয়নকারীরা সরাসরি ডিওই পরিশোধ করে। এটা তাদের পর্যালোচনার স্বাধীনতাকে খর্ব করতে পারে। গত দুই বছরে সিডিএম নির্বাহী পরিষদ চারটি ডিওই'র অনুমোদন স্থগিত করেছে।^{১৬} বোর্ড আরো দেখতে পেয়েছে যে, ডিওই কর্মীদের যোগ্যতার অভাব রয়েছে। এজন্য ডিওই স্বতন্ত্র কারিগরি পর্যালোচনা করতে পারেনি অথবা ভেরিফাইং কোম্পানি অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা অনুসরণ

করেনি বা প্রকল্পের গুণগত মান নিশ্চিত যথাযথভাবে নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেনি।^{১৭} সুতরাং বৈধতা ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গভীর সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়।^{১৮} তাছাড়া ডিওইর প্রকল্পের মধ্যে অর্থেকের ও কম কোনো ধরনের সংশোধন ছাড়াই বোর্ডে পাস হয়েছে। এছাড়া ডিওই প্রকল্পগুলোর একটি নিরপেক্ষ রেটিং করা হয়েছে। এ থেকে এফ মানদণ্ড ধারণ রেটিং করা হয়। এ হলো সবচেয়ে ভাল আর এফ ফল সবচেয়ে খারাপ। দেখা যায়, ডিওই'র শীর্ষ স্কোর হল ডি। আর সবগুলোর স্কোর এর নিচে।^{১৯}

ব্যক্তির সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসেবে বর্ণিত। কিছু ভেরিফাইং সংস্থা বলেছে, দক্ষ স্টাফ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। পর্যালোচনাকারী প্রতিষ্ঠানের যেসব সদস্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তারা প্রকল্প ডেভেলপার হতে চায়। আরেকটি সমস্যা হল, সিডিএম নির্বাহী বোর্ডের দিক নির্দেশনা কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। ফলে বোর্ড ও ডিওই'র মধ্যে ব্যাখ্যার ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।^{২০} অন্যদিকে এক্সিডেশন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক শর্তাবলীর ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ও এটা পুরোপুরি স্বচ্ছ নয়।

গত কয়েক বছর ধরে সিডিএম নির্বাহী বোর্ড ভ্যালিডেশন ও ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০০৮ সালের নভেম্বরে সিডিএম নির্বাহী পরিষদে ভ্যালিডেশন এন্ড ভেরিফিকেশন ম্যানুয়াল (ভিভিএম) গ্রহণ করা হয়। ইউএএএফসিসিসি সচিবালয় ডিওই'র জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছে। এছাড়াও বোর্ড ডিওই সঠিকভাবে দেখভাল করতে একটি পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই নতুন সিস্টেমের অংশ হিসেবে পারফরমেন্স সূচক গণনা করা হয়েছে এবং সিডিএম নির্বাহী বোর্ডে তা সহজলভ্য করা হয়েছে।

নিঃসরণ রিপোর্টিং ও অ্যালাউন্স চিহ্নিতকরণ: দ্বৈত গণনা পরিহার ও সততা নিশ্চিত

নিঃসরণের দ্বৈত গণনা পরিহার করতে কার্বন বাজারের জন্য নিঃসরণ ভাতা ট্রেডিং ও সঠিক বুক কিপিং প্রয়োজন। ২০১০ সালের বসন্তে হাঙ্গেরি সরকার সিইআর বিক্রি করে দেয়।^{২১} সিইআরকে ইউই কার্বন বিনিময়ের বাইরে রাখার দাবি সত্ত্বেও রিসাইকেলড ক্রেডিট শিগগিরই ইউই বাজারে ছেড়ে দেয়া হয়। এ কারণে ইউরোপ এক্সচেঞ্জে সিইআর ব্যবসা স্থগিত করে দেয়া হয়।

দ্বৈত গণনা এড়াতে বাজারের সততা গুরুত্বপূর্ণ। নিঃসরণ ট্রেডিং স্কীমে নিয়ন্ত্রিত এনটিটিগুলো তাদের জিএইচজি সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেয়। ইউইউটিএস, জিএইচজি সম্পর্কে তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত প্রটোকল অনুযায়ী সাজানো হয়। সাধারণত ট্রেডিং স্কীমের সূচনা জিএইচজি নিঃসরণের ক্ষেত্রে সততা আরো বৃদ্ধি করতে পারে। জিএইচজি সম্পর্কে বারংবার রিপোর্টিং-এর বিভিন্ন কোম্পানির জিএইচজি নিঃসরণ ও কমপ্লায়েন্স প্রচেষ্টা চিহ্নিত করতে জনগণকে সজাগ করবে।

জবাবদিহি ও কার্যকর বাজার বাস্চলবায়ন

কার্বন বাজার পর্যবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই স্বাধীন ও জবাবদিহিমূলক হতে হবে এবং আত্মশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণে কারিগরি জ্ঞান জরুরি।

স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত

কার্বন বাজার কাঠামোর মধ্যে স্বার্থগত দ্বন্দ্ব একটা নীরব উদ্বেগের বিষয়। সিডিএম ও জয়েন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন (জেআই) পর্যবেক্ষণ করে সিডিএম নির্বাহী বোর্ড ও জেআই সুপারভাইজরি কমিটি (জেআইএসসি) উভয় কমিটি ১০ সদস্যবিশিষ্ট হয়। ইউএএএফসিসিসি ও কियोটো প্রটোকলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো থেকে এই

সদস্য নির্বাচন করা হয়। যদি সদস্যদেরকে তাদের ব্যক্তিগত সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশনা দেয়া হয়, তবুও তারা অনেক দায়িত্ব পালন করে। তারা তাদের নিজেদের দেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন, তাদের দেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ও সরকারি সিডিএম ক্রয় কর্মসূচির জন্য আলোচক হিসেবে কাজ করে।^{২২} তাছাড়া স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ঘোষণা করতে সিডিএম নির্বাহী বোর্ডের সদস্যদের দরকার হয়।^{২৩} কিছু সদস্য স্বার্থগত দ্বন্দ্বকে বিবেচনায় নিয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি তৈরি করে, তবে অন্যরা তা করে না।^{২৪}

একটি পত্রিকার খবরে বলা হয়, বোর্ডের সদস্যরা বিভিন্ন রুদ্ধদ্বার বৈঠকে এমন সব প্রকল্প ব্যাপকভাবে তুলে ধরে, যেগুলোর মাধ্যমে তাদের নিজ দেশ বা নিজ দেশের কোম্পানি উপকৃত হয়।^{২৫} সিডিএম নির্বাহী বোর্ড সব সিদ্ধান্তগুলোর পরিসংখ্যানিক মূল্যায়ন করে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছে যে, কোন বোর্ড সদস্য আয়োজক দেশের প্রতিনিধিত্ব করলে প্রকল্প পাস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একইভাবে বিশ্বব্যাংকের মত ক্ষমতাসালী ক্রীড়নকের অংশগ্রহণ থাকলে সাফল্যের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।^{২৬} স্বার্থগত দ্বন্দ্ব মোকাবেলায় যে বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত তা হলো, এসব পদে পূর্ণ বেতনভুক্ত পেশাজীবীদের নিয়োগ দেয়া উচিত।^{২৭}

সিডিএম ও জেআই'র মত বিভিন্ন অফসেটিং ম্যাকানিজমের ঘটনায় প্রকল্প প্রণয়নকারীসহ অনেক স্টেকহোল্ডার বোর্ডের বৈঠক আহ্বান করেছে। কি ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। তারা যথাযথ সিদ্ধান্ত ও বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের আহ্বান জানিয়েছেন।^{২৮} কার্বন বাজার ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে যথাযথ আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে পরে অংশীদারদের সঙ্গে যোগাযোগ জরুরি।

এনশিউরিং কমপ্লায়েন্স, প্রটেকটিং অ্যাগেইনস্ট ফ্রড

যে কোন বাজার কেন্দ্রে মেকানিজম প্রয়োগ করা হয়। এগুলো আইন-কানুন মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করে। বাজার সততা হল রক্ষাকবচ। কোন এনটিটি প্রয়োজনীয় অ্যালাউন্স ছেড়ে না দিলে প্রতি অ্যালাউন্সের জন্য তাকে ১শ' ডলার জরিমানা গুণতে হবে।^{২৯} এই জরিমানা সফলভাবে নিয়ন্ত্রিত এনটিটি'র বিস্তার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করে। বাজার ম্যানুপুলেশন ও জালিয়াতি রোধে নিয়ন্ত্রকদের মনোযোগী হতে হবে। অপরাধীদের দণ্ডদেশ ও বাজারের নিয়মিত নিগূঢ় সরবরাহ করতে হবে। বাজার উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে তীক্ষ্ণ নজরদারি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৯ সালে ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রকরা ভ্যাট জালিয়াতি নিয়ন্ত্রণে সংগ্রাম করে।

সরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও কার্বন বাজার রাজস্ব

কার্বন বাজারের মাধ্যমে উৎপাদিত সম্পদ সরবরাহের রাজস্বের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে এবং যে কোন সরকারি সম্পদের প্রত্যাশিত জবাবদিহিতার পাশাপাশি তা অবশ্যই রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। তবে ২০০৯ সালে এ ঘটনা ঘটেনি। সেসময় বাজার মূল্যের চেয়ে কমে নিজ দেশের এএইউ বিক্রি করে দেয়ার পর স্লোভাকিয়ার এক পরিবেশ মন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

অ্যালাউন্স বিক্রি থেকে পাওয়া তহবিলও একটা বিষয়। ইইউইটিএস-এর তৃতীয় পর্যায়ে অ্যালাউন্স নিলাম থেকে অনেক রাজস্ব আসবে। এর ৫০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি সক্ষমতা বনভূমি নিধন ফ্রাস ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মতো বিভিন্ন জলবায়ু কর্মসূচির জন্য রাখা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের রিজিওনাল গ্রিনহাউজ গ্যাস ইনিশিয়েটিভ ও অ্যালাউন্স নিলামে তোলে এবং জ্বালানি

সক্ষমতা ও নবায়নযোগ্য বৈদ্যুতিক উৎসে বিনিয়োগ বাড়াতে রাজস্ব কাজে লাগায়। সিডিএম প্রকল্পের অফসেট ক্রেডিটের ২ শতাংশ সরাসরি ইউএনএফসিসিসি'র অভিযোজন তহবিলে প্রদান করা হয় এবং রাজস্ব পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যায়। ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোতে সর্বশেষ এই উদাহরণ কাজে লাগানো যেতে পারে।

ব্যাপক কার্বন বাজার: সমন্বিত দায়বদ্ধতা

জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের শীর্ষ উপাদান হিসেবে কার্বন বাজার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর জন্য শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক তদারকি ব্যবস্থা দরকার। বিদ্যমান বাজার সম্পর্কিত তথ্য থেকে জানা যায়, নতুন নীতি অনেক সুফল দিয়েছে। নতুন বাজার গঠনে এই শিক্ষা কাজে লাগানো গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যমান ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার বাজার ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করবে।

টিকা

১. ল্যামবার্ট স্লাইডার ইতিপূর্বে জার্মানির অকো ইন্সটিটিউটে কর্মরত ছিলেন এবং একজন স্বাধীন গবেষক ছিলেন। এরপর তিনি ২০১০ সালের অক্টোবরে ইউএনএফসিসিসি সচিবালয়ে যোগ দেন। এই প্রবন্ধটি তিনি তার আগেই লেখেন।
২. আলেকজান্ডার কজো ও ফিলিপ আমব্রসি, স্টেট এন্ড ট্রেডস অব দি কার্বন মার্কেট ২০১০, (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ডব্যাংক, ২০১০) পৃষ্ঠা ১।
৩. প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ১-২।
৪. তামরা গিলবার্টসন ও অস্কার রায়েস, কার্বন ট্রেডিং: হাও ইট ওয়ার্কস এন্ড হোওয়াই ইট ফেইলস, ক্রিটিক্যাল কারেন্টস অকেশনালস পেপার নং ৭ (আপসালা: দাগ হ্যামারকন্ড ফাউন্ডেশন, ২০০৯) পৃষ্ঠা ৩৫।
৫. রিচার্ড বন্ডউইন, রেগুলেশন লাইট: নি:সরন বানিজ্য বৃদ্ধি, আইন, সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ক কর্ম ও পরিকল্পনা পত্র, নম্বর-৩/২০০৮ (লন্ডন: লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস, ২০০৮) পৃষ্ঠা ১০।
৬. RechargeNews.com, 'সিক্স অস্ট্রেলিয়ান কম্পানিজ একিউজড অব কার্বন ফ্রড', ১৫ জুন ২০০৯; দেখুন অস্ট্রেলিয়ান কনজারভেশন ফাউন্ডেশন, 'কমপ্লেইন টু দি অস্ট্রেলিয়ান কমপিটিশন এন্ড কনজুমার কমিশন', ১১ জুন ২০০৯।
৭. দেখুন ল্যামবার্ট স্লাইডার, 'এসেসিং দি এডিশন্যালি অব সিডিএম প্রজেক্টস: প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সেস এন্ড লেসন্স লার্নড', ক্লাইমেট পলিসি, ভলিউম ৯ (২০০৯), পৃষ্ঠা ২৪২-২৫৪; মার্টিন কেম্‌স ও অন্যান্য, সিডিএম ও জেআই প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা, জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণা প্রতিবেদন, নম্বর ১২-০৭ (দেসাউ: ফেডারেল এনভায়রনমেন্টাল এজেন্সি অব জার্মানি, ২০০৭); এক্সেল মিকালোবা ও পাললাভ পুরোহিত, ভারতীয় সিডিএম প্রকল্পের পর্যাণ্ডতা অনুধাবন, ভারতীয় সিডিএম প্রকল্প প্রণয়নকারীরা কি সিডিএম নির্বাহী বোর্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? (জুরিখ: জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭); ডেভিড ভিষ্টার ও মাইকেল ওয়ারা, আন্তর্জাতিক কার্বন অফসেট বিষয়ক বাস্তবসম্মত নীতি, কর্মপরিকল্পনা নম্বরপত্র ৭৪ (স্ট্যানফোর্ড, সিএ: স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮)।
৮. আন্তর্জাতিক নদীসমূহ, 'রিপ-অফসেটস: দি ফেইলর অব দি কিয়েোটো প্রটোকলস ক্রিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম' (বার্কলি, সিএ: ইন্টারন্যাশনাল রিভারস, ২০০৮)।

৯. সিডিএম নির্বাহী বোর্ডের ৩৯ তম বৈঠকের প্রতিবেদন, এনেক্স ৩৫; সিডিএম নির্বাহী বোর্ডের ৪১তম বৈঠকের প্রতিবেদন, এনেক্স ৪৬; সিডিএম নির্বাহী বোর্ডের ৫০তম বৈঠকের প্রতিবেদন, এনেক্স ১৩।
১০. ল্যামবার্ট স্লেইডার, ইজ দি সিডিএম ফুলফিলিং ইজ এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সাসটেইনলেবেল ডেভেলপমেন্ট অবজেকটিভস? এন ইভালুয়েশন অব দি সিডিএম এন্ড অপশনস ফর ইমপ্রুভমেন্ট (বার্লিন: অকো-ইন্সটিটিউট, ২০০৭), পৃষ্ঠা-৫৮।
১১. ইউএনএফসিসিসি, 'সবুজ উন্নয়ন পদক্ষেপের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম থেকে গজিয়ে ওঠা ইস্যু: এইচসিএফসি-২২ উৎপাদন থেকে এইচএফসি-২৩ বর্জ্য বাস্তুভবন', এফসিসিসি/টিপি/২০০৫/২০০১; ল্যামবার্ট স্লেইডার ও অন্যান্য, 'অন্যান্য সম্মেলনে ক্যোটা প্রটোকলের অধীনে সবুজ উন্নয়ন ব্যবস্থার সংশ্লেষণ, এইচএফসি-২৩ ধ্বংসের ঘটনা, পরিবেশ আইন নেটওয়ার্ক আন্তর্জাতিক পর্যালোচনা (২০০৫); প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক মূল্য নিরূপনকারী প্যানেল (টিইএপি)/ আইপিসিসি, ওজন স্তরের সুরক্ষা ও বৈশ্বিক জলবায়ু ব্যবস্থা: হাইড্রোফুরো কার্বন ও পারফুরো কার্বন সংশ্লিষ্ট বিষয় (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০০৫) পৃষ্ঠা ৪২৭; টিইএপি এইচসিএফসি বিষয়ক টাস্কফোর্স রিপোর্ট (ক্লিন ডেভেলপমেন্ট ম্যাকানিজমের প্রভাবের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ) ও ইতোপূর্বেকার এইচসিএফসি বর্জন ও অন্যান্য বাস্তব ব্যবস্থা থেকে নিঃসরণ হ্রাস সুবিধা প্রাপ্তি- সিদ্ধান্ত ১৮/১২ এর প্রতিক্রিয়া, ২০০৭, পৃষ্ঠা ৫৭।
১২. সিডিএম নির্বাহী বোর্ডে সিডিএম ওয়াচের দাখিলকৃত আরইডি০১৮৬ রিভিশনের অনুরোধ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে <http://cdm.unfccc.int> এবং ল্যামবার্ট স্লেইডার, 'পারভার্স ইনসেনটিভস আন্ডার দি ক্লিন ডেভেলপমেন্ট ম্যাকানিজমের (সিডিএম): এন ইভালুয়েশন অব এইচএফসি-২৩ ডিসট্রাকশন প্রজেক্টস', জলবায়ু নীতি কর্তৃক গৃহীত (আসন্ন)।
১৩. এনভায়রনমেন্টাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (ইআইএ), 'কার্বন বাজার প্রতারণার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের বিলম্ব পদক্ষেপ', সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ৩০ জুলাই ২০১০।
১৪. দেখুন, কারেন এইচ ওলসেন, 'দি ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম'স কন্সট্রিক্টিভিউশন টু সাসটেইনলেবেল ডেভেলপমেন্ট: এ রিভিউ অব দি লিটারেচার', ক্লাইমেট চেঞ্জ, ভলিউম ৮৪ (২০০৭) পৃষ্ঠা ৫৯-৭৩।
১৫. উদাহরণ হিসেবে দেখুন, কারেন এইচ ওলসেন ও জরগান ফেনহান, 'সাসটেইনলেবেল ডেভেলপমেন্ট বেনিফিটস অব ক্লিন ডেভেলপমেন্ট ম্যাকানিজম প্রজেক্টস। এ নিউ মেথোডলজি ফর সাসটেইনলেবেল এসেসমেন্ট বেসড অন টেক্সট এনালাইসিস অব দি প্রজেক্ট ডিজাইন ডকুমেন্টস সাবমিটেড ফর ভেলিডেশন', এনার্জি পলিসি, ভলিউম ৩৬ (২০০৮), পৃষ্ঠা ২৭৭৩-২৭৮৪; ক্রিস্টফ সাটার, সাসটেইনলিবিলাটি চেক-আপ ফর সিডিএম প্রজেক্টস: হাও টু এসেসস দি সাসটেইনলিবিলাটি অব ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্টস আন্ডার দি ক্যোটা প্রটোকল (বার্লিন: উইজেনস্কাফলিচার ভারলেগ, ২০০৩); সাউথ সাউথ নর্থ, সাউথ সাউথ নর্থ সিডিএম টুলকিট (কেপটাউন: সাউথ সাউথ নর্থ, ২০০৪)।
১৬. ডিএনডি (ডেট নরকি ভেরিটাস), কেমকো, এসজিএস ও টাভ-সাদ। বর্তমানে ৩০ এর বেশী ডিওই রয়েছে।
১৭. সিডিএম নির্বাহী বোর্ডের ৪৪ তম বৈঠকের প্রতিবেদন, এনেক্স ২; সিডিএম নির্বাহী বোর্ডের ৪৯তম বৈঠকের প্রতিবেদন, এনেক্স ২। সিডিএম নির্বাহী বোর্ড ডিওই'র সামর্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ প্রয়োগ করছে।
১৮. ল্যামবার্ট স্লেইডার ও লিন্ট মোহর, ২০১০ রেটিং অব ডেজিগনেটেড অপারেশনাল এনটিটিজ (ডিওই'স) এক্রিডিটেড আন্ডার দি ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম) (বার্লিন: ওকো ইন্সটিটিউট, ২০১০)।
১৯. প্রাপ্ত।
২০. মার্ক স্কাপিও, 'কনিং দি ক্লাইমেট: ইনসাইড দি কার্বন ট্রেডিং শেল গেইম', হারপার্স ম্যাগাজিন, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা ৩১-৩৯।
২১. BusinessGreen.com, 'কার্বন ট্রেডারস ভয়েস ফিয়ারস ওভার রিসাইকেলড কার্বন ক্রেডিট', ১৭ মার্চ ২০১০।
২২. চারলট স্ট্রিক ও জোলেনি লিন, 'মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক: এ রিভিউ অব সিডিএম পারফরমেন্স এন্ড দি নিড ফর রিফর্ম', ইউরোপিয়ান জার্নাল অব ইন্টারন্যাশনাল ল, ভলিউম ১৯ (২০০৮), পৃষ্ঠা ৪০৯-৪৪২।

২৩. সিডিএম নির্বাহী বোর্ডের ৪৭ তম বৈঠকের প্রতিবেদন, এনেক্স -৬২।
২৪. সিডিএম নির্বাহী বোর্ডের প্রতিবেদনে স্বার্থগত দ্বন্দ্বের কিছু বিবৃতি স্থান পেয়েছে। তবে সব দেশের নয়।
২৫. নিউ ইয়র্ক টাইমস (যুক্তরাষ্ট্র), 'সিক্রেট ইউএন বোর্ড অ্যাওয়ার্ডস লুরাকোটিভ ক্রেডিটস উইথ ফিউ রুলস ব্যারিং কনফ্লিক্টস', ৭ এপ্রিল ২০০৯।
২৬. ফ্লোরেন্স ফুয়েস ও অন্যান্য, ইউএন এপ্রোভাল অব গ্রীনহাউজ গ্যাস ইমিশন রিডাকশন প্রজেক্টস ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ: দি পলিটিক্যাল ইকোনমি অব দি সিডিএম এক্সিকিউটিভ বোর্ড, ওয়ার্কিং পেপার নং ৩৫ (জুরিখ: সেন্টার ফর কম্পারেটিভ এন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, ২০০৮)।
২৭. স্ট্রিক ও লিন (২০০৮)।
২৮. প্রাণ্ডজ; ইন্টারন্যাশনাল ইমিশনস ট্রেডিং অ্যাসোসিয়েশন (আইইটিএ), 'দ্য জয়েন্ট ইম্পলিমেন্টেশন ম্যাকানিজম পোস্ট-২০১২', পজিশন পেপার (জেনেভা: আইইটিএ, ২০০৯)।
২৯. ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও ১৩ অক্টোবর ২০০৩ পরিষদের নির্দেশনা ২০০৩/৮৭/ইসি অনুযায়ী কমিউনিটিগুলোর মধ্যে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ ভাতা প্রদানে একটি স্কিম চালু ও পরিষদের ৯৬/৬১/ইসি নির্দেশনা সংশোধন করা হচ্ছে।

স্লোভাকিয়ার জনগণ দেখে সরকারের কার্বন ব্যবস্থায় আস্থা নেই

ইমিলিয়া সিকাকোভা- বেবলাভা ও গ্যাব্রিয়েল সিপোস^১

কিয়োটো প্রটোকলের ১৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেশিরভাগ শিল্পোন্নত ও কিছু পরিবর্তনশীল অর্থনীতির দেশকে কেবল সেসব দেশে যেগুলো তাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করেছে, সেখানে ‘অব্যবহৃত’ নিঃসরণ পারমিটস (নির্দেশিত পরিমাপ ইউনিট: এএইউ) বিক্রির অনুমতি দেয়া হয়।^২ স্লোভাকিয়া ২০০৮ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিক্রয়যোগ্য নিঃসরণ কোটা সুবিধা পেয়েছে। এ দেশে ২০০৩-২০০৭ সালে গড় নিঃসরণের মাত্রা ছিল ১৯৯০ সালের কিয়োটো লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩২ শতাংশেরও কম।^৩ ২০০৮ সালের নভেম্বরে স্লোভাক সরকার যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ইন্টারব্লু গ্রুপের কাছে ১৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন এএইউ বিক্রি করে।^৪ অনেকে যুক্তি দেখাবেন সরকারি সম্পত্তি হিসেবে এই পারমিট বিক্রি হতে হবে। স্বল্প প্রক্রিয়ায় ও ন্যায্যমূল্যে পারমিটস বরাদ্দের জন্য দায়িত্বশীল পরিবেশ মন্ত্রণালয় কোনো দরপত্র বা নিলাম আবেদন করেনি। এর পরিবর্তে মন্ত্রণালয় সরাসরি ইন্টারব্লুকে তা সরবরাহ করেছে।^৫ কিন্তু ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে গণমাধ্যম এ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করলে তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তারা দরপত্র আহ্বান বা বিক্রি কোনোটিই প্রকাশ্যে করেনি।^৬ গণমাধ্যম কর্মীরা ও বিরোধী দলের সদস্যরা প্রকাশ্যে দরপত্রের আহ্বান জানালে তৎকালীন পরিবেশ মন্ত্রী জঁ্যা চার্কোঁ তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যুক্তি দেখান, ইন্টারব্লু-এ কে ব্যবসায়িক গোপন তথ্য হিসেবে বিবেচনা করছে।^৭ ২০০৯ সালের মে মাসে সাংবাদিকরা খুঁজে পান যে, স্লোভাকিয়া প্রচলিত বাজার দরের অর্ধেক মূল্যে তার কোটা বিক্রি করে দিতে পারে। এতে দেশটির ৭৫ মিলিয়ন রাজস্ব হারাতে পারে।^৮

অধিকতর তদন্তে দেখা যায়, ট্রান্সজেকমানের মাত্র কিছুদিন আগে ইন্টারব্লু-এ আত্মপ্রকাশ করেছে। পরে খুঁজে পাওয়া যায়।^৯ পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বিক্রির সঙ্গে জড়িত এক ব্যক্তির আলাদা সম্পর্ক আছে। ইন্টারব্লুর এক প্রকল্প ম্যানেজার চার্বোঁ ও তার পূর্বসূরীর অধীনে মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।^{১০}

সরকার বাজার মূল্যের চেয়ে কমে পারমিট বিক্রি করেছে বলে গণমাধ্যমে অভিযোগ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। তবে দরপত্রের সুরক্ষায় ব্যর্থতা ও রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতার অভাবের অভিযোগ এনে ২০০৯ সালের মে মাসে চার্বোঁকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়।^{১১} নতুন পরিবেশ মন্ত্রী ভিলিয়াস তারসকি দরপত্র করে। তবে বিক্রয় মূল্য নিঃসরণের পরিমাপ ও ইন্টারব্লুর প্রতিনিধির নাম এড়িয়ে যান। তিনি দাবি করেন, তথ্য স্বাধীনতা আইন ও ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের অধীনে এটা প্রকাশ না করার অধিকার আমাদের আছে। তিনি জোর দেন, পূর্ণাঙ্গ দরপত্র প্রকাশে অবশ্যই ক্রেতার সম্মতি লাগবে।^{১২}

গণমাধ্যম ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অব্যাহত চাপের মুখে মন্ত্রণালয় ২০০৯ সালের জুনে দরপত্রের পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ করে। দেখা যায়, প্রতি টন ৫ দশমিক শূন্য ৫ ডলারে বিক্রি করা হয়েছে।^{১৩} বিশ্লেষকরা দেখেন যে সময়ে স্লোভাকিয়া ইন্টারব্লুর কাছে এই দামে বিক্রি করেছে সেই একই সময়ে ইউক্রেন, চেক প্রজাতন্ত্র ও লাটভিয়ার মতো দেশগুলো প্রতি টন এএইউ প্রায় ১০ ডলারে বিক্রি করেছে।^{১৪} সাংবাদিকরা আরো দেখতে পান যে, জাপান সরকার ইন্টারব্লুর প্রদেয় দ্বিগুণ মূল্যে স্লোভাকিয়ার এএইউ কেনা বন্ধ করে দিয়েছে।^{১৫}

ইন্টারব্লু প্রতি টন এএইউ কমপক্ষে ৮ ডলারে বিক্রি করে কমপক্ষে ৪৫ মিলিয়ন ডলার আয় করে।^{১৬} এছাড়া চুক্তি অনুযায়ী, ৫ দশমিক শূন্য ৫ ডলার মূল্যে আরো ৩৫ মিলিয়ন টন স্লোভাকিয়ার এএইউ’র ব্যাপারে প্রথম সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা কোম্পানিকে দেয়া হয়।^{১৭}

গণমাধ্যম কর্মী ও অন্যান্য চুক্তি এমনকি সম্ভব হলে প্রথম ব্যাচের পারমিট বিক্রি বাতিলে সরকারকে আহ্বান জানান।^{১৮} ২০০৯ সালের জুলাই মাসে তারসকি চুক্তি পুনর্বিবেচনা শুরু করেন।^{১৯} এরপর কয়েক মাস আলোচনা চলে। তবে এসময় যে সত্যটা আলোচনাকে জটিল করে তোলে তাহলো, ইন্টারব্লুর বিলুপ্তি। এর স্থলে ইন্টারব্লু ইউরোপ গ্রুপ নামে আত্মপ্রকাশ করে। নতুন এই কোম্পানি চুক্তি বাতিলের প্রস্তাব দেয়। তবে পরিবেশ মন্ত্রণালয় একে ইন্টারব্লুর উত্তরসূরী হিসেবে স্বীকার করে না এবং আলোচনায় অনিচ্ছা প্রকাশ করে।^{২০}

প্রসিকিউটর জেনারেল সরকারি কর্মকর্তার ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও ২০১০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাউকে এর জন্য অভিযুক্ত করা হয়নি।^{২১} গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের তদন্ত বিষয়টিকে জনগণের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এএইউ বিক্রির ক্ষেত্রে কোনো আনুষ্ঠানিক ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন আনেনি। ২০১০ সালের ১২ জুনের সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী দল জয়ী হয়ে নতুন সরকার গঠন করে। তারা চুক্তি বাতিলের অঙ্গীকার করে। তবে ২০১০ সালের মধ্যে আগস্ট পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন অগ্রগতি হয়নি।

টিকা

১. ইমিলিয়া সিকাকোভা- বেবলাভা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল স্লোভাকিয়ার কর্মসূচি পরিচালক ও গ্যাব্রিয়েল সিপোস একই সংস্থার পরিচালক।
২. জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ রূপরেখা সম্মেলনে কিয়োটো প্রটোকল, ১৯৯৭।
৩. ইউরোপীয়ান এনভায়রনমেন্ট এজেন্সি (ইইএ), ‘জিএইচজি ট্রেন্ডস এন্ড প্রজেকশনস ইন দি স্লোভাক রিপাবলিক’ ইন ইইএ, গ্রীনহাউজ গ্যাস ইমিশন ট্রেন্ডস এন্ড প্রজেকশনস ইন ইউরোপ ২০০৮: ট্রেকিং প্রগ্রেস টুওয়ার্ডস কিয়োটো টার্গেটস (কোপেনহেগেন: ইইএ, ২০০৮), পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৫।
৪. Etrend.sk (স্লোভাকিয়া), ‘স্লোভেনকব পোজাডি ভেলকেহো কেসেফুট’, ২২ এপ্রিল ২০০৯; Etrend.sk (স্লোভাকিয়া), ‘ডালসি কেসেফই এসএনএস: হেরুসি জডাক; ৩ ডিসেম্বর ২০০৮; গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছিল, ১০ মিলিয়ন টন এএইউ’স বিক্রি হয়েছে, তবে প্রকৃতপক্ষে এর সংখ্যা ছিল ১৫ মিলিয়ন টন।
৫. Etrend.sk (৩ ডিসেম্বর, ২০০৮)।
৬. প্রাপ্ত।
৭. Ekonomika.sme.sk (স্লোভাকিয়া), ‘করবেট ব্রিজে ইন্টারব্লু গ্রুপ; ২৪ এপ্রিল ২০০৯।
৮. Etrend.sk (স্লোভাকিয়া), ‘ইসিসি: ওব্লুডলি স্ক্যাডাল’, ২৬মে ২০০৯।
৯. Etrend.sk (৩ ডিসেম্বর ২০০৮)।
১০. স্লোভেনসকা টাকোভা এজেনটুরা (ইংরেজি ভাষা), (স্লোভাকিয়া), ‘এইচজেডডিএস এএইউ নিঃসরণ বিক্রির জন্য সংঘবদ্ধ গ্রুপকে দায়ী করেছে’, ২৬ মার্চ ২০১০; Ekonomika.sme.sk (স্লোভাকিয়া), ‘ভাদা প্রেডালা ইমিসি পোরাডকোভা, ২৫ মার্চ ২০১০।
১১. DNES.sk (স্লোভাকিয়া), ‘ফিকো: স্ট্রাসিয়াকভ ভো ভাদি নেগোট্রিবুজেম, ‘করবেট কনসি’, ৫ মে ২০০৯।
১২. স্লোভাকি স্পেকটেক্টর, ‘স্লোভাক এনভায়রনমেন্ট মিনিষ্টার রিলিজেস নো এডিশনাল ইনফো অন ইন্টারব্লু গ্রুপ’, ৩ জুন ২০০৯।
১৩. Ekonomika.sme.sk (স্লোভাকিয়া), ‘স্টে আসটুপিল অ্যা জভেরাজনিল সেলু ইমিসনু জলুডু; ১৫ জুন ২০০৯।

১৪. Ekonomika.sme.sk (স্লোভাকিয়া), 'ইমিসনি স্ক্যাভাল জাওজাল আজ সাভাকিয়ারভ; ২১ নভেম্বর ২০০৯।
১৫. Hnonline.sk (স্লোভাকিয়া), 'জাপোনসি কসেলি ইমিস, ডেলিবাই দভাক্রাট ভিয়াক', ১৩ আগস্ট ২০০৯।
১৬. স্লোভাক স্পেকটেক্টর, 'নিউ রিভেলশনস ব্লো লিড অন টন্টারবু পাজল', ২৯ মার্চ ২০১০।
১৭. টকোভা এজেনটুরা স্লোভেনকাজ রিপাবলিকা (স্লোভাকিয়া), 'ইন্টারবু গ্রুপ ইউরোপ হ্যাজ নিউ পার্সন ইন চার্জ', ২৯ মার্চ ২০১০, স্লোভাক স্পেকটেক্টর ২৯ মার্চ ২০১০।
১৮. Spravy.pravda.sk (স্লোভাকিয়া), 'জুরিনদা জিয়াদা জুরশিত জলুভু এস ইন্টারবু গ্রুপ ও গ্রিডাজি ইমিসিল', ১৬ জুন ২০০৯, Ekonomika.sme.sk (স্লোভাকিয়া), 'প্রিমিয়ার কুকুজি প্রেড ইমিসিয়ামি (১৬ নাজ ফিকোভিক ভিরোকভ কে টেমি), ১০ নভেম্বর ২০০৯।
১৯. Hnonline.sk, 'ভার্কি প্রি এইচএন: এস ইন্টারবু বুদেমি আরসাইট রোকোভাট; ৮ জুলাই ২০০৯।
২০. Spravy.pravda.sk (স্লোভাকিয়া), 'মেদভেদ: ইন্টারবু গ্রুপ, ইউরোপ নি জ্যো প্রি মিনিস্টারসভো পার্টনার', ৭ এপ্রিল ২০১০।
২১. Hnonline.sk (স্লোভাকিয়া), 'ইমিসি ডট ভি রি জ্যো'; ৭ জুন ২০১০।

পারমিট রাজনীতি

হাঙ্গেরির কার্বন ভাতা

প্যাবর বারানই^১

বিশ্বের বৃহত্তম ক্যাপ এ্যাণ্ড ট্রেড মার্কেট হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) কার্বন নিঃসরণ ট্রেডিং সিস্টেমের (ইটিএস)^২ প্রশংসা ও সমালোচনা দুটোই রয়েছে।

নিঃসরণ ভাতা বরাদ্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উদ্বেগ তো আছেই। প্রকৃত নিঃসরণের চেয়ে অতিরিক্ত নিঃসরণকারী নিয়ন্ত্রিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ দেয়া হলে এই পারমিট গোপন রাষ্ট্রীয় অনুদান জোগাড় করতে পারে। আবার অস্বচ্ছ পর্যায়ে সরবরাহ করার সময় ভাতা অযৌক্তিক ভর্তুকি খাতে শক্তিশালী উপকরণে পরিণত হবে।

ইইউ ইটিএস (২০০৫-২০০৭ ও ২০০৮-২০১২) প্রথম দু'টি পর্যায়ে ইইউ'র প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র পারমিট বরাদ্দের বিষয়টি দেখভাল করত। সদস্য রাষ্ট্রের সরকার জাতীয় বরাদ্দ পরিকল্পনা দাখিল করে এবং ইউরোপীয় কমিশন তা অনুমোদন করে। বরাদ্দ পদ্ধতি অনুধাবনে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর তুলনামূলক বিচক্ষণতা, গুরুত্বপূর্ণ নিঃসরণ তথ্যের অনিশ্চয়তা ও অনেক দেশে লবিংয়ের চাপের^৩ ফলে ব্যাপক বিস্তারিত বরাদ্দ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

হাঙ্গেরির ভাতার অ-বন্টন

২০০৮-২০১২ সালের জন্য হাঙ্গেরির এনএপি প্রস্তুতি শিল্প লবিংয়ে গ্রহণযোগ্য হয়। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আরেকটি জটিল বিষয়। নিঃসরণ বরাদ্দ দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত পরিবেশ মন্ত্রী তিন বছরে তিনবার বদল হয়েছে। প্রত্যেক মন্ত্রীকে এ খাতে ও কোম্পানির জন্য আরো অনুদানের নতুন করে অনুরোধ ও প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। একবার মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে একটা খসড়া করা হয়েছিল। এতে কেবিনেট পর্যায়ে অতিরিক্ত আগ্রহের বিষয়টি প্রকাশ পায়।^৪

২০০৭ সালের এপ্রিলে ইউরোপীয় কমিশন^২ হাঙ্গেরির দাখিলকৃত ২০০৮-২০১২ সালের এনএপি'র ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে। এছাড়া নিঃসরণ ভাতার অতিরিক্ত বরাদ্দের ত্রুটিও চিহ্নিত করা হয়। কমিশন নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের জন্য হাঙ্গেরির ১২ শতাংশ নিঃসরণ সীমার সুযোগ কেটে নেয়। ভাতা বন্টনের বিষয়টি অনুধাবনে পদ্ধতিগত তথ্যের অপরিপূর্ণতা ও নিয়ন্ত্রিত কোম্পানির সরবরাহকৃত তথ্য যে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ দ্বারা যাচাই-বাছাই করা হয়েছে, তা হাঙ্গেরি প্রমাণ করতে না পারায় কমিশন এ কাজ করেছে।

কমিশন^৫ বিদ্যমান কার্বন নিঃসরণ স্থাপনায় একটা লাভজনক প্রক্রিয়ার সন্ধান পায়। এনএপি অনুযায়ী এসব স্থাপনায় অতিরিক্ত ভাতা পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠান বাজারে ভাতা বিক্রি করে নিঃসরণ হ্রাসের মাধ্যমে আর্থিকভাবেও লাভবান হবে।

কমিশনের নির্দেশ^৬ অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে ১২ শতাংশ নিঃসরণ হ্রাস করার অর্থ হলো- হাঙ্গেরির সার্বিক বরাদ্দ পুনর্বিবেচনা করা, বিগত রাজনৈতিক ও শিল্প সংক্রান্ত চুক্তি নবায়ন ও লবিংয়ের জন্য নতুন ইনসেন্টিভ সৃষ্টি।

পুনঃবরাদ্দের স্বচ্ছতা সবসময় স্পষ্ট নয়। ২০০৯ সালে সাংবাদিকদের লেখনীর মাধ্যমে উঠে আসে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ভার্টেস বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আরো ৪ লাখ অ্যালাউন্স প্রদান করা হবে, যা ইতোমধ্যে বরাদ্দকৃত অ্যালাউন্সের চেয়ে বেশি।^৭ মিডিয়ার খবরে বলা হয়, বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে সহনীয় শর্তে অতিরিক্ত এ অ্যালাউন্স দেয়া হয়েছে।

স্বচ্ছতা এড়াতে বিভিন্ন ব্যবস্থার দুর্বল বাস্তবায়ন পুনঃবরাদ্দ প্রক্রিয়ার ত্রুটিগুলোকে আরো ত্বরান্বিত করে। সংশোধিত এনএপির প্রস্তুতিকালে সরকার কনসালটেশন সময়সূচি ১৫-৩০ দিন থেকে কমিয়ে ৫-১০ দিন করে।^৮ যা আলোচনা প্রক্রিয়ায় অপরিপািত।

একটি ইইউ-ব্যাপক ইস্যু

হাঙ্গেরিতে সৃষ্ট অনেক সমস্যা ইইউ তালিকাভুক্ত করে। এক গবেষক দেখেন প্রথম পর্যায়ে স্বল্প সময়সূচি (২০০৫-২০০৭) ও জটিল বরাদ্দ আইনের অর্থ হলো বেশিরভাগ সদস্য রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রকরা তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন ও তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াবদ্ধ ও তা যাচাই বাছাই করতে কম সময় পায়।^৯ ফলে ইটিএস (২০০৮-২০১২-এর দ্বিতীয় পর্যায়েও এর সমাধান আসে না এবং ইটিএস-এর ৭০ শতাংশ অংশগ্রহণকারী ২০০৯ সালে অপ্রয়োজনীয় নিঃসরণ বরাদ্দ গ্রহণ করে।^{১০} একই বছর হাঙ্গেরি ১ মিলিয়ন টন কার্বন নিঃসরণের চেয়ে বেশি ভাতা গ্রহণ করে।^{১১}

কমিশন এসব মৌলিক চ্যালেঞ্জের কথা স্বীকার করে বরাদ্দ মডেলের দ্রুত সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। এ মডেল ২০১৩ সালে শুরু হতে যাচ্ছে।^{১২} নিঃসরণ ক্যাপ ইইউ পর্যায়ে নিরূপণ করা হবে। বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে জাতীয় সরকারগুলোর প্রভাব কমে আসবে। আগামীতে ভাতা বিতরণ কমিশন পর্যায়ে লবিংয়ের সাপেক্ষে হতে পারে।

হাঙ্গেরি ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে নিঃসরণ বরাদ্দের অভিজ্ঞতা বিদ্যমান নিঃসরণ ট্রেডিং স্কিমের সংস্কার ও আগামীতে নতুন স্কিম হাতে নেয়ার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব হ্রাসের মাধ্যমে এমন একটি ব্যবস্থা হাতে নেয়া হবে যা সততা নিশ্চিত করবে।

টিকা

১. গ্যাবর বারায়ানি হাঙ্গেরির ওমবুডসম্যান ফর ফিউচার জেনারেশন বিভাগের সাবেক প্রধান। তিনি টিআই হাঙ্গেরির পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে এই নিবন্ধ লিখেছেন।
২. নিঃসরণ বানিজ্য স্কিমের বিস্তারিত বর্ণনা পেতে দেখুন ল্যামবার্ট স্নেইডার (এ ভলিউমের ৪.৩ অনুচ্ছেদ)।
৩. মার্কাস ওয়াকি, ইমিশন ট্রেডিং: দি আগলি ডাকলিং ইন ইউরোপীয়ান ক্লাইমেট পলিসি? প্রতিবেদন নং-বি১৮৫৬ (স্টক হোম: সুইডিশ এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ২০০৯)।
৪. লেখকের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ।
৫. ইউরোপীয় কমিউনিটি কমিশন, ‘ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও পরিষদের ২০০৩/৮৭/ইসি নির্দেশনা অনুযায়ী হাঙ্গেরিতে নির্দেশিত গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ ভাতা বরাদ্দের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা ভিত্তিক কমিশনের সিদ্ধান্ত’, কমিশন সিদ্ধান্ত, ১৬ এপ্রিল ২০০৭, ব্রাসেলস।
৬. প্রাপ্ত।
৭. প্রাপ্ত।

৮. সরকারি আদেশ মোতাবেক: ১৪/২০০৮ (১.৩০) করম ডট রেনডালেথ জ উভেগাসহাতাসু গাজুক কিবোছাতাছি এগছিগাইনেক কারেছকেডেলমেরল জোলো ২০০৫ ডট ইভি ১৫ ডট তরভেনি ভেগরাহাছতাছানাক এজইয়েস ছাবাল ইয়ারোল জোলো ২১৩/২০০৬ ডট (এক্স ডট ২৭) রেনডালেত মোদোসিতাছারল, অনুচ্ছেদ ৩, ৩০ জানুয়ারি ২০০৮ অনুযায়ী কার্যকর।
৯. রবার্ট বন্ডউইন, রেগুলেশ লাইট: দি রাইজ অব ইমিশনস্ ট্রেডিং, ল, সোসাইটি এন্ড ইকোনোমি ওয়ার্কিং পেপার নং- ৩/২০০৮ (লন্ডন: লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স এন্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স, ২০০৮)।
১০. স্যান্ডবেগ, রেসকিউইং দি ইইউ ইটিএস ফ্রম রেডানডেপ্সি (লন্ডন: স্যান্ডবেগ, এপ্রিল ২০১০)।
১১. স্যান্ডবেগ, ‘ইমিশন ম্যাপ’, দেখুন www.sandbag.org.uk/etsmap
১২. কমিউনিটি ভিত্তিক গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ ভাতা বাণিজ্য স্কিম আধুনিক ও জোরালো করতে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও পরিষদের ২০০৯/২৯/ইসি নির্দেশনা অনুযায়ী ২০০৩/৮৭/ইসি সংশোধন করা হচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের অফিসিয়াল জার্নাল, ৫ জুন ২০০৯।

ক্রটি বিচ্যুতি ও সংক্ষিপ্ত পথ

শ্রীলঙ্কার পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল শ্রীলঙ্কা

বিশ্বের বেশ কিছু দেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজন কর্মসূচির জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের (ইআইএ) প্রাসঙ্গিকতা বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে^১ জলবায়ু প্রতিরোধ ব্যবস্থার মতো অভিযোজন পদক্ষেপের ক্ষেত্রে ইআইএ কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত।^২ ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজমের (সিডিএম) বিধিমালার অধীনে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দেশসমূহ প্রকল্প প্রস্তুতকারীদের ইআইএ প্রণয়ন করতে বলতে পারে। যদি তারা মনে করে যে, প্রশমন প্রকল্প কোনো ধরনের পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। এ যাবত শ্রীলঙ্কা সাতটি সিডিএম প্রকল্প তালিকাভুক্ত করেছে। অন্যান্য এশীয় দেশের তুলনায় সংখ্যায় কম, তবে এ অঞ্চলের বাইরের অনেক অংশগ্রহণকারী দেশের তুলনায় বেশি। শ্রীলঙ্কায় প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজন প্রকল্প বাড়লে নাগরিকবৃন্দ, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ও সরকারের প্রয়াস জোরদার করতে হবে। যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, এসব প্রকল্পের মূল্যায়নে ও পরিবেশগত মান নির্ধারণে ব্যবহৃত ধরণগুলো ছিল জোরদার এবং সকলের কাছে উন্মুক্ত।

শ্রীলঙ্কায় ইআইএ পরিবেশগত টেকসই পরিস্থিতির দুর্বল সূচক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বিমান বন্দর, শিল্প স্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা হোটেলের মতো স্থাপনাসমূহে পরিবেশগত প্রভাব পড়তে পারে, এমন বিভিন্ন উদ্যোগের জন্য উন্নয়ন অনুমোদন লাভ করার ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোতে ইআইএ প্রয়োজন ছিল।^৩

এ যাবত পরিলক্ষিত ক্রটি বিচ্যুতির সংখ্যা অনেক হলেও স্বার্থের সংঘাত, সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনার অভাব, জনগণের তদারকির চ্যালেঞ্জ এবং প্রভাব পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ইআইএ প্রক্রিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী। এই বিষয়গুলো পরীক্ষার দাবি রাখে। কারণ এতে কিছু চ্যালেঞ্জ প্রতিফলিত হতে পারে, যা সরকারকে ব্যাপক মাত্রার প্রভাব প্রশমন প্রকল্প বা অভিযোজন কর্মসূচির পরিবেশগত ফলাফল মূল্যায়নের লক্ষ্য কাটিয়ে উঠতে সহায়ক হতে পারে।

বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ

ইআইএ আবেদনগুলোর ব্যাপারে অনুমোদনকারী সংস্থা হিসেবে ২২টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। শ্রীলঙ্কা সেন্ট্রাল এনভায়রনমেন্টাল অথরিটি (সিইএ) এই প্রক্রিয়া তদারক করছে।^৪ এসব সংস্থার দায়িত্ব হচ্ছে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব চিহ্নিত করা, ক্ষতিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলোর অংশগ্রহণে সহযোগিতা দেয়া এবং ইআইএ অথবা অপেক্ষাকৃত কম ব্যাপক মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে কিনা, তা নির্ধারণ করা।

পরিবেশগত মূল্যায়নের আবেদন সংক্রান্ত অস্পষ্টতার বিষয়টি ২০০৪ সালে প্রকাশ পায়। যখন শ্রীলঙ্কার একটি প্রথম সারির পরিবেশ বিষয়ক এনজিও এনভায়রনমেন্টাল ফাউন্ডেশন লিমিটেড (ইএফএল) একটি

ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অনুমোদনের বৈধতার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করে সিইএ'র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।^৫ ইএফএল আপত্তি জানিয়েছিল যে, আইইই রিপোর্ট ছাড়াই একটি প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষার ভিত্তিতে অনুমোদন দিয়েছিল। আইইই অপেক্ষাকৃত কম ও সাধারণ সমীক্ষা চালায় যা আইইএ'র মতো ব্যাপক নয়। তারা প্রকল্পের ব্যাপারে কোনো গণবিজ্ঞপ্তি দেয় না বা জনগণের মন্তব্য করার জন্য কোনো সময় দেয় না। এই মামলায় প্রকাশ পায় যে, আইইই বা আইইএ অনুমোদন নয় বরং পরিবেশগত প্রশ্নমালার জন্য সমর্থকদের জবাবদান এবং বন সংরক্ষণ বিভাগের একটি চিঠির ভিত্তিতে প্রকল্পটির অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। সিইএ'র কয়েকটি ক্রটির মধ্যে রয়েছে এই যুক্তি ও দেখানো হয় যে পরিবেশ বিষয়ক প্রশ্নমালা আইইই বা আইইএ'র সমকক্ষ বিবেচিত হতে পারে।^৬

শ্রীলঙ্কায় আইইএ'র গঠন এবং তাদের মূল্যায়ন স্বার্থের প্রেক্ষিতে প্রভাবিত বিবেচিত হতে পারে।^৭ প্রকল্প প্রস্তুতকারীরা আইইএ পরিচালনার জন্য তারা তাদের নিজেদের পছন্দের কনসালটেন্সি ফার্ম নিয়োগ করে।^৮ পক্ষপাতিত্বহীন মূল্যায়ন সম্পন্ন করার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য থাকার বিষয়টি এতে ক্ষুণ্ণ হয়। প্রকল্পে অর্থায়নকারী রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো প্রস্তাব করতে পারে যে তাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আইইএ পর্যালোচনায় বাস্তবতার বিপরীত দিক ফুটে উঠতে পারে।^৯

আইইএ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এতে জনসাধারণের পর্যালোচনার মিশ্র সাফল্য পাওয়া গেছে। সকল আইইএ জাতীয় সংবাদপত্রে প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জনসাধারণ ৩০ দিনের মধ্যে তাদের আপত্তি জানাতে বা মন্তব্য করতে পারেন। প্রস্তাবগুলো বিতর্কিত বলে প্রতীয়মান হলে অনুমোদনকারী সংস্থা ও সিইএ গণশুনানির ব্যবস্থা করেছে। এসব ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উন্নয়নের জন্য অন্যায়ভাবে ভূমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে জনগণের প্রতিবাদ। ২০০৭ সালে ব্যাপক গণপ্রতিবাদের মুখে সিইএ একটি আইইএ প্রত্যাখ্যান করেছিল। তখন তারা একটি নতুন বিমান বন্দর নির্মাণের জন্য ৮০০ একরের কৃষিজমি ও জলাভূমি গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিল।^{১০}

তদারকির বিধান থাকা সত্ত্বেও সিইএ'র কাছে পৌঁছানো এবং আইইএ সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারার ব্যাপারে জনগণের সামর্থ্য সম্পর্কে আপোস করতে হতে পারে। শ্রীলঙ্কায় জনগণের উত্থাপিত উদ্যোগের ব্যাপারে প্রকল্প প্রস্তুতকারী সাড়া দেবে কিনা, তা নির্ধারণ করার কোনো বিধান নেই।^{১১} আইইএ'র বিষয়বস্তুতেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে পারে। যা জনসাধারণ ও মূল্যায়ন কমিটির জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন উপাত্ত হতে পারে খুবই কম, গুরুত্বহীন বা যা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি। বিকল্প স্থাপনাগুলো হয়তো যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়নি।^{১২} তথ্য প্রমাণগুলো হয়তো অনুকূল ফলাফল লাভের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে সাজানো হয়েছে। প্রভাব সম্পর্কে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রাসঙ্গিক উপাত্ত অত্যন্ত বেশি বিস্তারিত বিবরণ সমন্বিত হওয়ার কারণে জনসাধারণ বা মূল্যায়ন কমিটিকে প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য পর্বত সমান উপাত্ত নাড়াচাড়া করতে হয়।^{১৩}

আইইএ'র ভিন্ন ভিন্ন মান দেশের জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার ওপর সরাসরি প্রভাব রাখতে পারে। শ্রীলঙ্কায় আইইএ ও আইইই'র সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, অন্তত: এক-পঞ্চমাংশ স্থানে প্রতিবেশ ব্যবস্থার ওপর প্রভাব সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। অন্যদিকে ৪০ শতাংশের বেশি মাত্র দুই-একটি সাক্ষ্য প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছে।^{১৪} এই সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে যে, পরিবেশগত মূল্যায়নে প্রকল্পের সরাসরি প্রতিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে মনোনিবেশ করলেও পরোক্ষ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রভাব সম্পর্কে কিছু বলেনি। গবেষকদের ফলাফল লাভের সঙ্গে এই বিষয়টির সম্পর্ক থাকতে পারে। অন্যদিকে প্রতিবেশ বিষয়ক কনসালট্যান্টদের স্বীকৃতি থাকলেও সময় ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার ফলে আইইএ ও আইইই'র কাছে প্রতিবেশগত প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য কম গুরুত্ব বহন করে।^{১৫} ঘটনার ফলাফল পর্যালোচনার প্রক্রিয়া দুর্বল

বলে মনে হয়। উপরোক্ত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এক-তৃতীয়াংশের কম পরিবেশগত মূল্যায়নে প্রস্তাবিত উন্নয়নের প্রতিবেশগত প্রভাব পর্যবেক্ষণের জন্য পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করেছে। তবে কেউ পর্যবেক্ষণের অঙ্গীকার করেনি।^{১৬}

একটি নির্ভরযোগ্য, জোরদার প্রক্রিয়ার লক্ষ্য

সুরাহা করা না হলে এসব বিষয় এবং ইআইএ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইস্যু প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনগণের আস্থার ওপর প্রভাব ফেলবে। অনেক ঘটনায় দেখা গেছে, শ্রীলঙ্কার গণমাধ্যম নিরপেক্ষভাবে রিপোর্ট প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। জনগণের সহানুভূতির অর্থ হচ্ছে নাগরিক তদারকি হবে অপরিহার্য। এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ইআইএ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটাতে পদক্ষেপ নিতে হবে। সিডিএম প্রকল্প এবং নতুন অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে জলবায়ু সহিষ্ণুতার বিষয়গুলো যুক্ত করার জন্য এই ইস্যুগুলোর অবশ্যই সুরাহা করতে হবে। কাগজ পত্রে ইআইএ প্রক্রিয়া সুদৃঢ় হলেও তাদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আরো উন্নত করা যেতে পারে। এই কাজটি করার জন্য উদ্যোগ নেয়ার সময় সরকার এই বিষয়টি নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে পারে যে, জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট থাক বা না থাক, শ্রীলঙ্কায় সকল প্রকল্পের উন্নয়নে জোরালো পরিবেশগত সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

টিকা

১. পিটার কিং, মেইন স্ট্রিমিং, ক্লাইমেট চেঞ্জ ইনস্টিটিউট ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্র্যানিং: এ টেনিং ম্যানুয়েল (আপিয়া, সামোয়া: প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিবেশ কর্মসূচি সচিবালয়, ২০১০) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ক্লাইমেট প্রুফিং: এ রিস্ক বেইজড এ্যাপ্রোচ টু এ্যাডাপ্টেশন (ম্যানিলা: এডিবি, ২০০৫)।
২. ইউএনএফসিসিসি, ওসিএমপি. ১, প্যারাম্প্রাফ ৩৭ (সি); দেখুন এফসিসিসি/কেপি/সিএমপি/২০০৫/৮/এ্যাড১। ২০০১ সালের মারাকেস চুক্তি অনুযায়ী প্রস্তাবিত সিডিএম প্রকল্প প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে পারে কি না তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আয়োজক দেশের। উল্লেখ্য ইআইএ সব সিডিএম প্রকল্পকে সহায়তায় অনুপ্রাণিত করতে পারে শ্রীলঙ্কায় এমন কোন আইন নেই।
৩. জাতীয় পরিবেশ (প্রকল্প অনুমোদনের নিয়ম) আইন নং-১, সাল ১৯৯৩, গেজেট নোটিফিকেশন নং ৭৭২/২২, ২৪ জুন ১৯৯৩।
৪. রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংস্থা চিহ্নিতকরণ যেগুলো পিএএ (ইআইএ) অন্তর্ভুক্ত, গেজেট নোটিফিকেশন নং-৮৫৯/১৪, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।
৫. এনভায়রনমেন্টাল ফাউন্ডেশন লিমিটেড বনাম সেন্ট্রাল এনভায়রনমেন্টাল অথোরিটি ও অন্যান্যরা; আবেদন নং-আপীল কোর্টে ১৫৫৬/২০০৪।
৬. ইএফএল বনাম সিইএ ও অন্যান্যরা, আপীল কোর্টে ১৫৫৬/২০০৪।
৭. লারিফ জুবায়ের, 'চ্যালেঞ্জস ফর এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট ইন শ্রীলঙ্কা', এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট রিভিউ, ভলিউম ২১ (২০০১), পৃষ্ঠা ৪৬৯-৪৭৮।
৮. জাগাত গুনাওয়ারদেনা, পরিবেশ বিষয়ক সিনিয়র আইনজীবী, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২২ আগস্ট ২০০৯।
৯. জুবায়ের (২০০১)।
১০. দি নেশন (শ্রীলঙ্কা), 'বিরাবিলা এয়ারপোর্ট টু ফার আউট', ২৭ জানুয়ারি ২০০৮।
১১. গুনাওয়ারদেনা সাক্ষাৎকার, ২২ আগস্ট ২০০৯।
১২. ডেকসিকা কোদিতুওয়াককু, 'দি এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট প্রসেসেস ইন শ্রীলঙ্কা', দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সারিদ জার্নাল, ভলিউম ১ (২০০৪)।

১৩. সিইএ'র উপ-মহাপরিচালক, রামানি ইলিপোলা, দেখুন www.penta-eu.net/docs/Ramani_Ellepola.ppt
১৪. ১৯৮১ ও ২০০৫ সালের মধ্যে সম্পন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত ৪৬৩টি গবেষণা থেকে এই গবেষণার নমুনা নেওয়া হয়েছে। এর দুই-তৃতীয়াংশ হলো আইইএস ও এক-তৃতীয়াংশ হলো ইআইএএস। মিরিয়া সামারাকন ও জন রোয়ান, 'এ ক্রিটিক্যাল রিভিউ অব এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট স্টেটমেন্টস ইন শ্রীলংকা উইথ পার্টিকুলার রেফারেন্স টু ইকোলজিক্যাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট', এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট, ভলিউম ৪১ (২০০৮), পৃষ্ঠা ৪৪১-৪৬০।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫৫-৪৫৬।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫৬।

৪.৩.৪

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্বন বাজার

সাফল্য ও ঘাটতি

ধমাস মারসিলো^১

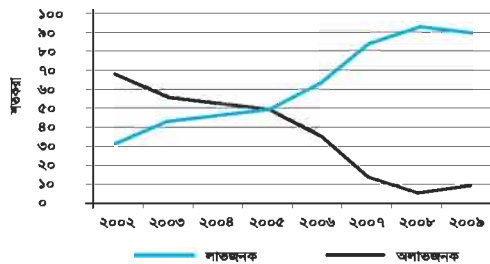
একটি পূর্ণবিকশিত বাজার প্রকৃতি

সরকার নিয়ন্ত্রিত ক্যাপ এন্ড ট্রেড সিস্টেমের মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে কার্বন নিঃসরণ কমানো যায়। আবার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্বন বাজারের মাধ্যমেও অংশগ্রহণকারীরা বাধ্যবাধকতাহীনভাবে নিঃসরণ হ্রাস করতে পারে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কম্প্লায়েন্স স্কিমের আওতায় নিঃসরণ হ্রাস করতে পারে। কোম্পানিগুলো ব্যাপক কর্পোরেট দায়িত্বশীলতার অংশ হিসেবে তাদের বর্তমান নিঃসরণ হ্রাসের সমতাবিধানে তৎপর থাকে। বিভিন্ন সরকার শূন্য নিঃসরণমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কার্বন ফুটপ্রিন্টের সামঞ্জস্য বিধানের আশায় থাকে।

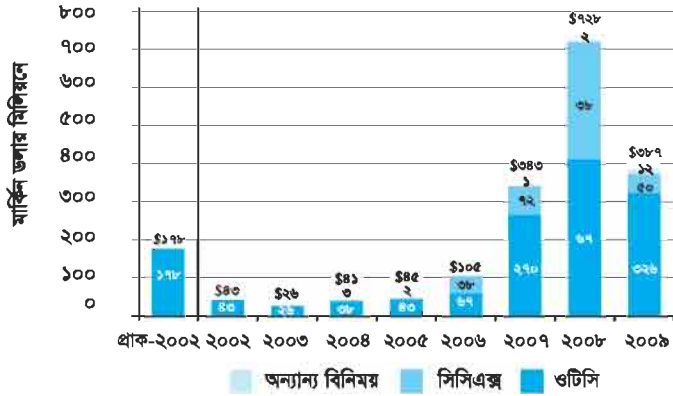
ওভার দ্য কাউন্টার (ওটিসি) ট্রেডিং বা বিনিময়ের মাধ্যমে কেনাবেচা হয়। নিঃসরণ হ্রাসের প্রকল্পগুলো অফ-সেটস্ নামে পরিচিত। এই প্রকল্প থেকে উৎপন্ন ক্রেডিটের জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তির সমন্বয়ে ওটিসি বাজার গড়ে ওঠে এবং এখানে স্বেচ্ছায় কেনাবেচা চলে। এক্সচেঞ্জ মার্কেট যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো ক্লাইমেট এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রণ করে। সিসিএক্স বিশ্বের একমাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত ক্যাপ এন্ড ট্রেড সিস্টেম। সিসিএক্স স্বতঃস্ফূর্ততার কথা বলে। তবে এটা আইনগতভাবে ক্যাপ এন্ড ট্রেড সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত। এ সিস্টেমে সদস্যরা বেসলাইনের সাপেক্ষে নিঃসরণ হ্রাসে একমত হয়েছে।

সংরক্ষণভিত্তিক অ-লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো ১৯৯০-এর দশকে স্বতঃপ্রবৃত্ত বাজারে প্রভাব রাখে। এ সময় বন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য তহবিল গঠনে কার্বন ফিন্যান্স ব্যবহার করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ইস্যুতে গণমাধ্যমের মনোযোগ, গণসচেতনতা ও কর্পোরেট স্বার্থ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বেসরকারি উদ্যোক্তারা জনসেবা বিকিয়ে দেয়। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ওটিসি বাজারে বেসরকারি খাতের শেয়ার ২০০২ সাল থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যায়।^২ ২০০৯ সালে শেয়ারের পরিমাণ ৯১ শতাংশে দাঁড়ায় ২০০৬-২০০৮ সালে সামগ্রিকভাবে বাজার মূল্য সাত দফা বেড়ে যায়। অবশ্য অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ২০০৯ সালে বাজার মূল্য প্রায় ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩শ ৮৭ ডলারে দাঁড়ায়।^৩

শতাংশ হারে অংশীদারিত্ব



চিত্র ৪.২ অ-লাভজনক বনাম বেসরকারি খাতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ওটিসি বাজার হিস্যা ২০০২-২০০৯



চিত্র ৪.৩ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্বন বাজারের ঐতিহাসিক বার্ষিক দর

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্বন বাজার অ-নিয়ন্ত্রিত হলেও ২০০৬ সাল থেকে বাজারের উন্নয়নে বেশ কিছু ভালো ভালো পদক্ষেপ ও মানদণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া তৃতীয় পক্ষের পরীক্ষণ ও নিবন্ধনের সুযোগ সন্নিবেশিত করা হয়। এ সময় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণও বাড়়ে এবং ব্যাপক বাজার প্রবৃদ্ধি ঘটে। এই ধরনের প্রশংসনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও এই বাজারের কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য অপারেশন নিশ্চিত করতে বেশ কিছু সততা ও জবাবদিহিতামূলক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে।

সম্প্রতি বাজার সংকোচন সত্ত্বেও অফসেট কোয়ালিটি নিশ্চিত করতে নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন উৎসাহব্যাঞ্জকভাবে অব্যাহত রয়েছে।^৪ ২০০৬ ও ২০০৭ সালে স্বতঃপ্রবৃত্ত বাজারে অফসেট বিক্রিতে সততা নিশ্চিত করতে প্রচুর মানদণ্ডের আবির্ভাব ঘটে। ২০০৯ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি অফসেট ক্রেডিট তৃতীয় পক্ষের মানদণ্ড অনুসরণ করে।

বর্তমানে বাজার নিয়ন্ত্রণকারী তৃতীয় পক্ষের তিনটি মানদণ্ডের পাশাপাশি বিদ্যমান ১৫টির বেশি মানদণ্ড আরো সুসংহত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কার্বন ক্রেডিট জোরদারকরণের বিষয়টি এসব মানদণ্ডের আলোকপাত করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নিঃসরণ হ্রাসের প্রকৃত সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করবে এসব মানদণ্ড। বিভিন্ন পদ্ধতির রূপরেখা প্রণয়ন করে। এছাড়া নিঃসরণ হ্রাসে গৃহীত সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প থেকে নির্গমনের মাত্রা পরিমাপ ও পরীক্ষণ প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট করতেও এসব মানদণ্ড ভূমিকা রাখে।^৫ অফসেট প্রকল্প প্রণয়নকারীদের উৎকৃষ্ট অনুশীলনের আধুনিকায়নে এই উদ্যোগ হলো নিম্নলিখিত মূলনীতিসহ মৌলিক মূলনীতির প্রতি বাজার অংশগ্রহণকারীদের আস্থা প্রতিষ্ঠার উল্লেখযোগ্য প্রথম পদক্ষেপ।

অতিরিক্ততা

অতিরিক্ততা বলতে অফসেট প্রকল্পগুলো থেকে উৎপন্ন সামগ্রিক নিঃসরণ হ্রাসকে বোঝায়। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। তা হলো ‘বিক্রীত অফসেট ক্রেডিট থেকে উপার্জিত আর্থিক লাভের অঙ্গীকার ছাড়া কি অফসেট প্রকল্পের উন্নতি সাধন সম্ভব?’

পরিমাপ

বিভিন্ন প্রকল্প থেকে অফসেট ক্রেডিট পাওয়ার জন্য যথাযথভাবে নিঃসরণ হ্রাসের পরিমাপ করার কথা বলা হয়। পরিমাপের গুণগত মান নিশ্চিত করারও আহ্বান জানানো হয়।

লিকেজ প্রতিরোধ

অফসেট প্রকল্পগুলোর নিঃসরণ বাড়ানোর ঝুঁকি মোকাবেলা করে। বন নিধন সম্পর্কিত প্রকল্প অন্যান্য এলাকায় বন নিধন কর্মসূচিকে উৎসাহিত করতে পারে। অফসেট প্রকল্পগুলো লিকেজ তৈরি করে না।

স্থায়িত্ব

এখানে কার্বন সুবিধার উল্লেখ রয়েছে যা অপরিবর্তনীয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দাবানলের কারণে কার্বনের অপচয় ঘটবে। আর এক্ষেত্রে ইস্যুরেল ব্যবস্থা না থাকলে বনায়ন সম্পর্কিত অফসেট প্রকল্প অস্থায়ী হবে। এসব মূলনীতির প্রতি অবিচল থাকা গেলে অফসেট প্রকল্পের মানোন্ময়ন ঘটবে। এক্ষেত্রে অফসেট প্রকল্পের মূল তথ্যের দরকার হবে না। ২০০৮ সালে মানদণ্ড বিষয়ক সংস্থা ক্লাইমেট অ্যাকশন রিজার্ভ, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ও ভলান্টারি কার্বন স্ট্যান্ডার্ড তৃতীয় পক্ষের রেজিস্ট্রি প্রাটফর্ম প্রোভাইডারের সঙ্গে অংশীদারিত্বের বন্ধন গড়ে তোলে। এরপর অফসেট প্রকল্পের মালিকানা চিহ্নিত করতে বাজার অংশগ্রহণকারীদের অনুমোদন তৃতীয় পক্ষের পরীক্ষিত প্রতিটা অফসেট প্রকল্পের জন্য একটি অনন্য সিরিয়াল নম্বর নির্দিষ্ট করা হয়। একটি অফসেট প্রকল্প যাতে একবারের বেশি নিবন্ধিত হতে না পারে, তার জন্য অন্যান্য অফসেট প্রকল্পের নিবন্ধন পরীক্ষা করা হয়। আর এ কাজটি করে রেজিস্ট্রি এপিএক্স ও মারকিট ২০০৯ সালে। অফসেট প্রকল্পের বহুমুখী নিবন্ধন শনাক্ত করতে সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইন্টারব্যাংক ফিনানসিয়াল টেলিকমিউনিকেশন মেসেজিং সিস্টেম চালু করে।^৬

প্রাক-নিবন্ধিত সিডিএম প্রকল্প: বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য হুমকি ?

গুণগত মান ও বাজার অবকাঠামো থাকা সত্ত্বেও স্বতঃপ্রণোদিত বাজারের বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে এখনও হুমকি বিদ্যমান। ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম নিয়ে সমালোচনা এ ধরনের সংশয় তৈরি করে। সিডিএম পদ্ধতির ভিত্তিতে স্বতঃপ্রস্তুত বাজারের সবচেয়ে জনপ্রিয় দু'টি মানদণ্ড ভিসিএস ও জিএস থাকা সত্ত্বেও সিডিএম নিয়ে সমালোচনা রয়েছে।

সিডিএম প্রকল্পগুলোর ওপর কিছু গবেষণা চালানো হয়। দেখা যায়, ২০০৭ সালের জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত নিবন্ধিত সিডিএম প্রকল্পের ৪০ শতাংশের ক্ষেত্রে অতিরিক্ততা নিয়ে ভিন্নতা বা প্রশ্ন রয়েছে।^৭ তবে এই সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে।^৮ ফলে যে বিষয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে তা হলো, স্বার্থগত বিরোধ ও সিডিএম অফসেটের সঙ্গে সম্পর্কিত কারিগরি ত্রুটির অভাবের কারণে স্বতঃপ্রস্তুত বাজার ভেঙে যেতে পারে।^৯

পূর্ব নিবন্ধিত সিডিএম প্রকল্পগুলো পর্যালোচনার জন্য সিডিএম নির্বাহী বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে এবং এগুলো ইতোমধ্যে নিঃসরণ হ্রাস করতে শুরু করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব প্রকল্প সিডিএম অনুমোদনের অপেক্ষাকালে ভিসিএস ও জিএস অফসেট কর্মসূচির কাছে নিঃসরণ হ্রাসের বিষয়টি পরীক্ষা

নিরীক্ষার আহ্বান জানাতে পারে। ২০০৯ সালের এপ্রিলের মধ্যে সিডিএম-যোগ্য দেশগুলোর উৎস থেকে ১৯ দশমিক ২ মিলিয়ন মেট্রিক টন ভলান্টারি অফসেট ক্রেডিট আসে। এর মধ্যে ৫৩ শতাংশ আসে পূর্ব নিবন্ধিত সিডিএম প্রকল্প থেকে।^{১০}

পূর্ব নিবন্ধিত সিডিএম প্রকল্পগুলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বাজার সম্পর্কে জনগণের ধারণার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তবে ভোক্তাদের অব্যাহত জ্ঞানার্জনের কারণে এর প্রভাব কম হতে পারে। অফসেট রেজিস্ট্রির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং অফসেট মান নিরূপণে ক্রেতাদের সক্রিয় করে।

সততার ঘাটতি

বেসরকারি খাতের ক্রেতাদের জন্য কর্পোরেট-সামাজিক দায়িত্ব ও জনসংযোগকে সংকীর্ণভাবে ভলান্টারি অফসেট ক্রেডিট ক্রয়ের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ঝুঁকিটা হলো, যেসব কোম্পানি প্রকল্প খুঁজছে, সেগুলো তাদের অঙ্গীকার থেকে সরে আসতে পারে।^{১১} যেহেতু অফসেট প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত মানের বিষয়টি দিনদিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, সুতরাং প্রকল্প সততার ব্যাপারটি একেক জনের কাছে একেক রকম। শিকাগো ক্লাইমেট এক্সচেঞ্জের অফসেট বিক্রির বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অফসেট প্রকল্পের জন্য ভূমির মালিকদের অর্থ পরিশোধের প্রস্তাবের জন্য এক্সচেঞ্জের সমালোচনা করা হয়।^{১২}

অফসেট প্রকল্প প্রণয়নকারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রকল্প সততার ঘাটতির সম্ভাবনা তৈরি হয়। যেখানে আইন ভাঙা হয় না, সেখানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্বন বাজারের জন্য প্রণীত বহু মানদণ্ডের মূলনীতি লঙ্ঘন করে উন্নয়নশীল অফসেট প্রকল্পগুলো। সমস্যাগ্রস্ত পরিস্থিতির উদাহরণ নিচে দেয়া হলোঃ

গত কয়েক বছর ধরে নেদারল্যান্ডভিত্তিক, ফেস^{১৩} (ফরেস্টস অ্যাবজর্বিং কার্বন ডাই অক্সাইড ইমিশশনস)'র অর্থায়নে একটি বৃক্ষরোপণ প্রকল্প ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। উগান্ডার জাতীয় পার্কের জন্য চিহ্নিত ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া ব্যক্তি ও উগান্ডান ওয়াইল্ডলাইফ অথরিটির রেঞ্জারদের মধ্যে যে এলাকা নিয়ে বিরোধ রয়েছে, ওই এলাকার কেন্দ্রস্থলে এই প্রকল্পটি গড়ে তোলা হয়েছে। এই অফসেট প্রকল্প বিরোধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত না হলেও এক গবেষক যুক্তি দেখিয়েছেন, প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ উৎখাত প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত ও এ এলাকায় সহিসংতা চালানোর ক্ষেত্রে আরো সুযোগ সুবিধা বাড়তে পারে।^{১৪} ফেস বলেছে, সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তারা এ এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বন্ধ রাখবে। ফরেস্ট সিটওয়ার্ডশিপ কাউন্সিল (এফএসসি) এ প্রকল্পের সনদ প্রদান করেছিল।^{১৫}

২০১০ সালে ভারতে বায়ুচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগ আনা হয়। বলা হয় প্রায় ১২ হাজার গাছ নিধন এবং উইন্ডমিলস নির্মাণের জন্য কৃষি জমি অধিগ্রহণের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর ওই কোম্পানির বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা হয়। পুলিশের টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতারের ঘটনার মধ্য দিয়ে এ সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে।^{১৬}

উন্নয়নশীল দেশে বনায়ন খাতে সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকির কথা বেশি বেশি উচ্চারণ করা হয়। কারণ এসব দেশে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রচুর জমির প্রয়োজন হয়। আর এখানে ভূমি অধিকারের বিষয়টি স্পষ্ট নয় এবং উপজাতি জনগণ না বুঝেই প্রকল্পকে চ্যালেঞ্জ করে।

স্বতঃপ্রস্তুত বাজারে অব্যবস্থাপনার ফলে সরাসরি দুর্নীতি হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের জন্য ক্রেডিট বিক্রি করা হয়নি। আগামীতেও হবে না।^{১৭} নিবন্ধন এ ধরনের জালিয়াতি ঠেকাতে পারলেও কৃত্রিম কার্বন তা সংঘটিত করতে পারে। একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। হাঙ্গেরির কোম্পানি কেলিমাফা ভ্যাটিকানকে বিশ্বের প্রথম কার্বন নিরপেক্ষ ভূখণ্ড হিসেবে গড়ে তুলতে এবং বৃক্ষরোপন করার অঙ্গীকার করে সে দেশে কার্বন ক্রেডিট সরবরাহ করে। কোম্পানিটি অফসেট বিক্রির প্রস্তাব দেয়। তবে প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোনো গাছ রোপণ করা হয়নি বলে খবর পাওয়া যায়।^{১৮}

বাজার অবকাঠামোই কেবল স্বতঃপ্রস্তুত কার্বন বাজারের চ্যালেঞ্জ দূর করতে পারবে না। গণমাধ্যমে দুর্বল অফসেট চর্চার খবর সরবরাহকারী ও ক্রেতাদের জন্য খারাপ প্রচারণার সামিল। কোনো ব্যক্তি যদি মনে করেন, পরিবেশ গত সুবিধার নামে তাদেরকে বাজারজাতকরণের উপাদান পরিণত করা হয়েছে, তাহলে তার অফসেট কেনা থেকে বিরত থাকতে পারে। কর্পোরেট দায়বদ্ধতা তীব্র আকাজকা নাইকির মত কিছু অফসেট ক্রেতার গতি সঞ্চারণ করতে পারে।^{১৯} অন্যান্য বেসরকারি ক্রেতাদের জন্য সুনামগত ঝুঁকি বাজারের ব্যাপারে জ্ঞানার্জনের সুযোগ ও অফসেট উৎসের ব্যাপারে প্রশ্নের উদ্বেক করতে পারে।

স্বতঃপ্রস্তুত বাজার প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর গুণগত মানোন্নয়ন ও কার্বন অফসেটের ওপর আস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে। ক্রেতার মননশীলতা, গণমাধ্যমের নজরদারি ও বাজার শাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে নিল্লামানের ও অন্যান্য অফসেট প্রকল্প প্রত্যাখ্যান বা এগুলোর প্রকাশ অব্যাহত রাখা যেতে পারে। অফসেট প্রকল্প প্রণয়নকারী ও কার্বন ক্রেডিট সরবরাহকারীদের দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ হলো স্বতঃপ্রস্তুত কার্বন বাজারের উন্নয়ন, প্রদর্শন ও চাহিদার ক্ষেত্রে সততার নিশ্চয়তা বিধান।

টিকা

১. থমাস মারসিলো ব্রুমবার্গ নিউ এনার্জি ফিন্যান্সের জ্যেষ্ঠ কার্বন বিশ্লেষক।
২. কেট হেমিলটন ও অন্যান্য, বিল্ডিং ব্রিজ: স্টেট অব দি ভ্যালানটারি কার্বন মার্কেটস ২০১০ (নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন, ডিসি: ইকোসিস্টেম মার্কেট প্লেস এন্ড ব্রুমবার্গ নিউ এনার্জি ফিন্যান্স, ২০১০), পৃষ্ঠা ২৭-২৮।
৩. প্রাণ্ডজ, পৃষ্ঠা ২০।
৪. দি ভ্যালানটারি কার্বন স্ট্যান্ডার্ট (ভিসিএস), জলবায়ু অ্যাকশন রিজার্ভ ও সিসিএক্স, বাজারের ৮০ শতাংশ জুড়ে এর অবস্থান।
৫. হেমিলটন ও অন্যান্য, (২০১০) পৃষ্ঠা ৫৭-৬৮।
৬. যদিও এসডব্লিউআইএফটি এর কোন ব্যাংক হিসাব কিংবা সুস্পষ্ট অথবা নির্ধারিত লেনদেন নাই তথাপি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অর্থ সম্পর্কিত বার্তা আদানপ্রদানে যথেষ্ট কার্যকর।
৭. ল্যামবার্ট স্নেইডার, ইজ দি সিডিএম ফুলফিলিং ইটস এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সাসটেইনলেবল ডেভেলপমেন্ট অবজেকটিভস? এন ইভালুয়শন অব দি সিডিএম এন্ড অপশনস ফর ইমপ্রুভমেন্ট, ডব্লিউডব্লিউএফ এর জন্য প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন (বার্লিন: অকো-ইন্সটিটিউট, ২০০৭) পৃষ্ঠা ৪৪।
৮. মাধুশ্রী মুখার্জি, 'ইজ এ পপুলার কার্বন-অফসেট মেথড জাস্ট এ লট অব হট এয়ার?', সায়েন্টফিক আমেরিকান, জুন ২০০৯।
৯. আরো দেখুন হেমিলটন ও অন্যান্য, (২০১০) পৃষ্ঠা ৫৭।
১০. ব্রুমবার্গ নিউ এনার্জি ফিন্যান্স, 'উইল দি সাপ্লাই গ্লাট অব ভলান্টারি ক্রেডিটস্ ড্রাইভ ডাউন প্রাইসেস?', এপ্রিল ২০০৯।
১১. হেমিলটন ও অন্যান্য, (২০১০) পৃষ্ঠা ৫৮, ৯৬।

১২. ক্লাইমেটওয়ার (যুক্তরাষ্ট্র), 'সেল অব শিকাগো ক্লাইমেট এক্সচেঞ্জ টু আইসিই রি-ইনফোর্সেস উইক কার্বন মার্কেট', ৩ মে ২০১০।
১৩. দেখুন ইন্টার প্রেস সার্ভিস (ইতালি), 'উগান্ডা: মাউন্ট এলগন ইভিকশন হ্যাজ রিডিউজড আস টু বেগারস', ১৩ নভেম্বর ২০০৯: একশনএইড, 'বিনেট আন্ডার ম্যাসিভ ইভিকশন ফ্রম দেয়ার হোমল্যান্ড', (লন্ডন: একশনএইড, ২০০৮), দেখুন www.actionaid.org/kenya/index.aspx?PageID=2661
১৪. মিলিসা চেকার, 'ডাবল জিওপার্টি: কার্বন অফসেটস এন্ড হিউম্যান রাইটস এবিউজেস', সিনথেসিস/রিজেনারেশন, নং-৫১ (২০১০)।
১৫. স্টিফেন ফারিছ, 'দি আদার সাইড অব কার্বন ট্রেডিং', ফরচুন ম্যাগাজিন, ২৯ আগস্ট ২০০৭, দেখুন http://money.cnn.com/2007/08/27/news/international/uganda_carbon_trading.fortune
১৬. ক্রিস্টিয়ান সায়েন্স মনিটর (যুক্তরাষ্ট্র), 'কার্বন অফসেটস: গ্রীন প্রজেক্ট অফেন্ডস ইন্ডিয়ান ফার্মারস হু লুজ ল্যান্ড টু উইন্ডমিলস', ২০ এপ্রিল ২০১০।
১৭. এতে আগামী প্রজন্মের জন্য নির্ধারিত অফসেট বিক্রির বাড়ানোর কথা বলা হয়নি।
১৮. ক্রিস্টিয়ান সায়েন্স মনিটর (যুক্তরাষ্ট্র), 'কার্বন অফসেটস: হাও এ ভ্যাটিকান ফরেস্ট ফেইলড টু রিডিউজ গ্লোবাল ওয়ার্মিং', ২০ এপ্রিল ২০১০।
১৯. GreenBiz.com (যুক্তরাষ্ট্র), 'নাইক শ্রিরঙ্কস জিএইচজি ফুটপ্রিন্ট টু ২০০৭ লেবেলস এন্ড ডাম্পস কার্বন অফসেটস', ২২ জানুয়ারি ২০১০।

খাতভিত্তিক ক্রেডিটিং

সূচনালব্ধ থেকেই সুশাসনের অধিকার-প্রাপ্তি

গান্টি ওয়াগনার, ন্যাথানিয়েল ও কিওহানে এবং এ্যানি পেটসংক

স্বল্প কার্বন নিঃসরণ ও উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে কয়েকটি পথে এগোনো সম্ভব। অনেকে ‘খাতভিত্তিক আয়’। মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর গোটা অর্থনৈতিক খাতের জন্য নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং সেই হ্রাসকৃত কার্বন নিঃসরণ পারমিটের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। এর ফলে শিল্পোন্নত দেশের সর্বসম্মত কার্বন বাজারগুলোতে পারমিটের মাধ্যমে নিঃসরণ ডিসকাউন্ট বিক্রির সুযোগ দুটোই পাওয়া যায়। খাতভিত্তিক ক্রেডিটের এই দু’টি উপাদানের সঙ্গে একে একটি প্রকল্পভিত্তিক ক্রেডিটিং-এর ফারাক বিস্তর। বর্তমানে প্রচলিত ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম), এবং বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ততা নেই এমন খাতভিত্তিক নিঃসরণ মানদণ্ডের বিষয়টিও আলাদা।

খাতভিত্তিক ক্রেডিটিং পরিকল্পনা ও পরিচালনা যথাযথভাবে করা হলে সামগ্রিকভাবে কার্যকর নিঃসরণ হ্রাসের জন্য ব্যাপক বিনিয়োগের রাস্তা উন্মুক্ত করে দিতে পারে। ফলে খাতভিত্তিক ক্রেডিটিং-এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সুস্পষ্ট। বিশ্ব এখন বছরে ৪৫ হাজার মিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন মিশ্রিত গ্রিনহাউস নিঃসরণ করে।^২ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব এড়াতে খুব দ্রুত নিঃসরণের পরিমাণ কমাতে হবে মধ্যশতক নাগাদ এই নিঃসরণ কমপক্ষে অর্ধেক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ কমাতে হবে।^৩ সিডিএম-এর বাজার নির্ভর একে একটি প্রকল্পভিত্তিক বাজার পছা কিংবা খাতভিত্তিক বাজার বহির্ভূত মানদণ্ড এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে বলে মনে হয় না।

বিশ্বব্যাংকের কার্বন বাজার পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি- ২০১০ শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সিডিএম ২০০৯ সালে বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল (বিএইউ) পর্যায় থেকেও ২০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কম গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করতে পেরেছে। হিসেব করা হচ্ছে যে ২০১২ সাল নাগাদ সিডিএম-এর আওতায় ১ বিলিয়ন মেট্রিক টন নিঃসরণ হ্রাস পাবে, যা পূর্ববর্তী বছরের ৪০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন হ্রাসের তুলনায় অর্ধেক।^৪ তবে শিল্পোন্নত দেশে নিঃসরণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় কার্বন নিঃসরণ হ্রাস অতি দ্রুত করতে যে পরিমাণ সিডিএম প্রকল্প গ্রহণ প্রয়োজন বাস্তব পরিস্থিতি তার ধারে কাছেও নেই।^৫ অধিকন্তু, সিডিএম-এর মাধ্যমে অর্জিত কার্বন নিঃসরণ হ্রাস শিল্পোন্নত দেশগুলোর কার্বন নিঃসরণ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধির পরিমাণ ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি কোন খাতের একটি প্রকল্পের মাধ্যমে একটি দেশ যে পরিমাণ ঢাকতে কার্বন নিঃসরণ কমায়ে ঐ খাতের অন্যত্র অথবা ঐদেশের অর্থনীতির অন্য খাতে কার্বন নিঃসরণ মাত্রা এতটাই বাড়ে যে, সে অর্জন তলিয়ে যায়।

খাতভিত্তিক মানদণ্ডগুলো এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। নিঃসরণ হ্রাসের ক্ষেত্রে কেবল মাত্র মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়। সেই মানদণ্ডের পর আর নিঃসরণ হ্রাস পায়না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, মানদণ্ডে কম মাত্রায় নিঃসরণ অথবা সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা বলা হয়। ফলে নিঃসরণের হার কমতে পারে। তবে উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে মোট নিঃসরণ বেড়ে যেতে পারে। বেশ

কিছু নীতিতে বাজারভিত্তিক খাতওয়ারি ক্রেডিটিং-এর কথা বলা হয়েছে। কারণ খাত ভিত্তিক অর্জন সিডিএম ও ক্লিন ডেভেলপমেন্ট আরো দ্রুত ও কার্যকর উত্তরণের মানদণ্ডের সীমা ও ঝুঁকি পেরিয়ে সাফল্য বয়ে আনতে পারে। চীনের একটি ইম্পাত কোম্পানি এর একটি জুলন্ত উদাহরণ। ম্যাকফিনসে এন্ড কোম্পানি ২০৩০ সাল নাগাদ সর্বনিম্ন বিএইউ পর্যায়ে ৩৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টনের বেশি নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।^৬ রাসায়নিক ও সিমেন্ট কারখানার মত অন্যান্য শিল্প খাত এ উদ্যোগে সামিল হলে কেবল চীন ১ বিলিয়ন মেট্রিক টন কমাতে পারে। যা ২০১২ সাল নাগাদ সিডিএম-এর মোট নিঃসরণ হ্রাসের সমপরিমাণ।

কার্বন বাজারে ক্রেডিটিং-এর প্রেক্ষাপটে নিঃসরণ হ্রাসের কর্মসূচি কেবল ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি করে না, কিছু উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিও এতে দেখা দেয়। এগুলোর মধ্যে অনির্ভরশীল বা বিকৃত প্রতিবেদন, দুর্বল বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া, নাজুক ক্রেডিটিং পদ্ধতি, দেশীয় আইন ও বিধির অপরিপাকতা অন্যতম। এসব ঝুঁকির জন্য কমপক্ষে চারটি ক্ষেত্রে সুশাসন অর্জন।

প্রথম ও সবার আগে যে বিষয়টি সবচেয়ে জরুরি, তা হলো গোটা প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত সততা ও শুদ্ধতা। নিঃসরণ হ্রাসে বার্থ সিডিএম প্রকল্পগুলো জলবায়ুর পরিবর্তন আরো ত্বরান্বিত করে। অসম্পন্ন খাতভিত্তিক ক্রেডিটিং এক্ষেত্রে আরো ব্যাপকভাবে একই ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। নির্ভরযোগ্য পরিমাপ ও প্রতিবেদন তৈরি, স্বার্থের দ্বন্দ্ব না থাকা, স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ, পরিবেশগত সততা ও বৃহত্তম কার্বন বাজারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বাণিজ্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশে উদ্বিগ্ন প্রকাশ করলেও শিল্পোন্নত ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সক্ষম। ব্যবসায়িক গোপনীয়তা রক্ষাকারী বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে গ্রিনহাউস গ্যাসসহ নিঃসরণের তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করতে পারে।^৭

দ্বিতীয়ত, বিএইউ'র নিচে হ্রাসের জন্য ক্রেডিট সংক্রান্ত সিডিএম মডেলে ঝুঁকি রয়েছে। খাতভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এই মডেলের অংশ হলেও তা ক্ষতিকর জলবায়ুর পরিবর্তন এড়াতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈশ্বিক নিঃসরণ হ্রাসে ভূমিকা রাখবে না। শিল্পোন্নত দেশগুলোর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্রেডিট গ্রহণে আরো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। ডিসকাউন্ট পদ্ধতি চালু করতে হবে। এর মাধ্যমে একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বাজার থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাহার করে নেয়া হবে যা নিঃসরণ পালাবদলের চেয়ে নিঃসরণ বিষয়ক ক্রেডিটিং হ্রাস নিশ্চিত করবে। এভাবে পরিবেশের সুবিধা নিশ্চিত হবে। বিএইউ হলো একটা প্রক্ষেপণ, যা অ-যাচাইযোগ্য। বিএইউ প্রক্ষেপণের জন্য ক্রেডিটিং এ বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করে। চলতি হওয়ার চাইতেও কম নিঃসরণ হ্রাসের জন্য ক্রেডিট দেওয়া হলে তা চলতি হওয়ার প্রক্ষেপণকেই শুধু স্থিত করেনা বরং পরিবেশের ক্ষতি করে তা সর্বোচ্চ মুনাফা করার অব্যাহত সুযোগ এনে দেয়। দ্রুত বিকাশমান খাত ও দেশের জন্য এটি বিশেষভাবে প্রাধান্যযোগ্য, যেখানে নিঃসরণের মাত্রা চলতিহাওয়া প্রক্ষেপণের অনিশ্চয়তার দোলাচলে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। সে কারণেই পর্যায়ক্রমে, খাত ভিত্তিক ক্রেডিটিং ব্যবস্থাকে অবশ্যই চলতি হওয়ার থেকে একটি মৌলিক ও ভিন্ন মডেলের দিকে নিয়ে যেতে হবে। সবশেষে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে তাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী নিঃসরণ হ্রাস করেছে কি না তা সঠিকভাবে পরিমাপ, প্রতিবেদন প্রদান ও বিশ্লেষণের জন্য সক্ষমতা তৈরি করতে হবে।

এছাড়া পূর্ণাঙ্গ নিঃসরণের মার্চার তুলনায় প্রকৃত ক্রেডিটিং হ্রাসের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বিদ্যমান। বিভিন্ন দেশ বা আর্থিক খাত নিঃসরণ হ্রাসের যে ওয়াদা করেছে, সে ব্যাপারে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে খাতভিত্তিক ক্রেডিটিং হতে পারে। বিভিন্ন খাতে নিঃসরণের মাত্রা যথাযথভাবে নিরূপণ করা খুব জরুরি। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান- একই ধরনের পণ্য উৎপাদনে ভিন্ন ভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

সবশেষে বলা যায়, খোদ কার্বন বাজারে নানা ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। যে কোন বাজারের জন্য প্রয়োজন যথাযথ অবকাঠামো, আইনী নির্দেশনা ও নজরদারি। প্রাথমিক পর্যায়ে বাজারগুলোতে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইমিশন ট্রেডিং স্কিম (ইইউইটিএস) হতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনেছি। ২০০৬ সালের এপ্রিলে ইইউ ইটিএস'র দাম পাঁচ দিনের ব্যবধানে অর্ধেক নেমে যায়। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম প্রকাশিত তথ্যে বলা হয়, সামগ্রিকভাবে নিঃসরণ আগের চেয়ে কম হয়েছে এবং ক্রেডিটিং-এর অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০১০ সালের এপ্রিলে ইইউ ২০০৯ সালের আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রকাশ করে। এতে দেখানো হয়, নিঃসরণ ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।^৮ বাজারে পরিবর্তন ঘটেনি। মূল্য ইতোমধ্যে কম নিঃসরণের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। অবশ্য আর্থিক সংকট ও ইটিএস-এর কার্যকারিতার ওপর এটা আংশিক নির্ভর করে। সময়মত তথ্য প্রদান, বাজার তারল্য, নীতি ও সক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ।

যথাযথ বাজার সুশাসন একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশে আর্থিক লেনদেন ও অর্থের প্রবাহ চিহ্নিত করতে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে স্বীকৃত নিবন্ধন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটা স্বচ্ছ ও বিশ্বস্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিভিন্ন কার্বন নিঃসরণ পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার কাজে নিয়োজিত সেই সব প্রতিষ্ঠানকে ক্রেডিট বাজারজাতকরণ থেকে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন যাদের এ ব্যাপারে স্বার্থগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত রয়েছে। এ ধরনের স্বচ্ছতা নিঃসরণের ক্ষেত্রে অর্জন ও বাজারের স্থায়িত্ব বাড়িয়ে দেয়।

বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা সিডিএমের তুলনায় খাতভিত্তিক উদ্যোগে আরো ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। নীতি এখানে ঝুঁকি নিরসণে কোনো কাজে আসেনা। তবে যথোপযুক্ত সুবিধার পথ তৈরি করে, যেন ব্যক্তিগত পুঁজি ও ইন্স্যুরেন্স বা প্রশমন করতে পারে।

খাতভিত্তিক ক্রেডিটিং নিজেই এক অভীষ্ট নয়। চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে কার্বন নির্গমনকারী সব প্রধান খাতের নিঃসরণ মাত্রার লাগাম টেনে ধরা ও প্রশমন ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে স্বল্প কার্বন অর্থনীতিতে দ্রুত উত্তরণ ঘটানো। যা বিশ্ব কার্বন বাজার অথবা জাতীয় বা আঞ্চলিক নিঃসরণ বাণিজ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে জোরদার হবে।

প্রথম খাতভিত্তিক ক্রেডিট এখনো জারি করা হয়নি। ফলে গোড়াতেই এর শাসন কাঠামো সঠিকভাবে তৈরি করা এবং চূড়ান্ত অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর নিশানা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ণ প্রস্তুতির সুযোগ দিচ্ছে। এটি এক সুউচ্চ কিন্তু অজেয় কাজ নয়। যদি খাতভিত্তিক ক্রেডিটিং ধারণা এগিয়ে যায়, তাহলে আমাদেরকে এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সুনিশ্চিত করতে হবে যা চূড়ান্তভাবে জলবায়ুকে স্থিতিশীল রাখবে। যা পাঁচ হাজার বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও অধিক জীবাশ্ম-জ্বালানি ভিত্তিক শক্তি খাতকে অধিকতর নির্মল ও সবুজতর এক ভবিষ্যতে রূপান্তরিত করতে সহায়ক হবে।^৯

টিকা

১. গার্নট ওয়াগনার পরিবেশগত সুরক্ষা তহবিলের অর্থনীতিবিদ, ন্যাথানিয়েল ও কিস্তহানে প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং এ্যানি পেটসংক একই প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক পরামর্শক।
২. দেখুন ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইন্সটিটিউটের (ডব্লিউআরআই) ক্লাইমেট এনালাইসিস ইনডিকেটর্স টুল (সিআইটি) তথ্য, একটি অধিক সমন্বিত নিঃসরণ তথ্যের জন্য দেখুন cait.wri.org
৩. এনভায়রনমেন্টাল ডিফেন্স ফান্ড (ইডিএফ), টার্ন টুওয়ার্ড ক্লাইমেট সেফটি (নিউ ইয়র্ক: ইডিএফ, ২০০৯)।

৪. আলেকজান্ডার কসো ও ফিলিপ আমব্রোসি, স্টেট এন্ড ট্রেডস অব দি কার্বন মার্কেট ২০১০ (ওয়াশিংটন, ডিসি: বিশ্ব ব্যাংক, ২০১০)।
৫. ইউএনইপি রিসকোর সিডিএম পাইপলাইন স্প্রেডশীট, ইডিএফ এর গবেষণা, দেখুন <http://cdmpipeline.org/publications/CDMPipeline.xlsx>; কসো ও আমব্রোসি, ২০১০।
৬. ম্যাকক্যানসি এন্ড কোম্পানি, চীনের সবুজ বিপ্লব: জ্বালানি ও পরিবেশ স্থিতিশীলতা অর্জনে প্রযুক্তির অগ্রাধিকার (নিউ ইয়র্ক: ম্যাকক্যানসি এন্ড কোম্পানি, ২০০৯), পৃষ্ঠা- ৯১, এক্সিবিট ৩৭।
৭. উদাহরণ হিসেবে দেখুন, ইউএস এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি ৪০ কোড অব ফেডারেল রেগুলেসন্স (সিএফআর) পার্ট ২, 'প্রপোজড কনফিডেনসিয়ালিটি ডিটারমিনেশন্স ফর ডাটা রিকয়ার্ড আন্ডার দি মেডেটরি গ্রীনহাউস গ্যাস রিপোর্টিং রুল এন্ড প্রোপোজড এমেন্ডম্যান্ট টু স্পেশাল রুলস্ গভার্নিং সাটেইন ইনফরমেশন অবটেইন্ড আন্ডার দি ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট', প্রস্তাবিত বিধি, ২৮ জুন ২০১০; মেক্সিকো পরিবেশ সংস্থা, ইনফরমেশনাল দি ইমিশন্স ট্রান্সফারেন্সিয়া দি কন্টামিনেন্টস, দেখুন <http://app1.semarnat.gob.mx/retc/index.html>
৮. ইউইটিএস এর আরো সমন্বিত পর্যালোচনা পেতে দেখুন ডেনি এলারমেন ও অন্যান্য, প্রাইসিং কার্বন: দি ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ইমিশনস ট্রেডিং স্কিম (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০)।
৯. ফ্রেড ক্রাপ ও মিরিয়াম হর্ন, আর্থ: দি সিক্যুয়াল (নিউ ইয়র্ক: ডব্লিউ.ডব্লিউ. নরটন, ২০০৮), পৃষ্ঠা ১২।

জলবায়ু পরিবর্তন, কর্পোরেট পরিবর্তন

জলবায়ু সংক্রান্ত আলোচ্য সূচিতে ব্যবসায়ী মডেলের পরিবর্তন

ডেভিড এল. লেভী^১

বিশ্বব্যাপী স্বল্প কার্বন অর্থনীতিতে উত্তরণের জন্য ব্যাপক মাত্রায় অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদের সদ্যবহার প্রয়োজন। এসব সম্পদের বেশিরভাগই বৃহৎ বহুজাতিক কর্পোরেশনের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। আগামী দশকগুলোতে উষ্ণতা^২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বেঁধে রাখতে হলে বছরে ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে ৮০ শতাংশের বেশি বেসরকারি বিভিন্ন উৎস থেকে আসবে।^৩ জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবসা-বাণিজ্যকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ তেল, বিদ্যুৎ ও পরিবহনের মত জীবশক্তি জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল উৎপাদন খাতের জন্য সরাসরি হুমকি। সিমেন্ট, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ ও ধাতুশিল্প সহ ব্যাপক জ্বালানি নির্ভর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোও এ ব্যাপারে উদ্ভিগ্ন।

১৯৯০ দশকে ব্যাপক জ্বালানি নির্ভর খাতগুলো গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের বাধ্যতামূলক সীমা মেনে চলার ব্যাপারে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। নীতিমালা প্রণয়নে বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে তারা ব্যাপক প্রভাব রাখে। এক্ষেত্রে তারা ভেটো প্রদান করে। গত দশকে সরকারি সুযোগ, সুবিধা, তুলনামূলক চাপ ও বেসরকারি সংগঠনের (এনজিও) নানামুখী প্রচারণার ফলে অনেক প্রতিষ্ঠান স্বল্প কার্বন উৎপাদনকারী পণ্য ও সেবার সম্ভাব্য বাজারজাতকরণের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বিভিন্ন ব্যবসা মডেল হাতে নিচ্ছে। কর্পোরেট রাজনীতি ও বাজার ব্যবস্থায় এই পালাবদল একটি মানসম্পন্ন চক্র তৈরি করেছে। ফলে শক্তিশালী ব্যবসায়ী জোটগুলো আরো উল্লেখযোগ্য জলবায়ুনীতি গ্রহণে ও তা বাস্তবায়নে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পরিধি বাড়াতে সাহায্যতা করেছে। তবে এই চক্র ততটা জোরালো নয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে জলবায়ু ঝুঁকি ছাড়াও অবৈধ কর্পোরেট প্রভাব প্রশমন প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন বেশ কিছু ঝুঁকি তৈরি করে। মূল্য, প্রযুক্তি ও চাহিদার পরিবর্তন ঐতিহ্যবাহী ব্যবসা মডেলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। নতুন প্রযুক্তিসমূহের জন্য বিনিয়োগ একটি প্রতারণামূলক ব্যবসায় পর্যবসিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যান্ত্রিক-যানবাহন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান অবকাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। যা বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য প্রতিবন্ধক। বিভিন্ন বিশুদ্ধ বা নির্মল জ্বালানি প্রযুক্তি একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। যেমন-সৌর, থার্মাল বনাম ফটোভোলটাইস। সূক্ষ্ম চিত্র বনাম স্ফটিক সিলিকন সৌর সেল। এর ফলে পছন্দ করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যবসার একটি ক্ষেত্রে কোম্পানি সফলতা পেলে ওই কোম্পানি তত সহজে নতুন পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে যেতে পারে না। কর্পোরেট ম্যানেজাররা জানে যে, ব্যবসা কৌশলের মূল শিক্ষা হলো নিজের সামর্থ্য ও যোগ্যতার মধ্যে সূদৃঢ় অবস্থান ধরে রাখা। ১৯৭০ দশকে জ্বালানি সংকটের^৪ সময় বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা চালায় এক্সসন। বৃত্তের বাইরে সেই ঝুঁকি নিয়ে তার লোকসান গুণতে হয়। তবে বর্তমানে তারা অনুধাবন করেছে যে তারা ভূতত্ত্ব, হাইড্রোকার্বন-রসায়ন, উত্তোলন ও বিতরণে পারদর্শী। ফলে মৌলিক পরিবর্তনের চেয়ে তারা স্বল্প-কার্বন সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিতে সক্ষমতা জোরদার করেছে। ২০০৯ সালে এক্সসন একটি বায়োটিচ কোম্পানীর সঙ্গে ৬০০ মিলিয়ন ডলারের জৈব জ্বালানি প্রকল্প ও গ্যাস খাতে ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দেয়।^৫

অনুরূপভাবে, তেল ও গ্যাস কোম্পানিগুলো কার্বন ক্যাপচার ও সিকোয়েসট্রেশন (সিসিএস) প্রযুক্তির^৫ উপাদান হিসেবে কয়লা শিল্পে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এসব বিকাশমান প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে অনেকগুলোকে প্রমাণ করতে হবে যে তারা পরিবেশের জন্য নিরাপদ ও অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময়। তাহলে আন্তর্জাতিক মডেল শক্তিশালী হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিজ্ঞান, বিধিবিধান, প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রতিযোগী মনোভাব প্রকাশে অনিশ্চয়তা তৈরি করে। এভাবে ব্রিটিশ তেল কোম্পানি বিপি ২০১০ সালে যখন সৌর ও বায়ুশক্তিতে বিনিয়োগের অঙ্গীকার করে, ঠিক সে সময় তারা এক্সসনের ন্যায় বৈশ্বিক তেলের বাজারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। বিপি সারা বিশ্বের জন্য একটা কৌশল গ্রহণ করে। এতে নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপস্থাপন অপরিহার্য ও কার্বন নিঃসরণের জন্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এক দশক পর বিপি'র পরিচালনায় অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। তাছাড়া বিপি'র সৌর ব্যবসা লাভের মুখ দেখতে পায়নি। ফলে বিপি নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে আর বিনিয়োগ করেনি। কানাডার তেলযুক্ত বালুতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে দেয়।^৬

জাতীয় আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক কর্পোরেট পদক্ষেপের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানকারী নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। ডেনমার্ক ও ইসরাইলে কর সংক্রান্ত নীতি জোরদার করার মাধ্যমে বেটোর প্লেস কোম্পানি প্রকৃত বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য একটি জাতীয় স্থানান্তরযোগ্য ব্যাটারি অবকাঠামো গড়ে তুলছে।^৭ প্যারিসে ভেলিব বাইক রেন্টাল পদ্ধতি ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জিপার কার রেন্টাল ফার্ম এই ধরনের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়েছে। এছাড়া সরকার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাজার রূপান্তর এবং অবকাঠামো, পরিধি ও উৎসাহ জোগানোর ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করেছে।^৮ বেটোর প্লেস বৈদ্যুতিক গাড়ি সরবরাহে রেনাল্ট নিশানের ও অন্যান্য গাড়ি কোম্পানির সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদ্যুৎ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৃহৎ কোম্পানিগুলো জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ে একটি সক্রিয় অবস্থান নিয়েছে। ইউএস ক্লাইমেট অ্যাকশন পার্টনারশিপ ও বৈশ্বিক জলবায়ু সংক্রান্ত পিউ সেন্টারের নেয়া উদ্যোগে ডিউক এনার্জি, এক্সলন ও পিজি এন্ড ই যোগদান করেছে। এদের লক্ষ্য হলো, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও সক্ষমতা জোরদার এবং চাহিদার ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিঃসরণ হ্রাস।^৯ এসব কোম্পানি আগামীতে একটি জাতীয় ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড ব্যবস্থা ও কার্বন মূল্য সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারে। তবে তারা খুব দ্রুত স্থানীয় চাপের মুখে পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো জ্বালানি সক্ষমতার জন্য সুযোগ সুবিধা প্রদানে বিভিন্ন বিদ্যুৎ বাজার পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছে। ক্ষুদ্র লাভের কর্ম বিলের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। আর এটা ভোক্তার সক্ষমতা তৈরিতে অর্থ সাহায্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।^{১০} বেশিরভাগ রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার অভিজ্ঞতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় লাভের হার দ্বিগুণ করা হয়েছে।

ব্যবসায়ীরা বহুমুখী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, মানদণ্ড ও কার্বন ট্রেডিং স্কিমের ঝুঁকির বিষয়টি অনুধাবন করেছে। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো সুস্পষ্ট, বোধগম্য ও সংগতিপূর্ণ জলবায়ু নীতির পক্ষাবলম্বন করেছে। ২০০৭ সালে বিপি, সিমেন্স, জিই ও ইউনিলিভারের মত বিশ্বের ৬০টিরও বৃহৎ কোম্পানি কমব্যাট ক্লাইমেট চেঞ্জ (থ্রি সি) চালু করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো ২০১৩ থেকে কিলোটাে প্রটোকলের পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী একটি নীতি রূপরেখা কাঠামো প্রণয়ন করা। ২০০৯ সালে কোপেনহেগেন আলোচনা ব্যর্থ হলে, সুইডিশ বিদ্যুৎ কোম্পানি ভ্যাটেনফলের সিইও লারস জোটাফসন ও থ্রিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, বিধিবদ্ধ আন্তর্জাতিক চুক্তির অভাবে আগামীতে স্বল্প কার্বন অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য আদর্শ ব্যবসায়ী মডেল প্রণয়নে স্থানীয় ও জাতীয় সরকারগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি খাত ও দায়িত্ব এড়িয়ে চলে।

টিকা

১. ডেভিড এল লেভী যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও বিপণন বিভাগের চেয়ারম্যান।
২. ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (আইইএ), ওয়ার্ল্ড এনার্জি আউটলুক ২০০৯: এক্সিকিউটিভ সামারি (প্যারিস: আইইএ, ২০০৯) পৃষ্ঠা ১৪।
৩. ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল (যুক্তরাষ্ট্র), ‘এক্সন চিফ মেকস এ কোল্ড ক্যালকুলেশন অন গ্লোবাল ওয়ার্মিং’, ১৫ জুন ২০০৫।
৪. MarketWatch.com, ‘এক্সন মবিল লেস ৬০০ মিলিয়ন ডলার অন দি লাইন ফর আলগি ফুয়েলস’, ১৪ জুলাই ২০০৯; CNNMoney.com, ‘এক্সন টু বাই এক্সটিও ইন ৪১ বিলিয়ন ডলার ডিল’, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৯।
৫. উদাহরণ হিসেবে দেখুন www.globalccsinstitute.com
৬. BusinessGreen.com, (ইউকে) ‘বিপি শ্রাগস্ অফ এন্টি-টার সেন্ডস শেয়ারহোল্ডার রেজুলেশন’, ১৬ এপ্রিল ২০১০।
৭. দেখুন Betterplace.com।
৮. NPR.org (যুক্তরাষ্ট্র), ‘প্যারিস পপুলার বাইক প্রোগ্রাম মে ইনসপায়ার আদারস’ জনপ্রিয় সাইকেল কর্মসূচি অন্যদের উৎসাহিত করতে পারে’, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯; Government-fleet.com (যুক্তরাষ্ট্র), ‘সিটি অব বালতিমোর ল্যঞ্চেজ কার শেয়ারিং প্রোগ্রাম’, ১ জুলাই ২০১০।
৯. দেখুন www.us-cap.org/about-us/about-our-members and www.pewclimate.org/business/belc/members
১০. প্রাপ্ত।

নীতি ব্যবস্থা

কর্পোরেট জলবায়ু প্রতিবেদনের বিনিসূতো

রায়ান সুকার্ড ও লরা ইডিগার^১

গত দশক জুড়ে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গ্রিনহাউজ গ্যাস (জিএইচজি) নিঃসরণ হ্রাসে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করতে শুরু করেছে। ২০০৯ সালে বিশ্বের বৃহত্তম ৫০০ কোম্পানির মধ্যে ৮০ শতাংশেরও বেশি কার্বন প্রকাশ প্রকল্পের (সিডিপি) আওতায় গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের ব্যাপারে প্রতিবেদন তৈরি করে।^২ নিঃসরণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকার প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্বে বিশেষত ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীনে এর দ্রুত বিস্তার ঘটে।^৩ যাহোক, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও প্রভাব জনসমক্ষে তুলে ধরতে কর্পোরেট পর্যায়ে শ্রেফ গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও এ ব্যাপারে প্রতিবেদন তৈরি করা হচ্ছে।^৪

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো আরো দায়িত্বশীল হওয়ার প্রেক্ষাপটে জলবায়ু নীতিতে কর্পোরেট অংশগ্রহণের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৩ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত স্বার্থাশ্রমী লবিংয়ের সংখ্যা ৪০০ শতাংশ বেড়েছে এবং ২০০৮ সালে এ খাতে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৯০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়।^৫

ব্যবসা বাণিজ্যে নীতিমালা সম্পৃক্ত করা হলে তা নিয়মকানুন, সুযোগ-সুবিধা ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণের সুযোগ সৃষ্টি করে। যা কোম্পানিগুলোর সার্বিক পরিচালনা রূপরেখা সম্পর্কে ধারণা দেয়। জলবায়ু সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিতে নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন ব্যবসা, বাণিজ্যের মধ্যে সমন্বয় ও দীর্ঘমেয়াদী স্বল্প কার্বন বিনিয়োগে সহায়তা করে। জলবায়ু পরিবর্তন নীতিতে কর্পোরেট অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলে, কর্পোরেট রিপোর্টিংয়ের সুযোগ আরো বাড়বে। এসব কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য প্রভাব অনুধাবনে অংশীদারদের সহায়তা করবে। জলবায়ু নীতি চুক্তির ব্যাপারে সমন্বিত প্রতিবেদনে কেবল রাজনৈতিক অর্থায়নের তথ্য প্রকাশিত হয় না, চুক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়ার রূপরেখাও তুলে ধরে। সেখানে নীতিমালার ক্ষেত্রে কর্পোরেট সিদ্ধান্ত কী নেওয়া হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্র উন্নয়নের ওপর কেমন জোর দেওয়া হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ থাকে। এ ধরনের প্রকাশ জবাবদিহিতা বাড়িয়ে দেয়, আলোচনার পথ প্রশস্ত করে এবং জলবায়ুর ক্ষেত্রে অংশীদারদের ইতিবাচক অংশগ্রহণ বাড়ায়।

জলবায়ু নীতিতে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

জলবায়ু পরিবর্তন নীতিতে অংশগ্রহণ অনেক কোম্পানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হিসেবে মনে করা হয়। ধারণাভিত্তিক ও কার্যকর সরকারি নীতির অভাব নবায়নযোগ্য ও জ্বালানি সক্ষমতা অর্জনে বিভিন্ন পদক্ষেপে বিনিয়োগ জোরদারের প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বিদ্যুৎ শাশ্রয়ে ভোক্তাদের সহায়তা করতে গুগলের কর্মসূচি মার্কিন আইনসভার ওপর নির্ভরশীল হতে পারে।^৬ ভবিষ্যৎ জলবায়ু নীতির ধরনের ব্যাপারে বর্তমানে যে অনিশ্চয়তা রয়েছে, তা এক্ষেত্রে অংশগ্রহণেচ্ছু কোম্পানীগুলোকে আরো প্রভাবিত করতে পারে। ফোর্ড ও হংকংভিত্তিক বিদ্যুৎ কোম্পানি সিএলপি বহুমুখী বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিবিধান গ্রণয়নে বিভিন্ন দেশের সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। টিমারল্যান্ডের সিইও জেফ সোয়ার্টজ বলেন, ‘আমি কেবল প্রকৃত ঘটনা জানতে চাই। এসবের বিপরীতে লাভ খুঁজতে আমি আরো উদ্ভাবনমূলক কাজ করে দেখাতে চাই’।^৭

সরকারি নীতিতে কর্পোরেট অংশগ্রহণ: প্রশমনের সম্ভাবনা

জাতীয় আইনপ্রণেতা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে কার্যকর উপায় খুঁজছে। আর জলবায়ু নীতিতে কর্পোরেট অংশগ্রহণ এক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব রাখতে পারে। ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ মূল্যবান কারিগরি দক্ষতা ও নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পুঁজি বাড়াতে পারে। প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্পোরেট স্বার্থ ব্যর্থ হলে, এক্ষেত্রে কর্পোরেট অংশগ্রহণ নিঃসরণ হ্রাস অথবা স্বল্প কার্বন উন্নয়নে আইনসভার প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত বা থামিয়ে দিতে পারে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১০ সালে ক্ষমতাধর মার্কিন চেম্বার অব কমার্স যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থার (ইপিএ) অর্থায়নের ব্যাপারে পিটিশন দায়ের করে এই মর্মে যে গ্রিনহাউজ গ্যাস জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি।^৮ ব্যবসায়ীদের অর্থায়নে পরিচালিত সংগঠন অ্যাসোসিয়েটস সংস্থা নীতি সম্পর্কিত বিতর্ক আরো জটিল করে দিতে পারে। ২০০৯ সালে গ্রিনপিস ইউএসএ একটি কেন্দ্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিলের প্রতি সমর্থন প্রকাশে জনগণকে নিরুৎসাহিত করার কারণে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানিদের একটি সমিতির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে।^৯ ইউরোপের কিছু পর্যবেক্ষকের ধারণা, নির্ধারিত খাতগুলোতে ব্যাপক লবিংয়ে এইউ জলবায়ু নীতির লক্ষ্যমাত্রায় ছায়া সমন্বিত নিঃসরণ হ্রাসের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের প্রচেষ্টা দুর্বল করার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।^{১০}

ব্যবসায়ী স্বার্থ সবসময় সরকারি পণ্যের বিরোধী নয়। কমব্যাট ক্লাইমেট চেঞ্জ, ক্যারিং ফর ক্লাইমেট ও কোপেনহেগেন ইশতেহারের মত পদক্ষেপ ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ জলবায়ুর বিষয়ে বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতা আনতে জলবায়ু নীতি প্রণয়নের আহ্বানে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। ২০১০ সালের শুরুতে বিশ্বের সহস্রাধিক কোম্পানি পুঁজি বাজারে প্রায় ১১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ^{১১} এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ৫ সহস্রাধিক কোম্পানির পাশাপাশি জলবায়ু সংক্রান্ত আইন কার্যকর করতে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে ২০ মিলিয়ন লোককে আহ্বান জানানো হয়।^{১২} জলবায়ু নীতি সম্পর্কিত রিপোর্টিং ও উৎসাহব্যঞ্জকভাবে বৃদ্ধি পায়।

সরকারি নীতি সম্পর্কিত দায়িত্বশীল ও সমন্বিত রিপোর্টিং

পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠন, ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীরা কর্পোরেট নিঃসরণ ও প্রশমন কৌশলের মত যেসব ইস্যু নিয়ে কোম্পানিগুলো ইতোমধ্যে প্রতিবেদন তৈরি করে চলেছে, সেসব বিষয়ের সঙ্গে অব্যাহতভাবে নীতিমালার সংমিশ্রণ ঘটছে।^{১৩} বর্তমানে জলবায়ু চুক্তির ব্যাপারে কর্পোরেট রিপোর্টিংয়ের জন্য ব্যাপক গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড না থাকায়, কোম্পানিগুলোকে বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। তাদের সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কোনে কোনে তথ্য প্রকাশ করা যাবে অথবা অন্যান্য কোম্পানির সঙ্গে তাদের প্রতিবেদনের তুলনার ব্যাপারে তাদেরকে অসুবিধায় পড়তে হয়। নীতি প্রক্রিয়ায় একটি কোম্পানির প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করাও কঠিন হয়ে পড়ে। আনুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে অথবা বিবৃতির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে যোগাযোগ হতে পারে। আর এ কারণে কার্যকর সম্পর্ক অস্পষ্ট থাকে।^{১৪}

তবে জলবায়ু নীতি সংক্রান্ত চুক্তিকে আরো সংজ্ঞায়িত ও শর্তযুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। যা এ সংক্রান্ত আলোচনাকে আরো অর্থবহ করবে। অংশীদারদের কাছে এ ব্যাপারে আরো সম্মুখ তথ্য প্রকাশ করবে। সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিক জলবায়ুজনিত সমস্যা সমাধানের পথে এগুবার জন্য কোম্পানিগুলোকে ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে।^{১৫} এ ব্যাপারে উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, তবে তা প্রাথমিকভাবে নেয়া হচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের জোট কার্বন ডিসক্লোজার প্রকল্প ও ভোক্তাদের সংগঠন ক্লাইমেট কাউন্টসডাউন কোম্পানিগুলোর র্যাংকিং মানদণ্ড হিসেবে নীতি সংক্রান্ত চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করেছে। মানদণ্ড নির্ধারিত

না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অংশীদারদের নিম্নলিখিত প্রত্যাশা পূরণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতির পাশাপাশি এ ব্যাপারে তাদের অংশগ্রহণের তথ্য প্রকাশ করতে পারে।

ধারণা ও প্রযুক্তিগত সংযোগ স্থাপন

বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সরকারি নীতি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। একইভাবে ব্রিটিশ টেলিযোগাযোগ (বিটি) ও অটোডেস্ক কোম্পানি বায়ুমণ্ডলে নিঃসরণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরি করে। বিভিন্ন দেশের সরকার কি ধরনের প্রভাব রাখতে চায়, তারা কি ধরনের অঙ্গীকার করে তার বিবরণ তুলে ধরে কোম্পানিগুলো। তারা জলবায়ু মিথস্ক্রিয়া সি-রোডস্ প্রাটফর্মের উল্লেখ করতে পারে যা বিভিন্ন দেশে নিঃসরণ হ্রাসের সম্ভাবনা তুলে ধরে।

কর্পোরেট প্রক্রিয়ার প্রকাশ

কর্পোরেট প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হলো কোম্পানির কর্মকাণ্ড, কোম্পানির কৌশল ও আরো সাধারণভাবে সুশাসনের আঙ্গিক বিবেচনায় নিয়ে সুসম্বন্ধিতভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করা।^{১৬} কোম্পানিগুলো এ ধরনের স্বচ্ছতার বিকাশে অনেক কিছু করতে পারে। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও জলবায়ু নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহের ভূমিকা তুলে ধরতে পারে। কোম্পানিগুলো জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যুতে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ করতে পারে। এছাড়া কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ইস্যু কিভাবে সনাক্ত ও পর্যালোচনা করেছে তারও উল্লেখ করতে পারে। সবশেষে মৌলিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো কি ধরনের কৌশল প্রয়োগ করেছে এবং কি লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে, তা তারা প্রকাশ করতে পারে।

জলবায়ু নীতি সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের সামর্থ্য যাচাইয়ে মাপকাঠি তৈরি

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদদের অর্থনৈতিক ও মানবিক সমর্থন এবং ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্যদের তালিকা প্রণয়ন হলো জলবায়ু নীতি সংক্রান্ত চুক্তির প্রথম পদক্ষেপ। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অর্থায়ন অথবা বিবৃতি প্রকাশসহ বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কিত তথ্য উপাত্তে জনগণের প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। এবং তা বোধগম্য হতে হবে।^{১৭}

নীতি প্রণয়নে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের অংশগ্রহণ

সরকারি নীতি প্রণয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পরিচালনা পর্ষদ জলবায়ু নীতি সম্পর্কে ব্যাপক গুণগত মানসম্পন্ন তথ্য প্রকাশে সহায়তা ও নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।^{১৮} সর্বোচ্চ পর্যায়ে গৃহীত অঙ্গীকারের ফলে কেবল প্রতিবেদন প্রকাশই জোরালো হয় না, একটি প্রতিষ্ঠানের সর্বত্র এই মূলমন্ত্র দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়।

কোম্পানীর কৌশলের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে নীতি গ্রহণ প্রচেষ্টার খাপ খাওয়ানো

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের অবস্থানের সঙ্গে বেসরকারি উদ্যোগের মিল থাকা প্রয়োজন। জলবায়ু সংক্রান্ত নীতির বিষয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে বার্তা আদান-প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।^{১৯} এই বার্তা যাতে টেকসই হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর সরকারি কর্মকর্তারা প্রশমন কৌশল গ্রহণের প্রকৃত অঙ্গীকারে প্রতিফলন ঘটে এমন সব কর্পোরেট বার্তার আদান-প্রদান আরো বেশি বেশি করতে পারে।

প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে উন্নয়নের সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন

জলবায়ু নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তি বিশেষত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সংক্রান্ত পদক্ষেপ থেকে অর্জিত জ্ঞান প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করলে আগামীতে এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ আরো বাড়বে।^{২০} রিপোর্টিং প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের মধ্যে পার্থক্যগুলো তুলে ধরে।

রিপোর্টিংয়ের ফল নিশ্চিত করতে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ

প্রতিবেদনে বাহ্যিক নিশ্চয়তা নীতি সংক্রান্ত চুক্তির ব্যাপারে কর্পোরেট রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা আরো জোরালো করতে হবে। তাহলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে সর্বনিম্ন মানদণ্ড হতে পারে। এসব মানদণ্ডের মাধ্যমে অংশীদাররা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতি ও এর ফলাফলে ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ গতিপ্রকৃতির চিত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পায়। গত দশকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় শুধু অঙ্গীকারের কথা শোনা গেছে। তবে তা বাস্তবায়নে এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

টিকা

১. রায়ান সুকার্ড বিএসআর-এর গবেষণা ও উদ্ভাবন ব্যবস্থাপক ও লরা ইডিগার বিএসআর-এর পরিবেশ ব্যবস্থাপক।
২. কার্বন ডিসক্রোজার প্রজেক্ট, কার্বন ডিসক্রোজার প্রজেক্ট ২০০৯: গ্লোবাল ৫০০ রিপোর্ট (লন্ডন: কার্বন ডিসক্রোজার প্রজেক্ট, ২০০৯), পৃষ্ঠা ৮।
৩. প্রাণ্ডুজ।
৪. সামান্তা পাত দেল পিনো ও অন্যান্য, সার্পিনিং দি কাটিং এজ: কর্পোরেট এ্যাকশন ফর এ স্ট্রিং, লো-কার্বন ইকোনোমি (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইন্সটিটিউট [ডব্লিউআরআই], ২০০৯)।
৫. মেরিনা লাভেলি, 'দি ক্লাইমেট লবিজ নন-স্টপ গ্রোথ', সেন্টার ফর পাবলিক ইন্ট্রিগিটি (যুক্তরাষ্ট্র) ১৯ মে ২০০৯, দেখুন www.publicintegrity.org/investigations/climate_change/articles/entry/1376; মেরিনা লাভেলি, 'দি ক্লাইমেট চেঞ্জ লবি এক্সপ্লোরেশন', সেন্টার ফর পাবলিক ইন্ট্রিগিটি (যুক্তরাষ্ট্র), ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, দেখুন www.publicintegrity.org/investigations/climate_change/articles/entry/1171
৬. গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য) 'গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ চিফ ওয়ান্টস প্রাইস অন কার্বন' ১৬ এপ্রিল ২০১০।
৭. Politico.com (যুক্তরাষ্ট্র), 'বিগ বিজনেস পুশেজ ফর ক্লাইমেট অ্যাকশন', ৫ অক্টোবর ২০০৯, দেখুন www.politico.com/news/stories/1009/27896.html।
৮. নিউ ইয়র্ক টাইমস (যুক্তরাষ্ট্র), 'ইউএস চেম্বার পিটিশনস ইপিএ টু রিকগিডার গ্রীনহাউজ গ্যাস এনডেনজারমেন্ট ফাইন্ডিং', ১৬ মার্চ ২০১০।
৯. BusinessGreen.com (যুক্তরাজ্য), 'গ্রীনিংস আনকাভারস "এস্ট্রোটার্ফ" ক্যাম্পেইন টু চ্যালেঞ্জ ইউএস ক্লাইমেট বিল', ১৭ আগস্ট ২০০৯। দেখুন www.businessgreen.com/business-green/news/2247933/greenpeace-uncovers-astroturf
১০. পিউ এনভায়রনমেন্ট ফ্রপ, 'দি ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ক্লাইমেট প্যাকেজ' (আর্লিংটন, ভিএ: পিউ এনভায়রনমেন্ট ফ্রপ) দেখুন www.pewglobalwarming.org/ourwork/international/bonn/EUClimatePackage.pdf
১১. ডব্লিউডব্লিউএফ, বিজনেস - দি রিয়েল ডিল (ওয়াশিংটন, ডিসি: ডব্লিউডব্লিউএফ, ২০০৯), দেখুন

- http://assets.panda.org/downloads/action_bybusiness_onclimate_paper_corrected.pdf.
১২. দেখুন www.americanbusinessforcleanenergy.org/member/listing.
১৩. রায়ান স্কুহার্ড, কমিউনিকেশন অন ক্লাইমেট পলিসি এংগেজমেন্ট: এ গাইড টু সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টিং (সানফ্রান্সিস্কো: বিএসআর, ২০১০)।
১৪. একাউন্টবিলিটি, টুওয়ার্ডস লবিং: লিডারশিপ এন্ড পাবলিক পলিসি (লন্ডন: একাউন্টবিলিটি, ২০০৫)।
১৫. বিটি এর জন্য দেখুন www.cdproject.net/CDBResults/65_329_219_CDP-The-Carbon-Chasm-Final.pdf; অটোডেস্ক এর জন্য দেখুন <http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/item?siteID=123112&id=14981941>.
১৬. ২০১০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিএসআর ৯টি উপাদানের রূপরেখা তুলে ধরে যা বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তন প্রসঙ্গে বিবেচিত হয়, দেখুন স্কুহার্ড ২০১০।
১৭. প্রাপ্ত।
১৮. কার্বন ডিসক্লোজার প্রজেক্ট (২০০৯)।
১৯. সায়মন ম্যাকরে, হিডেন ভয়েসেস: দি সিবিআই, করপোরেট লবিং এন্ড সাসটেইনেবিলিটি, (লন্ডন: ফ্রেন্ডস অব দি আর্থ, ২০০৫); স্কুহার্ড কর্তৃক উদ্ধৃত (২০১০)।
২০. স্কুহার্ড (২০১০)।

৪.৫.১

কলম্বিয়া

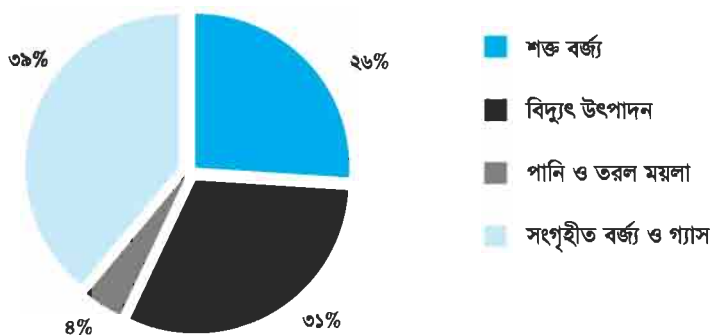
নীতিমালা ও জনগণের পরিসেবা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার পরিমাপ

আলমা রোসিও বালকাজার, মার্খা এলিনা বাদেল ও লোরেনা রোয়া বারেরা^১

১৯৯০ দশকের শুরুতে বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে কলম্বিয়ার পরিসেবা ব্যবস্থায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। যার ফলে বর্তমানে কলম্বিয়ায় বেসরকারি ও সরকারি পরিসেবা ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটছে এবং নজরদারি ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে।

গণপরিসেবা ব্যবস্থাপনা ও চাহিদা শ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। ব্যাপক নির্গমনের জন্য দায়ী পরিসেবা ব্যবস্থায় আবার নিঃসরণ হ্রাসের ব্যাপক সম্ভাবনাও রয়েছে। জ্বালানি সক্ষমতা নিঃসরণ হ্রাসের জন্য বর্তমানে একটি বৃহত্তম ও সবচেয়ে বেশি মূল্য সাশ্রয়ী সমাধান।^২ এ সত্যটি কলম্বিয়ায় ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। কলম্বিয়া জ্বালানি সক্ষমতা অর্জনে প্রস্তাবিত প্রশমন কৌশলে বিনিয়োগের জন্য নির্মল প্রযুক্তি তহবিল থেকে অর্থ পেয়েছে।^৩

কলম্বিয়ায় কার্বন নির্গমনের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি পরিসেবা ব্যবস্থাপকরা পরিবেশগত ঝুঁকি ও শ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা চিহ্নিত, মূল্যায়ন হ্রাসে বিভিন্ন কৌশল নিয়েছে। ফলে ভোক্তারা জ্বালানি সক্ষমতার সুযোগ ও মূল্য সম্পর্কে জানতে পেরেছে।



চিত্র ৪.৪ কলম্বিয়ার সিডিএম প্রকল্পগুলোতে সরকারি সেবা

কলম্বিয়ায় পরিসেবা ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষত জ্বালানি, পানি ও তরল ময়লা, সংগৃহীত বর্জ্য ও গ্যাস রয়েছে। আর দেশটি ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজমের আওতায় নিঃসরণ হ্রাসের জন্য ক্রেডিট পেতে আহ্বান জানাতে শুরু করেছে।^৪ সিডিএম প্রকল্প বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা ও সততার প্রয়োজনীয়তার ফলে কর্পোরেট স্বচ্ছতার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যা আরো গুরুত্বপূর্ণ।

জনগণের মৌলিক সেবা ব্যবস্থাপনা ও সংস্থানে স্বচ্ছতার গুরুত্ব থাকলেও কলম্বিয়ার পরিসেবা ব্যবস্থায় এর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া সেখানে শক্তিশালী কর্পোরেট শাসনের অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।^৫

একটি পরীক্ষামূলক মূল্যায়ন

এসব ইস্যু মোকাবেলায় ট্রান্সপারেন্সিয়াপোর কলম্বিয়া ২০০৮ সালে পরীক্ষামূলকভাবে মূল্যায়ন শুরু করে। এবছর ১০টি সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত পরিসেবা প্রদানকারীর ওপর এ পরীক্ষা চালানো হয়।^৬ কলম্বিয়ায় এই প্রথমবারের মত এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। আর এ পদক্ষেপের ফলে বিভিন্ন পরিসেবা কোম্পানির নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন সম্ভব হয়। অন্যান্য পরিসেবা কোম্পানিকে উৎসাহিত করতে শীর্ষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জোট গঠনের সুযোগ তৈরি হয়।^৭ চারটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে কর্পোরেট স্বচ্ছতা পরিমাপ করা হয়। মানদণ্ডগুলো- তথ্য-উপাত্তের প্রকাশ, সংলাপ, সুস্পষ্ট বিধিবিধান ও স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রণ।

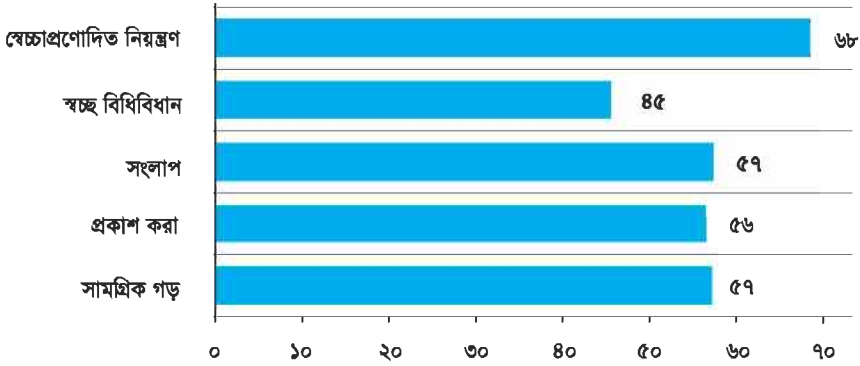
তবে এই মডেলের মাধ্যমে সীমিত ধারণা পাওয়া যায়। কর্পোরেট স্বচ্ছতা কিভাবে গ্রিনহাউজ গ্যাস পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। এ গবেষণায় জবাবদিহিতার কোন অবকাশ নেই। নগরবাসী ও পরিসেবা কোম্পানির মধ্যে ব্যাপক আলোচনা ও তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হলে তা ভোক্তার পছন্দের ওপর প্রভাব এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসা বাণিজ্যে ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে। এছাড়া, নিঃসরণ হ্রাসের ক্ষেত্রেও সরাসরি ফলদায়ক হতে পারে।

স্বচ্ছতার মাপকাঠি	সূচক	যা মূল্যায়ন করা হয়েছে
ভলান্টারি কন্ট্রোল (স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নিয়ন্ত্রণ)	অতিরিক্ত বা স্বারোপিত নিয়ন্ত্রণ	কোম্পানির গৃহীত ব্যবস্থা, পদ্ধতি ও পরিকল্পনা মূল্যায়ন। অডিট প্রতিবেদন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যবস্থা বিশ্লেষণ।
ক্রিয়ার রুলস্ (সুস্পষ্ট বিধিবিধান)	কর্পোরেট নীতি	কোম্পানির মধ্যে মূলনীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ নথিভুক্তকরণ, আর এটা যোগাযোগ ও প্রশিক্ষণের একটা প্রক্রিয়া। সরবরাহকারী ও ঠিকাদারদের মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা।
	কর্পোরেট শাসন	কর্পোরেট শাসনের সুষ্ঠু অনুশীলন এবং শেয়ারহোল্ডার অংশগ্রহণ, পরিচালনা পর্ষদের কাজ, অংশীদারদের কাছে আর্থিক ও অন্যান্য তথ্য বিতরণ এবং সুশাসনের সময়ভিত্তিক মূল্যায়নসহ বিভিন্ন ইস্যুতে মৌলিক নীতি ও পরিমাপ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান।
ডায়ালগ (সংলাপ)	গ্রহীতা সেবা ব্যবস্থা	প্রতিক্রিয়া এবং প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম। অন্যান্য ব্যবস্থার যথার্থতা।
ডিসক্লোজার (প্রকাশ করা)	অংশীদার শেয়ারহোল্ডার বিনিয়োগকারী ও সমাজের কাছে তথ্য প্রদান	কর্পোরেট ঝুঁকি, লাভ, সামাজিক ও পরিবেশগত স্থায়িত্বের মত উদ্বেগজনক ব্যাপারে অংশীদারদের কাছে তথ্য সরবরাহে সর্বনিম্ন মানদণ্ড অনুসরণ করা এবং পণ্য ও সেবার ব্যাপারে তথ্য প্রদান।

সারণি ৪.২ ট্রান্সপারেন্সিয়াপোর কলম্বিয়া কর্তৃক ২০০৮ সালে পরিচালিত স্বচ্ছতার মাপকাঠির উপর পরীক্ষামূলকভাবে পরিসেবা মূল্যায়ন

পরিবেশগত দায়-দায়িত্বের মিশ্র রেকর্ড

পরিবেশগত দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে এখানে মিশ্র রেকর্ড পাওয়া যায়। ১০০-এর মধ্যে গড় স্কোর ৫৭। এখানে স্বচ্ছতার সংস্কৃতি গড়ে আরো পদক্ষেপ নিতে পরিসেবা কোম্পানিগুলোর প্রয়োজনীয়তার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ব্যাপক অর্থে এখানে একটি বহুমুখী অংশীদারী গ্রুপের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডের বিস্তারে সুস্পষ্ট নীতিমালা গ্রহণ এবং পরিসেবা ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। পরিসেবা প্রদানকারী কোম্পানিগুলো দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করায় মিশ্র ফলাফল পাওয়া যায়।



চিত্র: ৪.৫ কলম্বিয়ার পরিসেবা প্রদানকারী কোম্পানিগুলোর দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত পরীক্ষামূলক মূল্যায়নের ফলাফল

পরিসেবা সরবরাহকারী কোম্পানিগুলোর ওপর পরীক্ষণের মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে বেশ কিছু আশাব্যঞ্জক দিক রয়েছে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিয়ে অংশীদারদের আলোচনা ও সংলাপ এবং পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনে তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে কোম্পানিগুলো তথ্য প্রকাশ করেছে। ভোক্তারা যাতে আগে কার্যকরভাবে পরিসেবা পেতে পারে সেজন্য অনেক কোম্পানিকে তাদের ওয়েবসাইটে পণ্য ও সেবার তথ্য তুলে ধরতে দেখা গেছে।

তবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টতার অভাব ও ক্রেতাদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে কিছু কোম্পানির ব্যর্থতা এই প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করে। ভোক্তাদের অনেক সময় সেবার মান সম্পর্কে অনুধাবনে ও ভোগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে কঠিন সমস্যার মুখে পড়তে হয়।^৮ এতে জ্বালানির অপচয় ও নিঃসরণের মাত্রা বাড়তে পারে। স্বচ্ছতা প্রণোদিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলে কর্পোরেট পর্যায়ে জনসাধারণের নজরদারি জোরদারের ঘাটতির বিষয়টি ফুটে উঠেছে। কোম্পানিগুলো অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নিলে কোম্পানির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত এমন কিছু চ্যানেলে জনগণের প্রবেশধিকার থাকতে হবে। আর এ ব্যাপারে তথ্য না পেলে কলম্বিয়ার নিঃসরণ পর্যায়ে কোম্পানির সঙ্গে জনগণের কাজের সুযোগ সীমিত হয়ে আসবে।

পরিসেবা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ

ট্রান্সপারেন্সি পোর কলম্বিয়ার মত উদ্যোগ সেবা ব্যবস্থাপনা এবং এ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ ও আলোচনার

ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, সুশাসন ও সর্বনিম্ন মানদণ্ড প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ট্রান্সপারেন্সিয়া পোর কলম্বিয়া আগামীতে মূল্যায়নের জন্য ১৩টি নতুন প্রতিষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়েছে।

অনিবার্যভাবে এ ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিসেবা কোম্পানিগুলোতে স্বচ্ছতা কিভাবে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের ওপর প্রভাব ফেলে, তা সরাসরি শনাক্ত করা যায় না। যদিও ভোক্তাদের সচেতনতা, নাগরিকদের অংশগ্রহণ, তথ্য বিনিময় ও পরিসেবার দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের সহযোগিতার বিষয়টি সরাসরি নিঃসরণ হ্রাসের পরিকল্পনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। ট্রান্সপারেন্সিয়াপোর কলম্বিয়ার মডেল ও এ ধরনের উদ্যোগ পরিসেবা খাতে স্বচ্ছতার মানদণ্ডের ব্যাপক উন্নয়ন ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তবেই তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে নাগরিকদের সক্ষমতা বাড়বে এবং এক্ষেত্রে জনসাধারণের অংশগ্রহণে কেবলমাত্র বাড়বে না তা নিয়মিত অনুশীলনে পরিণত হবে। এজন্য জলবায়ু সংক্রান্ত কৌশলসমূহ ও জ্বালানি সক্ষমতার বিষয়ে জনসাধারণ ও পরিসেবা কোম্পানিগুলোর মধ্যে আলোচনা ও সংলাপ জোরদারে যারা আশাবাদী, তারা এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাবেন।

টিকা

১. আলমা রোসিও বালকাজার ট্রান্সপারেন্সিয়া পোর কলম্বিয়ার বেসরকারি খাত পরিচালক, মার্খা এলিনা বাদেল বেসরকারি খাত পরামর্শক ও লোরেনা রোয়া বারেরা বেসরকারি খাতের পেশাজীবী।
২. ওয়ার্ল্ডব্যাংক, ওয়ার্ল্ডব্যাংক ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১০: ডেভেলপমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ডব্যাংক, ২০১০), পৃষ্ঠা ১৯০।
৩. জ্বালানি সক্ষমতা প্রসঙ্গে, পরিকল্পনায় নগর পরিবহন হ্রাসের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। দেখুন ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস, ক্লিন টেকনোলজি ফান্ড ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান ফর কলম্বিয়া (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ডব্যাংক, ২০১০)।
৪. কলম্বিয়ায় সিডিএম প্রকল্পের সাম্প্রতিক তথ্য সম্পর্কে জানতে দেখুন www.minambiente.gov.co।
৫. ডিপার্টমেন্টো ন্যাশনাল দে প্লানিয়াশন, প্রাকটিকাস দে গবিয়েরনো করপোরেটিভো এন এমপ্রিসাস দে সার্ভিসাস পাবলিকস ডমিসিলিয়ারস: লাইমিয়ামিনেটস দে পলিটিকা, কনপেস ডকুমেন্ট নং ৩৩৮৪ (বাগোটা: ডিপার্টমেন্টো ন্যাশনাল দে প্লানিয়াশন, ২০০৫)।
৬. এগুলো হলো: প্রমিগাস, টেলিফোনিকা টেলিকম, আইএসএজিইএন, ইমপ্রিসা দে এনার্জিয়া দে বাগোটা, আন্তুয়াস দে মানিজেস, ইমপ্রিসাস পাবলিকাস দে মিডিলিন, ইলেকট্রিফিকাদেরা দেল কেরিবি এন্ড দি কোম্পানিজ অব গ্রুপো সালা: আসো ইমাস পাসতো, ইমাস মানিজেস ও আন্তুয়াস দে লা সাবানা।
৭. মূল্যায়নের সম্পূর্ণ পদ্ধতি ও ফলাফলের জন্য, দেখুন ট্রান্সপারেন্সিয়া পর কলম্বিয়া, পলিটিকাস ওয়াই ম্যাকানিজমস দে ট্রান্সপারেন্সিয়া এন এমপ্রিসাস দে সার্ভিসাস পাবলিকস: রেজাল্টাডস দেল প্রিমার ইজেসিসিও দে ইয়ালুয়েসন (বাগোটা: ট্রান্সপারেন্সিয়া পর কলম্বিয়া, ২০০৯)।
৮. ট্রান্সপারেন্সিয়া পর কলম্বিয়া, ২০০৯।

সময়ে সবুজ পছন্দের সুলভীকরণ

ভোক্তাদের জন্য জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব সম্পর্কিত ভোক্তা পছন্দের প্রয়োজনীয় সঠিক ও কার্যক্রমধর্মী তথ্য প্রদান নিশ্চিতকরণ

ফ্রেড পিয়াস

সবুজ ধোলাই বা গ্রিনওয়াশের সংজ্ঞা

ফ্রান্সের একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তার চুল্লিতে পুনঃপ্রক্রিয়াজাত টয়লেট পেপার ব্যবহারের পুরস্কার হিসেবে একটি সনদ প্রাপ্তির উৎসব দিয়ে তার সবুজ বিশ্বাসের প্রচারণা শুরু করে।^২ স্কটল্যান্ডে দ্রুত বিকাশমান একটি বিমানবন্দরে প্রতিদিন হাজার হাজার বিমান ওঠানামা করে। আর এ কারণে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে ওই বিমান বন্দর কিছু গাছ লাগানোর জন্য শিশুদের অর্থ প্রদানের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের মত ঘটনা দাঙ্কিতভাবে করে যাচ্ছে।^৩ অর্থাৎ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে নিঃসরণের ব্যাপারটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এছাড়া বেসরকারি বিভিন্ন বিমান কোম্পানি নিজেদের কার্বন নিরপেক্ষ হিসেবে জাহির করছে।^৪

সবুজ ধোলাই বা 'গ্রিনওয়াশের' সর্বসম্মত কোন সংজ্ঞা এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। তবে একটি পণ্য বা সেবাকে বাস্তবতার চেয়ে অনেক বেশি পরিবেশবান্ধব হিসেবে ভোক্তাদের সামনে তুলে তাদেরকে ওই পণ্য বা সেবা গ্রহণে উৎসাহিত করতে প্রচার-প্রচারণা চালানোর প্রচেষ্টার সঙ্গে এ বিষয়টি জড়িত। এছাড়া, একটি কোম্পানি বা শিল্পের সুনাম বাড়াতে একটা সবুজ পণ্যের সম্ভাব্য সুবিধা ব্যবহারে ভোক্তাদের উৎসাহিত করার প্রক্রিয়ার সঙ্গেও এর সম্পর্ক রয়েছে। বিভিন্ন দেশের সরকার ও ব্যবসায়ী সংগঠন পরিবেশগত দৃঢ়তা যথাযথ ও যাচনযোগ্য করতে বেশ কিছু নীতিমালা তৈরি করেছে। তবে বিভিন্ন কোম্পানী এ ধরনের নীতিমালা অনুসরণ না করে গোপনে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। আর এ ধরনের ঘটনা চিহ্নিত করতে এখানে সাধারণত 'গ্রিনওয়াশিং' প্রপঞ্চটি আনা হয়েছে।^৫

ভোক্তাদের সাধারণত তোষামোদ করা হয়। অনেক কর্পোরেশন এখন বুঝতে পেরেছে যে, ভোক্তারা তাদের কাছে পরিবেশের সুরক্ষার প্রমাণপত্র চায়। অবশ্য সবুজ বিক্রির (গ্রিন সেল)^৬ মত কিছু ঘটনা এ ধরনের প্রত্যাশার অন্যায় ব্যবহারের সম্ভাবনা তৈরি করে। বিদ্যুৎ থেকে অবসর ভাতা, গাড়ি থেকে কাগজপত্র প্রস্তুত প্রতিটি ক্ষেত্রে সেবা ও পণ্য সরবরাহকারীরা বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ করে থাকে। তবে এ সময় তারা ভুল, মিথ্যা, জাল তথ্য দিলে পরিবেশের যেকোনো ধরনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে জনগণের আস্থার চিড় ধরতে পারে। এখনও পরিতাপের বিষয় হলো, সফল গ্রিনওয়াশিং জলবায়ু পরিবর্তনের মত একটি বৈশ্বিক ইস্যু মোকবেলায় দায়িত্বশীল হতে বিভিন্ন কোম্পানিকে বিরত রাখতে পারে। গ্রিনওয়াশ প্রতিরোধে সবুজের দাবির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকা জরুরি। এছাড়া, নিরপেক্ষভাবে এই দাবির সত্যতা নিরূপণ করতে হবে।

গ্রিন ওয়াশিং প্রতিরোধ: সহজ কাজ নয়

কয়েকটি দেশের সরকার পরিবেশের সম্পর্কে যে দাবি উত্থাপন করা হয়েছে, তার ওপর কঠোর আইন প্রয়োগের চেষ্টা চালায়। পরিবেশগত দাবি পূরণে সক্ষম জার্মানির আইন বিজ্ঞাপন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে

ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণত বিজ্ঞাপন ও নিয়ন্ত্রণের সময় 'পরিবেশ বান্ধব' এর মত প্রবাদ প্রচলন করা হয়। অনেকে আবার এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে অবহেলা করে। যাই হোক, যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল ট্রেড কমিশন (এফটিসি) পরিবেশগত সামগ্রী বাজারজাত করণের দিক নির্দেশনা দিয়েছে। তবে পরবর্তী প্রশাসনগুলো এ ব্যাপারে কার্যক্রম পরিচালনায় অগ্রাধিকার দিচ্ছে না।^৭

২০১০ সালের শুরুতে যুক্তরাজ্য সরকারের পরিবেশ, খাদ্য ও গ্রামীণ বিষয়ক বিভাগ (ডিএফআরএ) এমন সব কর্পোরেশনের জন্য দিকনির্দেশনা প্রকাশ করে, যেগুলো পরিবেশ সম্পর্কিত তাদের দাবিকে বিশ্বাসযোগ্য করতে চায়।^৮ পরিবেশের দাবি যে সঠিক, স্পষ্ট, প্রাসঙ্গিক ও বাচনযোগ্য তা নিশ্চিত করতে এই দিকনির্দেশনা। মন্ত্রীবার্ণ নীতি নির্ধারণমূলক ভূমিকা গ্রহণে অস্বীকৃতি ও পার্লামেন্ট সদস্যদের একটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এক বছর আগে থেকে হাউস অব কমন্স এনভায়রনমেন্টাল কমিটি অসত্য দাবি অপসারণে সরাসরি হস্তক্ষেপের জন্য মন্ত্রীদের যে আহ্বান জানিয়ে আসছে, তার ভিত্তিতে পার্লামেন্ট সদস্যরা এ প্রস্তাব করেন।^৯

সরকারগুলো বেসরকারি সংগঠন (এনজিও) ও কোম্পানির অর্থায়নে ইকো-লেবেলিং স্কিমের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণমূলক গুরুত্বের ওপর নির্ভর করা শ্রেয় মনে করে। বনাঞ্চল বান্ধব পণ্যের স্বীকৃতির জন্য ফরেস্ট সিটওয়ার্ডশিপ কাউন্সিল এন্ড রেইনফরেস্ট অ্যালায়েন্স এধরনের কিছু স্কিম পরিচালনা করে।^{১০} যুক্তরাজ্যের শিল্প প্রতিষ্ঠান অ্যাডভান্সড টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি (এএসএ) বলেছে, কয়েক দফা কঠোর আইন প্রয়োগ সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সবুজ সংক্রান্ত দাবির ব্যাপারে বহু অভিযোগ জনগণের কাছ থেকে এসেছে।^{১১}

এএসএ জানায়, মিথ্যা দাবি উত্থাপন অবশ্যই কমাতে হবে। তবে এ নিয়ে গুজব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে 'সবুজ' 'ইকো', পরিবেশবান্ধব 'টেকসই' বা 'কার্বন নিরপেক্ষ' টার্ম ব্যবহার করা হচ্ছে। আর কি কারণে এসব টার্ম ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিরূপণের কোনো চেষ্টা চালানো হচ্ছে না। ফলে এসব পণ্য অনির্দিষ্ট দাবি তৈরি করছে।

এএসএ সম্প্রতি রেনাল্টের ওপর দোষ চাপিয়ে 'ইকো কার' হিসেবে পরিচিত টিংগো গাড়ির বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করেছে। আকারের জন্য এই গাড়ি থেকে নিঃসরণের মাত্রা গড় নিঃসরণের চেয়ে বেশি। বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়, গাড়ির টেইলপাইপ থেকে লতাপাতা বেরিয়ে আসছে।^{১২} এরপর ইঙ্গ-ডাচ মালিকানাধীন বৃহৎ তেল কোম্পানি শেলের পরিশোধন চুল্লি থেকে ফুল বের হওয়ার দৃশ্য প্রদর্শন করা হয়।

এর মাধ্যমে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হলো সবুজ ইমেজ তৈরির চেষ্টা আরো সূক্ষ্ম হচ্ছে এবং এর ব্যাপকতাও বাড়ছে। এক্ষেত্রে কিছু অভিনু পছার ও আবির্ভাব ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানি বেশ কিছু পণ্যের ব্যাপক মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে কর্পোরেশনের ভাবমূর্তি সবুজ করে।^{১৩}

বিপি ও শেলের মত তেল কোম্পানিগুলো প্রতি বছর সংবাদপত্র, বিলবোর্ড, ওয়েবসাইট ও টিভি স্ক্রটের পিছনে মিলিয়ন মিলিয়ন ইউরো ব্যয় করে। এসব কোম্পানি নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতও বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ মোট বাজেটের ৫ শতাংশ।^{১৪} একটি প্রজাপতি ধরার জাল কার্বন ধরছে। 'কম কার্বন' চিহ্নিত বাটন সংবলিত একটি পকেট ক্যালকুলেটরের ইমেজ প্রদর্শনের জন্য কেন মিলিয়ন মিলিয়ন ইউরো খরচ করছে। আর এমন একটা সময় এটা করা হয়েছিল যখন কোম্পানিটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ কমাচ্ছিল এবং এর বিদায়ী প্রধান নির্বাহী বায়ু, সৌর ও হাইড্রোজেন বিদ্যুতের ব্যাপারে সতর্ক করেছিল।^{১৫}

কোম্পানি বড় সরবরাহকারী হিসেবে পরিচিত। জার্মানির বৃহত্তম জ্বালানি কোম্পানি আরডব্লিউই বায়ু ও পানি শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে সবুজ বান্ধব হিসেবে উপস্থাপন করে।

জার্মানির বৃহত্তম গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অডি একটি ফ্যান্টাসি গাড়ির বর্ণনা দিয়ে নিজেকে সবুজ বান্ধবের ধারক হিসেবে তুলে ধরেছে। কোম্পানিটি স্বীকার করেছে, এই গাড়ি কখনো তৈরি করা হয়নি। এছাড়া, এর প্রকৃত বহর থেকে নির্গত কার্বন ইইউ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বাধার সৃষ্টি করেছে।^{১৬}

জ্বালানি কোম্পানি, এয়ারলাইন্স, বৃহত্তম তেল কোম্পানি, গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ও বড় ধরনের খুচরা চেইন শপের মত যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পরিবেশ সংক্রান্ত খারাপ ভাবমূর্তি রয়েছে সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণত একই ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যুক্তরাজ্যের শীর্ষ রিটেইলার কোম্পানি টেসকো ২০০৯ সালে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে একটা উদাহরণ তৈরির দাবি করে। অথচ এই কোম্পানি একই বারে প্রায় ৫০ লাখ মেট্রিক টন কার্বন নিঃসরণের কথা স্বীকার করে। এর পেছনে কোম্পানির যুক্তি ছিল, নিঃসরণের তুলনায় খুব দ্রুত এর ফ্লোর স্পেস' বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাজ্যের অন্যান্য রিটেইলারের মত টেসকো তার হিমাগারের দরজা রাখতে অস্বীকৃতি জানায়। যদিও কোম্পানিটি এর মাধ্যমে ১০ শতাংশ জ্বালানি ব্যয় কমাতে পারতো।^{১৭}

এয়ারলাইন্সগুলো সবচেয়ে বেশি ও খুব দ্রুত নিঃসরণের ঘটনা ঘটানো। স্যার রিচার্ড ব্রানসনের ভার্জিন আটলান্টিক বায়োফুয়েলের পাশাপাশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ব্যাপক মাত্রায় বিনিয়োগের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জানিয়েছে। এর ফলে যে বিষয়টি আর গোপন থাকে না তা হলো, নিঃসরণ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর নিঃসরণের মাত্রা আফ্রিকার বেশিরভাগ দেশগুলোর চেয়ে সর্বোচ্চ।^{১৮}

মিথ্যা তথ্য নির্ভর বিভিন্ন পরিসংখ্যানে ব্যাপকভাবে সবুজের সমারোহের কথা বলা হয়েছে। ইউরোপীয় এয়ারলাইন্স ইজিজেটের ওয়েবসাইটে দাবি করা হয়, একটি উন্নত ধরনের গাড়ি একটি সুনির্দিষ্ট পথ পাড়ি দিয়ে যে পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ করে ওই একই পরিভ্রমণ করে ইজিজেটের বিমান ওই গাড়ির চেয়ে কম কার্বন নিঃসরণ করে। অথচ গাড়িতে পর্যাপ্ত যাত্রী থাকেনা। অনেক সময় গাড়ির আসন খালি থাকে। কিন্তু ইজিজেটের বিমানের আসন খালি থাকে না।^{১৯} একই ভাবে ল্যামবোরগিনি আগামীতে তার প্রতিটি যানের বিপরীতে ৩৫ শতাংশ কার্বন হ্রাসের ঘোষণা দেয়।^{২০}

২০০৯ সালে কোপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলনের প্রস্তুতি চলাকালে শেল বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিনের ক্রোড়পত্রের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু নিয়ে বিশেষ সংবাদপত্র ও ক্রোড়পত্র প্রকাশে ব্যাপক অর্থায়ন করে।^{২১} এদিকে ফরাসি জ্বালানি কোম্পানি বার্ষিক 'গ্রিন ব্রিটেন ডে' উদ্বোধন করে। এ কোম্পানি কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে ভোক্তাদের উৎসাহিত করে। তবে কোম্পানির পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনো অঙ্গীকার করা হয়নি।^{২২}

গ্রিনওয়াশ সরকারও ভোক্তাদের বিভ্রান্ত করতে পারে। এটি ভুল সিদ্ধান্ত নিতে সরকার ও ভোক্তাকে উৎসাহিত করতে পারে। এ ব্যাপারে ধারণা হলো চিমনি নির্মিত হওয়ার আগে একদিন কার্বন নিঃসরণ বন্ধ হবে। চিমনি হলো কার্বন ক্যাপচার ও মজুদ সংক্রান্ত প্রযুক্তি হিসেবে পরিচিত। কার্বন নিঃসরণ বন্ধের প্রস্তুতি হিসেবে নতুন কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনার কথা নিয়মিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ছড়ানো হয়। কিছু পণ্য অবশ্য পরিবেশের জন্য ততটা ঝুঁকিপূর্ণ নয়।^{২৩} তবে এসব পণ্য ব্যাপকভাবে ভোগের মাধ্যমে আমরা বিপুল জ্বালানি ও কার্বন নিঃসরণ করে থাকি। আমরা বোতলজাত পানির উদাহরণ টানতে পারি। বোতলে পানি ভরার সময় কার্বন নিঃসরণের মাত্রা খুব বেশিও নয়, আবার কম নয়। তবে এসব বোতল যখন দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্র ট্রাকে করে সরবরাহ অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশে পাঠানো হয়, তখন তা পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত পানির চেয়ে অনেক বেশি কার্বন নিঃসরণে ভূমিকা রাখে।

সমাধান অন্বেষণ: শক্তিশালী মানদণ্ড প্রণয়ন ও ভোক্তাদের ক্ষমতায়ন

এই জটিলতা থেকে বের হওয়ার একমাত্র উপায় হলো, তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলা, সাধ্যমত মানদণ্ড প্রণয়ন করা ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে কি কি মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছে তা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার করা।^{২৪} ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) গাড়িগুলোর নিঃসরণের পরিমাণ দেখতে স্ট্যাভার্ড (মানদণ্ড)পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। গাড়িগুলো প্রতি কিলোমিটার চলে কি পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ করে তা গ্রামে পরিমাপ এবং এ তথ্য বিজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ তথ্য বিজ্ঞাপনের ফলে ক্রেতারা অন্তত বাস্তবতার বিপরীতে বিজ্ঞাপনে যে দাবি করা হয় সে ব্যাপারে মূল্যায়ন করতে পারে। ইইউ রেফ্রিজারেটরের মত সাদা পণ্যের। সর্বসম্মত জ্বালানি কার্যকর করে। তবে শিল্প বিষয়ক লবিংয়ের স্বচ্ছতা মাঝেমধ্যে অবমূল্যায়ন করা হয়।

এদিকে বহু পণ্য আছে যাদের কোন মানদণ্ড নেই। ইইউ তার বিভিন্ন পণ্যে ফুলের লোগো ব্যবহার করে। নির্দিষ্ট মান অনুসরণ করে যে এসব পণ্য উৎপাদন করা হয়েছে তা বোঝাতে এই লোগো। বর্তমানে তিন সহস্রাধিক পণ্যে এই ফুলের লোগো ব্যবহার করা হয়েছে। জার্মানিতে প্রায় ১০ হাজার পণ্যে ব্লু অ্যাঞ্জেল লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে।

যাই হোক এখানে অনেক কিছু ভুলও হতে পারে। কর্পি পেপার বিক্রির জন্য বিখ্যাত দু'টি প্রতিষ্ঠান গোল্ডেন গ্রাস ও লাকি বস ইইউতে লোগো ব্যবহার করে। পেপার যে টেকসই উৎস থেকে এসেছে তা প্রকাশ করতে এই লোগো ব্যবহার করা হয়। বেসরকারি সংগঠন ফরেস্ট এ্যান্ড ইউরোপীয় ইউনিয়ন রিসোর্ট নেটওয়ার্ক ২০১০ সালে একটি গবেষণা চালায়। দেখা যায়, কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ মন্ড ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের রেইনফরেস্ট থেকে জোগান দেয়া হচ্ছে।^{২৫}

লোগো ব্যবহারকারী এসব পণ্য আবার তাদের দাবি পূরণ করতে পারে না। তদন্তে ইইউ'র দাবিসমূহ যাচাইয়ের পিছনে গোপনীয় তথ্য বের হয়ে আসে। অর্থাৎ তদন্তকারীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে জনগণ খুঁজে বের করতে পারে না যে কেন কিছু পণ্য এক্ষেত্রে সফল ও অন্যগুলো ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য স্বচ্ছতা প্রয়োজন।

মার্কিন সরকারের পরিচালিত জ্বালানি তারকা কর্মসূচি উদ্দেশ্য হলো জ্বালানি সাশ্রয়ী পণ্যে জ্বালানি তারকা লেবেল যুক্ত করার মাধ্যমে ভোক্তাদের পরিবেশবান্ধব ও মূল্যসাশ্রয়ী পণ্য বাছাইয়ে সহায়তা করা। ২০০৯ ও ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অ্যাকাউন্টবিলাটি অফিস (সিএও) কল্লিত কোম্পানির বেশে পণ্যসামগ্রী উপস্থাপন করে। দেখা যায়, কর্মসূচিতে প্রতারণার আশ্রয় নেয়া ও এর অপব্যবহার হয়েছে।

সরকারি মানদণ্ড শক্তিশালী না হওয়া পর্যন্ত পাবলিক এক্সপোজার গ্রিনওয়াশিংয়ের বিরুদ্ধে সর্বোৎকৃষ্ট সুরক্ষা হতে পারে। সুশীল সমাজ ভোক্তা ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রিনওয়াশ চিহ্নিত ও প্রকাশে কার্যকর রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও সোশ্যাল মার্কেটিং এজেন্সি যৌথভাবে গ্রিনওয়াশিং সূচক পরিচালনা করে।^{২৬} অন্যদিকে, স্বতন্ত্র বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রিনওয়াশিংয়ের সুনামগত ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

অনেক সময় পাবলিক এক্সপোজার হ্রাস পায়। কিছু কোম্পানি রীতিমত তাদের পণ্যের পরিবেশগত প্রভাবের মানোন্নয়নের ব্যাপারে দাবি উত্থাপনে ভয় পাচ্ছে। এক জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের ভোক্তারা জানতে চায় বিভিন্ন কোম্পানির পণ্য জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রভাব রাখছে।^{২৭} জরিপে আরো দেখা যায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোক্তা মনে করে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৈশ্বিক উষ্ণতার বিষয়টি আরো গুরুত্বসহকারে নিতে হবে। ভোক্তারা পণ্যকে পরিবেশবান্ধব করতে ব্যবসায়ীদের অব্যাহত চাপ প্রয়োগ

করতে পারে। কোম্পানিগুলো জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে পরিবেশ সম্পর্কিত মিথ্যা ও ভুল তথ্য বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাস তৈরি করবে এবং সবুজ পণ্য সরবরাহের প্রচেষ্টার প্রতি জনগণ আর আস্থা রাখতে পারবে না।

টিকা

১. ফ্রেড পিয়ার্স নিউ সায়েন্টিস্ট এর পরিবেশগত পরামর্শক এবং গার্ডিয়ানসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন পত্রিকার নিয়মিত প্রদায়ক।
২. দেখুন vorot.bund.net/suedlicher-oberrhein/greenwash-kriegspropaganda.html.
৩. গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), ‘এডিনবরা এয়ারপোর্টস ট্রি প্রজেক্ট ইজ ট্রেন্সপলড বাই ইস কার্বন এলিফেন্টস’, ১ এপ্রিল ২০১০, news.bbc.com.co.uk/1/hi/scotland/edinburgh_and_east/8585611.stm.
৪. গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), ‘গ্রীন প্রাইভেট জেটস? ডোন্ট মেক মি লাফ’, ২৯ অক্টোবর ২০০৯।
৫. গ্রীনওয়াশ প্রকারভেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত: অদৃশ্য ট্রেড অফস্, যা পরিবেশের ব্যাপক সমস্যা সমাধানে ‘সবুজ’ এর ওপর গুরুত্বারোপ করে; অসমর্থিত দাবি যাচাই করতে না পারা; ‘পরিবেশ বান্ধব’ ও ‘ইকো’ সম্পর্কের অস্পষ্ট দাবি; সিএফসি মুক্ত সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক দাবি এবং ভাবমূর্তি বিভ্রান্তি।
৬. অগিলভিআর্থ, ফ্রম গ্রীনওয়াশ টু শ্রেট। এ প্র্যাকটিক্যাল গাইড টু শ্রেট গ্রীন মার্কেটিং (উইডাউট দি গম্বীনওয়াশ) (নিউ ইয়র্ক: অগিলভিআর্থ, ২০১০), দেখুন http://assets.ogilvy.com/truffles_email/ogilvyearth/Greenwash_Digital.pdf
৭. এফটিসি, এনভায়রনমেন্টাল মার্কেটিং ক্রেইমস (ইএমসি) ব্যবহারের নির্দেশনা (ওয়াশিংটন, ডিসি: এফটিসি, ১৯৯২), দেখুন www.ftc.gov/bcp/grnrule/guides980427.htm; ইউএসএ টুডে, ‘ইকো-ফ্রেন্ডলি ক্রেইমস গো আনচেকড:ইনফোর্সার ব্লেশ ল্যাক অব রিসোর্সেস’, ২২ জুন ২০০৯।
৮. ডিইএফআরএ, গ্রীন ক্রেইমস-প্র্যাকটিক্যাল গাইডেল: হাও টু মেক গুড এনভায়রনমেন্টাল ক্রেইম (লন্ডন: ডিইএফআরএ, ২০০৩), দেখুন www.defra.gov.uk/environment/business/marketing/glc/documents/genericguide.pdf
৯. পরিবেশ নিরীক্ষা কমিটি প্রতিনিধি পরিষদ, এনভায়রনমেন্টাল লেবেলিং: সেক্যান্ড রিপোর্ট, সেশন ২০০৮-২০০৯ (লন্ডন: হার মেজিস্ট্রিস স্টেশনারি অফিস, ২০০৯), দেখুন www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmenvaud/243/243.pdf
১০. দেখুন www.rainforest-alliance.org/agriculture.cfm?id=main
১১. গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য) ‘এডভারটাইজিং ওয়াচডগ রিসিভস রেকর্ড কম্পেইনস ওভার কর্পোরেট “গ্রীনওয়াশ”’, ১ মে ২০০৮; এএসএ এডজুডিকেশন অন রেনাল্ট (যুক্তরাজ্য) এলটিডি, অভিযোগ রেফারেন্স ৪৬০৯৩, ২৬ মার্চ ২০০৮।
১২. গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), ‘রেনাল্ট এড ব্যানড ওভার গ্রীন ক্রেইমস’, ২৬ মার্চ ২০০৮।
১৩. গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), ‘গ্রীন এডভারটাইজিং রুলস আর মেইড টু বি ব্রোকেন’, ২৩ মার্চ ২০১০।
১৪. দেখুন www.americanprogress.org/issues/2009/03/big_oil_misers.html/#2
১৫. দেখুন www.treehugger.com/files/2008/12/greenwash-watch-shell.net.php & http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article5927869.ece.
১৬. দেখুন www.audi.co.uk/audi-innovation/concept-cars/detroit-showcar-audi-etron.html ও গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), ‘হ্যাজ অডি’স ইলেকট্রিক ড্রিম অলরেডি রান আউট অব গ্যাস?’, ২১ জানুয়ারি ২০১০।
১৭. গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), ‘সুপার মার্কেটস্ গোট কোল্ড ফিট ওভার ফ্রিজ ডোরস্’, ১ অক্টোবর ২০০৯।
১৮. গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), ‘স্যার রিচার্ড ব্রানসন’স গ্রীন ক্রেইমস আর রানিং অন হট এয়ার’, ২৭ আগস্ট ২০০৯।

১৯. দেখুন www.easyjet.com/EN/Environment/carbon_emissions_calculator.asp.
২০. গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), 'ল্যামবোরজিনি ইমিটস সাম ভি-১২ পাওয়ারড ননসেন্স', ১১ জুন ২০০৯।
২১. দেখুন www.newsstatesman.com/pdf/copenhagen.pdf.
২২. গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), 'আর ইউএফ ট্রায়িং টু কাট আওয়ার ইউজ অব এনার্জি? সিউরলি সাম মিসটেক', ২ জুলাই ২০০৯।
২৩. বায়ুমন্ডল থেকে কার্বনডাইঅক্সাইড পাইপ লাইনে ঢুকে পড়বে এবং পুরনো তেলকুপ বা লবন খনি অকেজো করে দিবে।
২৪. দেখুন ec.europa.eu/environment/air/transport/Co2/Co2_cars_regulation.htm.
২৫. দেখুন www.fern.org/sites/fern.org/files/FERN_PindoDeli-final_O.pdf এবং গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), 'দি ডিক্লেয়ারিং অব দি ইইউ'স গ্রিন লোগো', ১৫ এপ্রিল ২০১০।
২৬. দেখুন, www.greenwashingindex.com.
২৭. জবাবদিহিতা, হোয়াট এসিয়োর্স কনজুমারস্ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ? সুইচিং অন সিটিজেন পাওয়ার (লন্ডন: একাউন্টএবিলিটি, ২০০৭), পৃষ্ঠা ৯।

উত্তর আফ্রিকায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিস্মৃতারে দুর্নীতি কি বাধা?

নাদেজদা কোমেনডানতোভা ও অ্যাঙ্কনি প্যাট^১

নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে উত্তর আফ্রিকার প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট করা হয়েছে। মিসর, মরক্কো ও তিউনিসিয়া ইতোমধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস^২ থেকে জ্বালানি উৎপাদন করেছে। উৎপাদন আগামীতে আরো বাড়ানোর আশ্বহ প্রকাশ করেছে।^৩ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০২০ সালের মধ্যে মোট জ্বালানির ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস (আরইএস) থেকে সংগ্রহের অঙ্গীকার করেছে। আর এ আরইএস উত্তর আফ্রিকার সৌর ও সমুদ্র তীরবর্তী বায়ু স্থাপনাগুলো থেকে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।^৪

বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় ইউরোপে আমদানির জন্য সাহারা মরুভূমিতে বিভিন্ন নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের কারিগরি সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে।^৫ এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, সাহারা মরুভূমির ১ শতাংশের কম জায়গায় স্থাপিত কেন্দ্রীভূত সৌর বিদ্যুৎ (সিএসপি)^৬ কেন্দ্র ইউরোপের মোট বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।^৭

আরইএস প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ। উত্তর আফ্রিকার ব্যাপক বিস্তৃত সিএসপি কেন্দ্র থেকে ২০৫০ সাল নাগাদ ৭শ টি ডব্লিউ/এইচ/ওয়াই (টেরাওয়াট আওয়ার পার ইয়ার) সৌর বিদ্যুৎ আমদানির জন্য প্রায় ৪শ বিলিয়ন ইউরোর প্রয়োজন হবে। এর সঙ্গে অবশ্য ইউরোপে বিদ্যুৎ পরিবহন লাইন নির্মাণ ব্যয়ও ধরা হয়েছে।^৮ বর্তমানে জাতীয় বাজেট ও বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান থেকে সমন্বিত অর্থায়ন উত্তর আফ্রিকায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিশেষ করে মিসর, মরক্কো ও তিউনিসিয়ায় বায়ু ও সৌর স্থাপনার উন্নয়নে ব্যাপকভিত্তিক বিনিয়োগে ভূমিকা রাখছে। বেসরকারি বিভিন্ন কোম্পানি নবায়নযোগ্য জ্বালানি কেন্দ্রসমূহ নির্মাণ বা বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। এ কারণে জাতীয় সরকারগুলো এ খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থায়ন করছে।^৯ এক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। অতীত অভিজ্ঞতা হলো, অবকাঠামো প্রকল্পের প্রসার ঘটলে সরকারগুলো এসব প্রকল্প পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসম্পদ সরবরাহ করে না।^{১০}

দুর্ভাগ্যক্রমে, উত্তর আফ্রিকায় ইউরোপীয় বিদেশী সরাসরি বিনিয়োগ (এফডিআই) অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় যৎসামান্য।^{১১} বিশ্ব বিনিয়োগ প্রত্যাশা জরিপ (২০১০-২০১২) অনুযায়ী, ২০১০-২০১২ সালের মধ্যে সাব-সাহারার পরে উত্তর আফ্রিকায় সবচেয়ে কম এফডিআই জোগান দেওয়া হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।^{১২} এফডিআই সাধারণত প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলনের জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে।^{১৩}

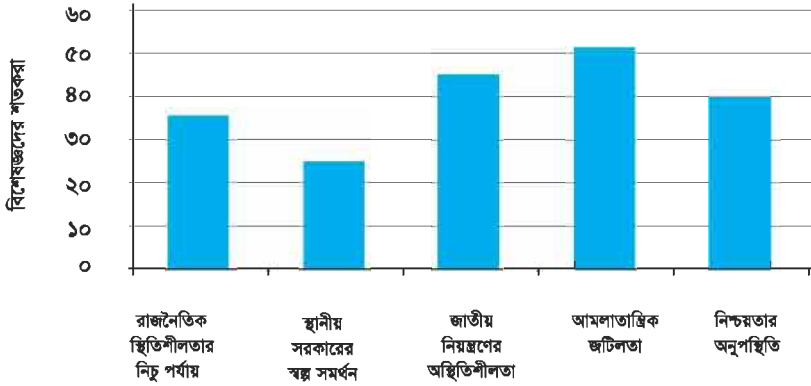
বিশ্বব্যাপক উত্তর আফ্রিকায় পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে। এ অঞ্চলের ব্যবসায়িক পরিবেশ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন এবং নির্মাণ অনুমোদনের পাশাপাশি একটি কারবার শুরু বা চুক্তি করতে সংশ্লিষ্ট নীতি ব্যবস্থা ততটা সুসংহত নয়।^{১৪} অপর একটি জরিপে দেখা গেছে, মিসরে ৪৫ শতাংশের বেশি কোম্পানি এফডিআই'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং আলজেরিয়ায় দুর্নীতি একটি বিরাট বাধা।^{১৫}

ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রিটিউট অব অ্যাপ্লাইড সিস্টেম এনালাইসিস (আইআইএএসএ) স্ট্রাকচার্ড, সেমি-স্ট্রাকচার্ডের ভিত্তিতে গুণগত পদ্ধতি, সামগ্রিক সাক্ষাৎকার ও পরিমাণবাচক মডেলিং ব্যবহার করে।^{১৬}

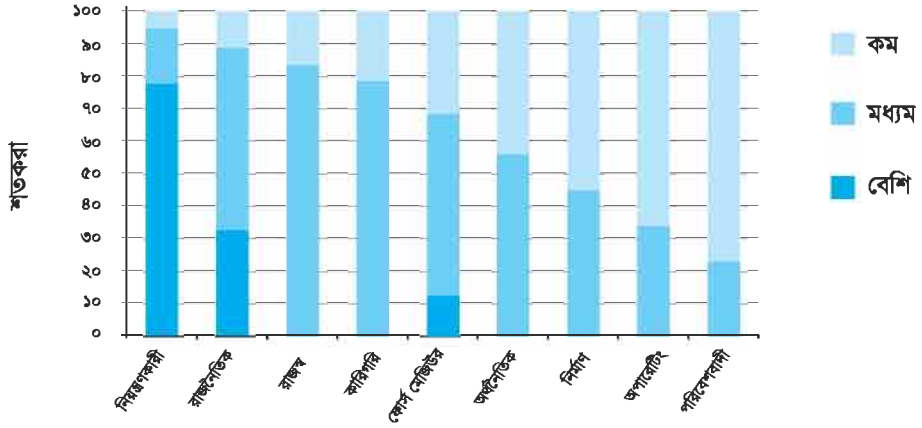
অংশীদারদের দৃষ্টিভঙ্গি / মতামত সংগ্রহ

বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় প্রথম সাক্ষাৎকারে^{১৭} ৫২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতি উত্তর আফ্রিকায় আরইএস বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধক। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা অনুধাবন করেছেন, দুর্নীতি প্রাথমিকভাবে স্বজনপ্রীতি, সরকারি কর্মকর্তাদের গোপনে ঘুষ বা উপহার সামগ্রী প্রদান, ব্যবসা করার খরচ অথবা ঘুষ না দিলে আমলাতন্ত্রের দোহাই দিয়ে দীর্ঘ বিলম্ব ঘটানোর মাধ্যমে হয়ে থাকে।

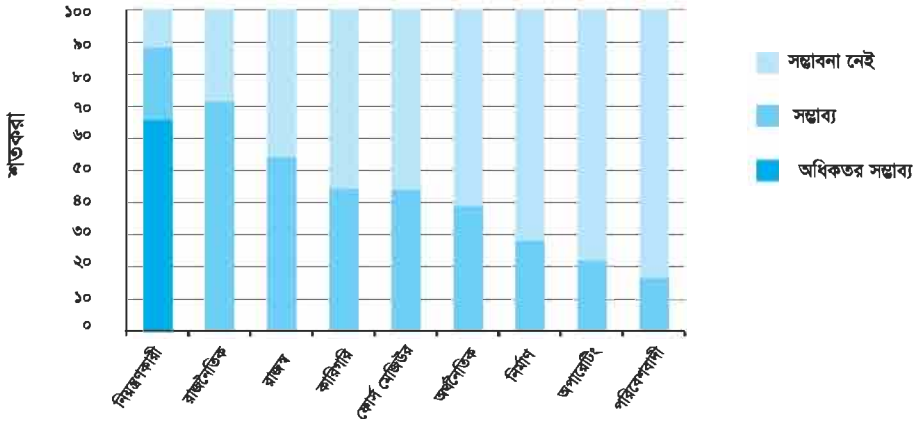
পরবর্তীকালে আবারো সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় অংশীদারদের কাছে সম্ভাব্য নয়টি ঝুঁকির একটা তালিকা দেওয়া হয়। ঝুঁকিগুলো হলো- নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক, রাজস্ব, কারিগরি, ফোর্স মাজিওরি (প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সম্ভ্রাসবাদসহ), আর্থিক, নির্মাণ, পরিচালনা ও পরিবেশগত। উত্তরদাতাদেরকে তাদের উদ্বেগ ও পছন্দ অনুসারে এসব ঝুঁকির মূল্যায়ন করতে বলা হয়। দেখা যায়, সর্বোচ্চ পর্যায়ে উদ্বেগ হিসেবে তিন প্রকারের ঝুঁকিকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ৭৮ শতাংশ উত্তরদাতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উদ্বেগ হিসেবে নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকিকে চিহ্নিত করেছেন।^{১৮} এছাড়া ৬৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, উত্তর আফ্রিকায় রেগুলেটরি ঝুঁকি বিদ্যমান এবং রাজনৈতিক ঝুঁকি ও ফোর্স মেজিওরি তুলনামূলকভাবে কম।



চিত্র ৪.৬ উত্তর আফ্রিকায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে সবচেয়ে বড় ঝুঁকিসমূহ



চিত্র ৪.৭ উত্তর আফ্রিকায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা



চিত্র ৪.৮ উত্তর আফ্রিকায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে ধারণাকৃত সম্ভাব্য যেসব বড় ঝুঁকি দেখা দিতে পারে।

উভয় নিরীক্ষায় দেখা গেছে, নিশ্চয়নের আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি মনে করা হচ্ছে। উত্তর আফ্রিকায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। অনেক উত্তরদাতা মনে করেন, আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা এবং অনিশ্চয়তার কারণে প্রায়ই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটে। এ ধরনের ঝুঁকি প্রকল্পের বাজেট নির্ধারণে কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করে। প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির ঝুঁকি তৈরি করে।

জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের আমলাতন্ত্রের মান নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে।

বিনিয়োগ ব্যয় নির্ধারণ

আইআইএসএ দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণায় আর্থিক ব্যয় নির্ধারণ মেডিটারিনিয়ান এরিয়া রিনিউয়েবল জেনারেশন এস্টিমেটর (এমএআরজিই) ব্যবহার করে। এমএআরজিই মডেলের মাধ্যমে সিএসপি প্রযুক্তি এবং সুদ ও শিল্প প্রবৃদ্ধির হারসহ ব্যবহারকারীদের তুলনামূলক চলক সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণার তথ্য ব্যবহার করে সিএসপি কেন্দ্র নির্মাণের বার্ষিক ব্যয় নির্ধারণ করা হয়।^{১৯} প্রযুক্তি বা পরিচালনা অঞ্চলের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত প্রকল্পগুলোর জন্য বিনিয়োগকারীদের সাধারণত সর্বোচ্চ ফিরতি আয় (ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন) দরকার। এমএআরজিই মডেলের মাধ্যমে বিভিন্ন ফিরতি আয় প্রয়োগ করে এখন থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রিক বিনিয়োগের ব্যয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। ফিরতি আয় সাধারণত বিভিন্ন পর্যায়ের ঝুঁকি মূল্যায়নে সহায়তা করে।

গতানুগতিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রকল্প প্রণয়নকারীরা সাধারণত ৬-১০ শতাংশ মাত্রায় ফিরতি আয় পাবে। স্পেনে সিএসপি কেন্দ্রের মত ব্যাপক নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকল্প প্রণয়নকারীদের ১৫ শতাংশের নিশ্চয়তা বিধানের প্রয়োজন। কারণ ব্যাংকের সুস্পষ্ট ধারণা হলো, প্রযুক্তির বাণিজ্যিক সামর্থ্য নাও হতে পারে। আমলাতান্ত্রিক ঝুঁকির কথা বিবেচনায় নিয়ে যে বিষয়টি সবসময় মাথায় রাখতে হবে তা হলো, উত্তর আফ্রিকায় বেসরকারিভাবে সিএসপি প্রকল্প প্রণয়নকারীদের ২০ শতাংশের বেশি ফিরতি আয়ের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।^{২০}

বিশ শতাংশ ফিরতি আয় বিবেচনায় নিয়ে এমএআরজিই মডেল দেখিয়েছে, ২০১৫ সাল নাগাদ সিএসপি সক্ষমতা বাড়াতে (বৈদ্যুতিক কেন্দ্র নির্মাণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন, ইন্স্যুরেন্স, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়সহ) ইউরোপীয় ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর সরকার, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ ১ হাজার ৬ শত বিলিয়ন ইউরো (২ হাজার বিলিয়ন মার্কিন ডলার) হবে। পাঁচ শতাংশ ফিরতি আয় বিবেচনায় নিলে বিনিয়োগ ১শ বিলিয়ন ইউরো ১৫ শতাংশ ফিরতি আয় বিবেচনায় নিলে ৫শ ৮০ বিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগ হতে পারে।

এমএআরজিই বিশ্লেষণ ও প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের ফলাফল আরো গবেষণা প্রয়োজন। রেগুলেটরি ঝুঁকির ব্যাপারে আসল ধারণা এবং জটিল আমলাতন্ত্রের কারণে কি ধরনের দুর্নীতি হতে পারে, তা অনুধাবনে এ ধরনের গবেষণা দরকার। বিশ্বব্যাপক এ অঞ্চলে^{২১} পরিচালিত অসংখ্য কোম্পানির ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখেছে, দুর্নীতি একটা উল্লেখযোগ্য সমস্যা এবং এ অঞ্চলে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিস্তারে দুর্নীতি যে একটি বাধা তা প্রমাণিত হয়েছে।

দুর্নীতি মোকাবেলায় ব্যর্থ হলে উত্তর আফ্রিকায় সিএসপি'র বিস্তারে ব্যাপক বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। এটা মূলত একটা সম্ভাব্য ফলাফল। অপরটি হলো বিনিয়োগকারীরা অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে চাইবে। দুর্নীতি হ্রাসে ও আমলাতন্ত্রের সংস্কারে পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকার সরকারগুলো তাদের অর্থনীতি জোরদার এবং বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

টিকা

১. নাদেদা কোমেনডানতোভা অস্ট্রিয়ার আইআইএএসএ'র গবেষণা পন্ডিত ও অ্যাড্‌মিনিস্ট্রাটিভ টিম লিডার।
২. অবজারভেটরি মেডিটারিয়ান দে এল এনার্জি (ওএমই), মেডিটেরানিয়ান এনার্জি পারসপেক্টিভস ২০০৮ (প্যারিস: ওএমই, ২০০৯)।
৩. উদাহরণ হিসেবে, মিশর ও মরক্কো সরকার ২০২০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ২০ ও ৪২ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্টস ফান্ড (সিআইএফ'এস), মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে সৌর বিদ্যুতের জন্য সবুজ প্রযুক্তি তহবিল বিনিয়োগ পরিকল্পনা (ওয়াশিংটন, ডিসি: সিআইএফএস, ২০০৯), পৃষ্ঠা ৬।
৪. রয়টার্স (যুক্তরাজ্য), 'ইউইউ সিজ সোলার পাওয়ার ইমপোর্টেট ফ্রম সাহারা ইন ফাইভ ইয়ারস', ২০ জুন ২০১০।
৫. গ্রিগর জিসেক, যানারিয়ান জুর জুকুনটিগেন স্ট্রমভারসরণাং: কস্টেনোটিমিয়েরতি ভেরিয়েশেনেন জুর ভারসরণাং ইউরোপাস এন্ড সেইনার নাকবার্ন মিট স্ট্রম আউজ আরনিউরেবারেন এনার্জিয়েন (কাসেল: কাসেল বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫)।
৬. কেন্দ্রীভূত সৌর বিদ্যুৎ জ্বালানি উৎপাদনের একটি প্রতিশ্রুত পদ্ধতি যা সূর্যের আলো থেকে তৈরি।
৭. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১০: ডেভেলপমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ২০০৯), পৃষ্ঠা ২২১।
৮. ২০০০ সালে ইউরোপের সকল জ্বালানি উৎসের জন্য বিদ্যুতের মোট চাহিদা ছিল প্রায় ৩৫০০ টিডব্লিউএইচ/ওয়াই। ফ্রান্সে ট্রিভ, ট্রানস-মেডিটেরানিয়ান ইন্টারকানেকশন ফর কনসেইনট্রিটিং সোলার পাওয়ার (স্টাটগার্ট: জার্মান এরোস্পেস সেন্টার, ২০০৬), পৃষ্ঠা ৩৪ ও ১০২।
৯. ইউএন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনইপি), গ্লোবাল ট্রেন্ডস ইন সাসটেইনেবল এনার্জি ইনভেস্টমেন্ট ২০০৯: এনালিসিস অব ইস্যুস ইন দি ফিন্যান্সিং অব রিনিউবল এনার্জি এন্ড এনার্জি ইফিসিয়েন্সি (নাইরোবি: ইউএনইপি, ২০০৯), পৃষ্ঠা ৫৬।
১০. ক্লীড হ্যারিস, প্রাইভেট পার্টিসিপেশন ইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন ডেভেলপিং কাউন্ট্রিজ: ট্রেন্ডস, ইমপ্যাক্টস, এন্ড পলিসি লেসনস। ওয়ার্ল্ড পেপার নং ৫ (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ২০০৩), পৃষ্ঠা ৪০।
১১. মেরিয়ন মুবারগার ও মার্কো সিমেলম্যান, নর্থ আফ্রিকা: মেডিটেরানিয়ান নেইবরস অন দি রাইস (ফ্রাঙ্কফুর্ট: ডয়েচে ব্যাংক রিসার্চ, ২০১০), পৃষ্ঠা ৭।
১২. ইউএন কনফারেন্স অন ট্রেড এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ইউএনসিটিএডি), ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট ২০১০: ইনভেস্টিং ইন এ লো-কার্বন ইকোনমি (জেনেভা: ইউএনসিটিএডি, ২০১০), পৃষ্ঠা ২৫।
১৩. ইউএনসিটিএডি, ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট ২০০৮: ট্রানসন্যাশনাল কর্পোরেশনস এন্ড দি ইনফ্রাস্ট্রাকচার চ্যালেঞ্জ (জেনেভা: ইউএনসিটিএডি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৪৩।
১৪. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ডুয়িং বিজনেস ২০০৮ (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ২০০৭), দেখুন www.doingbusiness.org
১৫. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, 'এন্টারপ্রাইজ সার্ভেস'। দেখুন www.enterprisesurveys.org তে আলজেরিয়া (২০০৭) ও মিশর (২০০৮) এর পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা তথ্য পাওয়া যায়।
১৬. গবেষণার বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে, নাদেদা কোমেনডানতোভা ও অন্যান্য, 'পারসেপশন অব রিস্কস ইন রিনিউয়েবল এনার্জি প্রজেক্টস: দি ক্যাস অব কন্স্যানট্রেন্টেড সোলার পাওয়ার ইন নর্থ আফ্রিকা' এনার্জি পলিসি (আসন্ন)।
১৭. ২০০৮ সালে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত সিএসপি উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ; ২০০৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ভূ-মধ্যসাগরীয় সৌর পরিকল্পনার জন্য বৈঠক এবং ২০০৮ সালে অস্ট্রিয়ায় আইআইএএসএ'র উদ্যোগে সিএসপি উন্নয়নের বাধা সম্পর্কিত বিশেষ কর্মশালা। ২৩ জন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল এর মধ্যে শিল্পের ৫ জন, সরকারী মন্ত্রণালয়ের দুই জন, আর্থিক খাতে সাত জন

সামাজিক বৈজ্ঞানিক কমিউনিটির ৯ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা সবাই ইউরোপে কর্মরত এবং উত্তর আফ্রিকায় সিএসপি প্রকল্প বিশ্লেষণ বা এই প্রকল্পে বাস্তবায়ন বা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত।

১৮. গবেষণায় দেখা যায় ইউরোপীয় ফিড-ইন-টারিফ আগামী ২০ বছরের জন্য উত্তর আফ্রিকায় সিএসপি বিনিয়োগে ব্যাপক সহায়ক হবে।

১৯. দেখুন

www.iiasa.ac.at/Research/RAV/Presentations/MARGE/dist/The_MARGE_Model.html

২০. আরইএস বিদ্যুৎ দ্রুত বিনিয়োগে বিতরণ কোম্পানী ও সরকারের বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত নয়।

২১. বিশ্বব্যাংকের তথ্যের ভিত্তিতে উদ্যোক্তা পর্যালোচনা: আলজেরিয়া (২০০৭ সালে ৬৪ শতাংশ), মিশর (২০০৮ সালে ৪৫ শতাংশ) এবং মরক্কো (২০০৭ সালে ২৭ শতাংশ)।

৪.৭.১

স্পেন

সৌর বিদ্যুতে প্রণোদনা কী শর্ততাকে আমন্ত্রণ জানায়?

টোনো কালিজা^১

২০০৮ সালে সৌর বাজারে স্পেন ছিল সবার আগে। তখন স্পেন সরকারের নির্ধারিত উচ্চহারে সৌর বিদ্যুৎ কিনতে হতো।^২ ২০০৭ সালে এ খাতে প্রথম ভর্তুকি দেয়া শুরু হয়। এরপর এ খাতে বিশ্বে প্রচুর পরিমাণে ভর্তুকি দেয়া হয়। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ডেভেলপারদের আকৃষ্ট করতে সামান্য শর্ত দেয়া হয়।^৩ লাভের প্রতিশ্রুতি কেবল ফটোভোলটাইস স্থাপনার প্রসারের মঞ্চ তৈরি করেনি, এক্ষেত্রে ব্যাপক নজরদারির অভাবে জালিয়াতির একটা প্রণোদনা হিসেবেও প্রমাণিত হয়েছে।

২০০৭ সালের শেষে স্পেনে ২০১০ সালের মধ্যে ৪শ' মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ইতিমধ্যে অর্জিত হয়েছে।^৪ পিভি স্থাপনার অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধির লাগাম টেনে ধরার আশায় স্পেন সরকার ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরের পর স্থাপিত সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বিদ্যুতের হার হ্রাস ও ৫শ' মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন প্রকল্প বন্ধের ঘোষণা দেয়।^৫ হ্রাসপ্রাপ্ত মুনাফার সম্ভাবনার মুখে ডেভেলপাররা শেষ সময়সীমার মধ্যে স্থাপনায় এসে হাজির হয়। তারা নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতার, বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে এবং গ্রিড অপারেটররা সব কয়টি নতুন প্রকল্প পর্যবেক্ষণ করে।^৬ এ সময় কারা জালিয়াতির আশ্রয় নেয়। সোলার প্যানেলের নির্মাণ অসম্পূর্ণ বা সাময়িকভাবে ভুয়া প্যানেল স্থাপন সত্ত্বেও ডেভেলপাররা প্রকল্প সমাপ্তির ঘোষণা দেন।^৭

২০০৮ সালে স্পেনের জাতীয় জ্বালানি কমিশন (কমিশন ন্যাশনাল দ্য এনার্জিয়া সিএনই) একটি তদন্ত করে। দেখা যায়, দেশের সোলার পার্কের ১৩ শতাংশ জায়গায় স্থাপিত ৪ সহস্রাধিক পিভি স্থাপনা উৎপাদনে যুক্ত থাকার মিথ্যা তথ্য দিয়ে নিবন্ধন নিয়েছে এবং ওই বছরের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত জাতীয় গ্রিডে কোনো অবদান রাখেনি।^৮

সরকার ২০০৯ সালে স্বীকার করে যে সব সৌর প্রকল্প নিরীক্ষণের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তাদের কাছে নেই। আর ভর্তুকি পেতে নতুন পিভি স্থাপনার প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণের নিশ্চয়তা বিধানে সিএনই একটি তদারকি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে।^৯ বিদ্যুৎ গ্রিডে সংযুক্তির জন্য পিভি কোম্পানি যাতে তাদের কেন্দ্রগুলোকে প্রকৃতভাবে সুসজ্জিত করতে পারে, তার জন্য একই বছরের জানুয়ারিতে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোকে দুই মাসের সময় দেয়।^{১০}

২০০৮ সালে তদন্ত শুরুর সময় থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত স্পেনের ফটোভোলটাইস শিল্প সমিতি (এসোসিয়েশন দ্য লা ইন্ডাস্ট্রিয়া ফটোভোলটাইসা: এএসআইএফ) যে বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে তা হলো, ফিড-ইন-টারিফের জন্য সেপ্টেম্বরের মধ্যে গ্রিডে বিদ্যুৎ যুক্ত করতে পারেনি। সমিতি এ ব্যাপারে বলেছে, সময়সীমার মধ্যে গ্রিডে অবদান না রাখার বিষয়টি যে জালিয়াতির কারণে হয়েছে তা নয়। উদাহরণ হিসেবে তারা বলেছে, কিছু কিছু স্থাপনার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু সংযুক্তির জন্য এগুলো স্থানীয় অবকাঠামোর ওপর নির্ভরশীল।^{১১} এই সংগঠন অবশ্য এটাকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা বলেছে, এ ধরনের অভিযোগ সামগ্রিকভাবে সৌর বিদ্যুৎ খাতে কালো ছায়া ফেলতে পারে।^{১২}

ডেভেলপারদের কেবল নিরীক্ষণ করা হয়েছে তা নয়। স্পেনে রিয়েল এস্টেট খাতে সীমাহীন দুর্নীতির ফলে এখানে সৌর শিল্পের পুনরুত্থান ঘটেছে।^{১৩} ২০০৯ সালে ক্যাসটিলা ওয়াই লিয়ন অঞ্চলের ১৩ জন সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। তারা পিভি স্থাপনার লাইসেন্স প্রদানে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। এমন সব কোম্পানিকে এই কেন্দ্র নির্মাণের সুযোগ করে দেয়া হয় যার সঙ্গে ওই কর্মকর্তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সুসম্পর্ক আছে। আঞ্চলিক প্রশাসকরা এই দুর্নীতির তথ্য উদঘাটন করে।^{১৪} গণমাধ্যমের তথ্যানুযায়ী আঞ্চলিক প্রশাসকরা ওই সব কর্মকর্তার বেশিরভাগের নিয়োগ ও এক থেকে তিন বছরের বেতন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া সত্ত্বেও প্রায় দুই বছর পর কাউকে এই শর্ত সম্পূর্ণ করতে হয়নি। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, তাদের শাস্তি মওকুফের আবেদন বুলে রয়েছে অথবা প্রশাসকরা দাবি করেছেন। জ্বালানি খাতের কর্মীদের সেবা যাতে ব্যবহৃত না হয় সেজন্য এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।^{১৫} চারটি রাজ্যে এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।^{১৬} আঞ্চলিক প্রশাসকরাই কেবল এসব অভিযোগ আমলে নিয়েছে।

এ ধরনের সমস্যা কেবল সৌর বিদ্যুৎ খাতে রয়েছে তা নয়। যে কোনো শিল্প বিশেষ করে নতুন ধরনের অবকাঠামো নিরীক্ষণ জরুরি। সরকারি সংস্থা, বেসরকারি খাত ও পরিবেশ বিষয়ক বিশ্লেষক ও দিকপালরা শক্তিশালী ও অর্থবহ রক্ষাকবজ ছাড়া নবায়নযোগ্য প্রচলনের প্রচেষ্টায় সফল হতে পারে না। সরকারি সম্পদের অপব্যয় ও প্রকল্প সফলতা খাটো করে দেখার ক্ষেত্রে জালিয়াতির বড় ধরনের প্রভাব কাজ করে। এটা বিকল্প জ্বালানির দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার প্রতি জনগণের আস্থায় চিড় ধরাতে পারে।

টিকা

১. টোনো কালিজা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল স্পেনের সদস্য, সাংবাদিক ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষক।
২. গ্রিনটিচ মিডিয়া (যুক্তরাষ্ট্র), 'স্পেন: দি সোলার ফ্রন্টের নো মোর', ২৯ মে ২০০৯।
৩. নিউ ইয়র্ক টাইমস (যুক্তরাষ্ট্র), 'সোলার ইন্ডাস্ট্রি লার্নস লেসেনস ইন স্প্যানিশ সান', ৮ মার্চ ২০১০।
৪. প্রাপ্ত।
৫. গ্রিনটিচ মিডিয়া (যুক্তরাষ্ট্র), 'সোলার ফ্রন্ট কুড ইলিমিনেট স্প্যানিশ মার্কেট', ১৫ ডিসেম্বর ২০০৮। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেসব কেন্দ্র কার্যকর করা যায়নি সেগুলো ফিড-ইন-টারিফ প্রণালি প্রতি মেগাওয়াট ঘন্টা ৪৫০ ইউরোর চেয়ে ২৫ বছরের জন্য প্রতি মেগাওয়াট ঘন্টা ৩২০ ইউরো নিয়েছিল। দেখুন, লিসা এবেন্ড, 'স্প্যানিশ সোলার ফার্মস একুইজড অব ফ্রন্ট', নেচার, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮ এ অন লাইনে প্রকাশিত। দেখুন www.nature.com/news/2008/081219/full/news.2008.1326.html।
৬. ইরোপীয়ান ডেইলী ইলেক্ট্রিসিটি মার্কেট (যুক্তরাজ্য), 'রিসেশন টার্নস আপ হিট অন সোলার সাবসিডিস ইন স্পেন' ১২ মার্চ ২০১০।
৭. গ্রিনটিচ মিডিয়া (যুক্তরাষ্ট্র), ১৫ ডিসেম্বর ২০০৮।
৮. ইরোপীয়ান ডেইলী ইলেক্ট্রিসিটি মার্কেট (যুক্তরাজ্য), 'স্প্যানিশ রেন্ডলেটর ডিম্যান্ডস মোর ফটোভোলটাইস সুপার ভিশন' ১৯ মে ২০০৯; নেচার (১৯ ডিসেম্বর ২০০৮)।
৯. প্রাপ্ত।
১০. প্রাপ্ত।
১১. আসিফ, 'লা ইনইয়েশন দে ইলেক্ট্রিসাইডেড এ লা রেড নো এরা আন রিকুইসিটো এসটারিসিডো পোর এল আরডি ৬৬১/২০০৭ প্যারা এসিডার এ সু রেজিমনে রিট্রিবিউভো', সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ২৯ জানুয়ারি ২০১০; আসিফ, 'লাস ইন্সটালসিয়নেস সোলারেস ইন্ডিবিডামিনেট একোগিদাস আল এল আরডি ৬৬১/২০০৭ নো ডিবারিয়ান পারসিবির লা ট্যারিফা ফটোভোলাটাইস', সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৮।
১২. আসিফ (২৯ জানুয়ারি ২০১০)।

১৩. এবেন্ড (১৯ ডিসেম্বর ২০০৮), উদাহরণের জন্য দেখুন এনরিকোয়েটা আবেদ, 'করাপশন ফুয়েল্‌স হাউজিং বুম এন্ড ওয়াটার স্ট্রেস এলং স্পেস কস্ট', টিআই, গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট ২০০৮: করাপশন ইন দি ওয়াটার সেক্টর (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬।
১৪. এল পাস, স্পেন, 'লা এনার্জিয়া সোলার পাসা ফেকচুরা এল পিপি', ২৫ আগস্ট ২০০৮।
১৫. এল মুনডো (স্পেন), '১৪ এস্পেনদিয়েন্টাডোস পোর লা ট্রামা সোলার সিগুয়েন সিন কাম্পলির লাস সেনসিওনেস' ১৩ এপ্রিল ২০১০।
১৬. প্রাপ্ত।

সবুজ অর্থনীতির ফলে ব্যাপক বিপর্যস্ণত সম্পদের সুরক্ষা

সিটিফেন ব্রিনগেজ্জ ও রেইমান্ড ব্রেইসউইজ্জ

প্রাকৃতিক সম্পদ যে কোনো দেশের জন্য আশীর্বাদ হতে পারে। বহু সম্পদশালী দেশের ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এখন কিছু সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার আবর্তে ঘুরপাক খেতে দেখা যায়। অটেল সম্পদ বিপজ্জনক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। তা দুর্নীতির দ্বারও খুলে দিতে পারে।

এ ধরনের অভিশপ্ত সম্পদের অনেক সম্ভাব্য ধূর্ত চালক থাকতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে রাজস্ব সংগ্রহের ওপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল সরকারগুলোকে কর আদায়ে দেশবাসীর ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নাও হতে পারে। এভাবে তা জবাবদিহিতা উপেক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ ধরন হতে পারে। জবাবদিহিমূলক শাসনের অনুপস্থিতি প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে অর্জিত তহবিলের অব্যবস্থাপনার পথ সুগম করে। দুর্বল বিনিয়োগ ঘটায় অথবা তা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে চাওয়া কতিপয় শীর্ষ অভিজাত সংখ্যালঘুর জন্য সম্পদ পাচারের অব্যবহিত দ্বার উন্মোচন করে দেয়। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অতিরিক্ত রাজস্ব সত্ত্বেও দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি টালমাটাল হলে সামাজিক অসমতা ও দারিদ্র্য বেড়ে যেতে পারে। চরম পরিস্থিতিতে এগুলো গণ অসন্তোষ বা গৃহযুদ্ধের মত সংঘাত ঘটতে পারে।^২

যাবতীয় ভালো উদ্দেশ্য সত্ত্বেও স্বল্প জীবাস্থা কার্বন অর্থনীতিতে উত্তরণের জন্য ভূমি, খনিজ দ্রব্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা ব্যাপকভাবে বাড়তে পারে। যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। তবে এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে এসব সম্পদের কাড়াকাড়ি সম্পদ বিপর্যয়ের পুনরাবুত্তি ঘটাবে না। দুর্বল শাসন এলাকায় এ ধরনের সবুজ অর্থনৈতিক সম্পদকে বিভক্তকারী ভৌগোলিক স্থানগুলো চিহ্নিত করার মাধ্যমে একটি দিক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে। কোথায় সততার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে হবে এবং জনগণের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ হবে, তারও দিকদর্শন পাওয়া যেতে পারে। যা সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও রাজস্বের দায়িত্বশীল ব্যয় নিশ্চিত করবে।

সম্পদ সম্পর্কে উপলব্ধি ও স্বল্প জীবাস্থা কার্বন অর্থনীতির ঝুঁকি

উদীয়মান স্বল্প জীবাস্থা কার্বন অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তালিকায় রয়েছে বায়োফুয়েল। এই বায়োফুয়েল পরিবহন সংশ্লিষ্ট নিঃসরণ কমাতে পারে। ধাতু ও খনিজ জ্বালানি সক্ষমতা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও অন্যান্য সবুজ প্রযুক্তিতে বায়োফুয়েল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সংশয় রয়েছে।

বায়োগ্যাসের জন্য ভূমিসম্পদ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বায়োফুয়েলের জন্য ভূমি ব্যবহারের প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে দেবে। বায়োগ্যাসের বিকাশের ফলে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি হলেও সুশাসন ও জনগণের অংশগ্রহণের অনুপস্থিতিতে ব্যাপক মাত্রায় বাণিজ্যিক বিনিয়োগ স্থানীয় জমির মালিকদের নিরাপত্তা ও জীবিকা হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত (ইইউ) দেশসমূহ, চীন, ভারত, ব্রাজিল ও যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশের সরকার

বায়োফুয়েলের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তার পরিবহন কোটা বাধ্যতামূলক করেছে।^৩ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত ফসল থেকে উদ্ধৃত প্রথম প্রজন্মের বায়োফুয়েল ব্যবহার করে কয়েকটা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়। দেখা যায়, ২০৩০ সালের মধ্যে পরিবহন খাতে ১০ শতাংশ বায়োফুয়েল ব্যবহার নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত ১১৮-৫০৮ মিলিয়ন হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে।^৪ ইইউ'র মত অঞ্চলগুলোতে বায়োফুয়েলের ব্যবহার বাড়তে হলে এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সারা বিশ্বে কৃষি জমির প্রয়োজনীয়তাও বাড়বে।^৫ এর অর্থ হলো বিদ্যমান ফসলী জমিতে বায়োফুয়েল উৎপাদন করা হলে অন্যান্য উৎপাদন বিশেষত খাদ্য চাহিদা মেটাতে ফসল উৎপাদন অন্য এলাকায় স্থানচ্যুত হবে। আর এটা স্থানীয় সম্প্রদায়ের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।

অন্যদিকে কৃষিজাত অথবা বনাঞ্চল বা অভোজ্য কেন্দ্রের মত অখাদ্য বায়োগ্যাস থেকে উদ্ধৃত উন্নত বা দ্বিতীয় প্রজন্মের বায়োফুয়েল খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা এড়িয়ে চলে। ব্রাজিলকেই একমাত্র দ্বিতীয় প্রজন্মের বায়োফুয়েল উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দেশ বলে গণ্য করা হয়। ক্যামেরুন, ভারত, তাজানিয়া ও থাইল্যান্ডের মত অনেক দেশ কৃষি উৎপাদন বাড়তে প্রয়োজনীয় কারিগরি উন্নয়ন, নতুন অবকাঠামো ও সক্ষমতা গঠন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক বিনিয়োগ করে। প্রাকৃতিক অথবা পতিত জমিতে চাষ করা হলে এগুলো সম্ভবত খাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হবে। যার মাধ্যমে জমি নিয়ে প্রতিযোগিতার বিষয়টির ফের উত্থান ঘটবে।

২০০৯ সালে বায়োফুয়েল খাতে বিনিয়োগের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজারের তালিকায় থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও কলম্বিয়ার নাম ছিল। ব্রাজিল ছিল তালিকার শীর্ষে। মিসর, কেনিয়া ও সুদানসহ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আখ উৎপাদিত হয়। যা আকর্ষণীয় বায়োফুয়েল বাজারকে গতিশীল করতে পারে।^৬ সুশাসনের দিক থেকে বিবেচনা করা হলে এর মধ্যে অনেক দেশের অবস্থান নিচের দিকে। সুদান, মিসর, কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও কলম্বিয়া সবগুলোর অবস্থান নিম্নমুখী অথবা বিশ্ব ব্যাংকের মানদণ্ড অনুযায়ী বৈশ্বিক গড়ের নিচে। দুর্নীতি রোধ, আইনের শাসন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বাকস্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা পরিমাপের জন্য বিশ্ব ব্যাংক এই মানদণ্ড প্রণয়ন করে।^৭

এ ধরনের সূচকে একটি ঝুঁকির কথা বলা হয়েছে। আর তা হলো, বায়োফুয়েল উৎপাদন বা জমি থেকে অর্জিত ব্যাপক রাজস্ব এসব দেশের বেশিরভাগ নাগরিকদের কাজে আসে না। বায়োফুয়েল প্রকল্পের প্রসারের ফলে স্থানীয় সম্প্রদায় অব্যাহত বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে পারে। সম্প্রতি এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সরকার ও কমিউনিটি কর্মকর্তারা স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য সীমিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যের পাশাপাশি রপ্তানির জন্য ফসল উৎপাদনের পরিকল্পনায় বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে জমি সংক্রান্ত চুক্তিতে সহায়তা করছে। কৃষি জমির ওপর বিদেশী বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২০০৮ সালের পর ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছে। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বিশেষত ভূমি অধিকারের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ দেশগুলোতে বিনিয়োগে আগ্রহবোধ করে।^৮ তাজানিয়া, মোজাম্বিক, ভারত ও কলম্বিয়াসহ যেসব দেশে বায়োফুয়েল উৎপাদন হচ্ছে সেসব দেশে অবৈধ ভূমিস্বত্ব, স্থানীয় কৃষকদের কাজে পানি প্রবাহে অস্বীকৃতি, অপরাধী ক্ষতিপূরণ চুক্তি ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে স্থানীয়দের বাস্তবচ্যুতির মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের খবর পাওয়া গেছে।^৯

ইন্দোনেশিয়ার পাম অয়েল উৎপাদন কেবল অটেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, এর ফলে স্থানীয়রা জমির অধিকারও হারাচ্ছে।^{১০} ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সিয়েরালিওন বায়ো ইথানল উৎপাদনে আখ চাষের জন্য সুইজারল্যান্ডের একটি বায়োশক্তি কোম্পানির সঙ্গে ৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের জমি চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক কেবলমাত্র প্রান্তিক জমি ব্যবহারের আশ্বাস দিলেও সফররত এক সাংবাদিক জানান, কয়েক ডজন গ্রামবাসীর বাস্তবচ্যুত হওয়ার বিষয়টি বুলে রয়েছে।^{১১}

মাইক্রো ইলেকট্রনিক্সের জন্য খনিজ সম্পদ ও ব্যাপক মাত্রায় স্বল্প জীবাস্থ-কার্বন অবকাঠামো

সবুজ অর্থনীতিতে দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান খনিজ দ্রব্য আহরণ যা খনন দুর্নীতির উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করে। সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ গ্রহণ বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রভাবিত করতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী খাত হিসেবে এই শিল্পকে বিবেচনা করা হয়।^{১২} জড়তা ও গোপনীয়তার অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই শিল্প দরপত্র প্রক্রিয়ায় প্রতারণার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে বিভিন্ন কোম্পানিকে উৎসাহিত করে। শীর্ষ রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন ঘুষের প্রস্তাবের মাধ্যমে কর্পোরেট প্রতিনিধিরা দরপত্র অথবা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তাদের অনুকূলে নিতে পারেন।^{১৩} দরপত্র আহ্বানকারী দেশের সরকার নিজ দলের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যয়ের মাধ্যমে অর্থ বা প্রত্যক্ষ তহবিল আত্মসাৎ করতে পারে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন বাড়তে হলে নতুন ফ্যাসিলিটি সরবরাহ ও জ্বালানি বিতরণের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খনিজ সম্পদ প্রয়োজন। টেলিযোগাযোগ ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তির জন্য বিশেষ ধাতু দিয়ে নির্মিত মাইক্রোইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বৈশ্বিক ভ্রমণ ও পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাসে অব্যাহতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেহেতু গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে এগুলো ও অন্যান্য সমাধান আরো ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে তাই বিভিন্ন প্রকার খনিজের চাহিদা আরও বাড়বে।

ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহৃত লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি আগামীতে বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদা মেটাতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জননীতির প্রতি সংবেদনশীলতার পূর্বাভাস সত্ত্বেও ক্রেডিট সুইসের মতে, প্রায় ১০ শতাংশের^{১৪} লিথিয়াম চাহিদার জন্য বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার রক্ষণশীল তবে বিশ্বাসযোগ্য। লিথিয়ামের চাহিদা বাড়লে আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া ও চিলির মত দেশে সীমিত সংখ্যক সল্ট লেকে উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ড বাড়বে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোম্পানি ও সরকারের সঙ্গে যৌথ প্রকল্পের জন্য বলিভিয়া সরকারের আগাম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনগণের অনুমোদন নিতে হয়েছে। তবে আলোচনায় স্বচ্ছতা ও পরিবেশগত মূল্যায়নের ওপর নির্ভরশীলতাকে বিবেচনায় এনে বেশ কয়েকটি সুশীল সমাজ ও পরিবেশ সংগঠন উদ্বেগ প্রকাশ করে।^{১৫}

সৌর শক্তির জন্য ফটোভলটাইক সেল ও জ্বালানি সাশ্রয়ী বাতির^{১৬} ওপর নির্ভরশীল এলইডি এ্যালুমিনিয়াম পণ্য গ্যালিয়ামের ওপর নির্ভরশীল। সবুজ প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য গ্যালিয়ামের চাহিদা ২০৩০ সালের মধ্যে বর্তমান বিশ্বে মোট উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যাবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে।^{১৭} এর ফলে গিনি, চীন, রাশিয়া ও কাজাখস্তানের মত দেশগুলোতে বক্সাইট উত্তোলন বাড়বে। মোবাইল ফোন ও পিসির মত মাইক্রোইলেকট্রনিক্সে ক্যাপাসিটরের জন্য ব্যবহৃত ট্যানটালাম উত্তোলন^{১৮} গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোতে (ডিআরসি) ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।^{১৯}

প্লাটিনাম গ্রুপ মেটাল (পিজিএম) হলো বিভিন্ন গাড়ি ও ফুয়েল সেলে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ। বিশ্বের অল্প কিছু অঞ্চলে পিজিএম উত্তোলন ও শোধনের কাজ হচ্ছে। তবে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অপরিপূর্ণ। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্লাটিনামের খনি আছে এবং নিকেলের পণ্য হিসেবে পিজিএম উত্তোলন করা হচ্ছে। রাশিয়া ও কানাডায় তামা উত্তোলন করা হচ্ছে।

প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত এবং উইন্ড টারবাইনস ও উন্নত গাড়ির মত স্বল্প-জীবাস্থ কার্বন প্রযুক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ দুর্লভ আর্থ ধাতুর বাজার মূল্য বার্ষিক ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বে মাত্র যে কয়েকটি দেশ থেকে দুর্লভ এ ধাতু উত্তোলন করা হয় তার মধ্যে চীন অন্যতম। চীন এ ধাতু রপ্তানি হ্রাস করেছে অথবা একেবারেই রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে রাশিয়া, কাজাখস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, বতসোয়ানা, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়ায় আর্থ ধাতুর খনির দিকে সবাই ছুটছে।^{২০}

এসব খনিজ সম্পদের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে মাইনিং কর্মকাণ্ডের পালাবদলের সম্ভাব্য সম্পর্ক রয়েছে। ব্রাজিল, চীন ও ভারতের মত উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন কৌশল হিসেবে এক সময় ধাতু ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন যুগে পদার্পণ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব দেশের খনি কোম্পানিগুলোর ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে উৎপাদনের দিকে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে বিশ্বে বিশেষত আফ্রিকায় সরাসরি বিনিয়োগের মাধ্যমে কাঁচামালের নিজস্ব চাহিদা তারা মেটাতে পারবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০০৮ সালে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীনের বিভিন্ন কোম্পানি বিদেশে ব্যবসা করার সময় ঘুষ আদান প্রাদানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে বলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মনে করে।^{২১} এমনকি, চীন ও ভারত বিদেশে ঘুষ লেনদেনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে কোনো আইন এ পর্যন্ত করেনি।^{২২} ব্রাজিল এর ব্যতিক্রম। তবে এখানকার আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী সম্মেলন (ইউএনসিএসি) কিংবা বিদেশী সরকারি কর্মকর্তার ঘুষ আদান প্রদান বন্ধে ওইসিডি সম্মেলনেও সাক্ষর করেনি। কেবল চীন ও রাশিয়া এতে সাক্ষর করেছে।^{২৩}

দেশ	প্রাসঙ্গিকতা	স্বল্প-জীবনশ্রু কার্বন অর্থনীতি	আইনপ্রারম্ভিক 'সরকারের তদন্ত মান নির্দেশক' ২০০৮
বলিভিয়া	লিথিয়াম, এন্টিমনি ও অন্যান্য খনিজের বিপুল মজুদ	লিথিয়াম: বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারিতে ব্যবহৃত	০.৪৪
চীন	ইস্পাত, ইন্ডিয়াম, এন্টিমনি, মলিবডেনাম, নিওডিমিয়াম, জার্মানিয়াম, ট্যানটালাম এবং বিরল মৃত্তিকা ধাতবের কৌশলগত সরবরাহকারী (৯০ ভাগের বেশি বৈশ্বিক উৎপাদন)	বিরল মৃত্তিকা ধাতব: শক্তায়ন গাড়িতে এবং বায়ুচালিত ঘূর্ণন যন্ত্রে ব্যবহৃত। ট্যানটালাম: মাইক্রোইলেকট্রনিক্সে ব্যবহৃত।	০.৫৫
কলম্বিয়া	বায়োকুয়েল বিনিয়োগের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাজারগুলোর অন্যতম।	জীবাশ্ম জ্বালানি: ব্যবহৃত হয় যানবাহন সংক্রান্ত মিনহাউস গ্যাস কম নিগেরনের জন্য।	০.৪২
ডিআরসি	ক্যাসিটেরাইট (টিন), কোবাল্ট, কলট্যান (ট্যানটালাম) এবং জার্মানিয়ামের বৃহৎ খনিজ সরবরাহকারী।	খনিজ: ব্যবহৃত হয় ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক - সংক্রান্ত, বিশেষ করে মোবাইল ফোন, পেজার, কম্পিউটার, মোটরযান, আলোক তড়িৎ শক্তি কৌশলে।	০.১১
মিশর	অধিক আর্থ উৎপাদন; জীবাশ্ম জ্বালানীর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ বাজার	জীবাশ্ম জ্বালানি: ব্যবহৃত হয় যানবাহন সংক্রান্ত মিনহাউস গ্যাস কম নিগেরনের জন্য।	০.৪৭
গিনিবিসাও	বক্সাইটের বৃহৎ সরবরাহকারী; গ্যালিয়ামের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।	গ্যালিয়াম: কার্যকর আলোক শক্তির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ডিভি।	০.৩৮
ইন্দোনেশিয়া	বায়োমাসের গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী (টিম্বার এবং পাম তেল)	বায়োমাস: জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহৃত হয় যানবাহন সংক্রান্ত মিনহাউস গ্যাস কম নিগেরনের জন্য।	০.৫৩
কেনিয়া	অধিকতর আর্থ উৎপাদন; জীবাশ্ম জ্বালানীর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ বাজার	জীবাশ্ম জ্বালানি: ব্যবহৃত হয় যানবাহন সংক্রান্ত মিনহাউস গ্যাস কম নিগেরনের জন্য।	০.৩০
পেরু	স্বর্ণ এবং অন্য অনেক খনিজ, ট্যালিয়াম সহ গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী।	খনিজ: ব্যবহৃত হয় ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক - সংক্রান্ত, বিশেষ করে মোবাইল ফোন, পেজার, কম্পিউটার, মোটরযান, আলোক তড়িৎ শক্তি কৌশলে।	০.৪৭
সুদান	অধিকতর আর্থ উৎপাদন; জীবাশ্ম জ্বালানীর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ বাজার	জীবাশ্ম জ্বালানি: ব্যবহৃত হয় যানবাহন সংক্রান্ত মিনহাউস গ্যাস কম নিগেরনের জন্য।	০.২৭

সারণি ৪.৩ নির্বাচিত স্পর্শকাতর এলাকাসমূহের ভবিষ্যৎ সম্পদ সরবরাহ নাজুকতার চিত্র।

সবুজ ভূমির দিকে : নতুন সম্পদ অভিষাপ এড়িয়ে চলা

স্বল্প-জীবনশ্রু-কার্বন অর্থনীতিতে সম্পদ অভিষাপ হিসেবে পুনরায় যেমন দেখা দিতে পারে তেমনি সে অভিষাপ প্রতিরোধে সমাধানও রয়েছে। তেল, গ্যাস ও খনি শিল্পের জন্য বিভিন্ন চলমান পদক্ষেপ সবুজ অবকাঠামোর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। রেভিনিউ ওয়াচ ইন্সটিটিউট ও এক্সট্রাকটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভের মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শিল্প ব্যয় এবং তেল, গ্যাস ও খনি সুবিধা থেকে

সরকারের আয়ের বিবরণ জনসমক্ষে তুলে ধরে। সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা খোলা দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে খনি ও জমির সুরাহা, স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় চুক্তি সম্পাদন ও দুর্গত সম্প্রদায়কে আগেই এ ব্যাপারে অবহিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে কাজ করতে পারেন।

বেসরকারি খাতও ভূমিকা রাখতে পারে। খনি শিল্পের টেকসই উন্নয়ন ও স্বচ্ছতার উচ্চ মানদণ্ড নিশ্চিত করতে শিল্প কর্মকর্তা ও কর্পোরেট পরিচালকদের আচরণবিধি বায়োফুয়েল ও বায়োম্যাটেরিয়াল উৎপাদনের জন্য জমি বরাদ্দের আশায় থাকা কোম্পানিগুলোর জন্য একটি মডেল হতে পারে। এ ধরনের বিধি সামাজিক ও পরিবেশগত বিভিন্ন মানদণ্ডের^{২৫} ওপর বিশ্বস্ততা বাড়িয়ে দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগণের সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে অব্যাহত আলোচনার গুরুত্ব আরো জোরালো করে। বহুপাক্ষিক বিভিন্ন গ্রুপ ও বেসরকারি সংগঠন ঘৃষ বিরোধী ব্যবস্থা ও সুশাসনসহ নানা কর্পোরেট দায়িত্বশীল ইস্যু রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে আরো স্বচ্ছভাবে উপস্থাপনের জন্য সর্বনিম্ন প্রচেষ্টা চালাতে অব্যাহতভাবে চাপ প্রয়োগ করতে পারে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনগত ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নানা প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে পারে। ইউএনসিএসি সরকারি কর্মকর্তাদের ঘৃষ গ্রহণের বিষয়টিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার আহ্বান জানায় এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ চিহ্নিত ও জব্দ এবং সরবরাহকারী দেশগুলোকে সহায়তার অঙ্গীকার করে। এর ফলে চোরাই সম্পদ সংশ্লিষ্ট রাজস্ব লুকানো কঠিন হয়ে পড়ে।^{২৬} বিশ্বের সকল দেশ বিশেষত উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোকে দুর্নীতি দমন সনদে স্বাক্ষর ও তা প্রয়োগের অঙ্গীকারের জন্য উৎসাহিত করা হয়।

জাতীয় সরকারগুলো তাদের আইনের প্রতিও পুনঃদৃষ্টিপাত করছে। ২০১০ সালে ব্রাজিল সীমিত পরিমাণ জমি ব্রাজিলীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ব্যবহারের অনুমতি দেয়।^{২৭} একই বছর অস্ট্রেলিয়ার আইন প্রণেতারা বিদেশী মালিকানাধীন বানিজ্যিক কৃষি জমির নিলাম বা নিবন্ধনের যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্ক করেন।^{২৮}

শিল্প প্রতিষ্ঠানে সততা বৃদ্ধিতে প্রণীত আইন কানুনের একটা প্রভাব রয়েছে। ২০১০ সালের জুলাই মাসে মার্কিন সরকার আয়োজক দেশগুলোর প্রদেয় কর ও রাজস্ব প্রকাশে তেল, গ্যাস ও খনি কোম্পানিগুলোকে ইউএস সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে নাম নিবন্ধন করা সংক্রান্ত একটি আইন পাস করে।^{২৯} বিশ্বের ১০টি বৃহত্তম খনি কোম্পানীর আটটিতে এই আইন বলবৎ থাকবে। এক মাস আগে হংকং স্টক এক্সচেঞ্জ এশীয় বাজারকে ক্ষতিগ্রস্তকারী প্রধান ক্রিডেনক খনি কোম্পানিগুলোর তালিকার জন্য অনুরূপ আইন চালু করে।^{৩০}

মার্কিন আইনে আরো একটি শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা হ'ল স্বর্ণ উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডিআরপি অথবা পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে উৎস আসছে কিনা অথবা সশস্ত্র বিভিন্ন সংগঠনের কাছ থেকে সোর্সিং এড়াতে কি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তা নিশ্চিত করা।^{৩১} এসব প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হলে বিভিন্ন কোম্পানীর সততার সর্বনিম্ন বৈশ্বিক মানদণ্ড নির্ধারিত হয়। সুশীল সমাজের বিভিন্ন পদক্ষেপ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে স্বল্প-জিবাশা-কার্বন অর্থনীতির জন্য খনি ও ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

ভোগ ও উৎপাদন অভ্যাসও একটা বিষয়। ২০১২ সালে রিও+ ২০ আর্থ সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ধাতুর উন্মুক্ত ব্যবসা মোকাবেলা ও ধাতু পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের সুযোগ তৈরি করবে। এটা সম্পদ আধিক্য ভোগ্য পণ্যের পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের উন্নয়নে আন্তর্জাতিক কমিটি গঠনে সহায়ক হতে পারে। এই ধরনের সমিতি বা কমিটি উৎপাদন এবং যানবাহন ও বিদ্যুতের চূড়ান্ত ব্যবহার এবং পণ্য সরবরাহে মূলনীতি, সার্টিফিকেশন ও দায়িত্বশীলতার জন্য শীর্ষ দেশগুলোকে শর্তারোপ করবে। বিনিয়োগের সুযোগ ও স্থিতিশীলতার মাধ্যমে এটা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার প্রস্তাব দিতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে বহু প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির সবচেয়ে ভাল ঠিকানা হতে পারে।^{৩২} এ

ধরনের একটি চুক্তি পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানদণ্ড বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাধা দূরীকরণ এবং সংরক্ষণ ও সক্ষমতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণে সহায়তা করবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে যেকোন একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি হবে। তবে সবুজ সম্পদ অর্থনীতির দাবি ইতোমধ্যে আমাদের ওপর এসে পড়েছে। আইন প্রয়োগ, সুশীল সমাজের নজরদারি জোরদার এবং সুশাসন ও সততা নিশ্চিতকল্পে ব্যবসায়ী অঙ্গীকার পূরণ আগামীতে স্বল্প-জিবাশু-কার্বন অর্থনীতিতে রিসোর্স কার্স (সম্পদ অভিশাপ) প্রতিরোধ সহায়ক হবে।

টিকা

১. স্টিফেন ব্রিনগেজ জার্মানির উপাটল ইন্সটিটিউট-এর সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও রেইমান্ড ব্রেইসউইজ একই ইন্সটিটিউটের সম্পদ ব্যবস্থাপনা সহ-পরিচালক এবং বেলজিয়াম-এর কলেজ অব ইউরোপ-এর অধ্যাপক।
২. ম্যাকারটন হাম্পারেয়েস ও অন্যান্য, 'ইন্ট্রাডাকশন: হোয়াট ইজ দি প্রবলেম উইথ ন্যাচুরাল রিসোর্স ওয়েলথ', ম্যাকারটন হাম্পারেয়েস ও অন্যান্য (সম্পাদিত), এক্সেপিং দি রিসোর্স কার্স (নিউইয়র্ক: কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৭), পৃষ্ঠা ১-১০; থরভাদার গিলফাসন, 'ডেভেলপমেন্ট এন্ড গ্রোথ ইন মিনারেল-রিচ কান্ট্রিজ', রেমান্ড ব্রেইসউইজ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), সাসটেইনলেবেল গ্রথ এন্ড রিসোর্স প্রডাক্টিভিটি (শিফিল্ড: স্প্রিংলীফ পাবলিকেশন, ২০০৯), পৃষ্ঠা ৪২-৮৫।
৩. স্টিফান ব্রিনগেজ ও অন্যান্য, টুওয়ার্ডস সাসটেইনলেবেল প্রোডাকশন এন্ড ইউজ অব রিসোর্সেস: এসেসিং বায়োফুয়েলস (প্যারিস: ইউএন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম [ইউএনইপি], ২০০৯)।
৪. এনএইচ রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য, 'জিএইচজি ইমপ্লিকেশন অব ল্যান্ড ইউজ এন্ড ল্যান্ড কনভারশন টু বায়ো ফুয়েল ক্রপস', রবার্ট হোয়ার্থ ও স্টিফেন ব্রিনগেজ (সম্পাদিত), বায়োফুয়েলস: এনভায়রনমেন্টাল কনসিকুয়েন্সেস এন্ড ইন্টারঅ্যাকশনস উইথ চ্যাঞ্জিং ল্যান্ড ইউজ (নিউ ইয়র্ক: আইল্যান্ড প্রেস, ২০০৯), পৃষ্ঠা ১১১-১২৫।
৫. বাস ইকাউট ও অন্যান্য, লোকাল এন্ড গ্লোবাল কনসিকুয়েন্সেস অব দি ইইউ রিনিউবেল ডিরেক্টিভ ফর বায়োফুয়েলস: টেস্টিং দি সাসটেইনলেবিলিটি ক্রাইটেরিয়া, এমএনপি রিপোর্ট নং-৫০০১৪৩০০১/২০০৮ (বিলথোভান: নেদারল্যান্ডস এনভায়রনমেন্টাল এসেসমেন্ট এজেন্সি, ২০০৮); স্টিফান ব্রিনগেজ ও অন্যান্য, 'গ্লোবাল ইমপ্লিকেশন অব বায়োমাস এন্ড বায়োফুয়েল ইউজ ইন জার্মানি: রিসেন্ট ট্রেন্ডস এন্ড ফিউচার সিনারিজ ফর ডমেস্টিক এন্ড ফরেইন গ্রাহিকালচারাল ল্যান্ড ইউজ এন্ড রেজাল্টিং জিএইচজি ইমিশনস', জার্নাল অব ক্লিনার প্রোডাকশন, ভলিউম ১৭ (২০০৯), পৃষ্ঠা ৫৭-৬৮।
৬. আর্নেস্ট ও ইয়াং, বায়োফুয়েলস কান্ট্রি এট্রাক্টিভনেস ইনডিকেস, নং-৬ (লন্ডন: আর্নেস্ট ও ইয়াং, মার্চ ২০০৯)।
৭. ডেনিয়েল কাফমান ও অন্যান্য, ওয়ার্ল্ডওয়াইড গার্বনেস ইনডিকেটরস ২০০৮ (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ডব্যাংক ২০০৮)।
৮. ক্লাউস দানিনজার ও অন্যান্য, রাইজিং গ্লোবাল ইন্টারেস্ট ইন ফার্মল্যান্ড: ক্যান ইট ইয়ান্ড সাসটেইনলেবেল এন্ড ইকুইটেবল বেনিফিটস? (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ২০১০), পৃষ্ঠা ৫৫।
৯. লরেঞ্জো কটুলা ও অন্যান্য, ফুয়েলিং এক্সক্লুশন? দি বায়োফুয়েলস বুম এন্ড পোর পিপলস একসেস টু ল্যান্ড (লন্ডন: [আইআইইডি], ২০০৮)।
১০. প্রাপ্ত।
১১. সেপার্ড ডেনিয়েল ও অনুরাধা মিততাল, ইনভেস্টমেন্ট ইন গ্রাহিকালচার: দি রোল অব দি ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন ইন গ্লোবাল ল্যান্ড গ্রাভস (ওকল্যান্ড, সিএ: ওকল্যান্ড ইন্সটিটিউট, ২০১০), পৃষ্ঠা ২৪।
১২. টিআই, ২০০৮ ঘুষ প্রদান সূচক (বার্লিন: টিআই, ২০০৮)।
১৩. টিআই, করাপশন এন্ড দি রিকগনিশন অব মাইনিং কন্ট্রাক্টস (বার্গেন: টিআই ও সিএইচআর মিক্যালসেন ইন্সটিটিউট, ২০০৭); গ্লোবাল উইটনেস, ডিগিং ইন করাপশন: ফ্রড, এবিউস এন্ড এক্সপ্রোশন ইন কাটানগাস কপার এন্ড কোবাল্ট মাইনস (ওয়াশিংটন, ডিসি: গ্লোবাল উইটনেস পাবলিশিং, ২০০৬)।
১৪. জন ম্যাকনাল্টি ও এনিলা কাকিন, এক্সট্রাক্টিং দি ডিটেইলস অব দি লিথিয়াম মার্কেট (নিউ ইয়র্ক: ক্রেডিট সুইস ইউএস, ২০০৯) পৃষ্ঠা ১৮।

১৫. রেবেকা হোলিনদার ও জিম কুলটজ, বলিভিয়া এন্ড ইটস লিথিয়াম: ক্যান দি 'গোল্ড অব দি টুয়েন্টি ফাস্ট সেঞ্চুরি' হেল্প লিফট এ নেশন আউট অব পোভার্টি? (কোকাবামবা, বলিভিয়া: ডেমক্রেসি সেন্টার, ২০১০), পৃষ্ঠা ৪২-৪৬।
১৬. এলইডি সেন্টডস ফর লাইট ইমিটিং ডায়ড।
১৭. গাহার্ড এনগেরার ও অন্যান্য, রস্টফ ফার জুকুনটেকনোলোজিয়ান (স্টাটগার্ট: ফ্রাউয়েনহপার আইআরবি ভারলেগ, ২০০৯)
১৮. বাওজাইট কনটেইনস ট্রেস অ্যামাউন্ট অব গালিয়াস।
১৯. গ্লোবাল ইউটেনেস, ফেসড উইথ এ গান, হোওয়াট ক্যান ইউ ডু? ওয়ার এন্ড দি মিলিট্রাইজেশন অব মাইনিং ইন ইস্টার্ন কনগো (লন্ডন: গ্লোবাল উইটনেস, ২০০৮)।
২০. পররাষ্ট্র নীতি (যুক্তরাষ্ট্র), 'চায়না'স রিং অব পাওয়ার', ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯; নিউ ইয়র্ক টাইমস (যুক্তরাষ্ট্র), 'চায়না: আর্থ-ফেন্ডলি এলিমেন্টস, মাইনড ডিসট্রাকটিভলি', ২৬ ডিসেম্বর ২০০৯।
২১. টিআই (২০০৮)।
২২. টিআই, প্রোগ্রেস রিপোর্ট ২০০৯: ইনফোর্সমেন্ট অব দি ওইসিডি এন্টি-ব্রাইবেরি কনভেনশন (বার্লিন: টিআই, ২০০৯)।
২৩. টিআই, গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট ২০০৯: করাপশন এন্ড দি প্রাইভেট সেক্টর (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৯)।
২৪. জ্যা তোরেগ ও অন্যান্য, দি কোয়ালিটি অব গর্ভগমেন্ট ডাটাসেট কোডবুক, ভার্সন ২৭মে ২০১০ (গুটেনবার্গ: কোয়ালিটি অব গর্ভগমেন্ট ইন্সটিটিউট, ইউনিভার্সিটি অব গুটেনবার্গ, ২০১০) দেখুন <http://www.qog.pol.gu.se>; পিআরএস গ্রুপ, ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি রিস্ক গাইড (সাইরাকাস, নিউ ইয়র্ক: পিআরএস গ্রুপ), টাইম সিরিজ: ১৯৮৪-২০০৮, এন: ৩২৭১, এন: ১৪৫, এন: ১৩১, টি: ২৩)।
২৫. Allafrika.com (মরিশাস), 'আফ্রিকা: ল্যান্ড গ্রাবস কনটিনিও এস এলিটস রিসিস্ট রেগুলেশন', ১৩ এপ্রিল ২০১০।
২৬. জোসেফ সিজেল, 'গর্ভনেশ স্ট্রিটজিস টু রেমিডি দি ন্যাচুরাল রিসোর্সেস কার্স', ইন্টারন্যাশনাল সোশাল সাইন্স জার্নাল, ভলিউম ৫৭ (২০০৯), পৃষ্ঠা ৪৫-৫৫।
২৭. রয়টার্স (যুক্তরাজ্য), 'ব্রাজিল কার্টেইলস ল্যান্ড সেলস টু ফরেনারস', ২৪ আগস্ট ২০১০।
২৮. কৃষি ও সংশ্লিষ্ট শিল্প বিষয়ক সিনেট নির্ধারিত কমিটি, 'ফুড প্রোডাকশন ইন অস্ট্রেলিয়া', (ক্যানবেরা: সিনেট বিভাগ, ২০১০), পৃষ্ঠা ২১; এবিসি (অস্ট্রেলিয়া), 'কোয়ালিশন ব্যাকস গ্রীনস কল ফর রেজিস্টার টু ফরেন ফার্ম অনারশিপ', ২৯ জুলাই ২০১০।
২৯. দেখুন ডড-ফ্রাঙ্ক ওয়াল স্ট্রিট সংস্কার ও ভোক্তা সুরক্ষা আইন, এইচআর ৪১৭৩, যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস।
৩০. পাবলিশ হোয়াট ইউ পে (যুক্তরাজ্য), 'ল্যান্ডমার্ক ইউএস লেজিসলেশন শেডস লাইট অন বিলিয়নস ইন পেমেন্ট ফ্রম ওয়েল এন্ড মিনারেল কম্পানিজ', সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ১৬ জুলাই ২০১০; রেভিনিউ ওয়াচ ইন্সটিটিউট (যুক্তরাষ্ট্র), 'হংকং: স্টক এক্সচেঞ্জ টু রিকয়ার প্রেটার ট্রান্সপারেন্সি', ২৮ মে ২০১০।
৩১. গ্লোবাল উইটনেস, 'ইউএস পাসেস ল্যান্ডমার্ক রিফর্মস অন রিসোর্স ট্রান্সপারেন্সি', সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ১৫ জুলাই ২০১০।
৩২. রেমান্ড ব্রেইসউইজ ও অন্যান্য, 'আউটলাইন অব এ রিসোর্স পলিসি এন্ড ইটস ইকোনমিক ডাইমেনশন', স্টিফান ব্রিনগেজু ও রেমান্ড ব্রেইসউইজ সম্পাদিত, সাসটেইনেবল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট। ট্রেডস, ভিশনস এন্ড পলিটিক্স ফর ইউরোপ এন্ড দি ওয়ার্ল্ড (শিফিল্ড: গ্রিনলীফ পাবলিশিং, ২০০৯), পৃষ্ঠা ২১৬-২৯৬। রেমান্ড ব্রেইসউইজ ও স্টিফান ব্রিনগেজু, 'গ্লোবাল গর্ভনেশ ফর সাসটেইনেবল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট', মিনারেলস এন্ড এনার্জি, ভলিউম ২৩ (২০০৮), পৃষ্ঠা ৮৪-১০১।

বলিভিয়ার লিথিয়াম

সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ

মারকো অস্টাভিও রিবেরা, সোসিলিয়া রেকেনার সহযোগিতায়^১

তেলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সম্ভাবনাময় দ্রব্য হিসেবে ভূমিকার জন্য লিথিয়ামের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে লিথিয়াম ব্যাটারিতে চলাচলকারী গাড়ির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে যা বৈশ্বিক গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসে সহায়ক হবে। বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজার সম্প্রসারণের ফলে আগামী বছরগুলোতে লিথিয়ামের বৈশ্বিক চাহিদা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।^২ লিথিয়ামের জন্য চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেলে তা বলিভিয়ার জন্য আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করবে। দেশটির ইউনি সল্ট থেকে প্রাপ্ত প্রায় ৫ মিলিয়ন টন লিথিয়াম^৩ বিশ্বের জ্ঞাত মজুদের অর্ধেক বলে ধারণা করা হচ্ছে।^৪

লিথিয়াম আহরণের জন্য বলিভিয়ার পরিকল্পনা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তবে এসব পরিকল্পনা চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করবে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণের ওপর। সরকার তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপারে তাদের সঙ্গে ব্যাপকভাবে তথ্য বিনিময় করে। এসবের মধ্যে রয়েছে সরকার কিভাবে খনির বা উৎপাদনের চুক্তি অনুমোদন দেয় এবং কিভাবে লিথিয়াম আহরণ থেকে রাজস্ব আদায় করে।

সরকার সামাজিক সেবা সম্প্রসারণের জন্য লিথিয়াম থেকে রাজস্ব আহরণ করতে চায়^৫ (যেমন মায়েদের অর্থ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সন্তান জন্ম পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ) কিন্তু বৈষম্য ও দারিদ্র্যের ধারাবাহিকতার সাথে এত বেশি সম্পদ সম্পৃক্ত যে অনেক সম্পদশালী দেশের জন্য তা চ্যালেঞ্জ। বলিভিয়ায় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) বলেছে, ‘রূপা, টিন, রাবার ও তেল-গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে বলে কিছু নিয়ামক ও খাতের ভিত্তিতে সেখানে একটি উন্নয়ন ধরণ রয়েছে।^৬ আকর্ষণীয় ও কাঁচামাল রপ্তানির^৭ ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল অর্থনীতির দেশটিতে সম্পদকে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধায় রূপান্তরের জন্য লড়াই করতে হচ্ছে।

বাজারমুখী অর্থনৈতিক নীতি ২০ বছর ধরে অনুসরণের পর বলিভিয়ার সরকার ২০০৬ সাল থেকে দেশের সম্পদ আহরণ খাতের ওপর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ নীতি সংস্কারের লক্ষ্য স্থির করেছে। বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেস ২০১০ সালের জানুয়ারিতে তার দ্বিতীয় মেয়াদের শুরুতে কেবল কাঁচামাল রপ্তানির পরিবর্তে দেশে লিথিয়াম শিল্পের উন্নয়ন সাধন এবং মূল্য-সংযোজিত লিথিয়াম পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে তার আকাঙ্ক্ষা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বিদেশী বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন যে এসব বিনিয়োগ আসতে হবে পৃষ্ঠপোষক নয় অংশীদারদের কাছ থেকে।^৮

বলিভিয়া রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পুঁজির মধ্যে যে কোনো যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করলে তাতে দীর্ঘ-স্থায়ীত্ব ও সর্বোচ্চ গণস্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এর আগে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এবং বিদেশী সরকারগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার বিষয় কোনো কিছু প্রকাশ করা যায়নি। বলিভিয়া সরকার গাড়ি ও ইলেকট্রনিক শিল্পের প্রতিনিধি এবং ফ্রান্স, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার^৯ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেছে। তবে, এসব ঘটনার ফলাফল কেবল সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে, সরকার জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে উৎসাহবাজক বিবৃতি দিয়েছে। লিথিয়াম আহরণের জন্য সরকার পাইলট প্রকল্পের পরিকল্পনা পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা কামনা করেছে।^{১০} এছাড়া কিছু জনগোষ্ঠী দাবি করেছে যে সরকার আলাপ-আলোচনা কেবল প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠী বা মোরালেসের রাজনৈতিক দলের লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে।^{১১}

লিথিয়াম আহরণের পরিকল্পনা^{১২} প্রকাশের সাথে সাথে প্রশ্ন। রয়ে গেছে পরিবেশগত দীর্ঘস্থায়ীত্বের জনগণের অংশগ্রহণ ও বিতর্কেও এবং তথ্য লাভের সুযোগের ক্ষেত্রে। এই ইস্যুগুলো সতর্কতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। যেমন, বলিভিয়ার সংবিধান খনি শিল্প ও হাইড্রোকার্বনের উল্লেখ করেছে তবে, পরিবেশগত সতর্কতা বজায় রাখার বিষয়ে কিছু বলেনি। তবে, পরিবেশগত বিবেচনার বিষয় সংবিধানের অন্যান্য স্থানে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া সংবিধানে আদিবাসী লোকদের সঙ্গে আগে আলাপ-আলোচনার একটি কৌশলও প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া অনুপস্থিত। সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানিগুলো পরিচালিত হলেও সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় তা নেই।^{১৩} কয়েকটি ঘটনায় তেল আহরণের আগে আদিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।^{১৪} বলিভিয়ায় সুশীল সমাজ গোষ্ঠীগুলো নিশ্চিত করতে চায় যে, লিথিয়াম আহরণের ক্ষেত্রে যেন এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

কিছু কিছু গোষ্ঠী স্থানীয় ও আঞ্চলিক উদ্বেগের বিষয়ে সাড়া পেয়েছে: ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সরকার একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন লিথিয়াম আহরণ কোম্পানি প্রতিষ্ঠার আদেশ পরিবর্তন করেছিল। ইউনি সল্ট লেক যেখানে অবস্থিত সেই পোতোসি এলাকায় একটি নাগরিক গোষ্ঠী তখন অভিযোগ করেছিল যে, নাগরিকদের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা ছাড়াই কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের পরিবর্তে দেশের রাজধানীতে অফিস স্থাপন করতে চেয়েছিল।^{১৫} কল্যাণ সাধনের জন্য একটি সুস্পষ্ট ও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বস্তরের নাগরিকদের নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক গঠন ও তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এসব সংস্থার বিদ্যমান সামর্থ্য আরো জোরদার করা প্রয়োজন।

সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করে লিথিয়াম আহরণে আলোচনা ও পরিচালনার ব্যাপারে জনসাধারণকে আলোচনায় সম্পৃক্ত করে এবং সুস্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। লিথিয়াম আহরণ প্রক্রিয়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য হুমকি এবং আশপাশের প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির কারণ হতে পারে। যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করা না গেলে, খনি শিল্প ও ক্রমবিকাশমান ও সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ এই শিল্পগুলি বলিভিয়ার সবচেয়ে দরিদ্রতম এলাকায় অবস্থিত এবং এলাকাগুলোতে পানি সরবরাহে ঘাটতির হুমকি দেখা দিতে পারে।^{১৬} আর্জেন্টিনায় লিথিয়াম আহরণের ক্ষেত্রে পানিতে রাসায়নিক দূষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে।^{১৭} বলিভিয়ায় কিছু স্থানীয় পরিবেশবাদী গ্রুপের সন্দেহ রয়েছে সরকারের এসব ঝুঁকির বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে।^{১৮}

বলিভিয়াকে লিথিয়াম ও লিথিয়ামজাত পণ্য উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সম্পদ ও কারিগরি দক্ষতা প্রয়োজন। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প বলিভিয়ার জনগণের জন্য টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপক সুযোগ ও দীর্ঘমেয়াদী সুফল দেবে, যদি তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিশেষ করে আদিবাসী জনগণের কাছ থেকে ক্রয় করে এবং ব্যাপক নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। লিথিয়াম আহরণ করা হবে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এবং জনগণের সমর্থন নিয়ে - এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে। এসব পদক্ষেপের মধ্য খনি ও পরিবেশগত বিধি-বিধান সুস্পষ্ট ও প্রয়োগ করা এবং লিথিয়াম সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্ব মূল্যায়নের ব্যাপারে ব্যবহার করার মতো ধরণ সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য প্রদান করা জরুরি। অর্থায়ন ও ঠিকাদারি সংক্রান্ত ব্যাখ্যাযোগ্য সকল

তথ্য প্রকাশের সঙ্গে এই প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার জন্য সুশীল সমাজের সর্বস্তরের সম্পৃক্ততার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

লিথিয়াম আহরণের জন্য স্বচ্ছ প্রক্রিয়া গড়ে তোলার লক্ষ্যে বলিভিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে টেকসই উপায়ে তাদের লিথিয়াম সম্পদ থেকে লাভবান হওয়া।

টিকা

১. মারকো ওকটাভিও একজন পরিবেশ গবেষক এবং লিগা ডি ডিফেন্সা ডেল মেডিও'র সঙ্গে কাজ করছেন।
২. ফিন্যান্সিয়াল টাইমস (যুক্তরাজ্য), 'সার্জ ইন লিথিয়াম ডিম্যান্ড এক্সপেক্টেড', ২২ মে ২০১০।
৩. মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভে, মিনারেল কমোডিটিজ সামারিজ ২০০৭ (ওয়াশিংটন, ডিসি, মার্কিন গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং অফিস, ২০০৭)।
৪. লরেন্স রাইট, 'লিথিয়াম ড্রিমস', দি নিউ ইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র), ২২ মার্চ ২০১০।
৫. গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), 'লিথিয়াম: দি গিফট অব প্যাচামামা', ৮ আগস্ট ২০১০।
৬. ইউএনডিপি, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট: দি আদার ফ্রন্ট্রয়ার: অলটারনেটিভ ইউজেস অব ন্যাচারেলস [এসআইসি] রিসোর্সেস ইন বলিভিয়া (লা পাজ: ইউএনডিপি, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৩।
৭. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, স্ট্রেনদেনিং বলিভিয়ান কম্পেটিভনেস: এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড ইনক্লুসিভ গ্রথ (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ২০০৯)।
৮. রয়টার্স (যুক্তরাজ্য), 'মোরালেস টু ফার্ম স্টেট গ্রিপ, এক্সপ্লয়েট বলিভিয়া লিথিয়াম', ২২ জানুয়ারি ২০১০।
৯. ২০১০ সালের আগস্টে লিথিয়াম সমৃদ্ধিকরণে কাজ করতে বলিভিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার ঐক্যমত্য।
১০. রেবেকা হোলিনদার ও জিম কুলটজ, বলিভিয়া এন্ড ইটস লিথিয়াম: ক্যান দি 'গোল্ড অব দি টুয়েন্টি ফ্রাস্ট সেঞ্চুরি' হেল্প লিফট এ নেশন আউট অব পোভার্টি? (কোকাবামবা: ডেমক্রেসি সেন্টার, ২০১০), পৃষ্ঠা ৪৬।
১১. প্রাপ্ত।
১২. ২০১০ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝিতে প্রেসিডেন্ট মোরালেস লিথিয়াম উৎপাদনে বলিভিয়ার কৌশল সম্পর্কিত একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রদান করেন। এই বিবৃতি অনুযায়ী বলিভিয়ার সরকার পাইলট পর্যায়ে (২০১০-১১) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০১২-১৪তে পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও লিথিয়াম কার্বনের উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ মূল্য প্রদান করবে এবং এই প্রক্রিয়ার তৃতীয় পর্যায়ে লিথিয়াম ব্যাটারি উৎপাদনে প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য যৌথ উদ্যোগের সহায়তা নেবে। দেখুন লা রাজন (বলিভিয়া), 'বলিভিয়া ইনিশিয়া সোলা এল প্রসেসো প্যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজার এল লিটিও', ২২ অক্টোবর ২০১০।
১৩. লা প্রেসা (বলিভিয়া), 'পেট্রনদিনা ফির্মা কন্ট্রাটস কিউ ইলুদেন এল কন্ট্রোল দে লা লেই সাপকো', ৪ অক্টোবর ২০০৯।
১৪. লা প্রেসা (বলিভিয়া), 'লাস অরগানাইজাসন সিনেলাম কিউ আন নো এক্সিট উন রেখহাজো আ লা এক্সপ্লোরেশন পরকুই নো সে কনসাল্টো', ২২ জুলাই ২০০৯।
১৫. ল্যাটিন আমেরিকান হেরাল্ড ট্রিবিউন (ভেনিজুয়েলা), 'বলিভিয়ান গভর্নমেন্ট ব্যাকস অফ প্ল্যান টু ক্রিয়েট স্টেট লিথিয়াম ফার্ম', ২২ মার্চ ২০১০।
১৬. রবার্ট মোরান, মিলানদো এল আন্তুয়া: লা মিনা সান ক্রিস্টোবাল, বলিভিয়া (লা পাজ: এফআরইউটিসিএস, এফএসইউ এমসিএএস ও সিজিআইএবি, ২০০৯)।
১৭. হল্যান্ডার ও সুলটজ (২০১০), পৃষ্ঠা ৪১।
১৮. প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ৪১-৪৩।

পৃথিবীর প্রকৌশল

জবাবদিহিতা ও সর্বশেষ উপায় বিবেচনা

প্রায়ের উড

১৯৬৫ সালে প্রথমবারের মতো জলবায়ু পরিবর্তন এজেন্ডায় পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডলের ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন ঘটানোর জন্য জিওইঞ্জিনিয়ারিং বিবেচনায় নেয়া হয়।^২ তখন থেকেই জিওইঞ্জিনিয়ারিং উন্নয়ন ঘটাতে কোন প্রয়াসই প্রাথমিক পরীক্ষামূলক পর্যায়ে অতিক্রম করেনি। যেসব বিজ্ঞানী জিওইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণার বিষয়ে সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন, তারাও এই প্রযুক্তির বিষয় বিবেচনা করতে অনগ্রহী হয়ে পড়েন। কারণ, এই প্রয়াস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুতি ঘটাতে পারে। অপরীক্ষিত ও ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ একটি প্রযুক্তি সম্পর্কে নিরাপত্তার একটি ভুয়া ধারণার ভিত্তিতে লোকজনকে বিভ্রান্ত করা হতে পারে।

কার্বন হ্রাস কর্মসূচি রাজনৈতিকভাবে কঠিন বলে প্রমাণিত। অন্যদিকে, জিওইঞ্জিনিয়ারিং একটি অনাকাঙ্ক্ষিত তবে সম্ভাব্য হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যদি জলবায়ু পরিস্থিতি একটি সংকটময় অবস্থায় উপনীত হয়। জিওইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প স্থানীয়ভাবে গ্রহণ করা হলেও এর প্রভাব হবে বৈশ্বিক। নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা না থাকলে জবাবদিহিতার ব্যাপকতর চ্যালেঞ্জ দেখা দেবে।

সম্ভাব্য জিওইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তির দু'টি ধরণ রয়েছে। প্রথম ও সবচেয়ে বেশি প্রযুক্তিগতভাবে লাগসই উপায় হচ্ছে সালফার ডাই-অক্সাইডের ধোঁয়া^৩, কৃত্রিম উপায়ে মেঘের আন্তরণ^৪ বা সিরামিক ডিস্ক দিয়ে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে আড়াল সৃষ্টি।^৫ বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে এই প্রস্তাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুততম উপায় এক বছর বা কম সময়ের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধ করা যাবে।^৬ বায়ুমণ্ডলে সালফারের স্তর প্রস্তাব সবচেয়ে বেশি আগ্রহ জাগিয়েছে। কারণ, আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে অনুরূপ প্রভাবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পারে। মাউন্ট পিনাটুভো অগ্ন্যুৎপাতে ১৯৯১ সালে কয়েক মাসের মধ্যে তাপমাত্রা ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্রাস পেয়েছিল। তবে, কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সালফার ডাই-অক্সাইড ছড়িয়ে দেয়া হলে এসিড বৃষ্টিপাত^৭ বা ওজোন স্তর ক্ষয় বেড়ে যেতে পারে। এছাড়া, সূর্যের আলো হ্রাস করার প্রকল্প বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড মাত্রায় কোনো প্রভাব রাখবে না বা নানা রাসায়নিক সমস্যা দেখা দিতে পারে (যেমন সমুদ্রে অম্লতা বৃদ্ধি) যা জীবজগতে বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রয়াসে রয়েছে বায়ুমণ্ডলের কার্বন সরিয়ে নেয়া ও সংরক্ষণ করা। এক্ষেত্রে প্রতিবেশ ব্যবস্থার পরিবর্তন ও কার্যত পরিহারের জন্য সহায়তা দিতে গাছ-গাছালির তালিকা করতে হবে। উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রাকৃতিক উপায়ে কার্বন সংরক্ষণকারী সামুদ্রিক ফাইটো প্ল্যাংটন বৃদ্ধিতে উদ্দীপনা যোগাতে ইতোমধ্যে প্রয়াস চালানো হচ্ছে। তবে, জটিল সামুদ্রিক প্রতিবেশ ব্যবস্থায় নাইট্রোজেন বা লোহা সঞ্চিত হওয়ার পরিণতি অনুমান করা কঠিন। কিছু বিজ্ঞানী মনে করছেন এই ধরনের পরিণতি হবে খুবই সামান্য বা ইতিবাচক। অন্যরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে ক্ষতিকর শেওলা বৃদ্ধি পেতে পারে বা আরো বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড বিমুক্ত হতে পারে।^৮

জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে 'জরুরি অবস্থায় গ্রহণ করার পদ্ধতি' হিসেবে জিওইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগের চেষ্টা করা হলেও এর পরিণতির বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। গ্যাস নির্গমন প্রভাব হ্রাস শুল্ক হলেও

জিওইঞ্জিনিয়ারিং প্রভাব হবে দ্রুত ও একমুখী। আশাবাদী ফলাফল লাভ ও প্রাক্কলিত ব্যয় সত্যি বলে প্রমাণিত হলে অনেক প্রস্তাবিত প্রকল্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলো অথবা সম্পদশালী বেসরকারি খাতের আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে থাকবে।

এই বিষয়টি বেশকিছু জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। প্রথমত জিওইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পগুলোর জন্য কোন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নেই। তবে জিওইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রভাবের^{১০} ব্যাপারে কিছু বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান ও চুক্তি সরাসরি কার্যক্রমের ভিতরে রয়েছে। অন্যদিকে জিওইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর কোন শাসন ও বিধিবিধান ব্যবস্থা নেই এবং জিওইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর যখন শাসন ও বিধিবিধান দেওয়া হয় তার ফল হয় বিভ্রান্তিকর। ২০০৯ সালে জার্মান সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে আয়রন সল্ট দিয়ে ফাইটোপ্ল্যাংকার্বন বৃদ্ধির পাইলট প্রকল্প লোহাফেক্স বন্ধ করা হবে কিনা তা নিয়ে দ্বন্দ্ব পড়ে যায়।^{১০} পরীক্ষা অব্যাহত রাখা হলেও দেখা গেছে যে, প্রত্যাশার চেয়ে কম কার্বন ডাই-অক্সাইড সঞ্চিত হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে জনসাধারণের তদারকির অভাব। জলবায়ু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অস্পষ্ট। বেসরকারি কোম্পানিগুলো কার্বন ক্রেডিট ক্রয় বিক্রয় করে আয়রন ফার্টাইলিজেশন থেকে মুনাফা লাভের চেষ্টায় ব্যবসায় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।^{১১} এসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বর্তমানে বাইরের কিছু বিষয় সম্পৃক্ত রয়েছে। চরম নিয়ন্ত্রণমূলক দ্বিধা পরিবেশে ঘটলেও জিওইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তির উন্নয়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষ ভূমিকার সম্ভাবনা রয়েছে। তারা জনস্বার্থের বাইরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অনুকূল পথে পরিবেশ গবেষণার দিক পরিবর্তন করতে পারে।^{১২}

তৃতীয় চ্যালেঞ্জটি এখনও তাত্ত্বিক পর্যায়ে রয়েছে। অনেকে বলছেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হবে অসম, কিছু কিছু অঞ্চল তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে লাভবান হবে।^{১৩} যেহেতু কেবল একটি মাত্র দেশ জিওইঞ্জিনিয়ারিং উন্নয়নে কাজ করতে চাইছে, তাই কোনো দেশ প্রতিকূল অবস্থায় ক্ষতির শিকার হলে উল্লেখ্য আর্থিক সুবিধা দিতে হবে। গৃহীত জিওইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে বৈশ্বিক প্রভাব ভিন্ন হতে পারে। কোনো কোনো অঞ্চলে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে তারা যে দুর্ভোগ সয়েছে তার চেয়ে কঠিন জলবায়ু প্রভাবের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে পারে। যেমন বায়ুমণ্ডলে সালফার ঢোকানো হলে মধ্য আফ্রিকার মতো অঞ্চলে খরা দেখা দিবে এবং এশীয় অঞ্চলে বর্ষায় বৃষ্টিপাতের হার হ্রাস পাবে। ফলে সেখানে কৃষিক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।^{১৪}

জিওইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর বৈশ্বিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে এই ধরনের ফলাফল এড়ানোর ক্ষেত্রে একটি দেশের এই বিধি অনুসরণের বিষয়টি যাচাইয়ের প্রয়োজন হবে। কিছু কিছু জিওইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প যেমন মহাশূন্যে ঢাল স্থাপন বা দীর্ঘ মূল বিশিষ্ট গাছের ব্যাপক রোপণ সহজেই সনাক্ত করা যাবে। অন্যদিকে সালফার এ্যারোসল ছিটিয়ে দেয়া বা আয়রন ফার্টাইলিজেশনের জন্য খুব কম সামগ্রীর প্রয়োজন এবং কার্যত খুব দ্রুত প্রয়োগ করা যেতে পারে।

জিওইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য একটি শাসন ব্যবস্থা জরুরি হলেও এর সুনির্দিষ্ট গঠন কি হবে তা অনুমান করা কঠিন। কারণ, এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক সালফার ওপর ভিত্তি করে নিয়ন্ত্রণের যথাযথ রূপ দিতে হবে। এ সংক্রান্ত প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। জাতিসংঘভিত্তিক একক ও কনসোর্টিয়াম ভিত্তিক ব্যবস্থা এখনও সম্ভব।^{১৫} তবে, এসব ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধাও রয়েছে। জাতিসংঘভিত্তিক ব্যবস্থা ব্যাপক বৈধতা পাবে এবং সম্ভবত দায়িত্বশীল গবেষণা নিশ্চিত করতে বেশি সাফল্য পাবে। তবে কোনো তাৎক্ষণিক জলবায়ু সংগ্রহের ক্ষেত্রে একমতের প্রয়োজন হলে পদক্ষেপ গ্রহণ বিলম্বিত হতে পারে।^{১৬} কিছু সংখ্যক দেশের মধ্যে সহযোগিতার বা একক পদক্ষেপ আরো বৈজ্ঞানিক অনুশাসনের সুযোগ দিবে। তবে আন্তর্জাতিক বৈধতা ছাড়া, ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে দায়িত্বহীন বা অনুরূপ জিওইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রয়াস বন্ধ করার সুযোগ হ্রাস পাবে।^{১৭}

এই বিষয়টি স্বীকার করা জরুরি যে এটি কিছু ঝুঁকি সৃষ্টি করে বলে কিছু সুশীল সমাজ গবেষণার কথা বলে একই সঙ্গে জিওইঞ্জিনিয়ারিং বন্ধ করার বিয়টি বিবেচনারও আহ্বান জানাচ্ছে। এরপরও যদি জিওইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গবেষণা চলতে থাকে সম্ভবত তাই হবে স্বচ্ছ বিধি বিধানের ভিত্তি এবং এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গবেষণার মান নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ যা তখনই করতে হবে। তাই নীতিমালার বিষয়গুলো বিবেচনা করা শুরু হয়ে গেছে।

২০১০ সালের প্রথম দিকে যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্স বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটি নিম্নলিখিত প্রয়োজনগুলোসহ জনস্বার্থে জিওইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ, গবেষণার বিষয় প্রকাশ এবং ফলাফল ছাপিয়ে প্রকাশ করা, প্রভাবগুলোর নিরপেক্ষ মূল্যায়ন এবং যে কোনো ধরনের প্রয়োগের আগে মোকাবেলা শাসন ব্যবস্থা কাঠামো গড়ে তোলা।^{১৮}

এসব প্রাথমিক নীতিমালার জন্য ব্যাপক আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হবে। বিতর্কের ভিত্তিতে তা করতে হবে, যাতে কেবল সরকার ও বিজ্ঞানীদের নয় বরং সুশীল সমাজেরও ব্যাপক অংশগ্রহণ থাকতে হবে। জিওইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিপদ বা সুবিধা সম্পর্কে যে কারও বিশ্বাস নির্বিশেষে গবেষণা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যত বিধিমালা ছাড়া সমাজ মন্দ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তাই নিশ্চিত করতে হবে যে জলবায়ু পরিবর্তন বিপর্যয় ডেকে আনলে জিওইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ করা হবে বা তা রোধ করতে হবে একটি জবাবদিহিমূলক উপায়ে।

টিকা

১. গ্রায়েম উড ওয়াশিংটন ডিসি ভিত্তিক আটলান্টিক পত্রিকার সংবাদদাতা ও প্রদায়ক সম্পাদক।
২. প্রেসিডেন্ট'স সাইন্স এডভাইসরি কমিটি (পিএসএসি), রিস্টোরিং দি কোয়ালিটি অব আওয়ার এনভায়রনমেন্ট: রিপোর্ট অব দি এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন প্যানেল (ওয়াশিংটন, ডিসি: ইউএস গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং অফিস, ১৯৬৫)।
৩. পটল ক্রুটজেন, 'আলবেডো এ্যানহেসমেন্ট বাই স্ট্রাটোসফেরিক সালফার ইনজেকশনঃ এ কন্ট্রিবিউশন টু রিজল্ভ এ পলিসি ডিলেমা?', ক্লাইমেট চেঞ্জ, ভলিউম ৭৭ (২০০৬), পৃষ্ঠা ২১১-২১৯।
৪. স্ট্রিফেন সল্টার ও অন্যান্য, 'সি-গোয়িং হার্ডওয়ার ফর দি ক্লাউড আলবেডো মেথোড অব রিভার্সিং গ্লোবাল ওয়ার্মিং', ফিলোসফিক্যাল ট্রান্সাকশন অব দি রয়েল সোসাইটি এ, ভলিউম ৩৬৬ (২০০৮), পৃষ্ঠা ৩৯৮৯-৪০০৬।
৫. রজার এনজেল, 'ফিজিবিলিটি অব কুলিং দি আর্থ উইথ এ ক্লাউড অব স্মল স্পেসক্রাফ্ট নিয়ার দি ইনার লার্জার পয়েন্ট (এল১)', প্রসিডিংস অব দি ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সেস, ভলিউম ১০৩ (২০০৬), পৃষ্ঠা ১৭১৮৪-১৭১৮৯।
৬. জেসন ব্ল্যাকস্টক ও অন্যান্য, ক্লাইমেট ইঞ্জিনিয়ারিং রেসপন্সেস টু ক্লাইমেট ইমারজেনসিজ (সান্টা বারবারা, সিএ: নোভিম, ২০০৯)।
৭. বেন কারভিটজ ও অন্যান্য, 'সালফিউরিক এসিড ডিপজিশন ফ্রম স্ট্রাটোসফেরিক জিওইঞ্জিনিয়ারিং উইথ সালফেট এরোসলস', জার্নাল অব জিওগ্রাফিক্যাল রিসার্চ - এটমোসফিয়ার্স, ভলিউম ১১৪ (২০০৯), পৃষ্ঠা ডি১৪১০৯.১-ডি১৪১০৯.৭।
৮. ব্রানডন কিম, 'এনভাইরাস চ্যালেঞ্জ ডাম্পিং ইউরিয়া ইন ওশান টু সিন্ক কার্বন', ওয়ার্ল্ড, ৭ নভেম্বর ২০০৭।
৯. জাতিসংঘ পরিবেশ পরিবর্তন সম্মেলন এবং জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন।

১০. সিডনি মৰ্নিং হেৰাল্ড (অষ্ট্ৰেলিয়া), 'জামাৰ্নি ওকেস আটলান্টিক গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং এক্সপেৰিমেণ্ট', ২৬ জানুৱাৰি ২০০৯।
১১. ওয়াশিংটন পোষ্ট (ইউএস), 'আয়ৱন টু প্লাঙ্কটন টু কাৰ্বন ক্ৰেডিট্‌স', ২০ জুলাই ২০০৭।
১২. ডেভিড ভিষ্টাৰ ও অন্যান্য, 'দি জিওইঞ্জিনিয়াৰিং অপশন: এ লাস্ট ৰিসোর্ট এগেইনষ্ট গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং? ফৰেন এফেয়াৰস, ভলিউম ৮৮ (২০০৯), পৃষ্ঠা ৬৪-৭৬, পৃষ্ঠা ৭২।
১৩. শ্ৰেগ ইন্স্টাৰব্ৰেক, 'গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং: হু লুজেন্স- এন্ড হু উইনস?', দি আটলান্টিক, ভলিউম ২৯৯ (এপ্ৰিল ২০০৭), পৃষ্ঠা ৫২-৬৪।
১৪. এলান ৰোবোক ও অন্যান্য, 'দি বেনিফিট্‌স, ৰিস্ক্‌স, এন্ড কষ্ট্‌স অব স্ট্ৰাটোস্ফেৰিক জিওইঞ্জিনিয়াৰিং', জিওফিসিক্যাল ৰিসাৰ্চ লেটাৰ্‌স, ভলিউম ৩৬ (২০০৯), পৃষ্ঠা এল১৯৭০৩.১-এল১৯৭০৩.৯।
১৫. দেখুন জন ভিৰগো, 'ইন্টাৰন্যাশনাল গৰ্ভনেঞ্চ অব এ পসিবেল জিওইঞ্জিনিয়াৰিং ইনভাইটেছন টু কমব্যাট ক্লাইমেট চেঞ্জ', ক্লাইমেট চেঞ্জ, ভলিউম ৯৫ (২০০৯), পৃষ্ঠা ১০৩-১১৯।
১৬. প্ৰাপ্ত।
১৭. প্ৰাপ্ত।
১৮. হাউজ অব কমন্স সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি কমিটি, দি ৰেগুলেশন অব জিওইঞ্জিনিয়াৰিং (লন্ডন: স্টেশনাৰি অফিস, ২০১০), পৃষ্ঠা ২৯-৩৫; আৰো দেখুন স্টিভ ৱায়নাৰ ও অন্যান্য, 'ম্যামোৱেনডাম অন ড্ৰাফট প্ৰিন্সিপাল্‌স ফৰ দি কনডাক্ট অব জিওইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিসাৰ্চ', (অক্সফোৰ্ড: সেইড বিজনেস স্কুল, ২০০৯)।

পঞ্চম অংশ

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন

জবাবদিহিমূলক টেকসই সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন

জবাবদিহিমূলক টেকসই সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অভিযোজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে প্রকৃত বা সম্ভাব্য জলবায়ু উদ্দীপনায় সাড়া দেয়ার জন্য প্রকৃতিগত বা মানব ব্যবস্থায় সমন্বয় সাধন। যা ক্ষতি লাঘব বা লাভজনক সুবিধাগুলোকে কাজে লাগাতে পারে।^১ বৈশ্বিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতার মধ্যেই এই অভিযোজন ঘটবে। ইতোমধ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত যে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে কম দায়ী দরিদ্রতম ও কম শিল্পায়িত দেশসমূহ কিন্তু আবহ কার্বন নিঃসরণের সবচেয়ে করুণ পরিণতি ভোগ করবে।^২

নানা উৎস থেকে জলবায়ু অভিযোজনের অর্থ আসছে এবং বেশ কিছু ধারায় তা প্রবাহিত হচ্ছে। অভিযোজনের জন্য অর্থ আসছে প্রধানত দাতা দেশগুলোর কাছ থেকে। অপেক্ষাকৃত কম হারে আসছে লোকহিতৈষী ফাউন্ডেশন, উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাজেট এবং বেসরকারি খাত থেকে। এই অর্থ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশন (ইউএনএফসিসিসি), বহুজাতিক ব্যাংক, উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে দ্বিপাক্ষিক দাতা এবং জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের মাধ্যমে ব্যয় করা হচ্ছে।

অনিবার্যভাবে জাতীয় পর্যায়ে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়াস চালিয়ে যাবে। যাতে অবকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনীতির বহুমুখীকরণ এবং জরুরি অবস্থা মোকাবেলার লক্ষ্যে জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে তাদের নাগরিকদের ও অর্থনীতিকে রক্ষা করা যায়। অভিযোজনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্বার্থের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে অর্থ স্থানান্তর এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

একটি পৃথক কাঠামোর অর্থ হচ্ছে যে তাদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা কাঠামোর অধীনে পৃথক তহবিলের কাজকর্ম কার্যতঃ ইউএনএফসিসিসি'র প্রয়াসকে ক্ষুণ্ণ করে। এছাড়া ভিন্ন পরিচালনা ব্যবস্থার কারণে এ অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে কি আসছে কোথা থেকে আসছে এবং কোথায় যাচ্ছে তা আঁচ করা কঠিন। ফলে এই দুর্বল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই স্বচ্ছতার সাথে কাজ করার অঙ্গীকারগুলো পালন করতে হবে কারণ এই অর্থ 'নতুন ও উন্নয়ন সহায়তার অতিরিক্ত।'

সূচনা নিবন্ধে রিচার্ড ক্রেইন বর্ণনা করেছেন ইউএনএফসিসিসি'র তহবিল কিভাবে সঞ্চিত, বন্টন ও ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও অমীমাংসিত শাসন ব্যবস্থার নানা ইস্যু এখনও রয়ে গেছে যেমন অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্র বিবেচনাযোগ্য কাঠামোগত ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা। নিবন্ধে ব্যাপক অর্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণে উন্নত দেশগুলোর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক তহবিলের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য এই অধ্যায় যুক্ত করেছে। এতে প্রশ্ন করা হয়েছে যে এসব চ্যানেলের জন্য দাতা দেশগুলোর অগ্রাধিকারের বিষয়টি ইউএনএফসিসিসি'র জন্য একটি সমান্তরাল কাঠামোর ইঙ্গিত এবং তা এ ব্যবস্থার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে কিনা।

অভিযোজন অর্থায়নে স্বচ্ছতার অভাব, অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য লাভের সীমিত সুযোগ থাকা এবং অভিযোজন ও উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রের জন্য সঠিকভাবে তহবিলের খোঁজ রাখার জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা নিবন্ধনের প্রস্তাব মূল্যায়ন করেছেন আদিল নাজাম। তিনি নতুন ও অতিরিক্ত অর্থের প্রবাহ সত্যিকার অর্থেই এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য অর্থ প্রবাহ পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন অসুবিধা এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রচলিত ব্যয় থেকে গড়পড়তা অভিযোজন সুবিধা লাভের ধরন নির্দিষ্টকরণের জটিলতা তুলে ধরেছেন।

অভিযোজন তহবিল সংক্রান্ত অধ্যায়ে ব্রিটা হোস্টম্যান সুনির্দিষ্ট অভিযোজন প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলোর

অর্থায়নের জন্য সবচেয়ে নতুন ও সুষম মডেলগুলোর অন্যতম মডেলে দুর্নীতির ঝুঁকি বিবেচনা করেছেন। অভিযোজন তহবিলের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে যেমন সরাসরি তহবিল লাভের সুযোগ পেতে জাতীয় বাস্তবায়ন সংস্থাগুলোর সামর্থ্য, জাতীয় পর্যায়ে শাসন ব্যবস্থা সামর্থ্যের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এখানে একই ধরনের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে যা জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপকভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনা করবে।

নতুন প্রতিষ্ঠিত জলবায়ু তহবিলের অর্থায়নে কর্মসূচি ও তার বাস্তবায়ন এক অর্থে নতুন বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই চলমান উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে ‘অভিযোজন’ যুক্ত করতে হবে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে উন্নয়নের বিদ্যমান কয়েকটি ধরনের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। পথ বাতলে দেয়া হয়েছে যেসব ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন দুর্নীতির ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে বা বদলে দিতে পারে।

জেমস লুইস নতুন কাঠামো নির্মাণ ও পুরনো কাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণে বিদ্যমান অনেক দুর্নীতির ঝুঁকির বিষয় তুলে ধরেছেন। তিনি কিছু ঝুঁকির ব্যাপারে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন, যা বৃদ্ধি পেতে পারে। কারণ, বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ নানা প্রকল্পে প্রবাহিত হচ্ছে এবং কারিগরি বিশেষায়িত ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ করা আরো কঠিন। এই অধ্যায়ের সঙ্গে আরো যুক্ত হয়েছে টিআই যুক্তরাজ্য প্রণীত প্রজেক্ট এন্টি-করাপশান সিস্টেম (পিএসিএস) স্ট্যান্ডার্ডস, যা বিশেষ নির্মাণ প্রকল্পগুলোতে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি দুর্নীতি-বিরোধী হাতিয়ার। সেগুনডো রোমেরা ও আইলীন লাউস চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া পরিস্থিতিতে ফিলিপিনের কাঠামোগত প্রস্তুতি গ্রহণের ট্রুটি-বিদ্যুতিগুলো তুলে ধরে বলেছেন, দুর্নীতি হচ্ছে একটি কারণ যার জন্য দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান কর্মসূচিতে কম তহবিল প্রদান করা হচ্ছে।

সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ইনগ্রিড বোয়াস ও রেবেকা ডবসন অভিযোজনকে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি বিশেষ ধরণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তারা অভিবাসী ও তাদের সহায়তা দিতে আগ্রহী সংস্থাগুলোর ঝুঁকিসমূহ তুলে ধরেছেন।

তারা ইউএনএফসিসিসি’র অধীনে একটি বিশেষ গোষ্ঠী হিসেবে জলবায়ু অভিবাসীদের স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের স্থানান্তর ও পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি তহবিল প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছেন। এরপর রয়েছে টিআই কেনিয়ার একটি তথ্যচিত্র যাতে দেখানো হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ও বন ধ্বংস প্রক্রিয়া কিভাবে ব্যাপক মাত্রায় দুর্নীতি ও অভিবাসন ঘটাতে পারে।

অভিবাসন কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে ওয়াটার ইন্টেগ্রিটি নেটওয়ার্ক নজির হিসেবে বাংলাদেশ পরিস্থিতি তুলে ধরেছে। যেখানে পানি কিভাবে অভিযোজন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হতে পারে, দুর্নীতি কিভাবে এড়ানো যেতে পারে এবং পানি সম্পদ সমতার ভিত্তিতে কিভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায়, তা তুলে ধরা হয়েছে।

শেষ পর্বে রোসলিন হীস মানবিক সহায়তা কর্মসূচির দুর্নীতি ঝুঁকি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তারা যে অতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন, তার মূল্যায়ন উপস্থাপন করেছেন। তার মতে ঝুঁকিগুলো নাটকীয়ভাবে বদলে যাবে না বলে অতিরিক্ত চাপের মধ্যে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থায় ইতোমধ্যে বিদ্যমান দুর্নীতি আরো বেড়ে যেতে পারে। সবশেষ নিবন্ধে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতির জন্য প্রস্তুতির ব্যাপারে মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলোর জন্য একগুচ্ছ সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

টিকা

১. মার্টিন এল প্যারী ও অন্যান্য। কন্ট্রিবিউশন অব ওয়ার্কিং গ্রুপ ২ টু দি ফরথ এসেসমেন্ট রিপোর্ট অব দি ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৭)।
২. প্রাগুক্ত।

আমাকে অর্থ দেখাও

অভিযোজন অর্থায়নে সমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

রিচার্ড জে. টি. ক্রেইন^১

“আমরা দেখছি আমাদের সামনে অর্থ দেয়া হচ্ছে। বাইবেলের ভাষায় আমি কি বলতে পারি : মনে হচ্ছে যেন আমাদের লোকজন ও আমাদের ভবিষ্যতের সঙ্গে প্রতারণা করার জন্য আমাদেরকে ৩০টি রৌপ্য মুদ্রা দেয়া হচ্ছে। জনাব সভাপতি, আমাদের ভবিষ্যৎ বিক্রির জন্য নয়।”

কোপেনহেগেনে ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনের শেষ রাতে টুভালুর প্রধান দরকষাকষিকারী আয়ান ফ্রাই তাই বলেছেন। সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন চলাকালে অর্থের ব্যাপারে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। সম্মেলনের আগে জলবায়ু আলোচনার দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষক বেনিটো মুলার ইতোমধ্যে বলেছেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তার ইতিহাস হতাশা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের ধারাবাহিকতা। যা অবিশ্বাসের মাত্রাকে অপ্রত্যাশিত পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে গেছে।^২ কোপেনহেগেন সম্মেলনের সমাপনী পর্যায়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার এই আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য মোটেও সহায়ক নয়।

ব্রাজিল, চীন, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ কয়েকটি দেশের একটি ছোট গ্রুপ ও আমেরিকা আলোচনা করেছে এবং কোপেনহেগেনের চুক্তিতে সম্মত হয়েছে। পরে, অন্যান্য দেশকে স্বচ্ছতা বা বিশেষ বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদান ছাড়াই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে তা অনুমোদন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। টুভালুর মতো যেসব দেশ আপত্তি জানিয়েছে, তাদেরকে বলা হয়েছে যে কোপেনহেগেন সম্মেলনে উল্লেখিত আর্থিক সহায়তা তারা পাবে না।

এই নিবন্ধে অভিযোজন অর্থায়নের ব্যাপারে আলোচনায় অব্যাহতভাবে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য দায়ী অবিশ্বাসের পিছনে বিদ্যমান কিছু কারণ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে ‘সমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার’ ব্যাপারে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোর অবস্থান ও ধারণার মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য রয়েছে। বিদ্যমান অভিযোজন অর্থায়ন ‘ল্যান্ডস্কেপ’ সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করে এই নিবন্ধে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো সনদের অধীনে অভিযোজন অর্থ আহরণ, শাসন ব্যবস্থা, বন্টন ও ব্যবহার করার প্রেক্ষাপটে সমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ধারণাগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এসব ইস্যুতে বিভিন্ন দেশের একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য যে এগুলো আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সূচনা ঘটাতে পারে। তবেই অর্থ কার্যকরভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগানো নিশ্চিত করা যায়।

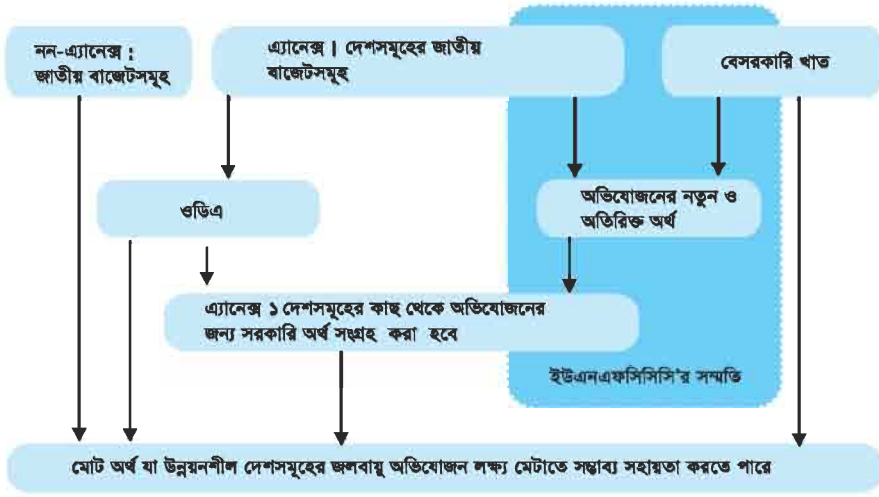
অভিযোজনের জন্য তহবিল: ধনীদের জন্য একটি অস্বস্তিক

মারাকেশ নগরীতে ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশসমূহে অভিযোজন কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদানের জন্য তিনটি তহবিল গঠন করা হয়। সেগুলো হচ্ছে: ইউএনএফসিসিসি’র অধীনে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ তহবিল (এলডিসিএফ) ও বিশেষ জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল (এসসিসিএফ) এবং কয়োটো প্রটোকলের অধীন অভিযোজন তহবিল।

ইউএনএফসিসিসি'র অধীন দু'টি তহবিল ব্যবস্থাপনা করছে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ)। এগুলো উন্নত দেশগুলোর স্বেচ্ছা অবদানের ওপর নির্ভরশীল। জিইএফ অভিযোজনের 'অতিরিক্ত' বা 'বাড়তি' ব্যয় মেটাতে যোগ্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অর্থ প্রদান করে। কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচির মূল ব্যয় গ্রহীতা দেশ, দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক দাতা বা উভয়ে বহন করে।^৩ ২০১০ সালের মে মাসে এই দু'টি তহবিল থেকে অভিযোজনের জন্য ৩১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়েছিল। এলডিসিএফ'র জন্য ২২১ মিলিয়ন ডলার এবং এসসিসিএফ-এর জন্য ৯৪ মিলিয়ন ডলার। অঙ্গীকার অনুযায়ী এলডিসিএফ থেকে ১৩৫ মিলিয়ন ডলার এবং এসসিসিএফ থেকে ৮৫ মিলিয়ন ডলার মিলিয়ে সর্বমোট ২২০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।^৪ এছাড়া, জিইএফ তাদের ট্রাস্টফান্ড ব্যবহার করে স্ট্র্যাটেজিক প্রাইয়োরিটি অন পাইলটিং এ্যান অপারেশনাল এ্যাপ্রোচ টু এডাপটেশন (এসপিএ) প্রতিষ্ঠা এবং ফান্ডে থাকা পুরো ৫০ মিলিয়ন ডলারই বরাদ্দ করেছে।^৫ ২০০৮ সালে জিইএফ কাউন্সিল অভিযোজন কর্মসূচির জন্য ট্রাস্ট ফান্ডের ভবিষ্যৎ ব্যবহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে কনফারেন্স অব পার্টিজ (কপ) থেকে জিইএফ দিক-নির্দেশনা ও এসপিএ'র নিরপেক্ষ মূল্যায়নের সুপারিশগুলো না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে একমত হয়েছিল। জিইএফ-এর পঞ্চম নবায়ন চক্রের (২০১০-২০১৪) অংশ হিসেবে কোন অভিযোজন সহায়তা পরিলক্ষিত হচ্ছে না।^৬

২০০৯ সাল থেকে কার্যকর অভিযোজন তহবিল পরিচালনায় রয়েছে একটি বিশেষ এডাপটেশন ফান্ড বোর্ড (এএফবি)। তবে জিইএফ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছে। এটি ইউএনএফসিসিসি ও কিয়োটো প্রটোকলের অধীন প্রথম অর্থায়ন ব্যবস্থা যে কেবল উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্ত স্বেচ্ছা অবদানের ওপর নির্ভরশীল নয়। এই তহবিল ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম) কর্মসূচির অধীনে প্রকল্প কার্যক্রম আয়ের ২ শতাংশ পাচ্ছে। তবে সুনির্দিষ্ট অভিযোজন প্রকল্প ও কর্মসূচির জন্য অর্থায়নের সুবিধার্থে অন্যান্য উৎস থেকেও তহবিল গ্রহণ করতে পারে। অভিযোজন তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থের প্রকৃত পরিমাণ নির্ভর করে সিডিএম ব্যবহার করার মাত্রা ও কার্বনের মূল্যের ওপর। ২০১০ সালের জুলাই মাসে অভিযোজন তহবিল ১৬০ মিলিয়ন ডলার পেয়েছে, যার মধ্যে ১১২.৫ মিলিয়ন ডলার পাওয়া গেছে সিডিএম কর্মসূচির মাধ্যমে। ২০১০ সালের ৩১ আগস্ট থেকে ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ের জন্য অভিযোজন তহবিলে সম্ভাব্য সম্পদের প্রাক্কলিত পরিমাণ হবে ৩১৭ মিলিয়ন ডলার থেকে ৪৩৪ মিলিয়ন ডলার।^৭

ইউএনএফসিসিসি'র প্রেক্ষাপটে পরিচালনা করার তহবিলের বাইরে অভিযোজনের জন্য অন্যান্য অনেক চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে এবং তা উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ জাতীয়, খাতওয়ারী ও স্থানীয় বাজেট, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহায়তা বা বেসরকারি খাতে প্রবাহ ও বিনিয়োগের মাধ্যমেও হতে পারে। অভিযোজন অর্থায়নের জন্য এই ব্যবস্থা খুবই খণ্ডিত বলে তা কেবল তহবিলের ক্ষেত্রে নয় বরং নীতিমালা, বিধি-বিধান ও প্রক্রিয়াতেই ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটায়।



চিত্র : ৫.১ অভিযোজন অর্থায়ন চ্যানেলগুলোর ধারণা চিত্র

বেশ কিছু দুর্নীতি বিরোধী ও কর্পোরেট দায়িত্বশীল উদ্যোগ রয়েছে, যা অর্থের বেসরকারি প্রবাহের জন্য মান নির্ধারণ করে যেমন ইউএন গ্লোবাল কমপ্যাঙ্ক এবং ইকুয়েটর প্রিন্সিপালস।^৮ দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে আসা অর্থ প্রবাহের ক্ষেত্রে কিছু সংশ্লিষ্ট নীতিমালা রয়েছে যেমন, সহায়তা কার্যকারিতা সংক্রান্ত প্যারিস ঘোষণা ২০০৫। এতে দক্ষতা ও জবাবদিহিতার পদক্ষেপ ও মান এবং দুর্নীতি ও স্বচ্ছতার অভাব দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বিষয়গুলো ২০০৮ সালে আফ্রা এজেন্ডা অব একশন গ্রহণকালে আরো বেশি সুস্পষ্ট করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশ উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ, বরাদ্দ ও সম্ভব হলে ফলাফল সম্পর্কে নিয়মিত, বিস্তারিত ও সময়োচিত তথ্য প্রকাশ করাসহ সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকতর স্বচ্ছতার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল। এছাড়াও জবাবদিহিতা কৌশল জোরদার ও দুর্নীতি মোকাবেলার লক্ষ্যে ২০১০ সালের মধ্যে পারস্পরিক মূল্যায়ন পর্যালোচনা উপস্থাপন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছিল।^৯

ইউএনএফসিসিসি'র ব্যবস্থাপনার বাইরে আর্থিক প্রবাহের জন্য নীতিমালা, বিধি ও প্রক্রিয়ার আতিশয্য তাদের পৃথক ধারায় স্বচ্ছতা আনয়নে অবদান রাখলেও সেগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং কোনোটিই অভিযোজন তহবিলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেনি। তাই, এই অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশে ইউএনএফসিসিসি'র অধীনে (জিইএফ বাস্তবায়নাধীন তহবিল ও অভিযোজন তহবিল) গঠিত বিশেষ অভিযোজন তহবিলের ওপর এবং কোপেনহেগেন চুক্তি ও পরবর্তী কানকুন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত অর্থায়নের বিধিমালার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অভিযোজন অর্থায়নের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনায় সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ইস্যুগুলোর একটি চিত্র ৫.১ টেবিলে তুলে ধরা হয়েছে।

আহরণ	শাসন ব্যবস্থা	বিতরণ	ব্যবহার
সমতা	অভিযোজন তহবিলের দাতাদের মধ্যে সামর্থ্য-বিনিময়, পৃথক দায়িত্ব ও সংশ্লিষ্ট সামর্থ্য সঙ্গেও অভিন্ন নীতির বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া।	উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের সুষম প্রতিনিধিত্ব।	ঝুঁকি ও অন্যান্য ঝুঁকির মাত্রা এবং অন্যান্য জাতীয় নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে দেশভিত্তিক প্রাধান্যতা।
স্বচ্ছতা	বিভিন্ন উৎস থেকে আসা অর্থায়নের স্বচ্ছ প্রবাহ এবং বিভিন্ন কৌশলে আহরিত।	গভর্নিং বডি'র ন্যায়সঙ্গত কার্যবিধি অনুযায়ী স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	স্বচ্ছ পরিচালনগত নীতি ও দিক-নির্দেশনা।
জবাবদিহিতা	নতুন ও অতিরিক্ত অর্থায়নের বিধি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা।	সম্পদ বন্টনে পরিচালনাগত নীতি ও দিক-নির্দেশনা।	অভিযোজন পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের পর্যায় পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা।

সারণি ৫.১ অভিযোজন অর্থায়নে আহরণ, শাসন ব্যবস্থা, সরবরাহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলো পর্যালোচনা

অভিযোজন অর্থায়ন আহরণ

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাঠামোগত সনদের ৪.৪ ধারায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবের শিকার হওয়ার কারণে অভিযোজন ব্যয় মেটানোর জন্য বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা দেয়ার জন্য উন্নত দেশগুলোর অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। ৪.৩ ধারা অনুযায়ী, এই সহায়তা আসবে ‘নতুন ও অতিরিক্ত’ অর্থায়ন হিসেবে, যা হবে সরকারি উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ) প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে উন্নত দেশগুলোর গৃহীত পরিকল্পনার বাইরে।

এই অর্থায়ন সুবিধা দেয়া হবে সুষম সামর্থ্য ভাগাভাগির ভিত্তিতে এবং সকল পক্ষের ‘অভিন্ন হলেও পৃথক দায়িত্ব ও নিজ নিজ সামর্থ্য স্বীকার করে নিয়ে যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে উন্নত দেশসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাবগুলো মোকাবেলার প্রয়াসে নেতৃত্ব দিবে। উন্নয়নশীল দেশসমূহ জলবায়ু অর্থায়নের সিংহভাগ প্রদানের জন্য উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে জাতীয়ভাবে মূল্যায়নকৃত অবদান রাখার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলেছে, যেখানে গ্রিনহাউজ গ্যাস (জিএইচজি) নির্গমনের জন্য তাদের ঐতিহাসিক দায় দায়িত্বের প্রতিফলন ঘটবে। অন্যদিকে, উন্নত দেশগুলো অভিযোজনের জন্য সম্পদ আহরণে বাজারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ করে গ্যাস নির্গমন ভাতা নিলাম করার জন্য একটি প্রাথমিক ভূমিকার উল্লেখ করেছে।^{১০}

জিআইএফ পরিচালিত তহবিল নির্ভর করছে উন্নত দেশসমূহের কাছ থেকে পাওয়া স্বেচ্ছা অবদানের ওপর। এছাড়া, জিআইএফ ট্রাস্ট ফান্ড প্রতি চার বছরে দরকষাকষির মাধ্যমে নতুন করে সাজানো হবে যেখানে দাতাদের দায় দায়িত্ব ও সামর্থ্য বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে। সিডিএম থেকে আসছে ২ শতাংশ অর্থ যা অভিযোজন তহবিলে সম্পদের উৎস এবং এই বিষয়টিকে সিডিএম প্রকল্প বাস্তবায়নকারী উন্নয়নশীল দেশসমূহে আয়োজিত একটি ‘সংহতি কর’ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই দেশগুলো অর্থায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভকারী অন্যান্য দেশের মতো নয়; ভারত ও চীনের দাতা দেশগুলো সিডিএম প্রকল্পের ওপর আরোপিত লেভী (কর) কার্যত অভিযোজন তহবিলের অধীনে অভিযোজন প্রকল্পগুলোর জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে পাঠানো হবে। তাই, অভিযোজন তহবিলে কোন দেশের অবদান রাখা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তাদের ‘দায়িত্বশীলতার’ সঙ্গেই কেবল সম্পৃক্ত নয় বরং সিডিএম প্রকল্প আকৃষ্ট করার জন্য তাদের সামর্থ্যের সঙ্গেও যুক্ত।

কোপেনহেগেন চুক্তি অনুযায়ী একটি গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠিত হয়েছে, যা পরে আরো পরিশীলিত হয়ে কানকুনে কপ ১৬ সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদা মেটানোর জন্য অভিযোজন ও প্রভাব প্রশমন কর্মসূচিতে ভারসাম্য বজায় রেখে বরাদ্দ প্রদানের জন্য ২০২০ সাল নাগাদ বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা। এই চুক্তিতে অভিযোজন ও প্রভাব প্রশমন কর্মসূচির মধ্যে সমান বরাদ্দসহ (কথিত 'দ্রুত সূচনা' অর্থায়নে) ২০১০-২০১২ মেয়াদের জন্য ৩০ বিলিয়ন ডলারের 'নতুন ও অতিরিক্ত' সম্পদ আহরণের জন্য বিধির উল্লেখ করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়নি কোন উৎস থেকে এই অর্থ আসবে বা এ ব্যাপারে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে সরকারি বেসরকারি, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক এবং বিকল্প অর্থায়ন উৎসসহ বিভিন্ন উৎস থেকে এই অর্থ আহরণ করা যেতে পারে। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন প্রতিষ্ঠিত একটি উচ্চপর্যায়ের প্যানেলে এই ইস্যু সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত হবে। এই প্যানেল ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজস্ব আহরণের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে সমীক্ষার জন্য আলাপ আলোচনা শুরু করেছে। এই অর্থ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজন কর্মসূচির জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সহায়তা দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হবে।^{১১} ২০১০ সালে কানকুনে উপস্থাপিত চূড়ান্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার আহরণ করা চ্যালেঞ্জিং হলেও সম্ভব। এতে তহবিল সংগ্রহের বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করছে, যা এখনো পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদেরকেই বাস্তবায়ন করতে হবে।^{১২}

'নতুন ও অতিরিক্ত' অর্থায়নের বিষয়ে অন্তত চারটি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে বলে অর্থ আহরণে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা কঠিন।^{১৩} মোটামুটিভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলো মনে করে যে ১৯৭০ দশকে সম্মত জিএনআই-এর ০.৭ শতাংশের ওডিএ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি প্রদত্ত অর্থই হবে 'নতুন ও অতিরিক্ত' সম্পদ।^{১৪} এইসব লক্ষ্যমাত্রা এখনও অধিকাংশ দেশই পূরণ করেনি বলে 'নতুন ও অতিরিক্ত' অর্থায়ন কিভাবে হিসেবে ধরা হবে তার ভিত্তি রেখা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।^{১৫} যেমন অধিকাংশ উন্নত দেশ নতুন ও অতিরিক্ত সম্পদ বলতে বিদ্যমান আর্থিক প্রবাহের বাইরের সম্পদকে বিবেচনা করলেও তারা ওডিএ-কে এসব সম্পদের সম্ভাব্য উপাদান হিসেবে গণ্য করে।

উন্নত দেশসমূহ তাদের দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আর্থিক অবদানের বিষয়গুলোকে তাদের জাতীয় যোগাযোগের মাধ্যমে ইউএনএফসিসিসি সচিবালয়কে অবহিত করে।^{১৬} এসব রিপোর্টের গুণগত মান মিশ্র প্রকৃতির এবং এমন কোনো অভিন্ন মান নেই যার মাধ্যমে কোনো সম্পদ বিশেষভাবে জলবায়ু পরিবর্তন খাতের জন্য প্রদত্ত হয়েছে বা কোনটি 'নতুন ও অতিরিক্ত' তহবিল তা নির্ধারণ করা কঠিন।^{১৭} একই সময়ে এসব অবদানের বিষয়টিকে ওডিএ হিসেবে উল্লেখ করে অরগানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্টস ডেভেলপমেন্টস এ্যাসিস্ট্যান্স কমিটি'র (ওইসিডি-ডিএসি) কাছে রিপোর্টে প্রদান করে যা অনুরূপভাবে উন্নয়ন সহায়তা থেকে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলকে পৃথক করে দেয়ার জন্য অস্পষ্ট ও তুলনায়োগ্য নয়।^{১৮} সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা না থাকায় অভিযোজন অর্থায়ন এবং উন্নয়ন সহায়তা উভয় খাতের বলে একই অর্থ দু'বার গণনা করার সম্ভাবনা রোধ করা কঠিন। জিইএফ পরিচালিত যথার্থ ওভারঅল পারফরমেন্স স্টাডি অনুযায়ী, জিইএফ কে প্রদত্ত অবদানের ৭৭ শতাংশ ওডিএ হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। তবে, সম্প্রতি বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে ওইসিডি/ডিএসি রিপোর্টিংয়ের উদ্দেশ্যে জিইএফ অবদানের জন্য ওডিএ বরাদ্দের শতকরা হার ৯৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর যদি 'নতুন ও অতিরিক্ত' অবদানের অর্থ এই হয় যে তা হবে নিয়মিত ওডিএ'র বাইরের অবদান তাহলে এই ধরনের অবদান হিসেবে কেবল বর্তমান তহবিলের ৪ শতাংশকেই বিবেচনা করা যাবে।^{১৯}

কোপেনহেগেন চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, উন্নত দেশসমূহের দেয়া অর্থ প্রবাহ বিদ্যমান ও কনফারেন্স অব পার্টিজ (কপ) সম্মেলনে পরবর্তীকালে গৃহীত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পরিমাপ, প্রতিবেদন তৈরি ও যাচাই করা

হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে এই ধরনের লক্ষ্যমাত্রার হিসাব রক্ষণ হবে খুবই কষ্টসাধ্য, বিপুল ও স্বচ্ছ। প্রকৃতপক্ষে এই কাজটি কিভাবে করা হবে তা এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। এই অস্পষ্টতা উন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী কি করা হবে তার কৌশল নির্ধারণ করেছে। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে দেখা গেছে যে যুক্তরাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত স্বচ্ছ তহবিলের জন্য কোপেনহেগেন অঙ্গীকার অনুযায়ী ১.৫ বিলিয়ন ইউরো প্রায় ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।^{২০} বিদ্যমান বৈদেশিক সহায়তা কর্মসূচি থেকে আবার দিতে হচ্ছে। এই তথ্য প্রকাশের ফলে সরকারের বারবার দেয়া অঙ্গীকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হয়েছে যে এই ধরনের জলবায়ু সহায়তা বিদ্যমান বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।^{২১} কেবল অর্থই পুণঃবরাদ্দ প্রদান করা হবে তাই নয় বরং অঙ্গীকারের অধিকাংশ বিষয়ে ইতোমধ্যে বিদ্যমান অঙ্গীকারগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বরাদ্দ হিসেবে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও ওডিএ হিসেবে গণনা করার কারণে কার্যত তা যুক্তরাজ্যের অবদান দু'বার গণনায় সামিল হবে।^{২২}

জলবায়ু অর্থায়নের তহবিল আহরণে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির প্রয়াসে ডাচ সরকার দ্রুত-সূচনা তহবিল হিসেবে অঙ্গীকারকৃত অর্থের রেকর্ড রাখার জন্য একটি ওয়েবসাইট খুলেছে।^{২৩} এই ওয়েবসাইটের লক্ষ্য হচ্ছে দ্রুত-সূচনা জলবায়ু অর্থায়নের পরিমাণ, প্রবাহ ও ব্যবহার সম্পর্কে স্বচ্ছতা বজায় রাখার পাশাপাশি সরবরাহ ও প্রভাব সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টি করা। এটি তহবিলের অর্থের লেনদেনের খোঁজ রাখার জন্য একটি কার্যকর উপায় হিসেবে কাজ করলেও অন্যান্য আর্থিক লেনদেন তদারকির কৌশলের অনুরূপ কিছু শর্তের ওপর নির্ভরশীল থাকতেই হচ্ছে।^{২৪}

অভিযোজন অর্থায়নের শাসন ব্যবস্থা

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাঠামোগত সনদের ২ ধারায় বলা হয়েছে যে আর্থিক কৌশলে শাসন ব্যবস্থার একটি স্বচ্ছ পদ্ধতির অধীনে সকল পক্ষের একটি সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। যেমন, তহবিল ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পৃক্ততা এবং ইউএনএফসিসিসি'র অধীনে কনফারেন্স অব পার্টিজ (কপ)-এর কাছে তাদের জবাবদিহিতার পর্যায় তারা এসব মান যথাযথভাবে বজায় রাখছে এমনটি নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

জিইএফ ব্যবস্থাপনার অধীন তহবিল এবং অভিযোজন তহবিল উভয়ই কপ ব্যবস্থাপনার কাছে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় জবাবদিহিমূলক থাকবে। অভিযোজন তহবিল বিশেষ করে কপের কর্তৃত্বের অধীন বলে বিবেচিত এবং যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে কিয়োটো প্রটোকলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মিটিং অব পার্টি'স (এমওপি) হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কনফারেন্স অব পার্টিজ নির্বাহী সংস্থার সদস্য নির্বাচন এবং বিধি-বিধান ও দিক-নির্দেশনা অনুমোদনের কর্তৃত্ব করবে।^{২৫} এই ব্যবস্থাটিকে অভিযোজন তহবিলের ওপর আস্থা প্রতিষ্ঠার উপায় এবং ইউএনএফসিসিসি'র^{২৬} অধীনে একটি পরিচালনাকারী সংস্থা হিসেবে জিইএফ-এর সাফল্যের ব্যাপারে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অসন্তোষের ক্ষেত্রে সাড়াদানের উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হবে, যা দুর্বল ভাষায় প্রণীত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে 'জবাবদিহিতায় সীমিত উপায়' নিয়ে কাজ করছে।^{২৭}

এলডিসিএফ ও এসসিসিএফ পরিচালনায় রয়েছে জিইএফ পরিষদের সদস্যরা। এই পরিষদ তহবিলে অবদান রেখেছে এবং এলডিসিএফ/এসসিসিএফ পরিষদ গঠন করেছে।^{২৮} এই সদস্য পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ৩২টি আসন (উন্নয়নশীল দেশগুলোর ১৬টি আসন, উন্নত দেশগুলোর ১৪টি আসন এবং উত্তরণশীল দেশগুলোর পক্ষে দু'টি আসন রয়েছে। সাধারণত ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে, যদি ঐকমত্য না হয় সেক্ষেত্রে দ্বি-মুখী সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে যেমন, পরিষদ সদস্যদের ৬০ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং তহবিলে মোট অবদানের ৬০ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ

প্রতিনিধিত্বকারীদের ইয়া-সূচক ভোট প্রদানের মাধ্যমে।^{২৯} এসব তহবিলে প্রত্যেক দেশের অবদানের প্রতিফলন ঘটতে ভোট সংখ্যা পরিবর্তন করা হয়েছে।^{৩০} পরে সংশোধিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়টি গ্রহীতাদের নয় বরং দাতাদের পক্ষে যাচ্ছে। যা 'সমতা ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের' ধারণাকে জিইএফ-এর ওপর উন্নয়নশীল দেশসমূহের আস্থাকে ক্ষুণ্ণ করছে।

অভিযোজন তহবিল ব্যবস্থাপনায় রয়েছে অভিযোজন তহবিল পরিষদ। এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৬; উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে ১০ সদস্য এবং উন্নত দেশগুলো থেকে ৬ সদস্য। ফলে এই পরিষদে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। কার্যবিধিতে বলা হয়েছে যে সম্ভব হলে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ঐকমত্যে পৌছার প্রয়াস ব্যর্থ হলে এবং কোন সিদ্ধান্ত না হলে সভায় উপস্থিত সদস্যদের এক সদস্য এক ভোট অধিকার প্রয়োগের ভিত্তিতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদনে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। কার্যবিধিতে গোপনীয়তা ও স্বার্থের সংঘাত বিষয়ে একটি ধারা রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে 'অভিযোজন তহবিল' উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রকৃত মালিকানার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।^{৩১}

এই তিনটি তহবিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঐকমত্যের ওপর গুরুত্ব আরোপের অর্থ হচ্ছে যে কখনও আসনভিত্তিক ভোট গ্রহণ করা হয়নি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে যে কার্যত ঐকমত্যভিত্তিক প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সাধারণভাবেই দুর্বলতর আসনগুলোর নিয়ন্ত্রণের বাইরে শক্তিশালী দেশগুলোর (উত্তর/দক্ষিণ বিভাজন নির্বিশেষে) প্রতিনিধিদের 'পিছনের কক্ষের চুক্তি' করার সন্দেহের বাইরে নয়।^{৩২} এছাড়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়ে গেলে এই ধরনের অন্যান্য প্রভাব চিহ্নিত করা যায় না যখন সভার সভাপতি সম্মুখ হয়ে যান যে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোন বিরোধিতা নেই এবং কার্যত অনাপত্তির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।^{৩৩} এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রভাব প্রশমনের জন্য তহবিল বরাদ্দ করার লক্ষ্যে জিইএফ এর অত্যন্ত বিতর্কিত রিসোর্স এলোকেশন ফ্রেমওয়ার্ক গঠনকালে কোন ভোট গ্রহণ করা হয়নি।^{৩৪} নিঃসন্দেহে এটি কপের অনুমোদন ছাড়াই তহবিল প্রদানকারীদের জোর করে চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত যে জিইএফ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ।^{৩৫}

কোপেনহেগেন চুক্তির অধীনে অভিযোজনের জন্য বহুপাক্ষিক অর্থায়নের শাসন ব্যবস্থা উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সমান প্রতিনিধিত্বের জন্য একটি শাসন ব্যবস্থা কাঠামোসহ কার্যকর ও সক্ষম অর্থায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। অভিযোজন তহবিলের মাধ্যমে অর্থের প্রবাহের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি বলে তা অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য উদ্বেগ বৃদ্ধি করেছে। তারা মনে করছে এই বিষয়টি অভিযোজন তহবিলের জন্য সবচেয়ে সুসম পথ হবে। চুক্তির অধীনে অঙ্গীকার করা দ্রুত-সূচনা ফান্ডের জন্য সম্ভাব্য চ্যানেলগুলোর অন্যতম হচ্ছে বিশ্বব্যাংক জলবায়ু বিনিয়োগ ফান্ড (সিআইএফ) যে সম্পূর্ণরূপে ইউএনএফসিসিসি প্রক্রিয়ার বাইরে। (এবং সে কারণেই জবাবদিহিরও বাইরে)। এটি হচ্ছে একটি প্রস্তাব যা অনেক দাতা দেশের পছন্দ। তাদের অনেকেই আরো দীর্ঘমেয়াদী কোপেনহেগেন গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড ব্যবস্থাপনায় সিআইএফ'র জন্য একটি ভূমিকা রাখার পক্ষে।^{৩৬}

কানকুনে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড পরিচালনায় থাকার ২৪ সদস্যের একটি পরিষদ যেখানে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোর সমানসংখ্যক সদস্য থাকবে এবং আঞ্চলিক গ্রুপগুলোকে বিবেচনায় নেয়া হবে। বিশ্বব্যাংককে অন্তর্ভুক্তি মেয়াদের জন্য ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যে তিন বছর পর পর পর্যালোচনা করা হবে। তহবিলের ব্যাপারে খুঁটিনাটি বিবরণ না থাকার বিষয়টি বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো তহবিলের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, কার্যবিধি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ তহবিলের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি অন্তর্বর্তী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পরিচালনা পরিষদে সমান প্রতিনিধিত্ব থাকায় কমিটিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোরও সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। ফলে তহবিলের পরিকল্পনা উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনুকূল হতে পারে।

অভিযোজন অর্থায়নের প্রবাহ

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাঠামোগত সনদের ধারা ৪.৪ (উপরে উল্লেখিত)-এ অভিযোজন অর্থায়ন লাভের যোগ্য বলে দেশগুলোর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে; উন্নয়নশীল দেশসমূহ যারা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবের কারণে 'বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ'।

'বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ' এই শব্দগুচ্ছের ব্যবহার যথেষ্ট বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। 'বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ' বলতে কি বুঝায় এবং এই ক্যাটাগরিতে কোন কোন দেশ পড়বে সে বিষয়ে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে সেই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। ইউএনএফসিসিসি'র ভূমিকায় একটি আংশিক জবাব রয়েছে যেখানে স্বীকার করা হয়েছে যে নিম্নাঞ্চল ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্বীপ দেশ, নিম্নাঞ্চল বিশিষ্ট উপকূলীয় দেশ, উষ্ণ ও আধা-উষ্ণ এলাকা বা বন্যা, খরা ও মরুকরণ প্রবণ এলাকা এবং নাজুক পার্বত্য প্রতিবেশ ব্যবস্থা রয়েছে এমন উন্নয়নশীল দেশ যেগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবের কারণে বিশেষভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন।^{৩৭}

কোপেনহেগেন চুক্তির লক্ষ্য আলোচনার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদানকারী ২০০৭ সালের বালি কর্মপরিকল্পনা আরো বেশি রক্ষণশীল। এতে কেবল উল্লেখ করা হয়েছিল স্বল্পোন্নত দেশসমূহ ও ক্ষুদ্র দ্বীপের উন্নয়নশীল দেশসমূহ এবং পরে বিবেচনায় নেয়া হবে খরা, মরুকরণ ও বন্যাপ্রবণ আফ্রিকার দেশসমূহ।^{৩৮} ২০০৯ সালে কোপেনহেগেনে কপ সম্মেলনকালে প্রস্ততকৃত আলোচনার বিষয়বস্তুতে এটিকে আরো জটিল করে বলা হয়েছে যে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ লোকজন, গ্রুপ বা জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দরিদ্র, নারী, শিশু, প্রবীণ, আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও যারা প্রতিবন্ধী তাদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়া হবে বা দিতে হবে।

এলডিসিএফ, এসসিসিএফ ও অভিযোজন তহবিলের জন্য অর্থ বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এলডিসিএফ/এসসিসিএফ কাউন্সিল এবং অভিযোজন তহবিল পরিষদে। আর সে কারণেই বিষয়টি উপরে উল্লেখিত শাসন ব্যবস্থা সীমাবদ্ধতার ওপর নির্ভরশীল। এই বিষয়গুলোকে সুসম, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় আনার লক্ষ্যে সম্মত, বাস্তবিক ও পরিমাপযোগ্য ধরনভিত্তিক যাচাইয়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।^{৩৯}

অভিযোজন তহবিলের অর্থ বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে কিছু নীতি অনুসরণ করা হয়। যেমন, ঝুঁকির মাত্রা, জরুরি হওয়া মাত্রা ও বিলম্বের কারণে উদ্ভূত ঝুঁকি এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও সুসমভাবে তহবিলের অর্থ লাভের বিষয়টি নিশ্চিত করা।^{৪০} তারপরও যা অমীমাংসিত থেকে যায় সেটি হচ্ছে কিভাবে 'ঝুঁকির' ও 'জরুরি' পরিস্থিতির মাত্রা নির্ধারণ করা হবে এবং সীমিত সম্পদের মধ্য থেকে অর্থায়নের জন্য প্রকল্পগুলোর অগ্রাধিকার প্রদান নিশ্চিত করা যাবে।

এই দ্বন্দ্বের ফলে অভিযোজন তহবিলের জন্য অগ্রাধিকার পাবে কোন কোন দেশ সেই ঐকমত্যে পৌছা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কিছু কিছু দেশ 'একটি ঝুঁকি সূচক' তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছে এই ধারণার ভিত্তিতে যে এই ধরনের একটি সূচক এই প্রশ্নের একটি বস্তুনিষ্ঠ জবাব দিতে পারবে। ক্রেইন মনে করেন যে একটি ঝুঁকি সূচক এই দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটাবে না। কারণ, 'ঝুঁকির মাত্রা' পরিমাপযোগ্য ও গণনা করার মতো নয়, যা বস্তুনিষ্ঠভাবে নিরূপণ করা সম্ভব।^{৪১} প্রকৃত পক্ষে, প্রভাব প্রশমনের জন্য সম্পদ বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দিকনির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে এই ধরনের সূচক ব্যবহারের অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্টদের রয়েছে। জিইএফ এর অধীন সাবেক রিসোর্স এলোকেশন ফ্রেমওয়ার্ক রাজনৈতিক ইস্যুর ব্যাপারে বাস্তবসম্মত ও স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে দু'টি সূচক যুক্ত করে নিয়েছিল। তবে, ফ্রেমওয়ার্কের ব্যাপারে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে। ২০০৫ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত জিইএফ পরিষদের ২৫তম সভায় রিসোর্স এলোকেশন ফ্রেমওয়ার্কের প্রস্তাব সম্পর্কে বিভিন্ন দেশ জোরালো আপত্তি উত্থাপন করে। অন্যান্য বিষয়ের

মধ্যে তারা উল্লেখ করে যে আমরা প্রশ্নবিদ্ধ ধরণ নির্ধারণের ভিত্তিতে অস্বচ্ছ মূল্যায়নের মাধ্যমে গ্রহীতা দেশগুলোর অবস্থান ও ধরণ নির্ধারণের বিরোধিতা করছি। জিইএফ সম্পদ এই ধরনের একটি ভিত্তির ওপর আগাম বরাদ্দ দেয়া যাবে না।^{৪২} ঝুঁকি সূচক বিবেচনার বিষয়টিকে সাদরে গ্রহণ করা হবে কিনা তা অস্পষ্টই রয়ে গেছে।

অভিযোজন অর্থায়নের ব্যবহার

যেহেতু এসব দেশের মধ্যে সম্পদ লাভের অগ্রাধিকার বিষয়টি এসব দেশের ঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে। তাই দেশগুলোর মধ্যকার অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণও হবে দেশভিত্তিক অর্থাৎ এসব দেশ নিজেরাই তাদের ধরণ নির্ধারণ করবে। এসব ধরণ একটি স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। ইউএনএফসিসিসি ইতোমধ্যে জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দেশভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ধারণের জন্য কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবের পর্যায় বা মাত্রা অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশসমূহ অগ্রাধিকারমূলক অভিযোজন কর্মসূচি গ্রহণ করার সময় অভিযোজন সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য দারিদ্র্য হ্রাস এবং অন্যান্য বহুমুখী পরিবেশগত চুক্তি ও ব্যয় সাশ্রয়ী ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটানোর বিষয়টি বিবেচনা করবে।^{৪৩}

নিশ্চিত করতে হবে যে অভিযোজন অর্থায়ন প্রদান করা হলে তা যেন কাজিফত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হয় এবং লাভজনক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। একই সময়ে অভিযোজনের ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের বিষয়টি উঠে আসে। প্রভাব প্রশমন কর্মসূচির সাফল্য নিরূপণ করার বিষয়টিও বিতর্কের বাইরে নয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে কার্বন ডাই অক্সাইডের অনুরূপ যৌগের তুলনামূলক পরিমাপের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। অন্যদিকে, অভিযোজন পরিমাপের জন্য কোনো অভিন্ন পরিমাপক নেই। তাই, স্বচ্ছতা জোরদার ও সংঘাত এড়ানোর জন্য অভিযোজনের ক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে চিহ্নিত সূচকগুলোর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।^{৪৪} অভিযোজন সামর্থ্য পরিমাপক এবং ফলাফলমুখী ও প্রক্রিয়ামুখী উভয় ধরণের অভিযোজন কর্মসূচিসহ বেশ কিছু বিষয়ে সূচক নির্ধারণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।^{৪৫} এসব সূচক কিভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং পরিমাপের ভিত্তি কিভাবে প্রণয়ন করা হবে তা এসব পদক্ষেপের কার্যকারিতার ওপর ব্যাপক প্রভাব রাখবে।^{৪৬}

জিইএফ একটি ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলেছে যা কর্মসূচি পর্যায়ে অর্থায়নের ক্ষেত্রগুলোর পর্যায়ে এবং প্রকল্প পর্যায়ে এলডিসিএফ ও এসসিসিএফ কর্মসূচি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রদান করে। এই কাঠামো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবের ঝুঁকি হ্রাস এবং সহিষ্ণুতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রক্রিয়া ও ফলাফল ভিত্তিক সূচকগুলো সন্নিবেশিত করবে।^{৪৭} অভিযোজন তহবিল তাদের অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে কৌশলগত লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারের বিষয়গুলোকে যুক্ত করার জন্য একটি ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলছে।^{৪৮} কোপেনহেগেন চুক্তি অভিযোজন অর্থায়নের জন্য জবাবদিহিতার উল্লেখ করেনি। তারা তহবিলের অর্থ লাভের জন্য স্বচ্ছতা ভিত্তিক বাস্তবায়নকে একটি পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করবে। এছাড়া, গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ডের নতুন ট্রানজিশনাল কমিটি আর্থিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, তহবিলের অর্থে পরিচালিত কর্মসূচির সাফল্য মূল্যায়ন, করার কৌশল, পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং তহবিলের কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আর্থিক দায়িত্ব পালনের মনে তদারকি সম্পর্কে কপ-এর কাছে সুপারিশ পেশ করবে।

ফলাফলমুখী কাঠামো উন্নয়ন সহায়তা সংক্রান্ত প্রভাব মূল্যায়নে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হিসেবে দীর্ঘদিন

ধরে বিবেচিত হয়ে এলেও এগুলো প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। এসব ক্ষেত্রে নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহারের প্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, প্রকল্প উন্নয়নকারীদের মধ্যে প্রকল্প থেকে বেশি লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে যেখান থেকে অগ্রগতি পরিমাপ করা হয় সেই ভিত্তি রেখা বদলে দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়।^{৪৯} এই ধরনের জালিয়াতি আরো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন অভিযোজন কর্মসূচির পরিমাপের সূচকগুলো প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়, ভিত্তি রেখা হয় পরিবর্তনশীল ও উদ্দেশ্যমূলক এবং অভিযোজন পদক্ষেপসমূহের প্রভাবগুলো দীর্ঘ, মধ্য বা স্বল্প মেয়াদে অনুভব করার মতো পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে।^{৫০}

পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে?

অভিযোজন অর্থায়ন এখন পর্যন্ত মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারে বিবেচনা করা হলেও অচিরেই তা বিলিয়ন ডলারের অংকে পৌঁছে যাবে। এতে অর্থ আহরণ, প্রদান ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার গুরুত্ব ফুটে ওঠেছে। বিশেষ করে অভিযোজন তহবিলের ক্ষেত্রে ইউএনএফসিসিসি'র নির্ধারিত মান কোন দেশের মালিকানার উচ্চতর মাত্রা সমর্থন, অপেক্ষাকৃত কম শর্ত আরোপ করে এবং অন্যান্য চ্যানেলের মাধ্যমে প্রদত্ত অভিযোজন অর্থায়নের তুলনায় আরো বেশি সুষম সম্পদ বণ্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরাসরি তহবিলের অর্থ লাভের জন্য সুযোগ প্রদান করে। উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো বিরাজ করা সত্ত্বেও এগুলো বাস্তবায়ন করার চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

অভিযোজনের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থায়ন বৃদ্ধির অঙ্গীকার হচ্ছে কোপেনহেগেন ও কানকুন সম্মেলনের ফসল। গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠন ও কার্যকর করার জন্য সময় লাগবে। তবে কোপেনহেগেন চুক্তিতে উল্লেখিত দ্রুত-সূচনা অভিযোজন অর্থায়নের ব্যবস্থাপনা অর্থায়নের ভবিষ্যত ব্যবস্থার জন্য গতি সৃষ্টি করতে পারে। আর এই অর্থ যদি কেবলমাত্র বা প্রাথমিকভাবে সরকারি উন্নয়ন সহায়তা এবং বিশ্বব্যাংকের মতো বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রদান করা হয়, তাহলে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অবিশ্বাসে আরো ইন্ধন জোগাতে পারে। অভিযোজন অর্থায়নের জন্য যে কোনো ভবিষ্যত প্রকল্পে চাহিদা, সামর্থ ও দায়িত্বশীলতা এবং সকল দেশের অনুমোদিত জবাবদিহিতার ব্যবস্থার ভিত্তিতে দায় ও সুযোগ-সুবিধার একটি সুষম ও স্বচ্ছ বণ্টনসহ সুশাসন নিশ্চিত ও প্রকাশ ঘটতে হবে।

টিকা

১. রিচার্ড ক্রেইন, স্টকহোম এনভায়রনমেন্ট ইনস্টিটিউটে (এসইআই) সিনিয়র রিসার্চ ফেলো এবং লিংকোপিং ইউনিভার্সিটিতে সেন্টার ফর ক্লাইমেট সায়েন্স এন্ড পলিসি রিসার্চ-এ সম্পৃক্ত অধ্যাপক হিসাবে কাজ করছেন।
২. দেখুন www.oxfordenergy.org/comments.php.
৩. আরো তথ্যের জন্য দেখুন <http://thegef.org/gef/adaptation>.
৪. জিইএফ, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তহবিলের স্ট্যাটাস রিপোর্ট ও বিশেষ জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল (ওয়াশিংটন, ডিসি: জিইএফ, ২০১০)।
৫. জিইএফ, 'রিপোর্ট অন দি কমপ্লিশন অব দি স্ট্র্যাটেজিক প্রাইওরিটি অন এডাপটেশন' (ওয়াশিংটন, ডিসি: জিইএফ, ২০০৮)
৬. আরো তথ্যের জন্য দেখুন <http://thegef.org/gef/replenishment>.
৭. এডাপটেশন ফান্ড, ফিন্যান্সিয়াল স্টেটাস অব দি এডাপটেশন ফান্ড ট্রাস্ট ফান্ড (ওয়াশিংটন, ডিসি: এডাপটেশন ফান্ড, আগস্ট ২০১০)।

৮. দেখুন www.unglobalcompact.org and www.equator-principles.com/principles.shtml.
৯. দেখুন www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC/html.
১০. পার্সন ও অন্যান্য (২০০৯), পৃষ্ঠা ২৫।
১১. আরো তথ্যের জন্য দেখুন www.un.org/wcm/content/site/climatechange/pages/financeadvisorygroup.
১২. মহাসচিবের উচ্চ পর্যায়ের অ্যাডভাইজরি গ্রুপের জলবায়ু পরিবর্তন অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন, দেখুন http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/documents/AGF_reports/AGF%20Report.pdf.
১৩. জেসিকা ব্রাউন ও অন্যান্য, ক্লাইমেট এডিশনালিটি: এমার্জিং ডেফিনিশনস এন্ড দেয়ার ইমপ্লিকেশনস, জলবায়ু অর্থনীতি, ব্রিফ নং- ২ (বার্লিন ও লন্ডন: হেনরিজ বোল স্টিফটাং এন্ড ওভারসিস ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট [ওডিআই], ২০১০)।
১৪. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ প্রস্তাব ২৬২৬, (২৫), ১৯৭০, প্যারামাফ ৪৩।
১৫. মার্টিন স্টেডেলম্যান ও অন্যান্য, বেজলাইন ফর ট্রাস্ট: ডিফাইনিং “নিউ এন্ড এডিশনাল” ক্লাইমেট ফান্ডিং (লন্ডন: ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট [আইআইডি], ২০১০)।
১৬. জাতীয় যোগাযোগ প্রকৃতির নির্দেশনা অনুযায়ী উন্নত দেশগুলো ৪ দশমিক ৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রদেয় ‘নতুন ও অতিরিক্ত’ অর্থ-সম্পদের এবং দ্বিপক্ষীয় আঞ্চলিক ও বহুপক্ষীয় চ্যানেলের মাধ্যমে সম্মেলন বাস্তবায়ন সম্পর্কিত যেকোন সম্পদ বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করে। (রিপোর্টিং ও পর্যালোচনা সংক্রান্ত ইউএনএফসিসিসি নির্দেশনা, দেখুন <http://unfccc.int/resource/docs/cop5/07.pdf>).
১৭. ক্লারি ব্রেইডেনিক ও ড্যানিয়েল বোদানস্কি, ম্যাসারিং, রিপোর্টিং এন্ড ভ্যারিফিকেশন ইন এ পোস্ট-২০১২ ক্লাইমেট এগ্রিমেন্ট (আর্লিংটন, ভিএ: পিউ সেন্টার অন গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ, ২০০৯), পৃষ্ঠা ১৬।
১৮. দেখুন আদিল নাজাম, এই ভলিউমের ৫.১.২ অনুচ্ছেদ।
১৯. জিইএফ, প্রগ্রেস টুওয়ার্ড ইমপ্যাক্ট: ফরথ ওভারঅল পারফরমেন্স স্টাডি অব দি জিইএফ (ওয়াশিংটন, ডিসি: জিইএফ, ২০১০)।
২০. ডেভিড এ্যাডাম, ক্লাইমেট ফান্ড “রিসাইকেলড” ফ্রম একজিস্টিং এইড বাজেট, ইউকে গভর্নমেন্ট এডমিনিস্ট্রেশন (যুক্তরাজ্য), ২৯ জানুয়ারি ২০১০।
২১. প্রাপ্ত।
২২. প্রাপ্ত।
২৩. দেখুন www.faststartfinance.org ও গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), ‘ইউএন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ফর ট্র্যাকিং ক্লাইমেট এইড’, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১০।
২৪. দেখুন আদিল নাজাম, এই ভলিউমের ৫.১.২ অধ্যায়।
২৫. বেনিটো মুলার, ‘আমরা কি অথোরিটি অব দি কপ’? (অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইন্সটিটিউট ফর এনার্জি স্টাডিজ [ওআইইএস], নভেম্বর ২০০৯)।
২৬. প্রাপ্ত; রিচার্ড ক্লেইন ও অ্যান্টো মোহনার, ‘গভর্নেন্স লিমিটস টু ইফেক্টিভ গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল সাপোর্ট ফর এডাপশন’, ডব্লিউ নেইল এডগার ও অন্যান্য (সম্পাদিত), এডাপ্টিং টু ক্লাইমেট চেঞ্জ: প্রিশোল্ডস, ভ্যালুস, গভর্নেন্স (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৯), পৃষ্ঠা ৪৬৫-৪৭৫।
২৭. অ্যাথেনা ব্যালেসটেরস ও অন্যান্য, পাওয়ার, রিসপন্সিবিলিটি, এন্ড একাউন্টাবিলিটি: রি-থিংকিং দি লেজিটিমিসি অব ইন্সটিটিউশনাল ফর ক্লাইমেট ফাইন্যান্স, ওয়ার্কিং পেপার (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইন্সটিটিউট [ডব্লিউআরআই], ২০০৯)।
২৮. জিইএফ, ‘গভর্নেন্স অব ক্লাইমেট চেঞ্জ ফান্ডস’ (ওয়াশিংটন, ডিসি: জিইএফ, আগস্ট ২০০৬)।
২৯. প্রাপ্ত।
৩০. ব্যালেসটেরস ও অন্যান্য (২০০৯), পৃষ্ঠা ১৯।

৩১. জ্যঁ সিডারথেন, চেয়ারম্যান, এডাপটেশন বোর্ড, অক্টোবর ২০০৯, দেখুন www.climate-l.org.
৩২. বেনিটো মুলার, 'নাইরোবি ২০০৬: ট্রাস্ট এন্ড দি ফিউচার অব এডাপটেশন ফান্ডিং' (অক্সফোর্ড: ওআইইসি, জানুয়ারি ২০০৭), পৃষ্ঠা ৫।
৩৩. ব্যালেসটরেন্স ও অন্যান্য (২০০৯)।
৩৪. মুলার (জানুয়ারি ২০০৭), পৃষ্ঠা-৫।
৩৫. ব্যালেসটরেন্স ও অন্যান্য (২০০৯), পৃষ্ঠা ২৪।
৩৬. ইউরোপিয়ান নেটওয়ার্ক অন ডেবট ও ডেভেলপমেন্ট (ইউরোদাদ), 'হোওয়াই দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইজ ইল ফিটেট ফর ক্লাইমেট ফিন্যান্স: কি প্রিন্সিপ্যালস এন্ড রিকমেন্ডেশনস ফর ইকুইটেবল ক্লাইমেট ফিন্যান্স গভর্নেন্স' (ব্রাসেলস্: ইউরোদাদ, এপ্রিল ২০১০)। আরো দেখুন রেবেকা ডবসন, এই ভলিউমের ৫.১.১ অধ্যায়।
৩৭. দেখুন www.un-documents.net/unfccc.htm.
৩৮. দেখুন বালি অ্যাকশন প্ল্যান, at http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali-action/pdf.
৩৯. পারসন ও অন্যান্য (২০০৯), পৃষ্ঠা ৩।
৪০. এডাপটেশন ফান্ড, 'ইনিশিয়াল ফান্ডিং প্রায়োরটিস', (বন: এডাপটেশন ফান্ড, নভেম্বর ২০০৯)।
৪১. ক্লেইন ও মোহনার (২০০৯)।
৪২. এনেক্স এ (আনটাইটেড) অব জয়েন্ট সামারি অব দি চেয়ারস্, ১ জুলাই ২০০৫ (সংশোধিত), জিইএফ কাউন্সিল মিটিং, ওয়াশিংটন, ডিসি, ৩-৮ জুন ২০০৫। পৃষ্ঠা ১৯।
৪৩. ইউএনএফসিসিসি সিদ্ধান্ত ২৮/সিপি.৭, 'গাইডলাইন্স ফর দি প্রিপারেশন অব ন্যাশনাল এডাপটেশন প্রোগ্রামস অব অ্যাকশন'।
৪৪. মেরিলিন ম্যাককিনজি হেডগার ও অন্যান্য, 'ইভালুয়েটিং ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপটেশন ফ্রম এ ডেভেলপমেন্ট পারসপেকটিভ', (ব্রাইটন: আইডিএস, নভেম্বর ২০০৮)।
৪৫. ইউএনএফসিসিসি, অভিযোজন প্রকল্প, নীতি, নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কিত প্রতিবেদন, সম্পূর্ণ প্রকল্প, নীতি ও কর্মসূচির কার্যকারিতা ও মূল্য এবং শিক্ষা অনুশীলন, ব্যবধান ও প্রয়োজনীয়তা পর্যবেক্ষণ, (নিউ ইয়র্ক: ইউএনএফসিসিসি, ২০১০)।
৪৬. ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির উন্নয়নে জিইএফ ও অভিযোজন তহবিলের বাস্তবতা।
৪৭. জিইএফ, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা রূপরেখা ও বিশেষ জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল (এসসিসিএফ) (ওয়াশিংটন, ডিসি: জিইএফ, ২০০৯)।
৪৮. ২০১০ সালের জুনে অভিযোজন বোর্ডে এই রূপরেখা অনুমোদিত, দেখুন <http://adaptation-fund.org/node/561>.
৪৯. দেভি শ্রীধর ও তামি তামাশিরো, 'ভার্টিক্যাল ফান্ডস ইন দি হেলথ সেক্টর: লেসনস ফর ইডুকেশন ফ্রম দি গ্লোবাল ফান্ড এন্ড জিএভিআই (প্যারিস: ইউনেস্কো, ২০০৯)।
৫০. দেখুন আদিল নাজাম, এই ভলিউমের ৫.১.২ অধ্যায়।

দ্রুত-সূচনা অর্থায়ন

জলবায়ু অর্থায়নের জন্য আরেকটি বিকাশমান সমান্তরাল কাঠামো রয়েছে কি?

রেবেকা ডবসন^১

২০০৯ সালে কোপেনহেগেন চুক্তিতে উন্নয়নশীল দেশসমূহে ‘বর্ধিষ্ণু’ ভবিষ্যত অনুধাবনযোগ্য, নতুন ও অতিরিক্ত সম্ভাব্য ও পর্যাপ্ত অর্থায়ন সেই সাথে অভিযোজন ও প্রভাব প্রশমন কর্মসূচির জন্য অধিকতর সুবিধা অধিগম্যতা লাভের আহ্বান জানানো হয়েছে। স্বল্প মেয়াদে এই প্রশাসের ফলে ২০১০ থেকে ২০১২ সালের জন্য উন্নত দেশগুলো থেকে দ্রুত-সূচনা তহবিলের ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অঙ্গীকার পাওয়া গেছে। যদিও কোন কোন চ্যানেলে অর্থায়নের জন্য প্রবাহ সৃষ্টি হবে তা চুক্তিতে নির্ধারিত ছিল না। ২০১০ সালে কানকুন চুক্তিতে এই অঙ্গীকারের অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং নিশ্চিত করা হয়েছে যে অভিযোজন ও প্রভাব প্রশমন তহবিলের মধ্যে বরাদ্দের ক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকবে।

যুক্তিসঙ্গত বলে ধরে নেয়া হয়েছিল যে, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশন (ইউএনএফসিসিসি)-এ ঘোষিত আর্থিক অঙ্গীকার অনুযায়ী ইউএনএফসিসিসি অনুমোদিত তহবিলের^২ মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই প্রবাহিত হবে। ২০১০ সালে দেখা যায় যে দ্রুত-সূচনা তহবিল দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে বা ইউএনএফসিসিসি তহবিলের পাশাপাশি বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলোর (এমডিবি) মাধ্যমে পাওয়া যায়।^৩

ইউএনএফসিসিসি প্রক্রিয়ার বাইরে অর্থের প্রবাহের জন্য দাতা দেশগুলোর এই অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি এই বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত যে, (এমডিবি) গুলো উন্নয়ন সহায়তার ব্যাপারে তহবিল শাসন ব্যবস্থা ও ব্যাপকতর দাতা নিয়ন্ত্রণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ভাল অবস্থানে রয়েছে।

তবে, উল্লেখ্য যে দ্বিপাক্ষিক জলবায়ু উদ্যোগের ফলে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য একটি সমান্তরাল কাঠামো গড়ে উঠেছে। ২০০৬ সাল থেকে দাতা দেশগুলো^৪ এবং বহুপাক্ষিক তহবিল যেমন বিশ্বব্যাংক ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (সিআইএফ)^৫ অন্তত ছয়টি নতুন দ্বিপাক্ষিক তহবিল ঘোষণা করেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে সমতার ভিত্তিতে ইউএনএফসিসিসি’র অধীনে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল তা দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক কাঠামোকে ক্ষুণ্ণ করবে। এই কাঠামো অনেকের কাছে দাতা ও গ্রহীতা দেশগুলোর মধ্যে পুরনো ক্ষমতার সম্পর্কের ধারাবাহিকতার প্রতিফলন।

কোপেনহেগেন সম্মেলনে অঙ্গীকার করা দ্রুত-সূচনা তহবিলের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, দাতা দেশগুলো তহবিলের অর্থ প্রবাহের প্রধান চ্যানেল হিসেবে সিআইএফগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে চায় বলে মনে হচ্ছে।^৬ যুক্তরাজ্যের প্রতিবছরের অঙ্গীকারের ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্ধেকের বেশি ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংকের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১০ সালের জন্য মার্কিন অঙ্গীকারের ৩৯ শতাংশ বিশ্বব্যাংককে দেয়া হচ্ছে এবং ২০১১ সালে তা ৪৭ শতাংশে উন্নীত হবে।^৭ ধরে নেয়া হয়েছে যে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য এমডিবি সিআইএফগুলোর মাধ্যমে অঙ্গীকার করা দ্রুত-সূচনা অর্থায়নের প্রবাহ বজায় রাখতে মন্ত্রীবর্গ ও রাষ্ট্রপ্রধানদের রাজি করাতে কোপেনহেগেনে একটি ‘বড় ধরনের সাফল্য’ অর্জন করেছে।^৮ ফলে বিশ্বব্যাংক ‘স্বল্প আয়ের দেশগুলোতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্মসূচি জোরদার করতে’ সিআইএফ প্রকল্প শুরু করার জন্য ৯০ মিলিয়ন ডলারের নতুন অঙ্গীকার লাভ করেছে।^৯

যদিও ইউএনএফসিসিসি তহবিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা বা চ্যালেঞ্জ করার জন্য অন্য কোনো তহবিল গঠন করা হয়নি তবুও সিআইএফগুলো ২০১২ সাল নাগাদ কর্মসূচিগুলোর সমাপ্তি ঘটানোর জন্য একটি স্ব-আয়োজিত বিধি ঘোষণা করেছে। কোপেনহেগেনের দ্রুত-সূচনা তহবিলের সম্ভাব্য বরাদ্দ^{১০} এবং সিআইএফগুলোর জন্য বিবেচ্য দাতাদের সমর্থন এই ধারণা দেয়া যে এগুলোর মেয়াদ বাড়বে এবং তারা সম্ভবত অর্থ প্রবাহের দিক বদলাতে যে মূলত ইউএনএফসিসিসি তহবিলে জমা হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক তহবিলের পাশাপাশি তারা বর্তমানে আন্তর্জাতিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে ইউএনএফসিসিসি ব্যবস্থার বাইরে অঙ্গীকার করা প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে সিআইএফগুলো ১.৫ বিলিয়ন ডলার পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।^{১১}

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে^{১২} যে জিইএফ ও অভিযোজন তহবিলের ব্যবস্থাপনার অধীন জলবায়ু তহবিল বিভিন্ন দিক থেকে ইউএনএফসিসিসি কনফারেন্স অব পার্টিজ (কপ)-এর কাছে দায়ী। অন্যদিকে, সিআইএফগুলো বিশ্বব্যাংক দ্বারা পরিচালিত এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামো সমালোচনার সম্মুখীন। ‘বিশেষ’ বলে কথিত এই কাঠামো অনেক সদস্য দেশকে কোনো কথা বলতে দেয় না এবং অংশগ্রহণের জন্যও খুব কম সুযোগ দেয়।^{১৩} অন্যান্য উদ্বেগের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ঋণ ও অনুদানের সংমিশ্রণে অর্থায়ন করা হয়। যা এসব দেশের ওডিএ অঙ্গীকার^{১৪} হিসেবেও বিবেচনা করা হয় এবং তহবিলের গ্রহীতা দেশগুলোর ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শর্তারোপ করতে পারে।^{১৫}

এসব বিষয় অনেক দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক তহবিল ব্যবস্থাপনাকে জলবায়ু অর্থায়নের মৌলিক নীতিমালার সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। দূষণকারীরা অর্থ প্রদান করবে; অর্থায়ন হতে হবে নতুন ও অতিরিক্ত, পর্যাপ্ত ও সম্ভাব্য এবং শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সকল পক্ষের সুসম ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্বসহ প্রায়োগিক হতে হবে। জলবায়ু প্রকল্পগুলোতে অর্থায়নের বিষয় নিঃসন্দেহে বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সহায়তা ও বহুপাক্ষিক তহবিলের অর্থ প্রবাহের জন্য দাতা দেশগুলোর অগ্রাধিকার প্রদানের মনোভাব উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বিশ্বাসের মাত্রা বাড়ায়নি। ২০১০ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য থেকে জলবায়ু সহায়তার ৬০ মিলিয়ন পাউন্ডের অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছিল। কারণ, এই সহায়তা বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছিল।^{১৬} সরকার জাতিসংঘের মাধ্যমে এই তহবিল থেকে অর্থায়নের জন্য দ্ব্যর্থহীন অগ্রাধিকার প্রদানের দাবি জানিয়েছিল এই আশঙ্কায় যে চলমান ব্যবস্থায় প্রতিকূল বিশেষ শর্ত জুড়ে দেয়া হতো। সুশীল সমাজের বিশ্লেষকরা এই বিষয়টিকে জাতিসংঘ বা জাতীয় তহবিলের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের জন্য যুক্তিকে দুর্বল করার লক্ষ্যে যুক্তরাজ্য সরকারের প্রয়াসের একটি নজির হিসেবে দেখেছে। উভয় সরকারের মধ্যে দু’দিনব্যাপী বৈঠকের পর বাংলাদেশ শর্ত ও অর্থায়ন দুটোই মেনে নিয়েছে।^{১৭}

জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতার (যেমন অভিযোজন) জন্য পাইলট কর্মসূচিতে তহবিল গঠনের নজির হিসেবে সিআইএফ’স পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স (পিপিআর) কিয়োটো প্রটোকলের অভিযোজন তহবিলের মান অনুযায়ী পরিমাপ করা হয় বলে মনে হয় না। উন্নয়নশীল দেশগুলো তহবিলের অর্থ সরবরাহের জন্য এই মাধ্যমটিকে দীর্ঘদিন ধরে অনুকূল বলে বিবেচনা করে আসছিল।^{১৮}

অভিযোগ রয়েছে, পিপিআর অঙ্গীকারের ব্যাপারে অভিযোজন তহবিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে,^{১৯} পুরনো শাসন ব্যবস্থা কাঠামো হিসেবে বিবেচনা অব্যাহত রাখছে^{২০} এবং তাদের বাস্তবায়নকারী সংস্থা এমডিবিগুলোর কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও পরামর্শ নেয়ার রেকর্ড দুর্বল।^{২১}

অভিযোজন তহবিলে পিপিআর পরিচালনা পর্ষদ তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উত্তর-দক্ষিণ সমতার সুবিধা ভোগ করে। অন্যদিকে কৌশলগত জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় একটি শাসন ব্যবস্থা কাঠামো রয়েছে যে পর্ষদে নিয়ন্ত্রণমূলক স্বার্থের ব্যাপারে উন্নয়ন ঘটানোর সুযোগ দেয়। দেশের অংশগ্রহণে পিপিআর রীতি অনুসরণ করা হলেও বিশ্বব্যাংকের একজন এবং এমডিবিগুলোর আরেকজন প্রতিনিধি যোগ করা হয় এবং

সুনির্দিষ্ট রয়েছে যে স্থায়ী সহ-সভাপতি হবেন বিশ্বব্যাংকের একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট। তবে ‘দেশের’ সহ-সভাপতির পদটি পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হয়।^{২২} নিঃসন্দেহে এটি ধরে নেয়া যায় যে তহবিলের সচিবালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে অগ্রাধিকার নির্ধারণের ব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে।^{২৩} সুশীল সমাজের অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপটে, ট্রাস্ট ফান্ডের শাসন ব্যবস্থার এখন আনুষ্ঠানিক পর্যবেক্ষকের ভূমিকা রয়েছে এবং ব্লিন টেকনোলজি ফান্ড গঠনে সুশীল সমাজের সংশ্লিষ্টতা নেই বলে সিআইএফ’র অধীনে ফরেষ্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামে অধিকতর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হয়।^{২৪} বিভিন্ন ধরনের উদ্বেগ দূর করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সম্পদ কম থাকায় এবং দূরীকরণ কৌশল না থাকার সমালোচনা রয়েছে।^{২৫}

যদিও এই বিষয়টি স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে দাতা দেশসমূহ আন্তরিকতার সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থায়নের জন্য তাদের অঙ্গীকার ঘোষণা করতে শুরু করেছে; তবুও সফলভাবে অভিযোজন ও প্রভাব প্রশমন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অংশগ্রহণ, সহযোগিতা দরকার এবং সকল পক্ষের আস্থা দাবি করে। ইউএনএফসিসিসি প্রক্রিয়ায় উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমতা এবং সুশীল সমাজের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। নিঃসন্দেহে ২০১০ সালে কানকুন সম্মেলনে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। যেখানে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠনে সম্মত হয়েছে যার মাধ্যমে অভিযোজনের জন্য নতুন বহুপাক্ষিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অংশের প্রবাহ বজায় থাকবে।^{২৬}

এই তহবিলের পর্ষদে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোর সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে বলে দীর্ঘমেয়াদে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ইঙ্গিত বহন করে। তবে, দ্রুত-সূচনা তহবিলে এই ধরনের কোন ঐকমত্য হয়নি। ইউএনএফসিসিসি’র বাইরে এইসব সমান্তরাল অর্থায়ন কার্যক্রমো ব্যবস্থার মধ্যে আস্থা দূর হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করবে যদি দেখা যায় যে এই বিষয়গুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মত কৌশলগুলোর সাফল্য ক্ষুণ্ণ করছে।

টিকা

১. রেবেকা ডবসন বার্লিনে টিআই সচিবালয়ে কাজ করছেন এবং গ্লোবাল করাপশন রিপোর্টের কন্ট্রিবিউটিং এডিটর হিসেবে কাজ করেছেন।
২. অভিযোজনের জন্য এটা বৈশ্বিক পরিবেশ তহবিল (জিইএফ) ও অভিযোজন - তহবিলের অধীনে তহবিল ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হবে। দেখুন রিচার্ড ক্রেইন, এই ভলিউমের ৫.১ অধ্যায়।
৩. ডব্লিউআরআই ‘উন্নয়নশীল দেশ গুলো প্রথম দফায় জলবায়ু অর্থায়নের অঙ্গীকার সারাংশ’ তুলে ধরে। দেখুন www.wri.org.
৪. গ্যারেথ পোর্টার ও অন্যান্য, নিউ ফিন্যান্স ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড দি এনভায়রনমেন্ট (ওয়াশিংটন, ডিসি: ডব্লিউডব্লিউএফ ও হেনরিচ বোল স্টিটাং নর্থ আমেরিকা, ২০০৮) এবং নিল বার্ড ও লিও পাসকেট, ‘রিসেন্ট বাইলেটারাল ইনিশিয়েটিভস ফর ক্লাইমেট ফিন্যান্সিং: আর দে যুভিং ইন দি রাইট ডিরেকশন?’, ওপিনিয়ন নং ১১২ (লন্ডন: ওভারসিস ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট [ওডিআই], সেপ্টেম্বর ২০০৮)।
৫. সবুজ প্রযুক্তি তহবিল ও কৌশলগত জলবায়ু তহবিলের সমন্বয়ে সিআইএফএস গঠিত। এছাড়া স্বল্প কার্বন পাইলট প্রকল্প ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়নের সিআইএফসির লক্ষ্য। কৌশলগত জলবায়ু তহবিল জলবায়ু সহিষ্ণু পাইলট কর্মসূচি, বনাঞ্চল বিনিয়োগ কর্মসূচি ও স্বল্প আয়ের দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানী কর্মসূচি জোরালো করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
৬. লিয়ানে স্কালাটেক ও অন্যান্য, হোয়ার ইজ দি মানি? দি স্ট্যাটাস অব ক্লাইমেট ফিন্যান্স পোস্ট-কোপেনহেগেন, ক্লাইমেট ফিন্যান্স পলিসি ব্রিফ নং ১ (ওয়াশিংটন, ডিসি ও লন্ডন: হেনরিচ বোল স্টিটাং নর্থ আমেরিকা ও ওডিআই, ২০১০), পৃষ্ঠা ২।

৭. ডব্লিউআরআই, 'সামারি অব ক্লাইমেট ফিন্যান্স প্রোজেক্স পুট ফরোওয়ার্ড বাই ডেভেলপড কান্ট্রিজ', ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০, এ বছরের নভেম্বরে নতুন প্রতিবেদন অনুযায়ী যুক্তরাজ্য বিশ্বব্যাংককে ৪৩০ মিলিয়ন ইউরো দেয়ার অঙ্গীকার এবং যুক্তরাষ্ট্র বহুপক্ষীয় ও দ্বিপক্ষীয় চ্যানেলের মাধ্যমে তহবিলের ৬০ শতাংশ দেবে। দেখুন http://pdf.wri.org/climate_finance_pledges_2010-11-24.pdf.
৮. স্ক্রাটাক ও অন্যান্য (২০১০), পৃষ্ঠা ৩।
৯. প্রাপ্ত।
১০. ইউরোপীয় নেটওয়ার্ক অন ডেবট এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ইউরোদাদ), 'হোওয়াই দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইজ ইল-ফিটেট ফর ক্লাইমেট ফিন্যান্স: কি প্রিন্সিপ্যালস এন্ড রিকমেন্ডেশন ফর ইকুইটেবল ক্লাইমেট ফিন্যান্স গার্ডনেস' পজিশন পেপার (ব্রাসেলস: ইউরোদাদ, ২০১০)।
১১. ফ্রান্স আকারম্যান, জি-২৪ ডিসকাশন পেপার নং ৫৭ (জেনেভা: ইউএন কনফারেন্স অন ট্রেড এন্ড ডেভেলপমেন্ট [ইউএনসিটিএডি], ২০০৯), পৃষ্ঠা-৭।
১২. দেখুন রিচার্ড ক্রেইন, এই ভলিউমের ৫.১ অধ্যায়।
১৩. ইয়াল সেন্টার ফর দি স্টাডি অব গ্লোবালাইজেশন, রিপাওয়ারিং দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফর দি টুয়েন্টি ফ্রাস্ট সেঞ্চুরি: রিপোর্ট অব দি হাই লেবেল কমিশন অন মর্ডনাইজেশন অব দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ গার্ডনেস, (নিউ হ্যাভেন, সিটি: ইয়াল সেন্টার ফর দি স্টাডি অব গ্লোবালাইজেশন, ২০০৯)।
১৪. বেনিটো মুলার, ইন্টারন্যাশনাল এডাপটেশন ফিন্যান্স: দি নিড ফর এন ইনোভেটিভ এন্ড স্ট্রাটেজিক এপ্রোচ (অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইন্সটিটিউট ফর এনার্জি স্ট্র্যাডিজ [ওআইইএস], ২০০৮)।
১৫. ইউরোদাদ (২০১০), পৃষ্ঠা ২। 'ইফেক্টিভলি স্টাবলিশিং ক্রস-কন্ডিশনালি বিটউইন জেনারেল ব্যাংক লেন্ডিং এন্ড ক্লাইমেট ফিন্যান্স'।
১৬. ডেভিড এডাম ও জন ভিডাল, 'বাংলাদেশ রিজেক্টস দি ট্রামস ফর ৬০ মিলিয়ন ইউরো অব ক্লাইমেট এইড ফ্রম ইউকে', গার্ডিয়ান, (ইউকে), ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০।
১৭. প্রাপ্ত।
১৮. এই অধ্যায়ের রিচার্ড ক্রেইন ও ব্রিটা হর্সটম্যানের আর্টিক্যাল দেখুন। রিচার্ড ক্রেইন, ৫.১ অনুচ্ছেদ ও ব্রিটা হর্সটম্যানের ৫.২ অধ্যায়।
১৯. ব্রিটন উডস প্রকল্প, 'আপডেট অন দি ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস', (লন্ডন: ব্রিটন উডস প্রকল্প, মার্চ ২০১০), পৃষ্ঠা ৫।
২০. মুলার (২০০৮), পৃষ্ঠা ১০।
২১. ব্রিটন উডস প্রকল্প (২০১০, মার্চ), পৃষ্ঠা ৫।
২২. মুলার (২০০৮), পৃষ্ঠা-১০।
২৩. অ্যাথেনা বালেসটরেন্স ও অন্যান্য, পাওয়ার, রিসপন্সিবিলিটি এন্ড একাউন্টিবিলিটি: রি-থিংকিং দি লেজিটিমিসি অব ইন্সটিটিউশন ফর ক্লাইমেট ফিন্যান্স, ওয়ার্কিং পেপার (ওয়াশিংটন, ডিসি: ডব্লিউআরআই, ২০০৯), পৃষ্ঠা ২৬।
২৪. বালেসটরেন্স ও অন্যান্য (২০০৯), পৃষ্ঠা ২৭।
২৫. দেখুন ব্রিটন উডস প্রকল্প, 'আপডেট অন দি ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস' (লন্ডন: ব্রিটন উডস প্রকল্প, জুলাই ২০১০), পৃষ্ঠা ১, এবং আনজু শর্মা, 'দি রিফর্মড ফিন্যান্সিয়াল মেকানিজম অব দি ইউএনএফসিসিস: রিনেগোশিয়েটিং দি রোল অব সিভিল সোসাইটি ইন দি গার্ডনেস অব ক্লাইমেট ফিন্যান্স, (অক্সফোর্ড: ওআইইএস, ২০১০)', পৃষ্ঠা ২১-২৫।
২৬. খসড়া সিদ্ধান্ত -/সিপি. ১৬, সম্মেলনের অধীনে- দীর্ঘমেয়াদী সহায়ক পদক্ষেপ সম্পর্কিত অ্যাডহক ওয়ার্কিং গ্রুপের কাজের ফলাফল। প্যারাগ্রাফ ১০২।

জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল ও উন্নয়ন

অভিযোজনের জন্য অর্থায়ন প্রবাহের ব্যাপারে স্বচ্ছতা ও তথ্য লাভের সুযোগ নিশ্চিত করার উপায়

আদিল নাজাম^১

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অধিকতর অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ‘নতুন ও অতিরিক্ত’^২ অর্থায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। তবে এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে এজন্য কি পরিমাণ তহবিলের প্রয়োজন হবে। কার কাছ থেকে ও কোন নীতির ভিত্তিতে কি পরিমাণ অর্থ আহরণ করা হবে তাও সুস্পষ্ট হয়নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে কিভাবে ও কি পরিমাণ ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে যা সুস্পষ্ট তা হচ্ছে যে কার্যকর করার লক্ষ্যে বিচ্ছিন্ন সংস্থাগুলোর বিদ্যমান কাঠামো থেকে উদ্ধৃত যে কোনো অর্থায়ন কৌশল হতে হবে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক।^৩ দুর্নীতি হ্রাস, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং সূচনা থেকেই সঠিক পদ্ধতি গ্রহণের অর্থ হচ্ছে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা যে অর্থের প্রবাহ থাকবে অনুধাবনযোগ্য। অর্থ কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে ও কিভাবে ব্যয় করা হচ্ছে সেইসব তথ্য সহজলভ্য হবে।^৪

অভিযোজন কর্মসূচির জন্য অর্থায়নের লক্ষ্যে বিশেষ তহবিল থাকা সত্ত্বেও^৫ অভিযোজনের একটি বিরাট অংশ বর্তমানে বিদ্যমান ও ভবিষ্যতে গঠিত উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে মেটানো হবে।^৬ বাস্তবায়নের পর্যায়ে উন্নয়ন ও অভিযোজন প্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটানো জরুরি। কারণ, উভয়ের লক্ষ্য একই। উন্নয়নের মাত্রা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বা সহিষ্ণুতার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাপকাঠির অন্যতম। যখন এই ব্যবস্থায় অর্থের প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে, তখন এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ যে অভিযোজনের নির্দিষ্ট করে রাখা অর্থ প্রচলিত উন্নয়ন সহায়তা থেকে আলাদা করা হয়েছে। এটি নিশ্চিত করার জন্য যে এই অর্থ সত্যিকার অর্থেই ‘নতুন ও অতিরিক্ত’। অন্যান্য অগ্রাধিকার বরাদ্দ থেকে এই অর্থ সরিয়ে আনা হয়নি। তেমনি, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন জনগোষ্ঠীগুলোকে তাদের অভিন্ন লক্ষ্য পূরণ, অভিন্ন রিপোর্টিং গাইডলাইন এবং অভিযোজন ও উন্নয়ন সাফল্য অর্জন পরিমাপের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত ধরন নির্ধারণে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

তথ্য লাভের সুবিধা বৃদ্ধি এবং অভিযোজন ও উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় অবলম্বন জরুরি। যাতে অভিযোজন ও উন্নয়ন তহবিল উভয়েরই জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়।

কার্যকর ও পরিমাপযোগ্য অভিযোজন অর্থায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন

পরবর্তী ধাপে অভিযোজন অর্থায়নের একটি অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থার লক্ষ্যে একটি সহজ ও ফলপ্রসূ প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। একটি বৈশ্বিক অভিযোজন অর্থায়ন নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি ভালো সূচনা করতে হবে। যা ভবিষ্যৎ অভিযোজন অর্থায়নের মূল ভিত্তি হবে।^৭ এই কাজটি কিভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায়ে করা যেতে পারে, সে বিষয়ে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের সমর্থকরা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশনের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় অভিযোজন তহবিল ব্যবস্থাপনার সুপারিশ করেছে। যাতে তহবিলের একটি সমন্বিত শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়। অন্যদিকে,

উন্নত দেশসমূহের অধিকাংশ বিদ্যমান সংস্থাগুলোর ওপর নির্ভর করে একটি অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণকৃত ব্যবস্থার পক্ষে মত দিয়েছে।^৮ অদূর ভবিষ্যতে এই অচলাবস্থার অবসান হবে না বলেই ধারণা করা যায়। তবে, উন্নয়ন ও অভিযোজন তহবিলের ওপর নজরদারি বজায় রাখা জরুরি। অভিযোজন তহবিলের জন্য পুরো অর্থায়ন প্রক্রিয়ার ‘ট্যাগ ও ট্র্যাক’ রাখার একটি অভিন্ন ব্যবস্থা বিদ্যমান কাঠামোর প্রতি ‘আস্থার অভাব’ দূরীকরণে একটি পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের ক্ষেত্রে তা প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ অর্থের প্রবাহ রয়েছে, সে ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য উপাত্ত দিতে পারবে।^৯

বর্তমানে এই ধরনের তহবিলের লেনদেন জানার জন্য কোনো কার্যকর উপায় নেই। ২০০১ সালে বন ঘোষণার অধীনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ইউসদস্য দেশগুলোর অঙ্গীকারের ওপর ২০০৯ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ঘোষণাগুলোর বাস্তবায়ন ‘পর্যবেক্ষণ করা কঠিন’।^{১০} সমীক্ষায় দেখা গেছে, ইউএনএফসিসিসি’র কাছে জাতীয় যোগাযোগের ‘মান ও তুলনীয়তা’ বিবেচনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি পাওয়া গেছে। বন ঘোষণার লক্ষ্য সত্যিকার অর্থে পূরণ হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য ‘তথ্যের গুণগত মান ও সামঞ্জস্য’ বজায় রাখা জরুরি।^{১১} বন ঘোষণা, দাতা দেশসমূহের সাম্প্রতিক অঙ্গীকার এবং কোপেনহেগেন চুক্তির অঙ্গীকার বিষয়ক তথ্য বেশ কিছু উৎস থেকে আসতে পারে। যেমন- সরকারি ও বেসরকারি, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক এবং অর্থায়নের অন্যান্য বিকল্প উৎসসমূহ।^{১২} তহবিল পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিংয়ের জন্য একটি অধিকতর স্বচ্ছ ও জোরদার ব্যবস্থা গড়ে তোলা না হলে অর্থায়নের অঙ্গীকারগুলো পূরণ করা হচ্ছে কিনা, তা নিরূপণ করা একই রকম ‘কঠিন’ হবে।

অব্রফোর্ড ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি স্টাডিজের (ওআইইএস) জ্বালানি পরিবেশ বিভাগের পরিচালক বেনিটো মুলারের মতে আর্থিক প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা এবং দাতা দেশগুলোর অঙ্গীকারগুলো বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কপ-কে শর্তাবলীর তালিকা রাখতে হবে। কোন শর্তাবলীর অধীনে কোন দেশ কত অঙ্গীকার করল, আর তার কতটা বাস্তবে প্রদান করল তা লিপিবদ্ধ রাখা যাবে।^{১৩} ‘নতুন ও অতিরিক্ত’ তহবিল কিভাবে গঠন করা হবে এবং বেসরকারি অর্থায়নের ধরন কি হবে, সে ব্যাপারে সুস্পষ্টতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই ধরনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে তহবিলগুলোর ব্যাপারে কিছু পরীক্ষামূলক নজরদারির সূচনা করা হয়েছে। যেমন, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ) ও বিশ্বব্যাংক ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড তাদের বিনিয়োগ পর্যবেক্ষণ করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে। জলবায়ু অভিযোজনের জন্য উন্নয়ন সহায়তার কিছু মৌল নীতি চিহ্নিতকরণের কাজ ইতোমধ্যে বিভিন্ন দাতা দেশ সম্পন্ন করেছে। ইউএনএফসিসিসি’র মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে রিপোর্ট প্রদান এবং অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তা সম্ভব হয়েছে।^{১৪} এসব প্রয়াস কেবল সুনির্দিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব্যবস্থায় অর্থ প্রবাহের খুঁটিনাটি দিকগুলোর সাধারণ হিসাব রাখার জন্য সুবিধাজনক। তবে এই ব্যবস্থায় অভিন্ন হিসাবরক্ষণ কাঠামোর অভাব রয়েছে এবং কোথাও কোথাও সামঞ্জস্যহীন এবং তারা যে উপাত্ত উপস্থাপন করেছে তা ‘সীমিত ও অসম্পূর্ণ’ হতে পারে।^{১৫}

সম্ভবত সবচেয়ে আগ্রহ উদ্দীপক ও অতি সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঘটনা হচ্ছে অরগানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট’স ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসট্যান্স কমিটির (ওইসিডি-ডিএসি) প্রণীত রিও মার্কার্স, এবং এটি ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এর লক্ষ্য ছিল ওইসিডি সহায়তা প্রবাহ ও অগ্রগতি পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত রিও ডিক্লারেশনের লক্ষ্য সাপেক্ষ পর্যবেক্ষণ করা। এখন এতে জলবায়ু অভিযোজনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।^{১৬} ওইসিডি উপাত্ত সাধারণত নির্ভরযোগ্য ও তুলনামূলক হলেও সেগুলো সার্বজনীন নয় এবং সরকারি উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ) প্রবাহের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে এই ব্যবস্থাটি একেবারেই আনকোড়া,

মার্কিটগুলো এখনো অত্যন্ত ব্যাপকভিত্তিক এবং এগুলো কেবল অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এগুলোর মাধ্যমে প্রকৃত প্রয়োগ নয় বরং ব্যবহারের আশ্রয় পরিমাপ করার চেষ্টা করা হতে পারে।^{১৭} যেমন এই বিষয়ে ওইসিডি-ডিএসি স্বীকার করেছে যে এই প্রয়াস জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের লক্ষ্যে সহায়তা প্রকৃত পরীক্ষণ উপস্থাপন করবে না।^{১৮}

এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিধির দিক থেকে সীমাবদ্ধ এবং পরিমাপযোগ্যতা ও তুলনীয়তার প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে নিখুঁত নয়। জলবায়ু অর্থায়নের ব্যাপারে স্বচ্ছ, সহজলভ্য ও তুলনামূলক তথ্য পাওয়ার প্রয়োজন থেকে এইগুলোর উদ্ভব হয়েছে। সকল উন্নয়ন প্রবাহের সম্মিলন ঘটাতে এসব পরীক্ষা নিরীক্ষার সম্প্রসারণ, জলবায়ু অভিযোজন ও উন্নয়নের বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। একই সময়ে উভয় খাতের নজরদারি বজায় রাখার জন্য একটি বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং পদ্ধতিগত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। এই ধরনের উদ্যোগ আমাদের আরো কিছু ধারণা দেবে যার ওপর ভিত্তি করে আরো ব্যাপক একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

ব্যাপকতর চিহ্নিতকরণ

বিষয়টি সুস্পষ্ট যে বহুপাক্ষিক চ্যানেলের মাধ্যমে অভিযোজন অর্থায়নের প্রবাহ পর্যবেক্ষণের জন্য একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার উন্নয়ন সুফল লাভের জন্য জলবায়ু বিনিয়োগ উদ্যোগগুলোকে চিহ্নিত করতে উৎসাহিত করতে হবে। অনুরূপ উপায়ে যেভাবে অভিযোজন সুফলগুলো উন্নয়ন অর্থায়নের ব্যাপারে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নজর রাখার একটি সমন্বিত ব্যবস্থা

সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত ধরণ অনুযায়ী, বহুবিধ প্রতিষ্ঠান ও রিপোর্টিং সূত্রগুলোর একটি বৈশ্বিক অভিযোজন অর্থায়ন নজরদারি ব্যবস্থার অধীনে নিবন্ধিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কনসোর্টিয়ামে এই ব্যবস্থা সম্পর্ক, ঐকমত্য, সমর্থন থাকতে হবে এবং তাদের ব্যবস্থাপনায় চালিত হবে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও বিশ্বব্যাংকের (জিইএফ'র বর্তমান গঠনের অনুরূপ) মতো সংস্থাগুলোর দ্বারা এটি পরিচালিত হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউএনএফসিসিসি, জলবায়ু সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এবং আর্থিক নজরদারির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওইসিডি-ডিএসি পরামর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

তহবিলের সনদ প্রদান ও প্রতিবেদন

ওইসিডি-ডিএসি'র অধীন উন্নয়ন অর্থায়নের জন্য বিদ্যমান ফরম্যাট ও ইউএনএফসিসিসি জাতীয় যোগাযোগের অধীনে রিপোর্টিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অর্থায়নের প্রবাহের ব্যাপারে অব্যাহতভাবে রিপোর্ট প্রদানের জন্য গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে ওইসিডি-ডিএসি'র নজরদারির অধীন তহবিলগুলো স্ব-নির্ধারিত সনদ প্রদানের ধরনে দাতা দেশগুলো রিপোর্ট ও সনদ প্রদান করে।^{১৯} তাই, দাতা ও গ্রহীতা দেশগুলো যৌথভাবে সনদ প্রদান ও রিপোর্ট দিতে পারে। জলবায়ু ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড উভয় ক্ষেত্রে সম্পদ প্রদানের জন্য সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধরনসহ দাতাদের অর্থায়ন হারানোর ঝুঁকির কিছু ধরণ উপেক্ষা করার জন্য চাপের সম্মুখীন গ্রহীতা দেশগুলোর ঝুঁকি হ্রাস পেতে পারে।^{২০} এছাড়া, গ্রহীতাদের রিপোর্টিংয়ের ফলে

নিশ্চিত হবে যে কেবল ঘোষণা ও ‘আগ্রহ’ প্রকাশের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি বরং তহবিলের বিতরণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে।

তত্ত্বাবধান ও বিধি অনুসরণ

তহবিলগুলোর ব্যাপারে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায় রিপোর্ট দেয়া হলে তহবিলের যাচাই ও তত্ত্বাবধানের একটি ব্যবস্থা যথাসম্ভব বহু অংশীদারদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। ব্যাপকভিত্তিক অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বৈশ্বিক অভিযোজন অর্থায়নের নজরদারি ব্যবস্থাটি ‘উইকি-স্টাইল’ ফরম্যাটে গঠন করা যেতে পারে। যাতে অর্থ প্রবাহের ব্যাপারে প্রদত্ত তথ্যের যাচাই করতে আগ্রহী ও অবহিত সংশ্লিষ্টরা সহজ প্রবেশাধিকার পেতে পারে। একটি পারস্পরিক পরীক্ষাকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে তহবিল পর্যবেক্ষণে সুশীল সমাজ ও নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা অন্যান্য খাতে তহবিলের চলে যাওয়াসহ দুর্নীতির সুযোগ হ্রাসের উপায় জোরদার করবে।^{২১}

সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য, নজরদারি ব্যবস্থা, সামঞ্জস্যপূর্ণ রিপোর্টিং, নিরপেক্ষ তদারকি, দাতাদের অর্থায়ন অঙ্গীকারগুলো রক্ষা করা বিশেষ করে উন্নয়ন সহায়তার ব্যাপারে অতিরিক্ত বলে বিবেচিত তাদের অঙ্গীকার চিহ্নিত করা সহজতর হবে। বিধি অনুসরণ কৌশলগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে দাতারা তাদের অঙ্গীকারগুলো বজায় রাখছে এবং এই বিধি মেনে চলার বিষয়টি পর্যবেক্ষণের জন্য তথ্য লাভের সুযোগ ও স্বচ্ছতা জরুরি।

উপসংহার

জলবায়ু ও উন্নয়নসহ সকল তহবিলের গতি প্রকৃতির ওপর নজরদারি করতে সক্ষম একটি কেন্দ্রীয় বৈশ্বিক নিবন্ধন ব্যবস্থা জরুরি। উন্নয়ন ও অভিযোজন সুবিধাগুলো চিহ্নিত করে রাখলে তা জলবায়ু তহবিলের কর্মকাণ্ড গুলোর অধিকতর সমন্বয় সাধন করতে পারে। তা পুনরাবৃত্তি ও তহবিল খণ্ডন হ্রাস এবং স্বচ্ছতা জোরদার করবে। এই বিষয়টি প্রচলিত জলবায়ু অর্থায়নের সীমার বাইরে গিয়ে উদ্ভূত ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বানকে জোরদার করে।

ঘোষণা বহির্ভূত: জলবায়ু অর্থায়নের ব্যাপারে পূরণ না করা অঙ্গীকারের দীর্ঘ ইতিহাস। তা বিবেচনা করে দাতা দেশগুলোকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা না থাকার ধারণাটি বিদ্যমান থাকায় এসব অঙ্গীকারগুলো ঘোষণা সর্বস্বই থেকে যাচ্ছে। আইনগত বাধ্যবাধকতার ভেতর মোটেও থাকছে না। ফলে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার।^{২২}

অতিরিক্ত বিষয় বহির্ভূত: নিশ্চিত করতে হবে যে অভিযোজন অর্থায়ন ‘নতুন ও অতিরিক্ত’ হওয়ার বিষয়টি মৌলিক। তবে এটি স্পষ্ট যে অভিযোজন চ্যালেঞ্জের মাত্রা অন্য যে কোনো কিছুর চেয়েও বেশি। যা কেবল বিশেষ অভিযোজন তহবিল দিয়ে মোকাবেলা করা যেতে পারে। কার্যকর অভিযোজন অর্থায়নের জন্য প্রয়োজন হবে সম্পূর্ণরূপে আরো একটি সুস্পষ্ট ধারণার লক্ষ্য। একটি উপায় খুঁজে পেতে সাধারণ বাড়তি ধারণা, অভিযোজন তহবিলের অর্থ এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অভিযোজন লক্ষ্যসমূহ তাদের উন্নয়ন অগ্রাধিকারের বিষয়ে কোনো আপোস ছাড়াই অর্জিত হয়েছে।

ইউএনএফসিসিসি বহির্ভূত: যদিও জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে ইউএনএফসিসিসি অভিযোজন সম্পদ প্রবাহের প্রধান চ্যানেলগুলোর অন্যতম। তবে এসব প্রতিষ্ঠান এই ধরনের তহবিলের জন্য

একমাত্র চ্যানেল হবে না বা হওয়া উচিত নয়। উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আরো বাড়তি সামর্থ্য প্রয়োজন। সরকার উভয় ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার সঙ্গে ও কার্যকরভাবে এসব প্রয়োজন মেটাতে পারে।

কার্বন বহির্ভূত: অভিবাসন সুবিধাগুলোকে প্রভাব প্রশমন, অর্থ ও কার্বনের জন্য ব্যবহৃত অভিন্ন মুদ্রার সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। তাই, অভিযোজন পদক্ষেপসমূহের জন্য পরিমাপযোগ্য ও হিসাব রাখার জন্য একটি মুদ্রা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যে এই অর্থ কার্যকরভাবে ব্যয় করা হচ্ছে।

এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো ঐকমত্য না হলে অর্থায়ন প্রক্রিয়ার শ্রেণী-বিন্যাস কিভাবে করা হবে তা নিয়ে জলবায়ু ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

অভিযোজন ও উন্নয়ন সুযোগ-সুবিধাগুলোর ওপর নজরদারির জন্য পরিমাপ ও পদ্ধতি সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধরনসহ একটি সহযোগিতামূলক, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা না থাকায় অভিযোজন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত দাতাদের অঙ্গীকারগুলো যথাযথভাবে পূরণ হয়েছে তা নিশ্চিত করা অসম্ভব হবে। তাই অভিযোজন পদক্ষেপের ব্যাপারে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হবে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অর্থ প্রবাহের প্রেক্ষিতে একটি বৈশ্বিক অভিযোজন অর্থায়ন নজরদারি ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

টিকা

- আদিল নাজাম, অধ্যাপক, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়।
- ‘নতুন ও অতিরিক্ত’ অর্থায়নের ভিত্তিমূল কিভাবে তৈরি করা হবে তা এখনো নিশ্চিত হয়নি, তবে এই টার্মের প্রকৃত অর্থ হলো, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত পদক্ষেপে অর্থ প্রবাহ ‘নতুন ও অতিরিক্ত’ এর ভিত্তিতে হতে হবে। এ ভিত্তিমূল কিভাবে করা যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনার জন্য দেখুন মার্টিন স্ট্যাডলমান সম্পাদিত, বেসলাইন ফর ট্রাস্ট: ডিফাইনিং, ‘নিউ এন্ড এডিশনাল’ ক্লাইমেট ফান্ডিং (লন্ডন: ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট [আইআইইডি], ২০১০)।
- দেখুন আদিল নাজাম সম্পাদিত, ‘গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল গভার্নেন্স: এ রিফোম এজেন্ডা’ (উইনিপিগ: ইন্টারন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট ফর সাসটেইনঅবল ডেভেলপমেন্ট, আইআইএসডি, ২০০৬)। বেনিটো মুলার, দি রিফোরমড ফাইন্যান্সিয়াল মেকানিজম অফ দি ইউএনএফসিসিসি’ পার্ট-২, দি কোয়েস্টেন অব ওভারসাইট: পোস্ট কোপেনহেগেন সিনথেসিস রিপোর্ট (অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইনিস্টিটিউট ফর এনার্জি স্ট্যাডিস, ওআইইএস, ২০১০); ডেভিড রিড, দি ইনিস্টিটিউশনাল আর্কিটেকচার ফর ফাইন্যানশিয়াল এ গ্লোবাল ক্লাইমেট ডিল: অ্যান অপশন পেপার (ওয়াশিংটন, ডিসি: টেকনিক্যাল ওয়ারকিং গ্রুপ অন টি ইনিস্টিটিউশনাল আর্কিটেকচার ফর ক্লাইমেট ফাইন্যান্স, ২০০৯)।
- রামি মনসেল সম্পাদিত, কাউন্টিং দি ক্যাশ: এলিমেন্টস অফ এ ফ্রেমওয়ার্ক ফর দি মেজারমেন্ট, রিপোর্টিং অ্যান্ড ডেরিফিকেশন অফ ক্লাইমেট ফাইন্যান্স, ওয়ার্কিং পেপার (ওয়াশিংটন, ডিসি: ডব্লিউআরআই, ২০০৯)।
- দেখুন রিচার্ড ক্রেইন, সম্পাদিত ভলিউমের ৫.১ অধ্যায়।
- উন্নয়নশীল দেশে জলবায়ু প্রুফ অভিযোজন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে বছরে ৪-৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। দেখুন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ: এ স্ট্রাটেজিক ফ্রেমওয়ার্ক ফর টি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ, কারিগরি প্রতিবেদন, (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ২০০৮), পৃষ্ঠা-৬৫।
- আদিল নাজাম ও মিকুয়েল মুনোজ, ট্র্যাকিং গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফাইন্যান্সিং: এ প্রপোজাল, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল গভার্নেন্স, জিইজি, (উইনিপিগ: আইআইএসডি, ২০০৮)।
- ভিন্ন অঙ্গিক থেকে বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আলোচনার জন্য দেখুন রিড (২০০৯)।
- প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা-২।

১০. মার্ক পলামার্টস ও জোনাথন আর্মস্ট্রং, ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট টু ডেভেলপিং কাউন্ট্রিস ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেশন অ্যান্ড অ্যাডাপটেশন: ইজ দ্য ইইউ মিটিং ইটস কমিটমেন্টস? (লন্ডন: ইনিস্টিটিউট ফর ইউরোপিয়ান এনভায়রনমেন্টাল পলিসি, আইইইপি, ২০০৯), পৃষ্ঠা, ৫-৬।
১১. প্রাণ্ডু, পৃষ্ঠা, ১৫-১৬।
১২. আর্টিকেল ৮, কোপেনহেগেন চুক্তি, ডিসেম্বর ২০০৯।
১৩. মুলার (২০১০), পৃষ্ঠা-৭৩।
১৪. যুক্তরাজ্যের উন্নয়ন সংস্থা 'দি ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি)' তাদের দেশের রিপোর্টিংয়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিসহ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়ন সহায়তা সংস্থার অর্থায়নের জন্য সেক্টর কোড বরাদ্দ দেয়।
১৫. জেসিকা ব্রাউন ও নানকি কাউর, 'ফাইন্যান্সিং অ্যাডাপটেশন: ম্যাচিং ফোরম উইথ ফাংশন', পটভূমি নোট (লন্ডন: ওডিআই ২০০৯) ও জে টিমনস রবার্টস এট অল, 'হ্যাজ ফরেন এইড বিন প্রিন্স? এনভায়রনমেন্ট ভলিউম ৫০ (২০০৯), পৃষ্ঠা ২৪-৩৫। দেখুন www.environmentmagazine.org/archives/back%20issues/January-February %202009/robertsparkstierney-hicks-ful.html।
১৬. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, 'মনিটরিং ক্লাইমেট ফাইন্যান্স অ্যান্ড ওডিএ', ব্রিফ নং ১, (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ২০১০)।
১৭. মনসেল সম্পাদিত (২০০৯)।
১৮. ওইসিডি, 'ওইসিডি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিসট্যান্স কমিটি ট্রান্স এইড ইন সাপোর্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেশন অ্যান্ড অ্যাডাপটেশন (প্যারিস: ওইসিডি, ডিসেম্বর ২০০৯)।
১৯. মুলার (২০১০), পৃষ্ঠা-৭৬, তহবিল গ্রহিতা ও স্ব-নিবন্ধন বিষয়ে আলোচনা।
২০. মুলার (২০১০), 'সিম্পলিসিটি অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি আর দি কিইস টু অ্যাডোয়েড রিসিপাইয়েন্টস টিলিং দ্যাট দে আর কমপ্লেক্স টু সারটিফাই' পৃষ্ঠা-৭৬।
২১. এলেক্স উইলকস, ক্লাইমেট অ্যাডাপটেশন ফান্ডিং: লেসনস ফোরম ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স, (ব্রাসেলস: ইউরোপিয়ান নেটওয়ার্ক অন ডেবট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ইউরোডাড, ২০১০)।
২২. আদিল নাজাম ও মার্ক হালে, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল গভর্নেন্স: দি চ্যালেঞ্জ অফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি, সাসটেইনঅ্যাবেল ডেভেলপমেন্ট ইনসাইটস নং ৫ (বোস্টন: ফ্রেডরিক এস পার্ভি সেন্টার ফর দি স্টাডি অব দি লংগার - রেঞ্জ ফিউচার, ২০১০)।

অভিযোজন তহবিলের মাধ্যমে অর্থের কার্যকর ও স্বচ্ছ ব্যবহার

বুটা হোস্টম্যান^২

কিয়োটো প্রটোকলের অধীনে একটি নতুন অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিযোজন তহবিল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থ প্রদান শুরু করতে যাচ্ছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে সুনির্দিষ্ট অভিযোজন কর্মসূচিতে অর্থায়ন করা। বিশেষ করে সেইসব দেশের জন্য যারা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ‘বিশেষভাবে ঝুঁকির’ সম্মুখীন। ধারণা করা হয় যে, ২০১০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে তহবিলের অধীনে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ২৯৭ থেকে ৪৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াবে।^২

অভিযোজন তহবিল অনন্য প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন অর্থায়ন ব্যবস্থা কাঠামোতে একটি পরিবর্তন সাধন করেছে। যা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর বহু দিনের দাবি পূরণ করেছে। এসব দাবির মধ্যে রয়েছে সরকারি উন্নয়ন সহায়তা থেকে মুক্ত হওয়া, সরাসরি অর্থলাভের সুযোগ পাওয়ার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সম্ভাবনা তৈরি এবং একটি শাসন ব্যবস্থা কাঠামো যার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ উন্নয়নশীল দেশ তহবিলের পরিষদে স্থান পেয়েছে।^৩ অভিযোজন তহবিল ব্যবস্থাপনায় এখনও মাঠপর্যায়ে পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যদিকে এটি প্রমাণ করেছে যে এটি অভিযোজন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ও বৈশ্বিক পর্যায়ে সফলভাবে অর্থ প্রবাহ বজায় রাখতে পারে। বিশেষ করে এই তহবিলের কাজ করে দেখাতে হবে যে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা সুশাসন ব্যবস্থা জোরদার করবে এবং কিয়োটো প্রটোকল সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ ও অভিযোজন তহবিল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রদত্ত ক্ষমতা ও সম্পদ ব্যবহার করবে।

অভিযোজন তহবিল কিভাবে অর্থের কার্যকর ব্যবহার সম্প্রসারিত করতে পারে সেই প্রশ্নটি মৌলিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাতে নিশ্চিত করা যায় যে সংস্থা তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারছে। দুর্নীতির সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো এবং এগুলো প্রতিরোধের জন্য প্রথম স্তরগুলো প্রকাশ করার লক্ষ্য। এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে তহবিলের ক্ষমতা ও উদ্দেশ্য, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও দায়িত্ব এবং সম্পদের লক্ষ্য পূরণযুখী ব্যবহার জোরদার করার জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা ও প্রাথমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অনুরূপ অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগিতার অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে তহবিলের সম্পদের স্বচ্ছ ও কার্যকর ব্যবহারের জন্য তহবিলের নীতিমালা ও দিক নির্দেশনা কিভাবে আরো উন্নত করা যেতে পারে, সে ব্যাপারে ধারণা উপস্থাপন করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অভিযোজন তহবিলের ক্ষমতা ও লক্ষ্য

অভিযোজন তহবিলের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবের ক্ষেত্রে মানিয়ে নেয়ার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা। এই তহবিল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবের কারণে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজন ব্যয় পূরণ করতে এসব দেশকে সহায়তা প্রদানের জন্য ইউএনএফসিসিসি ও কিয়োটো প্রটোকলভুক্ত উন্নত দেশসমূহ অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন করেছে।^৪ এই লক্ষ্য অর্জনে অর্থায়নের জন্য অভিযোজন তহবিল ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম) থেকে বিক্রিত অর্থের ২ শতাংশ হারে পাচ্ছে।^৫

অভিযোজন তহবিল সুনির্দিষ্ট অভিযোজন প্রকল্প ও কর্মসূচিতে অর্থ দিবে^৬ এবং এই প্রক্রিয়ায় ইউএনএফসিসিসি'র অধীন অতীতের অভিযোজন অর্থায়ন থেকে নিজেকে আলাদা করে নিবে। ইউএনএফসিসিসি দীর্ঘদিন জাতীয় যোগাযোগ ও জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা (নাপা) প্রণয়নে অর্থ প্রদান করলেও অভিযোজন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেনি। একটি সুস্পষ্ট অভিযোজন প্রকল্প হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল প্রভাব ও ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি। প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে এক গুচ্ছ লক্ষ্য এবং ফলাফল ও সাফল্য অর্জনের কর্মসূচি, যা আওতা, স্থান ও সময়ের প্রেক্ষিতে খুব ভালোভাবে সংরক্ষিত হয়নি।^৭ অভিযোজন কর্মকাণ্ডের সহায়তা প্রদান কর্মসূচি পরিচালিত হয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপসহ অনুমোদিত নীতিমালা ও পদ্ধতির ভিত্তিতে।^৮ কেবল সেইসব কর্মসূচির জন্য অভিযোজন কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করা হবে যেগুলোর ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য রয়েছে।^৯ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও পক্ষগুলো এসব নীতিমালা বিবেচনা ও বাস্তবায়ন করছে কি না এই বিষয়টি নিশ্চিত করাই হচ্ছে চ্যালেঞ্জ।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও দায়িত্ব

একটি নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিযোজন তহবিল বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, বিধি ও প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করতে পারে না, যা এসব লক্ষ্য ও নীতিমালার ক্ষেত্রে সমর্থন দেবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অভিযোজন তহবিল পরিষদ তহবিলের পরিচালনাকারী সংস্থা হিসেবে এই তহবিলের কাজকর্ম নির্বাহ করার এবং জবাবদিহি করার কর্তৃপক্ষ কিয়োটো প্রটোকলের পার্টিগুলোর দিক নির্দেশনার অধীনে প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রণয়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত।^{১০} পরিষদ তহবিলের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন। তহবিলের বরাদ্দ ও প্রকল্প প্রস্তাবনাগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দু'টি কমিটি। প্রজেক্ট এ্যাড প্রোগ্রাম রিভিউ কমিটি (পিপিআরসি) এবং এথিকস এন্ড ফিন্যান্স কমিটি (ইএফসি) থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত।

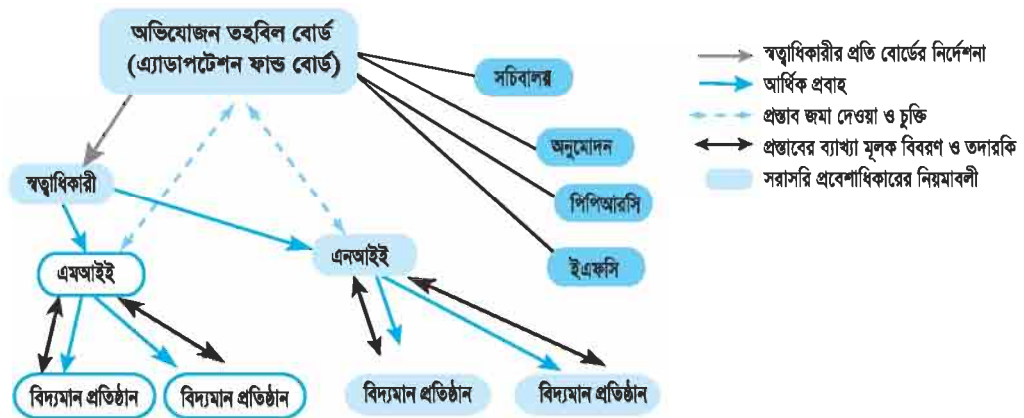
এই পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে ধরণগুলোর উন্নয়ন ঘটানো যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ে যে সব সংস্থা অভিযোজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তাদের অভিযোজন তহবিলের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা দিকনির্দেশনা বাস্তবায়ন, তহবিলের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা। তাদের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন ও নিরীক্ষার বিষয়টি সহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে পরিষদ পারফরমেন্স রিপোর্ট নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করার সামর্থ্য রাখে।^{১১}

যদিও অভিযোজন তহবিল পরিষদ ভারসাম্যপূর্ণ ও সুষম সুবিধা লাভ নিশ্চিত করার জন্য দেশগুলোর মধ্যে বরাদ্দের ধরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে,^{১২} তবুও নিজ দেশের মধ্যে বরাদ্দের ধরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি জাতীয় সরকারগুলোর ওপরই নির্ভর করে। জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং জনগোষ্ঠী ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থায়নের সুযোগ রাখা যেতে পারে।^{১৩} তহবিল যেহেতু দেশভিত্তিক কর্মসূচি অনুমোদন করে,^{১৪} তাই সরকারগুলো বা জাতীয় পর্যায়ে অংশীদারদের দায়িত্ব হচ্ছে একটি অভিযোজন প্রকল্প বা কর্মসূচির আরো বিস্তারিত রূপরেখা প্রণয়ন করা।

সরকারের পক্ষে অর্থায়ন প্রস্তাবগুলো অনুমোদন করতে পারে এমন জাতীয় পর্যায়ে দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হবে একটি জাতীয় বাস্তবায়ন সংস্থা (এনআইই) বা একটি বহুপাক্ষিক বাস্তবায়ন সংস্থা (এমআইই) যা সরকারের দ্বারা দায়িত্ব প্রাপ্ত এবং অভিযোজন তহবিল পরিষদের অনুমোদন প্রাপ্ত (দেখুন চিত্র ৫.২)। বাস্তবায়নকারী

সংস্থা সকল আর্থিক বিষয়, পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং দায়িত্বসহ (যেমন, প্রকল্প সাফল্য রিপোর্ট প্রদানের জন্য) প্রকল্প ও কর্মসূচির সার্বিক ব্যবস্থাপনার পূর্ণ দায়িত্ব বহন করবে।^{১৫} এছাড়াও এই সংস্থা অভিযোজন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) এবং সরকারি সংস্থাগুলোর মতো বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর (ইই) তদারকি করবে।

জাতীয় পর্যায়ে একটি সংস্থার মাধ্যমে সরাসরি সম্পদ লাভের সুযোগ প্রাপ্ত এনআইই হচ্ছে আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন- অর্থায়ন ব্যবস্থার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী অর্থায়ন পদ্ধতি। অতীতে, কেবল কিছু বহুপাক্ষিক ব্যাংক বা সংস্থার প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সেবা কাজে লাগিয়ে ইউএনএফসিসিসি'র অধীনে অর্থ লাভ করা সম্ভব ছিল। সরাসরি অর্থ লাভের ব্যবস্থা চালু করার জন্য পরিষদকে তহবিলের কার্যকর ব্যাপারের জন্য নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়েছে। এ লক্ষ্যে পরিষদের চালু করা পরিচালনাগত নীতিমালা, দিকনির্দেশনা ও মানসমূহ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।



চিত্র : ৫.২ অভিযোজন তহবিলের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বিদ্যমান দিকনির্দেশনা ও মানসমূহ

পরিচালনাগত দিকনির্দেশনা ও মানসমূহ অর্থায়ন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো ব্যাখ্যা করেছে এবং কর্মসূচির মান রক্ষার জন্য এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে অর্থায়ন প্রস্তাবগুলোর মূল্যায়ন, শাসন ব্যবস্থায় প্রক্রিয়াসমূহ, জাতীয় পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য, প্রকল্পসমূহের ও কর্মসূচির পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

অর্থায়ন প্রস্তুতাবসমূহের স্বচ্ছতা ও মূল্যায়ন

অভিযোজন তহবিলের শাসন ব্যবস্থা স্বচ্ছতার নীতিতে পরিচালিত হলেও অর্থায়ন প্রস্তুতাবনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রস্তাবের খঁটিনাটি সংক্রান্ত প্রক্রিয়া, তহবিল ব্যবস্থাপনা ও রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার

বিধি বিধান খুবই কম। সাধারণত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা জোরদার হয়; আর তা হচ্ছে অংশীদারদের অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রকাশ। অভিযোজন তহবিলে এ ব্যাপারে দু'টি দুর্বল দিক রয়েছে।

প্রকল্প ও কর্মসূচির জন্য রূপরেখায় প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে যাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে সেইসব অংশীদারদের একটি তালিকাসহ পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার একটি বিবরণ থাকা প্রয়োজন।^{১৬} অভিযোজন তহবিলের কৌশলগত অগ্রাধিকার ও দিকনির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য এটি মোটেও সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নয়।^{১৭} তাই সচিবালয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবের কারিগরি পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না যদিও পরে তা আরো পর্যালোচনার জন্য পিপিআরসিতে পাঠানো হয়। অংশীদারদের অংশগ্রহণের মান মূল্যায়নেরও কোন সুযোগ নেই। এসব দুর্বলতা অর্থ বরাদ্দ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর দায়িত্ব কমিয়ে দেয়। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ অর্থায়ন করা কর্মসূচিগুলোর মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কারণ, অর্থায়ন প্রস্তাব ও যোগ্যতার মূল্যায়নের ধারণাগুলো অত্যন্ত ব্যাপক এবং অথবা আরো বেশি যাচাই বাছাইয়ের^{১৮} প্রয়োজন রয়েছে, যা পিপিআরসি বা সচিবালয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব। যেমন এগুলোর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সুফল অথবা কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্যের মান সম্পর্কিত মূল্যায়ন।

আগ্রহী সহযোগীদের জন্য সংশ্লিষ্ট একটি ব্যবসা হচ্ছে যে পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য কেবল প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর এবং প্রকল্প প্রস্তাবনা পরিষদে উপস্থাপনের পর পাওয়া যেতে পারে। বিদ্যমান পরিচালনাগত নীতি ও দিক নির্দেশনা অনুযায়ী অর্থায়ন প্রস্তাবনাগুলো পরিষদের অনুমোদন পাওয়ার পর কেবল অনলাইনে পাওয়া যেতে পারে।^{১৯} ফলে আগ্রহী বা ক্ষতিগ্রস্ত সহযোগীরা আনুষ্ঠানিক পরামর্শ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত না থাকলে প্রক্রিয়ার শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবগুলোর ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে পারবে না। অভিযোজন তহবিল পরিষদের দেয়া বিস্তারিত বিবরণের মাত্রা প্রকল্প প্রস্তাবগুলোর মান সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক যাচাই করতে সক্ষম করার জন্য যথেষ্ট ব্যাপক হতে হবে। অভিযোজন তহবিল পরিষদ অনলাইনে কোন মাত্রায় তথ্য প্রকাশ করবে তা দিকনির্দেশনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এই ধরণের দিক নির্দেশনার অভাব বা সহযোগীদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, বা তথ্য অপ্রকাশিত থাকার কারণে জাতীয় পর্যায়ে দিক নির্দেশনা ও প্রয়োগের শর্ত অনুযায়ী স্বচ্ছতা হবে অনেক বেশি ভালো।

ধারণা করা হচ্ছে যে, অন্যান্য বিধি অদূর ভবিষ্যতে আরো বদলে যাবে। এনজিওদের অনুরোধে, বোর্ড ইতোমধ্যে অর্থায়ন প্রস্তাবগুলোর তথ্য অনলাইনে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যখন তারা সচিবালয় থেকে তাদের অর্থ লাভ করবে। পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে পর্যন্ত প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে জনগণকে মন্তব্য করার সুযোগ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।^{২০}

জাতীয় পর্যায়ে তহবিল বরাদ্দ

জাতীয় পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে কিভাবে প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রস্তাবগুলোকে অভিযোজন তহবিল পরিষদে উপস্থাপনের জন্য বাছাই করা হবে। পরিষদ থেকে প্রদত্ত অভিযোজন প্রকল্প বা কর্মসূচির সংজ্ঞা খুবই ব্যাপক এবং অগ্রাধিকারের জন্য বাস্তবভিত্তিক দিক নির্দেশনা দেয় না। তাই, বাস্তবায়নকারী সংস্থা বা জাতীয় সরকারগুলোকে এখন এই সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে। এই সংজ্ঞায় থাকবে অভিযোজন কর্মসূচির সম্মিলিত লক্ষ্য ও সুস্পষ্ট ফলাফল, এগুলো কি ও কার জন্য অথবা কোথায় ও কখন সম্পন্ন করা হবে।

তহবিলের একটি কৌশলগত অগ্রাধিকারের বিষয় হচ্ছে যে উপযুক্ত পক্ষগুলোকে ও সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীগুলোর বিশেষ প্রয়োজন সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।^{২১} তবে মূল্যায়নের ব্যাপারে কোনো

মানসম্মত মাপকাঠি বা ধরণ নেই।^{২২} এছাড়াও পরিষদ ঝুঁকির ধারণার আরো বিস্তারিত সংজ্ঞা প্রদান করেনি। যেমন, ‘অভিযোজন কর্মকাণ্ড’ এবং ‘ঝুঁকি’ ধারণা সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, শাসন ব্যবস্থার প্রক্রিয়া, তথ্য, ধরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো সমাজের কাছে বৈধ বলে বিবেচিত হতে হবে। জনগণের কাছে তা স্বচ্ছ রাখতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখতে হবে।^{২৩}

বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য

জাতীয় পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ।^{২৪} অভিযোজন তহবিল থেকে অর্থ লাভ করার জন্য এসব সংস্থার স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আস্থার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ওপর মনোনিবেশ করা। এসবের মধ্যে রয়েছে আর্থিক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ক্রয় রীতি, বা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, স্বচ্ছতা, স্ব-অনুসন্ধানী ক্ষমতা ও দুর্নীতি বিরোধী পদক্ষেপ।^{২৫} এসব মান বজায় রাখা তহবিলের স্বীকৃতির জন্য একটি পূর্বশর্ত। যা একটি স্বীকৃতি প্যানেলের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত বৈধ বিবেচিত হবে।^{২৬}

প্রকল্প ও কর্মসূচি পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও ফলাফলের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।^{২৭} স্বীকৃতি লাভের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর পর্যবেক্ষণের জন্য তাদের সামর্থ্য থাকা জরুরি এবং প্রমাণ করতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান রয়েছে। অর্থায়নের প্রস্তাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা সম্পর্কে রূপরেখা উপস্থাপন করতে হবে এবং এগুলো কারিগরি পর্যালোচনার রূপরেখা উপস্থাপন করতে হবে এবং এগুলো কারিগরি পর্যালোচনার অংশ হবে। অর্থায়নকৃত কর্মকাণ্ড সমাপ্ত হওয়ার পর মূল্যায়ন করতে হবে, ১ মিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় সাপেক্ষ কর্মসূচির জন্য মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক, তবে, এই পরিমাণ অর্থের কম ব্যয়সাপেক্ষ ক্ষুদ্র পর্যায়ের প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে পরিষদের কাছে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলেই কেবল মূল্যায়ন করা যেতে পারে।^{২৮}

বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর নিরপেক্ষ মূল্যায়ন সম্পন্ন করার জন্য বাইরের মূল্যায়নকারী নিয়োগ করতে হবে।^{২৯} মূল্যায়নকারীকে কি মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে বা কি পদ্ধতি ব্যবস্থা করা হয়েছে তার ওপর রিপোর্টের মান অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রকল্পের মূল্যায়ন আরেকটি সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ‘অভিযোজন’ ও ‘ঝুঁকি’ সম্পর্কে মতবৈধ এবং একটি বস্তুগত পরিমাপ নির্ধারণে জটিলতা যা যে কোনো মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে কঠিন করে তোলে। কোনো কর্মসূচির ব্যাপারে অভিযোজন সামর্থ্য রয়েছে কিনা তা বিচার করতে গেলে মূল্যায়ন যথাযথ না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পরিষদ তহবিলের জন্য ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে এবং এই কাঠামো প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলোকে সহায়তা দেবে এমন প্রক্রিয়া বিবেচনা করবে।^{৩০} এই বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত না হলেও^{৩১} পরে তা আর্থিক সহায়তার কার্যকারিতা জোরদার করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই প্রক্রিয়া লক্ষ্যসমূহ ও সূচকগুলো এবং কর্মকাণ্ডের ভিত্তিভূমি, যেমন, ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য ও চাহিদার মূল্যায়নের বিষয়গুলো নির্ধারণ করবে।

উপসংহার ও অবস্থান

এই বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, জাতীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য ও শাসন ব্যবস্থা কাঠামো অভিযোজন তহবিলের অর্থায়নে পরিচালিত অভিযোজন কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া সামর্থ্য, স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে তহবিলের বিধিগুলোও জরুরি। তবে, তহবিলের লক্ষ্য অর্জনমুখী ব্যবস্থার জোরদার করার জন্য এগুলো যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগীদের মধ্যে বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ে সহযোগিতা কার্যকরভাবে বিধিগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য জরুরি।

অভিযোজন তহবিল এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে কেবল দুর্নীতির কিছু সম্ভাব্য প্রবেশদ্বার ও সেগুলো রোধ করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। টেকসই উপায়ে দুর্নীতি কমিয়ে আনার জন্য সাধারণ ফর্মুলা এবং সূচনাত্তেই দুর্নীতি বিরোধী কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিত করার যুক্তিসঙ্গত প্রমাণাদি না থাকায়,^{৩২} সুশাসনের একটি সফল প্রয়াসে অব্যাহত মনোযোগের মাধ্যমে শিক্ষা লাভের একটি প্রক্রিয়া থাকতে হবে, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, গৃহীত কৌশলগুলো বিভিন্ন জাতীয় প্রেক্ষাপটে যথার্থ।

অনুরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সহযোগিতা ও দুর্নীতি বিরোধী পদক্ষেপগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অভিযোজন তহবিল পরিষদ অর্থের স্বচ্ছ ও কার্যকর ব্যবহার জোরদার করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো অনুসরণের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

- * অভিযোজন তহবিলের ওয়েবসাইটে এনালাইটিকেল টুল কিট, সফলতম সব চর্চায় নজির বা দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য দিতে হবে যা নিরীক্ষা সংক্রান্ত চাহিদা পূরণ করবে। অনেকগুলো সংশ্লিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে, যা এই লক্ষ্য পূরণের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন ক্রয় সংক্রান্ত দিক নির্দেশনার জন্য ওই সিডি-ডিএসি যৌথ উদ্যোগ।
- * অন্যান্য সহযোগীর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্মসূচিতে এনআইই'র জন্য সহায়তা প্রদান করা যেমন, স্বীকৃতি লাভের সময়ে আস্থার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মান বজায় রাখা।
- * প্রকল্প পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও আর্থিক প্রবাহের ওপর নজরদারি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত প্রদান করা যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, নিরপেক্ষ নজরদারি সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য জাতীয় পর্যায়ে যোগাযোগ করার মতো ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা যেতে পারে, যা অভিযোজন তহবিল পরিষদের কাছে উপযুক্ত পক্ষ উপস্থাপন করবে।
- * বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে চুক্তি বন্ধ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞদের নিরপেক্ষতা বিচার করতে হবে।
- * ঝুঁকির সম্মুখীন জনগোষ্ঠীগুলোকে কিভাবে বিবেচনা করা হবে, সেই প্রশ্নসহ তহবিল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কার্যকারিতা ও স্বচ্ছতার বিষয়টি কিভাবে উন্নত করা হবে সে বিষয়ে শিক্ষা লাভের ব্যাপারে বিভিন্ন সহযোগীর মতামত বিনিময়ের সুযোগ প্রদান।
- * অর্থায়নকৃত প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলোর জন্য একটি অভিযোগ প্রদান কৌশল চালুকরণ।
- * সুশীল সমাজ, সাংবাদিক বা নিরপেক্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্ততার জন্য সুবিধা প্রদান বা সহায়তার জন্য অন্যান্য অংশীদার ও দাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা। আন্তর্জাতিক সহায়তার একটি নজির হচ্ছে স্বচ্ছতা তহবিলের জন্য অংশীদারিত্ব।

টিকা

১. বৃটা হোস্টম্যান, গবেষণা সহযোগী, জার্মান ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট ।
২. অ্যাডাপটেশন ফান্ড বোর্ড, 'ফাইন্যান্সিয়াল স্টাটাস অফ দ্য অ্যাডাপটেশন ফান্ড ট্রাস্ট ফান্ড অ্যান্ড দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রাটিভ ট্রাস্ট ফান্ড (৩০ এপ্রিল ২০১০), নথি কোড এএফবি ইএফসি. ১/৫ (বন: ইউএনএফসিসিসি, ২০ মে ২০১০) ।
৩. অভিযোজন তহবিলের প্রাতিষ্ঠানিক শাসন রূপরেখা নিয়ে আরো গবেষণা সম্পর্কে রিচার্ড ক্রেইনের এই ভলিউমের ৫.১ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। আরো দেখুন ব্রিটা হোস্টম্যান, 'অপারেশনলাইজিং দ্য অ্যাডাপটেশন ফান্ড: চ্যালেঞ্জস ইন অ্যালোকেশন ফান্ডস টু দি ভালনারঅ্যাবল' ।
৪. আর্টিকেল ৪.৪ ইউএনএফসিসিসি ও ১২.৮ কিয়োটো প্রটোকল ।
৫. সিদ্ধান্ত ১০/ সিপি. ৭, এনেক্স ২, সিদ্ধান্ত ৫/ সিপি. ৬, রিচার্ড ক্রেইন, এই ভলিউমের ৫.১ অধ্যায় ।
৬. আলোচনা ১০/সিপি.৭, ১/সিএমপি. ৪.১/ সিএমপি ৩, ৫/ সিএমপি ২ ও ২৮/ সিএমপি ১ ।
৭. অ্যাডাপটেশন ফান্ড বোর্ড, অপারেশনাল পলিসিস অ্যান্ড গাইডলাইনস ফর পার্টিস টু অ্যাকসেস রিসোর্সেস ফোরাম দি অ্যাডাপটেশন ফান্ড (বন: ইউএনএফসিসিসি, ২০০৯) ।
৮. এতে অন্তর্ভুক্ত: তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও বিরোধিতা, তহবিল ব্যবস্থাপনা, কার্যকর ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা, ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা ও কার্যকরিতা, সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা, গুনগত মান, ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের জন্য সুস্পষ্ট দায়বদ্ধতা, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও আর্থিক নিরীক্ষা ।
৯. সিদ্ধান্ত ৫/ সিপি. ৭, প্রচ্ছদ ৮ ।
১০. সিদ্ধান্ত সমূহ ২৮/ সিএমপি, ১ ও ১/ সিএমপি-৩, অনুচ্ছেদ ৪, ২০০৮ সালে এর কার্যকরিতা শুরু হয়েছে এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে ।
১১. সিদ্ধান্ত ১/ সিএমপি. ৩, প্রচ্ছদ-৫ ।
১২. সিদ্ধান্ত ১/ সিএমপি.৪, এনেক্স-৪, প্রচ্ছদ ১৬ (সি) ।
১৩. সিদ্ধান্ত ৫/ সিএমপি ২, প্যারাগ্রাফ ২ ।
১৪. সিদ্ধান্ত ২/ সিএমপি ১ ও ৫/ সিএমপি ২. প্রচ্ছদ-২ ।
১৫. অ্যাডাপটেশন ফান্ড বোর্ড (২০০৯), অনুচ্ছেদ ২৭ ও ৪৮ ।
১৬. দেখুন www.adaptation-fund.org/node/7
১৭. দেখুন অনুচ্ছেদ ১৫ ।
১৮. অ্যাডাপটেশন ফান্ড বোর্ড (২০০৯), এনেক্স ৩ ।
১৯. অ্যাডাপটেশন ফান্ড বোর্ড (২০০৯), অনুচ্ছেদ ৪০-৪১ ।
২০. অ্যাডাপটেশন ফান্ড বোর্ড, 'ডেরান্ট রিপোর্ট অফ দ্য অ্যাডাপটেশন ফান্ড বোর্ড টু টি কনফারেন্স অফ টি পার্টিজ সারভিং অ্যাজ টি মিটিং অফ টি পার্টিজ টু টি কিয়োটো প্রটোকল অ্যাট ইস সিক্সথ সেশন', নথি কোড এএফবি/বি.১১/৭/রেভ.১ (বন: ইউএনএফসিসিসি অ্যাডাপটেশন ফান্ড বোর্ড, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১০) ।
২১. স্ট্রাটেজিক প্রাইওরাটিস, পলিসিস অ্যান্ড গাইডলাইনস, সিদ্ধান্ত ১/ সিএমপি ৪ এনেক্স ৪ ।
২২. জন বার্কম্যান সম্পাদিত, মেজরিং ভলনারঅ্যাবিলিটি টু ন্যাচারাল হাজারডস: টুয়ার্ডস ডিজেসটার রেসাইলেন্ট সোসাইটিস (টোকিও: ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬); গিলবার্টো সি গ্যালোপিন, 'লিংককেজস বিটুইন ভলনারঅ্যাবিলিটি, রিসাইলেন্স অ্যান্ড অ্যাডাপটিভ ক্যাপাসিটি' গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ, ভলিউম, ১৬ (২০০৬), পৃষ্ঠা, ২৯৩-৩০৩, হোস্টম্যান ।
২৩. দেখুন ব্রিটা হোস্টম্যান, ফারমিং অ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ: এ চ্যালেঞ্জ ফর বিল্ডিং ইনিস্টিটিউশনস, ডিসকাশন পেপার নং ২৩/২০০৮ (বন: জার্মান ডেভেলপমেন্ট ইনিস্টিটিউট, ২০০৮) ।
২৪. দেখুন www.adaptation-fund.org/node/g.
২৫. অ্যাডাপটেশন ফান্ড বোর্ড মিটিং (২০০৯), অনুচ্ছেদ ৫৩ ও ৫৪ ।

২৬. অ্যাডাপটেশন ফান্ড বোর্ড মিটিং (২০০৯), অনুচ্ছেদ ৩৩-৩৮।
২৭. অ্যাডাপটেশন ফান্ড বোর্ড মিটিং (২০০৯), অনুচ্ছেদ ৪৮ ও ৪৯।
২৮. অ্যাডাপটেশন ফান্ড বোর্ড মিটিং (২০০৯), অনুচ্ছেদ ৪৯।
২৯. প্রাপ্ত।
৩০. অ্যাডাপটেশন ফান্ড বোর্ড মিটিং (২০০৯), অনুচ্ছেদ ৪৭ ও ৫০।
৩১. অ্যাডাপটেশন ফান্ড বোর্ড মিটিং-১২।
৩২. ওরগানাইজেশন ফর ইকোনোমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি), সিনথিসিস অফ লেসনস লার্নড অফ ডনার প্রাকটিসেস ইন ফাইটিং করাপশন (প্যারিস: ওইসিডি, ২০০৩); জেস এনডিগ ও ওড-হেলজি ফেল্ডস্ট্যাড, করাপশন: এ রিফিউ অফ কনটেমপোরারি রিসার্চ (বার্জেন: সিএইচআর, মিকেলসেন ইন্সটিটিউট, ২০০১), রবার্ট কিটগার্ড, কন্ট্রোলিং করাপশন (বার্কলে: ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৮৮)।

জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন

অভিযোজন কাঠামোতে দুর্নীতির ঝুঁকি

জেমস দুইস^১

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অভিযোজনের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে যেখানে বন্যা বাঁধ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে সেখানে জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ করা। ২০৩০ সাল নাগাদ এ লক্ষ্যে প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়াবে ১০০ বিলিয়ন ডলার।^২ বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর জন্য সরাসরি প্রদত্ত এই ধরনের ব্যাপক অর্থ প্রবাহের পাশাপাশি নির্মাণ ও গণপূর্ত কাজের ক্ষেত্রটি বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত খাত^৩ বলে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের কর্মসূচিতে সুদৃঢ় শাসন ব্যবস্থা থাকা জরুরি।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দুর্নীতি ও ঝুঁকির সম্মুখীন মানুষের ভাগ্য প্রকল্পের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। দুর্নীতি দারিদ্র্য ও দুঃস্থাবস্থার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে এবং দুর্বলতা সৃষ্টি করে বলে পরিবর্তনশীল জলবায়ুর কারণে তা আরো তীব্র হয়।^৪ চরমভাবাপন্ন জলবায়ু দরিদ্রতর দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশি দৃষ্ট হয় এবং সেখানে দুর্বল শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্নীতির বিস্তৃতিও ব্যাপক। ১০ বছরের মধ্যে সারাবিশ্বে বস্তিবাসী জনসংখ্যা প্রায় ১.৪ বিলিয়ন হবে। যাদের পানি সরবরাহ অপরিষ্কার থাকার কারণে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ও রোগব্যাধির প্রকোপ বিদ্যমান থাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের বিষয়টি দুর্নীতির লোভ ও শোষণের জন্য আকর্ষণীয় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। দুর্নীতি জনগোষ্ঠীর বিপন্নতা আরো বাড়িয়ে দেয়। অভিযোজন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাও সেখানে বেড়ে যায়।^৫ যেসব অঞ্চল দুর্বল শাসন ব্যবস্থার শিকার, সেখানে অভিযোজন কর্মসূচি নিয়ে সাড়া দানের বিষয়টিই বরং দুর্নীতিপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে।

বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে যে, অনেকদিন ধরে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত শিল্প খাতগুলোর অন্যতম বলে বিবেচিত নির্মাণ শিল্প খাতকে^৬ মানবিক দুর্যোগ-হ্রাসের দায়িত্ব প্রদান করা হবে। বিশ্বব্যাংক ধারণা করছে যে, নির্মাণ ব্যয়ের ৫ থেকে ২০ শতাংশ দুর্নীতির জন্য হারিয়ে যায় বলে উন্নয়নশীল দেশ সমূহে প্রতিবছর ১৮ বিলিয়ন ডলারের বোঝা বাড়ছে।^৭ এই অর্থের অধিকাংশ সেইসব দেশ হারাতে যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন। দারিদ্র্যপীড়িত, ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্প প্রবণ হাইতির সাবেক স্নৈরশাসক বেবী ডক দুভালিয়ের ৭ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ একটি ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসেবে পুঞ্জীভূত করেছিল বলে জানা গেছে।^৮ এ প্রসঙ্গে বিষয়টি বিস্ময়কর নয় যে অভিযোজন সাড়ার গতিও ধীর।

নির্মাণ শিল্পে দুর্নীতির উচ্চ মাত্রা কেবল প্রাথমিক আর্থিক ক্ষতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং আরো ব্যাপকতর ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রভাব রয়েছে। বস্তুত দুর্নীতির কারণে প্রায়শই ব্যয় অগ্রাধিকার নির্ধারণে বিচ্যুতি ঘটে ও নিম্নমানের নির্মাণ কাজ হয় এবং জরুরি ভিত্তিতেও কার্যকরভাবে মানবিক দুর্বিপাক মোকাবেলার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের জন্য এসব কর্মসূচিতে এক ধরনের অপছন্দের মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।^৯ দুর্নীতি ও দুর্নীতি ঘটায় প্রক্রিয়া কেবল অভিযোজন কর্মসূচিগুলো গতিহ্রাস করে না বরং অবৈধ প্রকল্প অর্থ সরিয়ে নেয়া বা নির্মাণ কাজের মান কমিয়ে ঝুঁকির ক্ষেত্রে অবদান রাখার মাধ্যমে প্রক্রিয়াকে আরো মৌলিকভাবে ক্ষুণ্ণ করে।

বড় বাজেট, বড় কোম্পানি- বড় ধরনের দুর্নীতির ঝুঁকি?

অবকাঠামো ও গণপূর্ত ক্রয় প্রক্রিয়া প্রতিক্রিয়ামূলক প্রকল্প হয়ে উঠতে পারে। যা দুর্যোগ বা অন্য ধরনের চরম পরিস্থিতিতে সাড়া দেয় বা জলবায়ু-রোধী রূপ পরিগ্রহ করা বা ঝুঁকি হ্রাসের জন্য নতুন অবকাঠামো দেয়। এই ধরনের প্রয়াসে বিশেষ করে সরকারি খাতের বিনিয়োগ ঘটাবে এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কঠোর নিরাপত্তাসহ স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে সুরক্ষিত হতে হবে।

হিসাব অনুযায়ী কৃষি, পানি, স্বাস্থ্য, উপকূল ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বার্ষিক অভিযোজন ব্যয় ৩১৫ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে ১৬ থেকে ৬৩ বিলিয়ন ডলার এবং অভিযোজনের মাধ্যমে এড়ানো সম্ভব নয় এমন চরম আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে আরো সম্ভাব্য ব্যয় ৫০ বিলিয়ন ডলার হতে পারে।^{১০} নর্দমা, সরকারি ভবন ও রাস্তাঘাট নির্মাণসহ নগর অবকাঠামো খাতের ব্যয় অবকাঠামো অভিযোজন ব্যয়ের প্রায় ৭৭ শতাংশ।^{১১}

বৃহৎ আন্তর্জাতিক নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশাসন ও অভিযোজন প্রকল্পগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য জোরদার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব কোম্পানির পরিবেশগত অবনতি ঘটানো ও দুর্নীতি করার মতো নানা রেকর্ড রয়েছে। গ্রিন পাওয়ার বিল্ডিং স্প্রিং যে পরিকল্পনাগত দক্ষতা ও পুঁজি দাবি করে কেবল বৃহৎ আন্তর্জাতিক প্রকৌশল কোম্পানিগুলোই তা দিতে পারে।^{১২} অবকাঠামো অভিযোজন প্রকল্পসমূহে চুক্তির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ বহুজাতিক কোম্পানি মটম্যাক ডোনাল্ড নিজেদেরকে অভিযোজন ও প্রভাব প্রশমন উভয় খাতে প্রথম সারির বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করে বলছে যে, উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো প্রকৌশল ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার মতো ক্ষেত্রগুলোতে তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, আধুনিক দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক পরিধি রয়েছে।^{১৩}

এই ধরনের অনেক কোম্পানি একই ধরনের প্রকল্পে নানা অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছে। ২০০৩ সালে বেটসেল সম্পর্কে জানা গেছে যে, তারা অ-টেকসই ও ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছে যার ফলে সারা বিশ্বে মানবিক, পরিবেশগত ও জনগোষ্ঠীর ক্ষতিসাধিত হয়েছে।^{১৪} মট ম্যাক ডোনাল্ডের বিরুদ্ধে লেসোথোর কুখ্যাত পাহাড়ি পানি প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিতে সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে।

বৃহৎ অবকাঠামো কোম্পানিগুলোর সম্পৃক্ততা থাকলেই তা অভিযোজন প্রকল্পগুলোতে দুর্নীতি করবে এমনটি বলা যায় না। তারা এমন কিছু ঝুঁকির উল্লেখ করেছে যা নির্মাণ কোম্পানিগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে বলে কিছু ঝুঁকিসহ উল্লেখ করা হয়েছে।^{১৫}

যখন স্বাভাবিক ব্যবসার সঙ্গে অভিযোজন প্রকল্প সম্পৃক্ত হয়

এই বিষয়টি বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, অভিযোজন সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো যা কোনো গণপূর্ত প্রকল্পের অনুরূপ দুর্নীতি ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। এই খাতটি বিশেষ করে দুর্নীতি প্রবণ কারণ এই খাতে সাধারণত জটিল সরবরাহ চেইনের মাধ্যমে সরকারি খাতে বৃহৎ, দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প নির্মাণ করা হয়।^{১৬} এছাড়া আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো যখন বিদেশে ঠিকাদারি লাভের জন্য চেষ্টা করে তখন বিভিন্ন আইন ও ব্যবসায়িক সংস্কৃতি ভূমিকা পালন করার ফলে দুর্নীতির ঝুঁকি ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় এবং সনাক্ত করা ও মোকাবেলা করা আরো কঠিন।^{১৭}

অবকাঠামো প্রকল্পসমূহে দুর্নীতি সকল পর্যায়ে ও খাতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। যেমন বিনিয়োগ, পল্লী ও নগর এলাকা, প্রকল্পের অধিকার, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান, বৃহৎ ঠিকাদার। প্রতিটি পর্যায়েই দুর্নীতির বিভিন্ন ঝুঁকির মধ্যে

রয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মূল্যায়ন থেকে শুরু করে প্রকল্প প্রণয়ন ও বিড পরিকল্পনার পর্যায়, ঠিকাদার নির্বাচন, ঠিকাদারি প্রদান, বাস্তবায়ন চুক্তি এবং চূড়ান্ত হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষণ সম্পাদন করা।^{১৮}

এই শিল্পে স্বাভাবিক ব্যবসা, ঝুঁকির কিছু কিছু জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্পগুলোর জন্য বিশেষ প্রভাব ফেলে। যেমন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতি বা অন্যান্য প্রভাব খাটানোর ফলে অগ্রাধিকার ইস্যুতে বিচ্যুতি ঘটতে পারে। সরকারগুলো এবং কর্মকর্তারা বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। কারণ আকার বড় হলে দুর্নীতি ও ঘুষ গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের প্রকল্প সামাজিক প্রয়োজনের চেয়ে অধিক লাভজনক প্রকল্পের কারণে বাদ পড়তে পারে। যা প্রায়ই অসমাপ্ত ও অব্যবহৃত থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দুর্নীতির নজির হিসেবে পরিবেশগত দিক থেকে ক্ষতিকর বিষয়ে পরিণত হয়।^{১৯}

অভিযোজন চাহিদাগুলো কিভাবে নির্ধারণ ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে তা এখনও পর্যন্ত অস্পষ্ট। ২০১০ সালে দেখা গেছে, জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা (নাপা) প্রকল্পগুলোর প্রায় ৬ শতাংশ হচ্ছে পুরোপুরিভাবে অবকাঠামোগত এবং অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে অবকাঠামো ও অন্যান্য নির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়।^{২০} এসব প্রকল্প একটি অংশগ্রহণমূলক উপায় হিসেবে বিবেচিত বলে প্রণয়ন করা হলেও এখনও পর্যন্ত সেগুলো বাস্তবায়িত হয়নি এবং কোনটি জরুরি ভিত্তিতে নির্মাণ করতে হবে সে বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা দেয়া হয়নি। তাই, প্রকল্পের অগ্রাধিকার লাভের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে কারণগুলো জরুরি অভিযোজন প্রয়োজনের চেয়েও আরো কিছু বেশি এবং সেটি হচ্ছে বাস্তবতা।

অবকাঠামো প্রকল্পের ক্ষেত্রে আরেকটি ঝুঁকি হচ্ছে প্রকল্পের ব্যয় বাড়ানোর মান কমিয়ে আনার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নেয়ার প্রবণতা।^{২১} প্রকল্পের নকশা এমনভাবে করা হতে পারে যাতে ব্যয় বেড়ে যায় বা নিশ্চিত হয় যে কেবলমাত্র অল্প কিছুসংখ্যক ঠিকাদার তা করতে পারে অথবা অত্যাধুনিক করে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হতে পারে। এর ফলে প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পেতে পারে। গুণগত মান সম্পর্কে তথ্য গোপন করার জন্য ঘুষ দেয়া হলে ফল হয় নিম্নমানের কাজ। অনেক বেশিসংখ্যক প্রকল্প আকারে বৃহৎ, জটিল ও নিম্নমানের হওয়ার ফলে সেগুলো মূল্যায়ন করা কঠিন।^{২২} এছাড়া, গ্রাহক ও নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে সরকারগুলোর দৈত ভূমিকা^{২৩} থাকার কারণে এই ধরনের অনেক প্রকল্পে দুর্নীতি ও জালিয়াতির প্রবণতার পাশাপাশি প্রতারণামূলক বা অপরিপাক্ত নিয়ন্ত্রণকারী সামর্থ্য পরিলক্ষিত হয়।

নিম্নমানের কাজের ক্ষেত্রে দুর্দশা নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে জরুরি অভিযোজন চাহিদার প্রেক্ষাপটে বেশি মূল্য দিতে হতে পারে যখন তা জীবনের দাম সংশ্লিষ্ট ব্যয় হিসাব করতে হয়। পরিবেশরোধী অবকাঠামোর ক্ষেত্রে অতীতে এই ধরনের অভিজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়েছে, তবে, আরো উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে যে জলবায়ু প্রভাব রোধক প্রকল্পগুলো অনেক দেশেই কোনো বিধি-বিধান বা অভিজ্ঞতা ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছে।

তুরস্কে ১৯৯৯ সালে ভূমিকম্পে প্রায় ১১ হাজার লোক প্রাণ হারায়। তখন দেখা গেছে, অর্ধেকের বেশি ভবনে বিল্ডিং নির্মাণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়নি।^{২৪} প্রয়োজনীয় মান রক্ষা করা না হলে অভিযোজন পদক্ষেপগুলোর ক্ষেত্রেও জলবায়ু সংশ্লিষ্ট দুর্যোগে অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা যেতে পারে। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনে জনগণের সহিষ্ণুতা বাড়ানোর চেয়ে বরং দুর্দশা ব্যবস্থাপনায় অভিযোজন কর্মসূচি তা হ্রাস করতে পারে।

অভিযোজন প্রকল্পের জন্য অনেক ঝুঁকি

সরকারগুলো বাস্তবহার্য লোকজনের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণে ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ঘূর্ণিঝড়ে আশ্রয় নির্মাণ করছে। তাদেরকে এখন আরো নিশ্চিত করতে হবে যে নতুন নির্ধারিত মান বজায় রাখতে

পুরনো কাঠামোগুলোর সংস্কার করা হয়েছে। সরকারগুলোকে ‘সবুজ’ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে যাতে, নিশ্চিত করা যায় যে অভিযোজন প্রকল্পগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাড়িয়ে না দেয়। কারণ, নির্মাণ শিল্প কার্বন নির্গমনের ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ অবদান রাখছে।^{২৫} এসব পরম্পরের নির্ভরশীল অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো সীমিত সম্পদের সংরক্ষণের জন্য অবশ্যই মোকাবেলা করতে হবে এবং পরিকল্পনা ও ভবন নির্মাণ প্রকল্পগুলোর জটিলতায় চাপ বৃদ্ধি করবে।^{২৬}

পরিবেশের ওপর অধিক চাপ, আবাস্তব সময়সীমা, জরুরি ও তাড়াহুড়ো করার বিষয়গুলো দ্রুত বিকাশমান জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে এবং দুর্নীতির রীতির পক্ষে বহুবিধ ওজর হিসেবে উপস্থাপন করা হতে পারে। প্রকল্প সমাপ্ত করার জন্য চাপ দেয়া হলে তা সুরক্ষা ব্যবস্থাসহ প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে এবং দেখা যাবে যে এসব প্রকল্প তখন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন হ্রাস করার মতো প্রভাব লাঘবের বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য গ্রহণ করেনি। ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন পারমিট ও ঠিকাদারি প্রদানসহ পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়ে দুর্নীতি তাড়াহুড়ো ও বিচ্ছিন্নভাবে কার্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার মাধ্যমে উৎসাহিত হয়।

বাড়তি বিশেষায়িতকরণ যা জলবায়ু রোধে অবকাঠামোর ক্ষেত্রে গ্রহণ করার ফলে তা হয়তো এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে সমর্থ বলে ধরে নেয়া সংস্থার সংখ্যা কমিয়ে আনতে পারে। ফলে প্রতিযোগিতাহ্রাস পাবে। এই বিষয়টি উদ্বেগজনক, কারণ, উচ্চ পর্যায়ের প্রতিযোগিতা নিলাম সামর্থ্য ও দুর্নীতি-বিরোধী সামর্থ্যের জন্য একমাত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত। প্রতিযোগিতা বিরোধী চক্রের আঁতাত, বিড জালিয়াতি ও ঘুষ প্রদান অবকাঠামো খাতে অর্থায়ন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করতে পারে। যার ফলে নির্মাণ কাজের গতি হ্রাস ও উন্নয়ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হবে। শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সাধন ব্যর্থ হওয়ার কারণে পুরো বিনিয়োগই মার খেতে পারে।^{২৭}

এছাড়া বিশেষায়িত নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম হওয়ায় প্রতিযোগিতাহ্রাস পাবে এবং অনভিজ্ঞ ঠিকাদার ও ব্যবসায়ীদের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। আনুগত্য, সুবিধা দেয়া, অংশীদারিত্ব, গোষ্ঠীতন্ত্র বা স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে ঠিকাদারি প্রদান কেবল দুর্নীতিই সৃষ্টি করে না বরং এতে কাজের মান কমে যেতে পারে, যা জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য জলবায়ু প্রভাব রোধের মূল লক্ষ্যকেই নষ্ট করে দিতে পারে।

অবকাঠামো প্রকল্পগুলোতে প্রায়ই নানা ধরনের নিয়মান্বয়ের কর্মকাণ্ড যুক্ত হয়, যা মূল্যায়ন ও পরিমাপ করা কঠিন। অভিযোজন প্রকল্পের ক্ষেত্রে এটি আরো বেশি প্রযোজ্য; একটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ‘ঘূর্ণিঝড়রোধক’ কিনা বা একটি বাঁধ সম্ভাব্য বন্যায় টিকে থাকার মতো যথেষ্ট শক্ত কিনা তা সুপ্রতিষ্ঠিত করা কোনো সহজ সমীকরণ নয়। মান নিয়ন্ত্রণ অভিযোজন প্রকল্পগুলোর ফলাফল ও সাফল্য নিরূপণের জন্য একটি সুযোগ এবং বিনিয়োগের জন্য অত্যাৱশ্যক। এই ধরনের প্রকল্পগুলোর মূল্যায়নকারী সরকারগুলো প্রায়ই, যথেষ্ট প্রস্তুত না থাকা, পক্ষপাতিত্ব করা, বা কার্যকরভাবে ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে পরিলক্ষিত হয়। আরেকটি বিষয় স্বীকৃত যে দুর্নীতির বিষয়টির চেয়ে বরং দুর্নীতির ফলাফল (ধসে যাওয়া ভবন) পর্যবেক্ষণ ও চিহ্নিত করা সহজতর (নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে সংশোধন এড়ানোর জন্য সম্পদ বা অর্থ চুরি করা)

অভিযোজন প্রকল্পগুলোতে জীবন বাঁচানোর লক্ষ্য থাকলেও তা সুদূর পরাহত থেকে যায়। চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়া পরিস্থিতি বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে নানা কৌশল ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠিন প্রক্রিয়া অনুসরণের দাবি রাখে। প্রকল্প এলাকায় কাজের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কাজের ধরনের ভিত্তিতে অবগত, সতর্ক, স্বাধীন ও কর্তৃপক্ষীয় পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়ক থাকা জরুরি যার মাধ্যমে তারা মূল্যায়ন করতে পারে।

সবশেষে, জলবায়ু-প্রতিরোধী অবকাঠামোকে কার্যকর করার জন্য সেটির রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের ওপর কোনো গুরুত্ব প্রদান ছাড়াই নতুন অবকাঠামোতে বিনিয়োগের পিছনে কারণ হল এটি উচ্চ পর্যায়ের ক্রটি এবং এখানে দুর্নীতির বিষয় জড়িত।^{২৮} নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যর্থতার পরিণতিতে ২০০৫ সালের হ্যারিকেন ক্যাটরিনার পর নিউ অরলিন্সের ঘটনা জুলন্ত চিত্র হিসেবে ফুটে উঠেছে।^{২৯} নগর রক্ষার জন্য তৈরি করা সাগর তীরের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে নগর সরকারের উপেক্ষার কারণে ৭১ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।^{৩০} এই ধরনের অবকাঠামোগত ব্যর্থতা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো একটি নগরীকে বিপর্যস্ত করার মতো দুর্ঘটনা নিঃসন্দেহে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি ভবিষ্যতের চিত্র তুলে ধরে যেখানে অভিযোজন পদক্ষেপগুলো সহিষ্ণুতা বাড়াতে সফল হয়নি।

পুনর্নির্মাণ: ভালো নির্মাণ

জলবায়ু-রোধী অবকাঠামোর পাশাপাশি সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করা জরুরি। তবে তা কখনই দুর্বিপাকের ঝুঁকি পুরোপুরিভাবে দূর করবে না। যখন দুর্ঘোণ আঘাত হানে, তখন অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ পুনর্গঠন প্রয়াসে একটি ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাড়তি ঝুঁকি প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে দুর্ঘোণ পরবর্তী অভিযোজন লক্ষ্যসমূহ অবশ্যই ভালভাবে ‘বিল্ড ব্যাক বেটার’ প্রণয়ন করতে হবে।

১৯৬৩ সালের ভূমিকম্পে দুর্ঘোণে ধ্বংসপ্রাপ্ত মেনসিডোনিয়ার রাজধানী স্কোপিয়ে পুনর্গঠনের জন্য ‘বিল্ড ব্যাক বেটার’ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছিল। কেবলমাত্র সবগুলো ভবন ভূমিকম্প রোধক হিসেবেই নির্মাণ করা হয়নি বরং নগর পরিকল্পনায় ভার্দার নদীপথ ভবিষ্যৎ বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছিল।^{৩১} এই লক্ষ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট খাতে দৃঢ় সুশাসন, ব্যবস্থাপনা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হয়েছে।

দুর্ঘোণের আগে কোনো স্থানের প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল থাকলে দুর্ঘোণের পর সেগুলো কার্যকারিতার দিক থেকে আরো দুর্বল হয়ে পড়ে বলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও পুনর্গঠন জরুরি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া ব্যর্থ কোন পুনর্গঠন কাজ পরবর্তী সময়ে আরো চরম ভাবাপন্ন পরিস্থিতিতে ঝুঁকিপূর্ণ নাজুক অবস্থাকে আরো দুর্বল করে দেয় এবং দুর্নীতির ঝুঁকি এতই বিশাল হয়ে দাঁড়ায় যা মূল ধ্বংসযজ্ঞের সমতুল্য। ইরাকে সংঘাত পরবর্তী পুনর্গঠনকালে নির্মাণ সংশ্লিষ্ট বাজেটের বিপুল অংশ দুর্নীতির কারণে পুরোটাই গায়েব হয়ে গেছে।^{৩২} দুর্নীতি হ্রাস ও দুর্ঘোণ হ্রাসের মধ্যে তুলনা করার বিষয়টি দুর্ঘোণ হ্রাস সংক্রান্ত জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক কৌশল পর্যবেক্ষণ করেছে কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং অবকাঠামো পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুর্ঘোণ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার প্রয়াসে কোনো অগ্রগতি হয়নি।^{৩৩}

উপসংহার: দুর্নীতি-বিরোধী কৌশল

জবাবদিহিতা ও দুর্নীতির প্রশ্নে আরো এক ধাপ পিছিয়ে এসে কেউ প্রশ্ন রাখতে পারেন বড় ধরনের নির্মাণ প্রকল্পের ওপর কোন অভিযোজন প্রয়াসে বেশি জোর দেয়া হয়। আর কোনো কম ব্যয় সাপেক্ষ বিকল্প রয়েছে কিনা, যে ঝুঁকির সম্মুখীন জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য অধিকতর কার্যকর হতে পারে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হতে পারে যে অনেক দাতা ও উন্নয়ন সংস্থা দ্রুত তহবিল বিতরণ করতে চায়। তারা ফলাফল দেখতে বেশি আগ্রহী এবং অনেক ক্ষুদ্র প্রকল্প তদারক করতে অনাগ্রহী। সম্ভবত কম ব্যয়সাপেক্ষ বিকল্পগুলোর ব্যাপারে তারা অবগত নয়। দ্বিতীয় প্রশ্নে নিহিত থাকতে পারে উন্নত কৌশলগত চিন্তাধারা এবং অধিকার অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রক্রিয়া। সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আকারের নির্মাণ

সংক্রান্ত অভিযোজন প্রয়াসে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে। যা পুরো প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে এবং জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি কমানোর চেয়ে বরং বাড়িয়ে তুলতে পারে। পরবর্তী অধ্যায় আলোচনা অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য সুস্পষ্ট ক্রয় বিধিমালা এবং দায়িত্বশীল তদারকির মাধ্যমে দুর্নীতি-বিরোধী কৌশল গ্রহণ করা একটি শুভ-সূচনা হতে পারে।

টিকা

১. জেমস লুইস, অধ্যক্ষ, ডটম ইন্টারন্যাশনাল।
২. অ্যান্থনি জি প্যাট সম্পাদিত, 'সিটিমিটিং লিস্ট-ডেভেলপড কানট্রিস' ভলনারাব্যাবিলিটি টু ক্লাইমেট রিলেটেড এক্সট্রিম ইভেন্টস ওভার দি নেক্সট ৫০ ইয়ারস', এসিডিংস অফ দি ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সাইন্স অফ দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, ভলিউম ১০৭ (২০১০), পৃষ্ঠা, ১৩৩৩-১৩৩৭।
৩. দেখুন টিআইএর ঘৃষ প্রদান সূচক, www.transparency.org/bpi।
৪. জেমস লুইস ও ইয়ান কেলম্যান, 'প্রেসেস, পিপল অ্যান্ড পারপেচুয়েটি: কমিউনিটি ক্যাপাসিটিস ইন ইকোলজিস অফ ক্যাটাসথোরোফে', একমি, ভলিউম ৯ (২০১০), পৃষ্ঠা ১৯১-২২০, পৃষ্ঠা-১৯৯।
৫. ইউএন-হ্যাবিট্যাট, স্টেট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড'স সিটিস ২০১০/২০১১: বিজিং দ্য আরবান ডিভাইড (নাইরোবি: ইউএন-হ্যাবিট্যাট, ২০১০), পৃষ্ঠা-৩০; কিংস কলেজ লন্ডন, 'ইউম্যানিটেরিয়ান ক্লাইমিস ড্রাইভারস অফ দি ফিউচার আরবান ক্যাটাসথোরোফেস: দি ওয়াটার / স্যানিটেশন ডাইমেনশন', ভবিষ্যত মানবিক কর্মসূচি। অক্টোবর ২০০৯, পৃষ্ঠা-১০।
৬. ব্রাইব পেয়ারস ইনডেক্স বা ঘৃষ প্রদান সূচক।
৭. চার্লস কেনি, অবকাঠামোতে দুর্নীতির মাত্রা নিরূপন ও হ্রাস, নীতি গবেষণা কর্মপত্র নম্বর-৪০৯৯ (ওয়াশিংটন, ডিসি: বিশ্বব্যাংক, ২০০৬), পৃষ্ঠা-৪।
৮. অবজারভার (ইউকে), 'ডিকটেক্টরস হ্যাভ দেয়ার প্রাভার কনফিসকেটেড ইয়ারস আফটার দে ওয়ার ডিপোজড', ২২ নভেম্বর ২০০৯।
৯. চার্লস কেনি (২০০৬)।
১০. মার্টিন পেরি সম্পাদিত, অ্যাসেসিং দি কস্ট অফ অ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ: এ রিভিউ অফ দ্য ইউএনএফসিসিসি অ্যান্ড আদার রিসেন্ট এস্টিমেটস (লন্ডন: ইন্টারন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, আইআইইডি, ২০০৯)।
১১. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, দি ইকোনোমিক্স অফ অ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ: এ সিনথিসিস রিপোর্ট (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ২০১০), পৃষ্ঠা-১১।
১২. রয়টার্স (ইউকে), 'ইঞ্জিনিয়ারিং জায়ান্ট ফলো দি মানি টু গ্রিন পাওয়ার', ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯।
১৩. মট ম্যাকডোনাল্ড, 'ক্লাইমেট চেঞ্জ: হাউ মট ম্যাকডোনাল্ড ইজ ডেভোলপিং সলুউশন টু দিস চ্যালেঞ্জ' দেখুন, www.sustainability.mottmac.com/expertise/climatechange/adaptation।
১৪. কর্পওয়াচ, গ্লোবাল এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড পাবলিক সিটিজেন, 'বিচটেল: প্রফিটিং ফোরম ডিসট্রাকশন: ওয়াই দি করপোরেট ইনভেশন অফ ইরাক মাস্ট বি স্টপড' (সান ফ্রানসিসকো: কর্পওয়াচ, ২০০৩)।
১৫. লেসোথো হাইল্যান্ডস ওয়াটার প্রকল্প পর্যবেক্ষন, দেখুন, টিআই, গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট ২০০৮: করাপশন ইন দি ওয়াটার সেক্টর (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০০৮), মট ম্যাকডোনাল্ডের অংশগ্রহণমূলক পর্যালোচনা দেখুন, গার্ডিয়ান (ইউকে), 'নো ইনভেসটিগেশন ইনটু ইউকে কোম্পানি ওভার এলাইজড করাপশন ইন লেসোথো', ৭ নভেম্বর ২০০৮।
১৬. প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারস্ (পিডব্লিউসি) 'করাপশন প্রিভেনশন ইন দ্য ইনজিনিয়ারিং অ্যান্ড কন্সট্রাকশন ইনডাস্ট্রি' (লন্ডন:পিডব্লিউসি, জুলাই ২০০৯)।
১৭. ইউ-৪ এন্টি-করাপশন রিসোর্স সেন্টার, 'গ্রান্ড ডিজাইন: করাপশন রিস্ক ইন মেজর ওয়াটার ইনফ্রাসট্রাকচার প্রজেক্টস', (বার্জেন: সিএইচআর মিকেলসন ইন্সটিটিউট, নভেম্বর ২০০৯)।

১৮. টিআই, প্রকিউরমেন্ট হ্যান্ডবুক: কারবিং করাপশন ইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট-এক্সপারিয়েনসেস ফোরম ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান (বার্লিন: টিআই, ২০০৬); ক্যাথরিন স্টানসবারি ও নিল স্ট্যানসবারি, 'এক্সসামপলস অফ করাপশন ইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার', (আমস্টারডাম: গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্টি-করাপশন সেন্টার, ২০০৮)।
১৯. জেমস লুইস, 'দ্য ওয়ার্ম ইন দি বুড: করাপশন, কন্ট্রাকশন অ্যান্ড ক্যাটাস্ট্রোফি' লী বুশার (সম্পাদিত), হাজারডস অ্যান্ড দি বিউল্ট এনভায়রনমেন্ট (আবিংদন: টেইলর ও ফ্রানসিস, ২০০৮) পৃষ্ঠা, ২৩৮-২৬৩।
২০. ইউএনএফসিসিসি, 'ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্রোগ্রামস অব অ্যাকশন', মার্চ ২০১০, দেখুন http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/submitted_naps/items/4585.php.
২১. চার্লস কেনি, কন্ট্রাকশন, করাপশন অ্যান্ড ডেভলপিং কানট্রিস, পলিসি রিসার্চ ওয়ারকিং পেপার - ৪২৭১(ওয়াশিংটন, ডিসি: বিশ্বব্যাংক, ২০০৭)।
২২. প্রাপ্ত।
২৩. প্রাপ্ত।
২৪. প্রাপ্ত।
২৫. চার্টার্ড ইন্সটিটিউট অব বিল্ডিং (ইউকে), 'ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যাটিসটিকস', www.ciob.org.uk/document/industry-statistics.
২৬. জিম কেনেডি সম্পাদিত, 'দি মিনিং অফ "বিল্ড ব্যাক বেটার": এভিডেন্স ফোরম পোস্ট সুনামি আচেহ অ্যান্ড শ্রীলঙ্কা' জার্নাল অফ কনটিনজেন্সিস অ্যান্ড ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট, সংখ্যা ১৬ (২০০৮), পৃষ্ঠা, ২৪-৩৬।
২৭. কেননি (২০০৭), পৃষ্ঠা-৯।
২৮. প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা-৬।
২৯. নিউইয়র্ক টাইমস (ইউএস), 'রুলিং অন ক্যাটরিনা ফ্লোডিং ফেভরস হোমওয়ারস', ১৯ নভেম্বর ২০০৯; এড পিলকিংটন, 'ভিকটিমস অফ ফ্লোডিং ডিউরিং হ্যারিকেন ক্যাটরিনা উইন কমপেনসেশন', গার্ডিয়ান (ইউকে), ১৯ নভেম্বর ২০০৯।
৩০. ন্যাশনাল আভাররাইটার (ইউএস), 'ক্যাট লসেস ড্রপড ৫২% ওভার লস্ট ইয়ার', ২ ডিসেম্বর, ২০০৯।
৩১. ভ্লাদিমির বি ল্যাডিস্কি, 'পোস্ট ১৯৬৩ স্কপজি আর্থকোয়েজ রিকনস্ট্রাকশনঃ লং টার্ম ইফেক্টস', আদেনরেলি আবোটোনা, রিকন্সট্রাকশন অফটার ডিজেস্টার: ইস্যুজ অ্যান্ড প্রাকটিসেস (অন্ডারশটঃ অ্যাশগেট, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা, ৭৩-১০৭; নিউইয়র্ক টাইমস (যুক্তরাষ্ট্র), 'রিবিউল্ডিং ইন হাইতি', ২ এপ্রিল ২০১০।
৩২. নিউ ইয়র্ক টাইমস (ইউএস), 'আইডেল কন্ট্রাকটরস অ্যাড মিলিয়নস টু ইরাক রিবিউল্ডিং', ২৫ অক্টোবর ২০০৬। ইউএন, ২০০৯ গ্লোবাল অ্যাসেসমেন্টে রিপোর্ট অন ডিজেস্টার রিস্ক রিডাকশন: রিস্ক অ্যান্ড পোভারটি ইন এ চেনজিং ক্লাইমেট (নিউ ইয়র্ক, ইউএন ২০০৯)।
৩৩. ইউএন, ২০০৯, গ্লোবাল এসেসমেন্ট রিপোর্ট অন ডিজেস্টার রিস্ক রিডাকশনঃ রিস্ক এন্ড পোভারটি ইন এ চেনজিং ক্লাইমেট (নিউইয়র্ক) : ইউএন, ২০০৯)

জলবায়ু পরিবর্তন অবকাঠামো এবং দুর্নীতি

চন্দ্রশেখর কৃষ্ণান

জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে অবকাঠামো খাতে বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এসব প্রভাবের ক্ষেত্রে অভিযোজনের মধ্যে রয়েছে: হারিকেন, সাইক্লোন ও বন্যার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো পুনর্গঠন, নিম্নাঞ্চল রক্ষার জন্য বিদ্যমান সমুদ্র সুরক্ষা জোরদার বা নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, সেতুগুলোর ও মহাসড়কগুলোর জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি, জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর নকশা পুনঃপ্রণয়ন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় নতুন অবকাঠামো যেমন বিমানবন্দর নির্মাণ করা।

ফলে অবকাঠামো শিল্প জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যদিও এটি বিশ্বে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত শিল্পগুলোর অন্যতম বলে বিবেচিত।^২ তাই বিচক্ষণতার বিষয় হবে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা যে, দুর্নীতির ঝুঁকিগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অবকাঠামো খাতের সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

এই ধরনের প্রকল্পগুলোতে দুর্নীতির ঝুঁকি অন্যান্য ক্ষেত্রে দৃশ্যমান দুর্নীতির ধরন থেকে নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমধর্মী হবে। নির্মাণ প্রকল্পের সকল পর্যায়ে দুর্নীতি ঘটতে পারে। প্রকল্প মালিকেরা একজন প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট ভবন বিধিমালায় ক্ষেত্রে নকশা অনুমোদন করিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাকে ঘুষ দিতে পারেন। অন্য কোন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক বা প্রকৌশলীর প্রতিনিধির মাধ্যমে ঘুষ প্রদানের ফলে যোগ্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। টেন্ডার মূল্যায়ন ব্যবস্থাপক বা সরকারি কর্মকর্তাকে ঘুষ দিয়ে সর্বোত্তম না হওয়া সত্ত্বেও কোন ঠিকাদার কার্যাদেশ পেতে পারে। কোনো ঠিকাদার মালিকের প্রতিনিধিকে ঘুষ প্রদান করতে পারে যদি মালিকের পরিবর্তনে যাতে ঠিকাদারের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং ত্রুটিপূর্ণ কাজ অথবা কম গুণগত মানের বা অস্তিত্ব নেই এমন যন্ত্রপাতি বা সামগ্রীর জন্য অর্থ পরিশোধের দাবি পেশ করা হতে পারে। অথবা কর্ম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সুযোগ লাভের জন্য ঘুষ দেয়া হতে পারে এবং জালিয়াতি কাজ শেষ পর্যন্ত পরিচালনা কাজ ব্যর্থ বা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাড়িয়ে দিতে পারে।^৩

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল অবকাঠামো প্রকল্পসমূহে দুর্নীতির ঝুঁকি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন করেছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাড়া প্রদানের সূচিত প্রকল্পগুলোতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। টিআইইউকে এবং গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্টিকরাপশন (জিআইএসি) সেন্টার নির্মাণ খাতের জন্য প্রজেক্ট এন্টিকরাপশন সিস্টেম (পিএসিএস) উদ্ভাবন ও বিতরণ করেছে।^৪ ঘুষ ও জালিয়াতি মোকাবেলার জন্য গঠিত পিএসিএস বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি বিরোধী মান নির্ধারণ এবং এসব মান বাস্তবায়ন করতে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, এগুলোর মধ্যে রয়েছে- নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ, যথাযথ সতর্কতা ব্যবস্থা, ঠিকাদারী অঙ্গীকার, ক্রয় সংক্রান্ত চাহিদা, সরকারি অঙ্গীকার, কর্পোরেট প্রোগ্রাম, ব্যক্তির জন্য বিধিমালা, প্রশিক্ষণ, স্বচ্ছতা, রিপোর্টিং ও প্রয়োগ।^৫

সরকারি অথবা বেসরকারি খাতের প্রকল্প মালিকরাও তাদের দুর্নীতি বিরোধী ব্যবস্থাগুলোর মূল্যায়নের জন্য পিএসিএস মানগুলো ব্যবহার করতে পারে। প্রত্যেক পিএসিএস মানের ক্ষেত্রে বেশকিছু অনুমোদিত ব্যবস্থা

রয়েছে, যেমন স্বচ্ছতার অধীনে পিএসিএস সুপারিশ করে যা আবার তথ্য প্রদানের বাধ্যতা এবং তা সহজে ও বোধগম্য রূপে এবং দ্রুততার সঙ্গে ও নিয়মিতভাবে লাভ করার উপায়। এমনকি কিছু সুনির্দিষ্ট মান পূরণ হয়ে গেলেও সুপারিশকৃত পদক্ষেপগুলো পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত না হতে পারে এবং পিএসিএস অগ্রগতি সাধনের এলাকাগুলো চিহ্নিত করবে।

পিএসিএস হচ্ছে একটি অত্যন্ত নমনীয় ব্যবস্থা যা দুর্নীতি হ্রাসের লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্পের মূল্যায়ন ও উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এটির কাজের আওতা ব্যাপক হলেও তা স্বেচ্ছাভিত্তিক এবং তাই পুরোপুরি বা আংশিক উভয়ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলে এটি বিকল্পমান অভিযোজন প্রকল্পগুলোর জন্য একটি অত্যন্ত জরুরি হাতিয়ার হতে পারে। পিএসিএস ব্যবহারকারীরা স্থানীয় আইন ও কার্যবিধি বিবেচনায় নিয়ে তাদের স্থানীয় চাহিদাগুলোর সহজ এসব পদক্ষেপ নিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন এজেন্ডার ক্ষেত্রে এই ধরনের দুর্নীতি বিরোধী উদ্যোগগুলোকে সম্পৃক্ত করা বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ।^৬ আমরা অবকাঠামো খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো মোকাবেলায় কার্যকরভাবে সাড়া প্রদানের বোঝার ওপর বাড়তি ব্যয় চাপিয়ে দেয়ার জন্য দুর্নীতির সুযোগ দিতে পারি না। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আমাদের নিকট উপায় আছে।

টিকা

১. চন্দ্রশেখর কৃষ্ণান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাজ্য।
২. টিআই'র ২০০৮ ঘুষ প্রদান সূচিতে দেখানো হয়েছে যে, সরকারি কাজ এবং পুনর্গঠন খাত বিশ্বে দুর্নীতির অন্যতম আখড়া। দেখুন www.transparency.org/policy_research/survey_indices/bpi।
৩. নিল স্টানসবারি এবং ক্যাথেরিন স্টানসবারি, প্রিভেন্টিং করাপশন অন কন্ট্রাকশন প্রজেক্টস: রিস্ক এসেসমেন্ট এন্ড প্রোপসড অ্যাকশন ফর প্রজেক্ট ওউনারস (বার্লিন: টিআই, ২০০৫)।
৪. দেখুন www.giaccentre.org/project_anti_corruption_system_home.php।
৫. প্রাপ্ত।
৬. এই খাতে দুর্নীতি বিরোধী কর্মসূচি সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য দেখুন <http://www.giaccentre.org>। কন্ট্রাকশন সেক্টর ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (সিওএসটি) সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য দেখুন <http://www.constructiontransparency.org/>।

জলবায়ু রোধ এবং ফিলিপিনে রাজনৈতিক প্রভাব

সেভেনদো রোমেরা এবং আইলিন লাউস^১

ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ টাইফুন প্রবণ এলাকায় অবস্থিত। প্রতিবছর এখানে প্রায় ২০টি টাইফুন আঘাত হানে। ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টাইফুন কেটসানার (ওনডয়) আঘাতে মেট্রোম্যানিলায় ইতিহাসের স্মরণাতীত কালের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা ঘটেছিল। এতে প্রায় ৪৬ হাজার ঘরবাড়ি পুরোপুরি বিধ্বস্ত এবং প্রায় ২ লাখ ৬১ হাজার বাড়িঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।^২ জেরি ভেলাসফেজ জানিয়েছিলেন যে, ফিলিপিন হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। টাইফুন ওনডয় ও পেপেং আঘাত করায় যা ঘটেছে তা সবচেয়ে ভয়াবহ নয়। সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা এখনো ঘটনি।^৩

কৌশল ও পদক্ষেপ: এগুলো কতটুকু কার্যকর?

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সরকার অন্ধ হয়ে না থাকলেও পদক্ষেপ গ্রহণে যথেষ্ট শ্রুত। ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে ২০০৯ সালে সরকার জলবায়ু পরিবর্তন আইন প্রণয়ন করেছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজন পদক্ষেপসমূহকে সরকারি নীতিতে সম্পৃক্ত করা এবং চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়ার জন্য পরিকল্পনার সমন্বয় সাধনের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন কমিশন গঠন করা।^৪ স্থানীয় কিছু উদ্যোগেও সাফল্য পাওয়া গেছে যেমন- আনবে পাবলিক সেফটি এ্যান্ড ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট অফিস ১৯৯৪ সালে কর্মসূচি শুরু করার পর থেকে ১৯৯৫ ও ২০০৫ সালের মধ্যে বেশকিছু টাইফুন ও অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা সত্ত্বেও ‘হতাহতের সংখ্যা শূন্য’ রাখা সম্ভব হয়েছে।^৫ ইন্টিগ্রেটিং ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপশন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দেয়া হচ্ছে।^৬ এই প্রকল্প চরম আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারগুলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।^৭

এসব উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি সত্ত্বেও টাইফুন কেটসানার আঘাতের পর দুর্বল সাড়া প্রদানে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রস্তুতির অভাব রয়েছে। যেমন হাজার হাজার লোক খাদ্য, পানি বা সুরক্ষা ছাড়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছাদের ওপর আটকা পড়েছিল। অনেক লোক বন্যায় ভেসে গিয়েছিল এবং হাজার হাজার লোক উদ্ধার করার জন্য নৌযান ও উভচর ট্রাকের সংখ্যা ছিল সামান্য।^৮ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মারিকিনা নগরীতে উদ্ধার অভিযান চালানোর জন্য কেবল দু’টি রাবার বোট ছিল।^৯ এই ধরনের অভিজ্ঞতা ইঙ্গিত করে যে, দেশে চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রস্তুতি দুর্বল এবং সম্পদের অভাব নেই। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধারণা করা হচ্ছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ তাদের জিডিপি’র ৫-৬ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থ বাজেটে বরাদ্দ রাখবে। বর্তমানে তারা ২-৩ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ রাখছে। এই ধরনের সম্পদ ঘাটতির চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের পরিণতি হিসেবে আরো চরম আবহাওয়া পরিস্থিতিতে ব্যবধান পূরণ করা কঠিন হবে।^{১০}

বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতোই ফিলিপিনে প্রয়োজনীয় অভিযোজনের অধিকাংশ প্রয়াসের সঙ্গে নতুন জলবায়ু রোধ অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট, যা ভবিষ্যতের টাইফুন ও বন্যা মোকাবেলায় সক্ষম হবে এবং এই খাতটি বিশেষ

করে দুর্নীতির ঝুঁকিপ্রবণ।^{১১} ২০০৮ সালে গণপূর্ত ও মহাসড়ক বিভাগ জানিয়েছিল যে, তারা ৪.৬৫৫ বিলিয়ন পেসো ব্যয়ে (প্রায় ১০৫.৯ মিলিয়ন ডলার) ১১৮৯টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প শেষ করেছে। ফলে ২০০১ সাল থেকে মোট বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৭৯৬টিতে।^{১২} তা সত্ত্বেও অতি প্রয়োজনীয় অনেক প্রকল্প এখনও শুরুই করা হয়নি বা খুব বেশি বিলম্ব করা হচ্ছে।

গণপূর্ত ও মহাসড়ক বিভাগ ২০০৭ সালে ১৪ মিলিয়ন ডলার ব্যায়ে পাসিগ-মারিকিনা রিভার ইমপ্রভমেন্ট প্রকল্প শুরু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তিন বছর পর ২০১০ সালেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। অনুরূপভাবে সঠিক পদ্ধতিতে ক্ষতি পূরণের ইস্যু নিয়ে ১৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয়সাপেক্ষে মেট্রো ম্যানিলার উত্তর-পূর্ব দিকে কাসানাভা এরিয়া ফ্লাড কন্ট্রোল এন্ড ড্রেনেজ সিস্টেম ইমপ্রভমেন্ট প্রজেক্ট বিলম্বিত হয়েছে।^{১৩}

যেসব প্রকল্প নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রেও নানা উপেক্ষার ঘটনা ঘটতে পারে। কারণ কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সুবিধা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।^{১৪} মেট্রোপলিটান ম্যানিলা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অবজ্ঞার কারণে জাপানি ঋণের অর্থ সহায়তায় ১.১ বিলিয়ন পেসো বা (প্রায় ২৫ মিলিয়ন ডলার) ব্যয়সাপেক্ষ ইফেক্টিভ কন্ট্রোল সিস্টেম প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে। কর্তৃপক্ষের চেয়ারপার্সন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন যে, যন্ত্রপাতি কার্যকর রয়েছে, তবে সেগুলো সেকেলে।^{১৫}

এমন অনেক প্রকল্প নির্মাণ করা হয়েছে যা বিপদ হ্রাস করার চেয়ে বরং এগুলো বৃদ্ধি করেছে। পারমিট ও লাইসেন্স প্রদানে দুর্নীতির অর্থ হচ্ছে যে, জোনিং ও বিল্ডিং কোড লঙ্ঘন করে ভবন নির্মাণ করার জন্য সেগুলো ইস্যু করা হয়েছে। মারিকিনা ও কেইনতা নগরীর ক্ষেত্রে বন্যা রেখা হচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা থেকে ১৭ মিটার ওপরে অবস্থিত। কিন্তু একটি ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প কেবল ৯ মিটার উচ্চতায় নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যা অনুমোদনের পূর্বে ৩২ জন স্বাক্ষরকারীর হাত হয়ে যাওয়ার কথা।^{১৬}

ফলে এই ধরনের ভবন বিধিমালা লঙ্ঘিত হলে চরম আবহাওয়া পরিস্থিতিতে জনগোষ্ঠীগুলোর ঝুঁকি আরো বৃদ্ধি পায়। এছাড়া দুর্যোগ আঘাত হানলে যদি পরিস্থিতি ভালোভাবে মোকাবেলা করা না যায়, তাহলে এই অবস্থা আরো বেশি ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। টাইফুন কেটসানায় যখন লোকজন প্রাণ হারিয়েছিল তখন সরকার দুর্যোগ পরিস্থিতি ঘোষণা করেছিল এখন সব এলাকাতেও যেখানে ঝড়ে কোনো ক্ষতি হয়নি।^{১৭} এই পরিস্থিতির মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং ১০ বিলিয়ন পেসো সম্পূরক বাজেটের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এতে সন্দেহের উদ্বেক করে যে, সম্প্রসারিত মেয়াদে তহবিলের অর্থের সমন্বয় এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইনের লঙ্ঘন ঘটবে। এছাড়াও এটি স্পষ্ট নয় যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা করে রাখা বিনোদন কর কিভাবে ব্যয় করা হবে।^{১৮}

উপরে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী দুর্নীতির কারণে অভিযোজন প্রয়াসগুলোর ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারের অস্বাভাবিক সুবিধা থাকার বিষয়টি বিশেষ করে সাম্প্রতিক দুর্নীতির কিছু কেলেক্সারি^{১৯} ঘটনার আলোকে একটি ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে কেন জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশলগুলো অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছে। এই বিষয়টি সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দেশের দুর্যোগ প্রস্তুতি কর্মসূচিতে উন্নয়ন ঘটানো এবং বন্যার্তদের ত্রাণ প্রদানে সরকারি প্রয়াসে বিঘ্ন ঘটানোর মতো একটি বিষয় হচ্ছে- জনগণের অবিশ্বাস। নানা সন্দেহ এই অবিশ্বাসের ইন্ধন জুগিয়েছে, দুর্যোগের ক্ষতি মোকাবেলা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য আলাদা করে রাখা অর্থ হয়তো দুর্নীতিবাজদের পকেটে যাবে অথবা ২০১০ সালে সম্ভাব্য নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রচারণায় ব্যয় করা হবে।^{২০}

টিকা

১. সেগুনদো রোমেরো প্রফেশনাল লেকচারার হিসেবে দে লা সাল ইউনিভার্সিটিতে এবং আইলীন লাউস দি এশিয়ান ফাউন্ডেশনে ফিলিপিনে কাজ করছেন।
২. Inquirer.net (ফিলিপাইন্স), ‘কন্ট্রিশনস স্টিল ক্রিটিক্যাল ফর আরপি টাইফুন ডিস্ট্রিমস-ইউএন’, ২৬ নভেম্বর ২০০৯।
৩. জেরি ভেলাকুয়েজ, জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ-হ্রাস কৌশল সংস্থার জ্যেষ্ঠ সমন্বয়কারী। টাইফুন পেপেং ফিলিপাইনে আঘাত হেনেছিল ২০০৯ সালে। দেখুন স্টিফেন ডি টার্কজিস্কি, ‘গার্ডেড অপারটিমিজম ফর নিউ ক্লাইমেট চেক্স ল’, গ্লোবাল ইস্যু, ১০ নভেম্বর ২০০৯, দেখুন,
www.globalissues.org/news/2009/11/09/3444
৪. প্রাপ্ত।
৫. ফিলিপাইন স্টার, ‘আলবি ব্যাগস্ “গ্যালিং পুক” ফর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট’, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।
৬. জাতীয় অর্থনৈতিক এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনইডিএ), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এবং অস্ট্রেলীয় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (এইউএসএআইডি) এ প্রকল্পে অর্থায়ন এবং বাস্তবায়ন করেছে।
৭. প্রকল্পের জন্য বাজেট ধরা হয়েছে ১০৭.৮৯ মিলিয়ন পাউন্ড (অস্ট্রেলিয়ান ডলার ২.৫ মিলিয়ন). দেখুন জোয়েল ইসকোভিলা, ‘ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ইফরটস স্ট্রাটেজি’, বিজনেসে ওয়ার্ল্ড অনলাইন, ২৩ নভেম্বর ২০০৯।
৮. ফিলিপাইন ডেইলি ইনকুয়ারার, ‘অনডয় এক্সপোজড ফ্লজ ইন গভ. ডিজাস্টার সিস্টেম’, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯।
৯. ফিলিপাইন ডেইলি ইনকুয়ারার, ‘সারভাইভার সিডি উইথ এ্যাংগার’, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯।
১০. ইশান থারোর, ‘দি ম্যানিল ফ্লাডম: হোই ওজেন্ট দি সিটি প্রিপেআরড?’ Time.com, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯।
১১. দেখুন জেমস লুইস, এই ভলিউমের অধ্যায় ৫.৩।
১২. লিন্ডা বি. ভেলেনসিয়া, ‘ড্রাইভিং ডেভেলপমেন্ট থ্রু প্রোগ্রেসিভ পাবলিক ওয়ার্কস প্রজেক্টস’, পজিটিভ নিউজ মিডিয়া, ২৮ ডিসেম্বর ২০০৯, দেখুন
http://positivenewsmedia.net/am2/publish/Main_News_1/Driving_development_through_progressive_public_works_projects.shtml.
১৩. দেখুন শ্যা কুলেন, ‘দি স্কার্জ অব ক্লাইমেট চেক্স’, ইমপ্যাক্ট, ভলিউম ৪৩ (২০০৯), পৃষ্ঠা ১১।
১৪. এয়ারিজ রুফো, ‘পি১-বি ফ্লাড ওয়ার্নিং সিস্টেম ওয়াস্টেড ডিও টু নেগলেট’, ABS-CBNnews.com, ৭ অক্টোবর ২০০৯।
১৫. এ্যালিসন লোপেজ, ‘এমএমডিএ: ফ্লাড কন্ট্রোল সিস্টেম ওয়ার্কিং: অপারেশনাল বাট অবসুলিট পি১.১-বি ইকুইপমেন্ট’, ফিলিপাইন ডেইলি ইনকুয়ারার, ১১ অক্টোবর ২০০৯।
১৬. আডর প্যাগলিনাওয়ান, ‘প্যারাদক্স’স টেল অল: টাইফুন-কসড ডেথস এন্ড ডিস্ট্রাকশন ওয়ের নট গভ’স অ্যাক্ট বাট ওয়ের রেজাল্টস অব ক্রিমিনাল নেগলিজেন্স’, মাঝুয়া রেডিও (ফিলিপাইন্স), ২৫ অক্টোবর ২০০৯।
১৭. ফিলিপাইন্স স্টার, ‘হিন্ডরেন্স টু ডিজাস্টার প্রিপেআরডনেস’, ৮ অক্টোবর ২০০৯।
১৮. প্রাপ্ত।
১৯. পর্যাণ্ড দূরদৃষ্টি ছাড়া দেশের অর্থনীতির ওপর নির্বাহী বিভাগের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ দুর্নীতির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। দেখুন ফিলিপ টুবেজা, ‘গ্রাফট ডিও টু পেলেস “হোল্ডিং পাওয়ার অব পারস”’, Inquirer.net (ফিলিপাইন্স), ২১ মে ২০০৯।
২০. ফিলিপাইন স্টার, ৮ অক্টোবর ২০০৯।

জীবনযাত্রায় বিদ্রুপ

জলবায়ু অভিযান ও দুর্নীতি

ইনগ্রিড বোয়াস ও রেবেকা ডবসন^১

একুশ শতকের বিশ্ব রাজনীতিতে জলবায়ু পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। ফলে আন্তর্জাতিক আলোচনায় অভিযোজন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রভাব মোকাবেলায় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাসের উপায় সন্ধানের ওপর মনোনিবেশ করার কাজটি সূচিত হয়েছে। দুর্নীতি হচ্ছে আরেকটি বিষয় যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আরো প্রতিকূল করে তুলতে পারে। অভিযোজন কৌশলের কার্যকারিতায়ও ফেলতে পারে নেতিবাচক প্রভাব। উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রতিকূল প্রভাব দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত : দুর্নীতি সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জসমূহের ওপর চাপ বৃদ্ধি করে। দুর্নীতি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাড়ায়, শাসন ব্যবস্থার সামর্থ্য, রাজনৈতিক কার্যকারিতা ও আইনের প্রয়োগ দুর্বল করে এবং আর্থিক সম্পদ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে।^২ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতির বিষয়টি ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করা হয়নি বলে এই অধ্যায়ে অভিযোজন কৌশলগুলোর ক্ষেত্রে দুর্নীতি ঝুঁকির বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপন হিসেবে জলবায়ু অভিযানের বিষয়ে মনোনিবেশ করা হয়েছে। কারণ, অন্যান্য অভিযোজন প্রয়াস যখন ব্যর্থ তখন অনেকের কাছে এটি একটি অপরিহার্য অভিযোজন কৌশল হয়ে উঠতে পারে।^৩

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং দুর্নীতির ভূমিকা- নজির হিসেবে অভিযান

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নির্ভর করে খরা, বন্যা ও মরুভূমির প্রক্রিয়ার মতো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে খাপ খাইয়ে নেয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন সরকার, স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামর্থ্যের ওপর।^৪ কিছু কিছু অঞ্চলে সম্পদের প্রাচুর্যের ওপর এসব পরিবর্তনের একটি প্রভাব রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে ২০৮৫ সাল নাগাদ বাড়তি ৮০০-১৮০০ মিলিয়ন লোক পানির চাপের সম্মুখীন হবে।^৫ এছাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী লাখ লাখ মানুষ হুমকির সম্মুখীন হবে- মালদ্বীপের মতো ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোতে ইতোমধ্যে এই হুমকি অনুভূত হচ্ছে।^৬ মানবগোষ্ঠীর ওপর এসব প্রভাবের মাত্রা সম্পর্কে এখন কিছু অনিশ্চয়তা থাকায় যা সুস্পষ্ট তা হচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন পানির সহজলভ্যতা, খাদ্য উৎপাদন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের মতো সারা বিশ্বের মানুষের জীবনযাত্রার মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর প্রভাব ফেলবে।^৭

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পদের ঘাটতি বাড়িয়ে দিয়ে অন্যান্য প্রভাব বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। এসবের মধ্যে রয়েছে বৈষম্য বৃদ্ধি, নিরাপত্তাহীনতা ও অরাজকতা, সহিংস সংঘাতের সম্ভাবনা, ব্যাপক সংখ্যায় জনগোষ্ঠীর স্থানচ্যুতি।^৮ উদাহরণ বিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর) জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযানের মধ্যে সম্পর্ক তুলে ধরেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে ভবিষ্যতের স্থানচ্যুতির সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তিগুলোর অন্যতম বলে স্বীকার করেছে।^৯ ধারণা করা হচ্ছে যে, ২০৫০ সালের মধ্যে প্রধানত দক্ষিণাঞ্চ থেকে ২০০ মিলিয়ন লোক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে।^{১০} এই হিসাবে বিতর্ক

রয়েছে এবং অনেকে এই ধরনের হিসাবকে খুব বেশি হতাশাবাদী বলে মনে করেন।^{১১} বিশেষ করে তারা জলবায়ু পরিস্থিতির বহিঃপ্রকাশের ওপর নির্ভর করছেন এবং তাদের হিসাবনিকাশ জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সামর্থ্যের বিষয়টি আমলে নিচ্ছেন না। এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, অভিবাসন একটি বহুমাত্রিক প্রভাবে ফেলে এবং কেবলমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘটে না।^{১২} এছাড়া, অভিবাসন প্রক্রিয়ার রকমফেরের ওপর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রতিবেশগত প্রভাবের সমন্বিত ক্রিয়া পরিবর্তনশীল জলবায়ুর পরিস্থিতির দ্বারা নতুন রূপ পেতে পারে।

জলবায়ু শরণার্থীদের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া বিবেচনা করে উল্লেখ করা হচ্ছে যে জলবায়ু অভিবাসনের ঝুঁকির সম্মুখীন অনেক দেশ দুর্নীতির ঝুঁকির সম্মুখীন। জলবায়ু অভিবাসনের প্রধান এলাকা হচ্ছে আফ্রিকা ও এশিয়া বিশেষ করে সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া।^{১৩} বিশ্বের মধ্যে এসব এলাকার ক্ষেত্রে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর দুর্নীতি ধারনাসূচকে কম স্কোর পরিলক্ষিত হয়। যা ইঙ্গিত করে যে তাদের ক্ষেত্রে দুর্নীতির মাত্রা অধিক এবং তারা নানা ধরনের শাসন ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে।^{১৪} তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের বাড়তি চাপ ও পরবর্তী বৈষম্য ও নিরাপত্তাহীনতায় যখন দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও সংঘাত সম্পর্কে সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর স্বার্থের বিনিময়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠী কিভাবে ঘাটতির সময় সম্পদ শোষণ করে তা তুলে ধরা হয়েছে।^{১৫}

জলবায়ু অভিবাসন: একটি নতুন শাসন ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জ?

জলবায়ু উদ্বাস্তদের বিষয় কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য বর্তমানে কোনো জোরদার প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল নেই বলে বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু অভিবাসন শাসন ব্যবস্থা দুর্বল।^{১৬} এছাড়া বিভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থায় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। যা নির্ভর করছে জলবায়ু অভিবাসীরা তাদের দেশের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে গেছে, নাকি তারা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে সরে গেছে অথবা তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে কিনা।^{১৭} অন্যদিকে জলবায়ু উদ্বাস্তদের সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে এখনও পর্যন্ত কোনো জোরালো শাসন ব্যবস্থা কাঠামো গড়ে ওঠেনি এবং উদ্বাস্ত ও মানবাধিকার আইন সংক্রান্ত বিদ্যমান মান স্থানান্তরের উৎস ও ধরনের ওপর নির্ভর করে বিধায় ‘জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের শিকার অনেক ব্যক্তি অরক্ষিত ও নির্যাতনের ঝুঁকির মধ্যে থেকে যায়’।^{১৮}

দুর্নীতি জলবায়ু অভিবাসনের সমস্যা মোকাবেলার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটিয়ে বাড়তি শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করতে পারে। জলবায়ু অভিবাসন ও দুর্নীতি জটিল উপায়ে পরস্পরের সঙ্গে আচরণ করে। দুর্নীতি প্রথমত একটি পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর নিয়ামক হতে পারে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হাতে তাদের সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার ফলে লোকজনকে অভিবাসন করতে বাধ্য করতে পারে।^{১৯} দ্বিতীয়ত জাতীয় আইন প্রয়োগ, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও তদ্রূপ বা পরোক্ষভাবে দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে অভিযোজন পদক্ষেপগুলো অকার্যকর হতে পারে। এসব আর্থ-সামাজিক বিষয় জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরবর্তীতে জলবায়ু অভিবাসনের ফলে রাষ্ট্রগুলোর জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে এবং অভিবাসন ঘটলে তা মোকাবেলায় অকার্যকর করে ফেলে। সবশেষে জলবায়ু অভিবাসন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির সুযোগ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে জলবায়ু উদ্বাস্তরা ঝুঁকির শিকার হতে পারে এবং তারা আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলো সঙ্গে নিয়ে অপরিচিত আরেকটি পরিবেশে এসে পড়তে পারে।

দুর্নীতির ফলে সৃষ্ট নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ অভিবাসনের ধরনের ওপর নির্ভর করে। ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি

দুর্নীতির প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা ও সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এই নিবন্ধে দু'টি ভিন্ন প্রকৃতি জলবায়ু অভিবাসন অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ও বাস্তুচ্যুতি এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসনের জন্য বিশেষ দুর্নীতি চ্যালেঞ্জগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ও বাস্তুচ্যুতি

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জনসংখ্যার বিরাট অংশের অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি জাতীয় সরকারগুলোর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে সরকারগুলোর প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে তাদের নাগরিকদের রক্ষা করা এবং অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান করা।^{২০} অবশ্য, সাহায্য সংস্থাগুলোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহল মানবিক সহায়তা প্রদানে দায়িত্ব গ্রহণ করে।^{২১} তাই অভ্যন্তরীণ জলবায়ু অভিবাসনের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে কিভাবে প্রস্তুত সরকারগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং সম্ভাব্য আকস্মিক ও ক্রমান্বয়ে ঘটে যাওয়ার জলবায়ু অভিবাসন পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করবে তার প্রস্তুতির উপর।

কোনো পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই জনগোষ্ঠী স্থানচ্যুত হলে বা অভিবাসন ব্যবস্থাপনা যদি সম্ভব হয়, তাহলে অভিবাসন ঘটান ফলে ঝুঁকি বৃদ্ধি ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। যেমন ঝুঁকির শিকার জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে ঘুম নেয়ার জন্য স্থানীয় সড়কে চেক পয়েন্ট বসানো হতে পারে। আইভরি কোস্টে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত উত্তরাঞ্চল থেকে সরে আসা জনগোষ্ঠীর সদস্যদেরকে সরকার নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণাঞ্চলে আসার জন্য ৪০-৬০ মার্কিন ডলার^{২২} দিতে হয়েছে, যা দরিদ্র ভ্রমণকারীদের জন্য বিরাট বোঝা। বাসস্থান পরিবর্তনের আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্যও ঘুম নেয়া হতে পারে।^{২৩} এছাড়া একবার বসতি স্থাপন করা হলেও নগরীর বস্তি এলাকায় বসবাসকারী অভিবাসীরা সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স লাভ, উচ্ছেদ এবং ভাড়া চাওয়ার হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।^{২৪}

অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি সংক্রান্ত দিক নির্দেশনামূলক নীতিমালায়^{২৫} অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে স্থানচ্যুত লোকদের চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে তবুও তারা এখন পর্যন্ত উদ্বাস্তু হিসেবে সম অধিকার পাচ্ছে না।^{২৬} ফলে সারা বিশ্বে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে স্থানচ্যুত লোকদের মাত্র অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ২৬ মিলিয়ন লোক ২০০৮ সালে সহায়তা পেয়েছে।^{২৭} মানবিক সহায়তা ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক হতে পারে এবং সার্বভৌমত্ব অনেক সময়ই আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রয়াসকে বিধি নিষেধের আওতায় নিয়ে আসার জন্য একটি সাফাই হিসেবে আবির্ভূত হয়।^{২৮} ২০০৭ সালে সুদান, মিয়ানমার ও জিম্বাবুয়ে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন লোকের জন্য মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপ করেছিল।^{২৯}

অভিবাসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা (আইওএম) সুপারিশ করেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলোচনায় অভিবাসন ও স্থানচ্যুতির বিষয়গুলো ভুলে গেলে চলবে না। তারা সমন্বিত সমাধানের সুপারিশ করেছে যা অভিবাসন ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের মধ্যে যোগসূত্র রাখবে।^{৩০} ৩৮টি উন্নয়নশীল দেশে প্রণীত জাতীয় অভিযোজন কর্ম পরিকল্পনায় (নাপা) বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর সচেতনতা রয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন অনিবার্যভাবে ব্যাপক মাত্রায় অভিবাসন ঘটতে পারে এবং তাই পুনর্বাসনের জন্য সরকারি পরিকল্পনা থাকা জরুরি।^{৩১} নাপা এই ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে খুঁটিনাটি বিবরণ দেয়নি এবং পুনর্বাসন কর্মসূচির আগের অভিজ্ঞতাগুলো এই ধরনের উদাহরণ কার্যকারিতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন বৃদ্ধি করেছে।^{৩২}

অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র, বাড়িঘর ও গ্রাম নির্মাণের ব্যবস্থাসহ স্থান পরিবর্তনের কর্মসূচি এবং স্থান পরিবর্তনকারী

লোকজনকে সহায়তা বা ক্ষতিপূরণ প্রদানকারী অন্যান্য কর্মসূচি প্রায়ই দুর্বল শাসন ব্যবস্থার অধীনে বাস্তবায়ন করা হয় এবং দুর্নীতির সুযোগ করে দেয়। এই ধরনের কর্মসূচিতে তহবিল তহরুপের ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়া ভূমি বরাদ্দ ও নিবন্ধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ঘুষ প্রদান এবং অস্বাধিকারমূলক সুবিধা প্রদানের ঘটনা ঘটতে পারে। কেনিয়ায় ২০০৭-২০০৮ সালে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার পর প্রায় ৫ লাখ লোক তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচি দুর্নীতির নিমজ্জিত হওয়ার ফলে ৩ লাখ ৫০ হাজার লোককে অতিরিক্ত মেয়াদের জন্য অস্থায়ী ক্যাম্পগুলোতে জীবনযাপন করতে হয়েছিল।^{৩৩} ধারণা করা হয় যে, অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে স্থানচ্যুত এসব লোকের জন্য ২ বিলিয়ন কেনিয়া শিলিং (প্রায় ২৮ মিলিয়ন ডলার) বরাদ্দ করা হলেও ৫০০ মিলিয়ন শিলিং তহরুপ করা হয়েছিল।^{৩৪} এছাড়া অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে স্থানচ্যুত লোকদের পুনর্বাসিত করার জন্য রিফট উপত্যকায় সরকারের ক্রয় করা ভূমি সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল।^{৩৫} সুপরিচালিতভাবে এবং যথাযথভাবে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা না হলে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সরকারি পুনর্বাসন কর্মসূচির ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। কোকো ওয়ার্নারের মতে, দারুণভাবে নির্ভরশীল বলে তারা বিশেষ করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের খেয়াল খুশির শিকার হয়।^{৩৬}

আন্তর্জাতিক অভিবাসন

আন্তর্জাতিক আইনে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য সীমিত সুরক্ষা রয়েছে। কারণ, ১৯৫১ সালের জেনেভা কনভেনশন বা ১৯৬৭ সালের প্রটোকল অনুযায়ী তারা উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচিত হয় না। অন্যান্য বিধি বিধান যেমন, ১৯৬৯ সালের কনভেনশন অন স্পেসিফিক আসপেক্টস অব রিফিউজি প্রবলেমস ইন আফ্রিকা এবং ১৯৮৪ সালের কার্টাগেনা ডিক্লারেশন অন রিফিউজিস সেন্ট্রাল আমেরিকা, মেক্সিকো ও পানামার উদ্বাস্তুদের লক্ষ্য করে প্রণয়ন করা হলেও জলবায়ু উদ্বাস্তুরা মোটামুটিভাবে বিবেচনায় আসতে পারে যদি মারাত্মক পরিস্থিতিতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু ধীরগতির জলবায়ু পরিবর্তন যেমন খরার ফলে ক্ষতির শিকার ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তা যথেষ্ট নয়।^{৩৭} নিঃসন্দেহে এসব বিধান এই ধরনের জনগোষ্ঠীর জন্য প্রণয়ন করা হয়নি, ফলে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে যে, জলবায়ু উদ্বাস্তুরা এই উপায়ে সুরক্ষা পেতে পারে কিনা।^{৩৮} জলবায়ু উদ্বাস্তুরা অস্থায়ী ভিত্তিতে সুরক্ষা লাভের মর্যাদা পাওয়ার লক্ষ্যে বিবেচিত হতে পারে। যেমন ডেনমার্ক খরার শিকার ব্যক্তিদের জন্য মানবিক আশ্রয় দিয়েছে।^{৩৯} এটি সুস্পষ্ট যে এই ধরনের ব্যতিক্রম খুবই সংকীর্ণ এবং এককভাবে দেশ বিশেষের জন্য প্রযোজ্য। দেশ বিশেষের মজির উপর নির্ভরশীল এই ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন আইন ও বিধিবিধানের ফাঁকফোকড় তৈরি করে সমান তালে চলতে থাকে।

সীমান্ত অতিক্রমকালেও দুর্নীতির ঝুঁকি বিদ্যমান এবং অভিবাসন কার্যালয়গুলো দীর্ঘদিন ধরেই দুর্নীতির আখড়া বলে বিবেচিত। ২০০৯ সাল প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর পূর্ব আফ্রিকার ঘুষ সূচকে বলা হয়েছে যে, কেনিয়া, উগান্ডা ও তাজানিয়ার অভিবাসন দফতরগুলো এ অঞ্চলে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত বিভাগ হিসেবে বিবেচিত।^{৪০} ২০০৯ সালের মানব উন্নয়ন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, কার্যবিধি ও প্রবিধানের গোলকধাঁধার কারণে দুর্নীতি আরো বেড়ে যায়, অনেক বিলম্ব ঘটায় এবং স্থান ত্যাগের ব্যয় বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।^{৪১} অভিবাসীরা ঘুষ নেয়ার জন্য দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের কাছে ‘সহজ লক্ষ্যবস্তু’ হিসেবে বিবেচিত।^{৪২} অভিবাসীদের কাছ থেকে ঘুষ আদায়ের আশায় গ্রেফতারের ঘটনাকে বৈধ প্রমাণ করার জন্য পুলিশ কিভাবে নথিপত্র নষ্ট করে বা নথিপত্রের বৈধতা স্বীকার করতে চায় না যখন রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে।^{৪৩} এছাড়াও অভিবাসীরা প্রত্যাবর্তন করে তখনও দুর্নীতির শিকার হতে পারে। এক্ষেত্রে অসম আচরণ বা বিলম্ব করা হতে পারে। অথবা অভিবাসীকে যথাযথ ভ্রমণ নথিপত্রের জন্যই সরকারি ফি’র বাইরে অতিরিক্ত অর্থ দিতে বলা

হতে পারে বা তারা অভ্যন্তরীণ পুনর্বাসন কর্মসূচির ক্ষেত্রে উল্লেখিত অনুরূপ ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।

বিশেষ করে অত্যন্ত ক্ষতিকর ধরনের আন্তর্জাতিক অভিবাসন হচ্ছে অভিবাসনকারীদের পাচার^{৪৪} ও মানব পাচার।^{৪৫} আইওএম মনে করে যে মিথ্যা ওজরে বা কথিত দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তাদের যোগসাজশে প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে যায়।^{৪৬} জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকি বৃদ্ধির ফলে পাচার ও চোরাচালান উভয়ই বাড়তে পারে এবং এসব প্রক্রিয়া অনুধাবনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হচ্ছে দুর্নীতি।^{৪৭} সীমান্ত টহল, কনসুলেট বা পুলিশ বাহিনীতে নিয়োজিত দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সহযোগিতা ছাড়া এই শিল্প বিকশিত হতে পারে না। এসব কর্মকর্তা হয়তো ভ্রমণ নথিপত্র ইস্যুর কাজে সরাসরি জড়িত থাকে নতুবা পরোক্ষভাবে তা বরদাস্ত করে অথবা অবৈধ কর্মকাণ্ড উপেক্ষা করে।^{৪৮} মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত জাতিসংঘ কার্যালয় (ইউএনওডিসি) ২০০৯ সালে এক জরিপ চালিয়েছে। তাতে মানব পাচার চক্রের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে দুর্নীতি। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ উত্তরদাতা সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, অভিবাসন ও শুদ্ধ দফতর, ৫০ শতাংশ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও পুলিশ এবং ২৫ শতাংশ সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোর দুর্নীতির জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছে।^{৪৯}

জলবায়ু পরিবর্তন এসব অবৈধ চক্রের সুযোগ-সুবিধা, ঘনত্ব ও জটিলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। কারণ এই বিষয়টি চোরাচালান ও মানব পাচার কর্মকাণ্ডকে আরো বেশি লোভনীয় করে তুলতে পারে। দুর্বল শাসন ব্যবস্থা পরিস্থিতিতে জলবায়ু উদ্বাস্তদের ঝুঁকি আরো বেড়ে যায়। ২০০৭ সাল বন্যার পর বাংলাদেশে এই পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বন্যায় পরিবারগুলো জীবিকা হারিয়ে ভারতে সামরিক কাজ পাওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে অনেক পুরুষ পাড়ি জমিয়েছিল। কিন্তু জলবায়ু উদ্বাস্তরা তখন নির্যাতন ও দাসত্বের শিকার হয়েছিল।^{৫০} অন্যদিকে তারা যেসব নারীকে রেখে গিয়েছিল তাদের কাছেও কোনো অর্থনৈতিক সম্পদ ছিল না এবং ভারতে অবস্থানকারী পুরুষদের কাছ থেকেও তারা কোনো রেমিটেন্স পায়নি। তখন তারা মানব পাচারের জোরপূর্বক শ্রমদান বা পতিতাবৃত্তির শিকার হয়েছিল।^{৫১}

উপসংহার ও সুপারিশ

অভিবাসন যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করতে না পারলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য লোকজনের জন্য স্থানচ্যুতি, চোরাচালান ও মানব পাচারের সবচেয়ে নিদারুণ পূর্বাভাস কঠিন বাস্তব হিসেবে আবির্ভূত হয়। উপরের আলোচনায় দেখা গেছে যে, স্থানচ্যুতি ও অভিবাসনের বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির ঝুঁকি বিদ্যমান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের শাসন ব্যবস্থা জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ট প্রস্তুত নয়। এটি সুস্পষ্ট যা দুর্নীতির ব্যাপারে জবাবদিহিতা ও ঝুঁকির ক্ষেত্রে কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থা ও কৌশল ছাড়া মানব চোরাচালান ও পাচারের মতো অভিবাসনের সবচেয়ে শোচনীয় ধরনটি বিকশিত হতে পারে। এসব কারণেই সুশাসন ব্যবস্থার অধীন অভিযোজন কর্মসূচির একটি অংশ হিসেবে জলবায়ু অভিযোজনের বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ।

কার্যকর ও সুষ্ঠুভাবে জলবায়ু অভিবাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে জলবায়ু উদ্বাস্তদের আইনগত স্বীকৃতি, রাজনৈতিক সমর্থন ও আর্থিক সহায়তা দরকার।^{৫২} উদ্বাস্ত হিসেবে মর্যাদা দেয়ার চেয়ে বরং বিশেষ প্রকৃতির জলবায়ু উদ্বাস্তদের জন্য দরকার একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা, তাদের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান, যথাযথ সমর্থনদান এবং আন্তর্জাতিক মহলের অর্থায়ন।^{৫৩} ফ্রান্স বিয়েরম্যান ও ইনগ্রিড বোয়াসের সুপারিশ অনুযায়ী জলবায়ু উদ্বাস্তদের স্বীকৃতি, সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য ইউএনএফসিসিসি'র বাইরে একটি অতিরিক্ত ও প্রটোকলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। যাতে একটি বিশেষ অর্থায়ন কৌশল এবং একটি সার্বিক

কাঠামো থাকবে। যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।^{৫৪}

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই প্রটোকলের বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকবে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কনফারেন্স অব পার্টিজ (কপ) কর্তৃত্বাধীনে দায়িত্ব পালনকারী একটি নির্বাহী কমিটি। দুর্যোগ পরবর্তী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা দেয়া ছাড়াও এই প্রটোকলের অধীনে পরিকল্পিত ও সংঘটিত স্বেচ্ছা পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।^{৫৫} এতে আরও বলা হয়েছে যে, এসব পুনর্বাসন ঘটবে মূলত ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর স্বদেশ ভূমিতে। তবে তারা আন্তর্জাতিক সহায়তা পাবে। সাংগঠনিক পর্যায়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন ইউএনএইচসিআর ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) পুনর্বাসন কর্মসূচি ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত থাকবে। তারা ইউএনএফসিসিসি এর কপ সংস্থার কাছে জবাবদিহিতা করবে, যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সুশ্রম শাসন ব্যবস্থা কাঠামো নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে।

এই প্রটোকল একটি জলবায়ু উদ্ধাস্ত সুরক্ষা ও পুনর্বাসন তহবিলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দেয়া আর্থিক সহায়তা লাভের সুযোগ দেবে।^{৫৬} অভিন্ন হলেও পৃথক দায়িত্ব ও নিজ নিজ সামর্থ্যের নীতির ভিত্তিতে গড়া এই তহবিল নিশ্চিত করবে। উন্নত দেশগুলো এই তহবিলের অধিকাংশ ব্যয় বহন করবে। বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য একটি বিশেষ তহবিল হিসেবে এই তহবিলে প্রদত্ত অনুদানের হিসাব যাচাই বাছাই করা সহজ। উন্নত দেশগুলো এ ক্ষেত্রে তাদের অঙ্গীকারগুলো পূরণ করেছে কিনা তা যাচাই করাও সহজ হবে।

সবশেষে অভিযোজন পদক্ষেপের মাধ্যমে জলবায়ু অভিবাসনের শাসন ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার লক্ষ্যে গবেষণা ও নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। ২০১০ সালে কানকুনে ইউএনএফসিসিসি আলোচনার খসড়ায় এক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এতে জলবায়ু পরিবর্তন অভিবাসীদের পুনর্বাসনের বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ যোগ করা হয়েছে।^{৫৭} আলোচনার এই সূচনা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, শাসন ব্যবস্থা ও দুর্নীতির ঝুঁকি স্বীকার করা হয়েছে এবং নীতি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি মোকাবেলা করা ছাড়া আমরা কোনোভাবেই কার্যকর উপায় ও মানবিকভাবে জলবায়ু অভিবাসন মোকাবেলা করতে পারবো না।

টিকা

১. ইনগ্রিড বোয়াস কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পিএইচডি শিক্ষার্থী এবং ভিইউ ইউনিভার্সিটি আমস্টারডামে ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের এনভায়রনমেন্টাল পলিসি এনালাইসিস বিভাগের অতিথি গবেষক এবং রেবেকা ডবসন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এ কর্মরত।
২. রবার্ট স্মিথ ও ম্যাথিউ ওয়ালপোল, ‘সুড কনভারশনিস্টস পে মোর এটেনশন টু করাপশন?’, ওয়ারওয়াইএক্স, ভলিউম ৩৯ (২০০৫), পৃষ্ঠা ২৫১-২৫৬; বৈশ্বিক পরিবর্তন বিষয়ক জার্মান উপদেষ্টা পরিষদ, ওয়ার্ল্ড ইন ট্রানজিশন: ক্লাইমেট চেঞ্জ এজ এ সিকিউরিটি রিস্ক (লন্ডন: আর্থস্ক্যান, ২০০৭), পৃষ্ঠা ৪৩।
৩. অভিবাসীদের চিহ্নিত করা জরুরী। শুধু সমস্যা হিসেবে নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যও এটা গুরুত্বপূর্ণ: বনকুর; আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার অভিবাসন বিষয়ক আলোচনার প্রধান, ইউএনএফসিসিসিতে পক্ষগুলোর ১৪তম সম্মেলনের ফাঁকে অনুষ্ঠিত বৈঠক’, ৮ ডিসেম্বর ২০০৮।
৪. দেখুন ফ্রান্স বিয়েরম্যান ও ইনগ্রিড বোয়াস আলোচনা, ‘প্রিপেরারিং ফর এ ওয়ার্মার ওয়ার্ল্ড: টুওয়ার্ডস এ গ্লোবাল গার্ডেন্স সিস্টেম টু প্রটেক্ট ক্লাইমেট রিস্কজিস’, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল পলিসিস ভলিউম ১০ (২০১০), পৃষ্ঠা ৬০-৮৮, পৃষ্ঠা ৬৭।
৫. র্যাচেল ওয়ারেন ও অন্যান্য, ‘আন্ডারস্ট্যান্ডিং দি রিজোনাল ইমপ্যাক্টস অব ক্লাইমেট চেঞ্জ’, কর্মপরিকল্পনা নম্বর পত্র ৯০ (নরউইচ: জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণা বিষয়ক টিনডাল সেন্টার, ২০০৬), ওয়ারেন ও অন্যান্য (২০০৬), পৃষ্ঠা ১৬।

৬. রয়টার্স (যুক্তরাজ্য), ‘ফর মাল্পীস’, ক্লাইমেট ডিল ইজ এ সারভাইভাল ইস্যু’, ২৮ নভেম্বর ২০০৯।
৭. নিকোলাস স্টার্ন, ‘দি ইকোনমিক্স অব ক্লাইমেট চেঞ্জ’, (দি স্টার্ন রিভিউ) (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০০৬), পৃষ্ঠা ৫৬।
৮. জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জার্মান উপদেষ্টা পরিষদ (২০০৭)।
৯. দেখুন ইউএনএইচসিআর, ‘ক্লাইমেট চেঞ্জ কুড বিকাম দি বিগেস্ট ড্রাইভার অব ডিসপ্লেসমেন্ট: ইউএনএইচসিআর চিফ’, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৯, দেখুন www.unhcr.org/4b2910239.html।
১০. নরম্যান মায়ারস, ‘এনভায়রনমেন্ট রিস্কজিস: এ গ্রোইং ফেনোমেনা অব দি টুয়েন্টি ফ্রাস্ট সেনচুরি’, ফিলোছফিক্যাল ট্রানজেকশনস অব দি রয়েল সোসাইটি: বায়োলজিক্যাল সাইন্সেস, ভলিউম ৩৫৭ (২০০২), পৃষ্ঠা ৬০৯-৬১৩, স্টার্নের আলোচনাও দেখুন (২০০৬, অনুচ্ছেদ ৩.৫)।
১১. রিচার্ড ব্লেক, এনভায়রনমেন্টাল রিস্কজিস: মিথ ওর রিয়েলিটি?, শরণার্থী গবেষণায় নতুন ইস্যু, কর্মপরিকল্পনা নম্বর পত্র ৩৪ (জেনেভা: ইউএনএইচসিআর, ২০০১); সিটফান কাসেলস্, এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ এন্ড ফোর্সড মাইগ্রেশন: মেকিং সেনস অব দি ডিবেট, শরণার্থী গবেষণায় নতুন ইস্যু, কর্মপরিকল্পনা নম্বরপত্র ৭০ (জেনেভা: ইউএনএইচসিআর, ২০০২), নরম্যান মায়ারস্ ও জেনিফার কেট পরিবেশগত শরণার্থীদের সম্পর্কে তথ্যউপাত্ত উপস্থাপন করেছেন জনসংখ্যা চিত্র ও ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে। নরম্যান মায়ারস্ ও জেনিফার কেট, এনভায়রনমেন্টাল এক্সডুজ-এন এমারজেন্ট ক্লাইমিস ইন দি গ্লোবাল এরিনা, (ওয়াশিংটন, ডিসি: জলবায়ু ইন্সটিটিউট, ১৯৯৫)।
১২. ব্ল্যাক (২০০১), পৃষ্ঠা ১৩
১৩. বৈশ্বিক পরিবর্তন বিষয়ক জার্মান উপদেষ্টা পরিষদ (২০০৭) পৃষ্ঠা ১৬৩, দেখুন বিয়েরম্যান ও বোয়াস (২০১০), পৃষ্ঠা ৬৯।
১৪. দেখুন www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi2009।
১৫. জেনিফার স্মিথ, দি রাফ গাইড টু ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড কনফ্লিক্ট (লন্ডন: কাফোড, ২০০৮)।
১৬. দেখুন বিয়েরম্যান ও বোয়াস, আরো দেখুন ফ্রাঙ্ক বিয়েরম্যান ও ইংগ্রিড বোয়াস, ‘গ্লোবাল এডাপশন গর্ভনেন্স: সেটিং দি স্টেজ’, ফ্রাঙ্ক বিয়েরম্যান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), গ্লোবাল ক্লাইমেট গর্ভনেন্স বিয়ন্ড ২০১২: আর্কিটেকচার, এজেন্সি এন্ড এডাপশন (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০১০), পৃষ্ঠা ২২৩-২৩৪।
১৭. মিচেল লিগটন, ‘ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড মাইগ্রেশন: কি ইস্যুজ ফর লিগ্যাল প্রোটেকশন অব মাইগ্রেন্টস এন্ড ডিসপ্লেজড পারসনস’ (ওয়াশিংটন, ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের জার্মান) মার্শাল তহবিল, ২০১০); কোকো ওয়ার্নার, ‘গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ এন্ড মাইগ্রেশন: গর্ভনেন্স চ্যালেঞ্জেস’, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ, ভলিউম ২০ (২০১০), পৃষ্ঠা ৪০২-৪১৩।
১৮. লিগটন (২০১০)।
১৯. স্মিথ (২০০৮)।
২০. লিগটন (২০১০), পৃষ্ঠা ২।
২১. প্রাগুক্ত, দেখুন রসলিন হিস, এই ভলিউমের ৫.৫ অধ্যায়।
২২. ইউএনডিপি, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০৯: ওভারকামিং ব্যারিয়ার্স: হিউম্যান মবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট (নিউ ইয়র্ক: পলব্রোড ম্যাকমিলান, ২০০৯), পৃষ্ঠা ৪০।
২৩. প্রাগুক্ত।
২৪. প্রাগুক্ত।
২৫. দেখুন www.idpguidingprinciples.org।
২৬. ইউএনডিপি (২০০৯), পৃষ্ঠা ৬৩।
২৭. প্রাগুক্ত।
২৮. প্রাগুক্ত।
২৯. প্রাগুক্ত, প্রতিবেদনে প্রতিটি দেশের প্রায় ৫ লাখ লোকের কথা বলা হয়েছে।

৩০. উইলিয়াম ল্যাসি সুইং, আইএমও পরিচালক, পার্শ্ব বৈঠকে বক্তৃতাকালে, 'ক্লাইমেট এডাপশন কন্টিনাম, মাইগ্রেশন এন্ড ডিসাপ্লেসমেন্ট: কোপেনহেগন এন্ড বিয়ন্ড', কপ ১৫, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৯।
৩১. সুসান মার্টিন, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও অভিবাসন, (ওয়াশিংটন, ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রের জার্মান মার্শাল তহবিল, ২০১০)।
৩২. প্রাপ্ত।
৩৩. এলু তাই, 'আইডিপি'স টপ ২০০৯ লিস্ট অব শেইম', AllAfrica.com (মরিশাস), ৫ জানুয়ারি ২০১০।
৩৪. প্রাপ্ত।
৩৫. ফিলিপ নগুনজিরি, 'ওয়াশিংটন এ পিস অব আইডিপি ল্যান্ড? ডেট উইল বি ইউএস ডলার ৮৬৬ অনলি', AllAfrica.com (মরিশাস), ২৮ ডিসেম্বর ২০০৯।
৩৬. ওয়ার্ল্ড (২০১০), পৃষ্ঠা ৪০৬।
৩৭. লিগটন (২০১০)।
৩৮. বিয়েরম্যান ও বোয়াস (২০১০: প্রিপ্যারিং ফর এ ওয়ার্ল্ড), পৃষ্ঠা ৭৩।
৩৯. লিগটন (২০১০)।
৪০. দেখুন টিআই, 'পূর্ব আফ্রিকার ঘূষের সূচক ২০০৯', টিআই, কেনিয়া।
৪১. ইউএনডিপি (২০০৯), পৃষ্ঠা ৪০।
৪২. প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ৬১।
৪৩. প্রাপ্ত।
৪৪. জাতিসংঘ, প্রটোকল এগেইন্টস দি স্মাগলিং অব মাইগ্রেন্টস বাই ল্যান্ড, সি এন্ড এয়ার, সাপলিমেন্টিং দি ইউনাইটেড ন্যাশনস কনভেনশন এগেইন্টস ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম, (নিউইয়র্ক: জাতিসংঘ, ২০০৯)।
৪৫. জাতিসংঘ, প্রটোকল টু প্রিভেন্ট, সাপ্রেস এন্ড পানিশ ট্রাফিকিং ইন পারসনস, এস্পেশিয়ালি ওম্যান এন্ড চিলড্রেন, সাপলিমেন্টিং দি ইউনাইটেড ন্যাশনস কনভেনশন এগেইন্টস ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম, (নিউইয়র্ক: জাতিসংঘ, ২০০৯)।
৪৬. আইওএম, ইন পারসুট অব দি সাউথার্ন ড্রিম: ভিকটিমস অব নেসেসিটি: এসেসমেন্ট অব দি ইরেগুলার মুভমেন্ট অব মেন ফ্রম ইস্ট আফ্রিকা এন্ড দি হর্ন টু সাউথ আফ্রিকা (জেনেভা: আইওএম, ২০০৯)।
৪৭. দেখুন শেলডন জাং ও স্যামুয়েল পিনেডা, 'করাপশন এজ এ ক্যাসুয়েল ফাক্টর ইন হিউম্যান ট্রাফিকিং', দিনা সিগেল ও হ্যানস নিলেন (সম্পাদিত), অর্গানাইজড ক্রাইম: কালচার, মার্কেটস এন্ড পলিসিস (বার্লিন: স্প্রিংজার, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৪১-৫৫।
৪৮. প্রাপ্ত।
৪৯. এন্টি স্লেভারি ইন্টারন্যাশনাল, টিআই ও ইউএনওডিসি, দি রোল অব করাপশন ইন ট্রাফিকিং ইন পারসনস (লন্ডন: এন্টি স্লেভারি ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৯)।
৫০. অ্যালিস পনসিলেট, 'বাংলাদেশ কেস স্টাডি রিপোর্ট: দি ল্যান্ড অব ম্যাড রিভারস', এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ এন্ড ফোর্সড মাইগ্রেশন (ইচ-ফর) (ব্রাসেল্‌স: ইউরোপীয় কমিশন, ২০০৯), পৃষ্ঠা ১৯-২০।
৫১. প্রাপ্ত।
৫২. বিয়েরম্যান ও বোয়াস (২০১০: প্রিপ্যারিং ফর এ ওয়ার্ল্ড)।
৫৩. প্রাপ্ত।
৫৪. প্রাপ্ত।
৫৫. প্রাপ্ত।
৫৬. প্রাপ্ত।
৫৭. ইউএনএফসিসি (২০১০) 'আউটকাম অব দি ওয়ার্ক অব দি এড হক ওয়ার্কিং গ্রুপ অন লং-টার্ম কোঅপারেটিভ অ্যাকশন আন্ডার দি কনভেনশন', পঞ্চমবার্ষিকী ১৬তম সম্মেলন, কানকুন, মেক্সিকো, ২৯ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর, প্যারাগ্রাফ ১৪(এফ)।

৫.৪.১

কেনিয়ার বনাঞ্চল বিনাশ

বসতি স্থাপনকারীদের পুনর্বাসন ও কাঠ আহরণকারীরাই দায়ী

শীলা মাসিন দে এবং লিসা কারানজা^৬

২০০৯ সালের আগে কখনও বনের ইস্যু নিয়ে শিরোনামগুলো আলোড়ন তোলেনি। কেনিয়ার রিফট উপত্যকায় মাউ ফরেস্ট কমপ্লেক্সে ৪ হাজার হেক্টর বনভূমি ধ্বংস হওয়ার পর বন ধ্বংস পরিবেশগত অবনতি ও সংরক্ষণের বিষয়টি জনগণকে নাড়া দেয়। কেনিয়া ফরেস্ট্রি ওয়ার্কিং গ্রুপ ধারণা করেছে যে, বর্তমান হারে ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত থাকলে দেশটিতে পর্যটন, চা ও জ্বালানি খাতে প্রতি বছর ২৪ বিলিয়ন কেনিয়া শিলিং বা প্রায় ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি ক্ষতি হবে।^৭ ১৯৬৩ সালে কেনিয়ায় ১০ শতাংশ বনাঞ্চল ছিল। ২০০৬ সালে তা ১.৭ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে।^৮

বনাঞ্চল ধ্বংস বিশেষ করে মাউ ফরেস্ট এলাকার কাটা ও পুরনো কৌশল প্রয়োগ করার ফলে ঘন, সবুজ ও সমৃদ্ধ বনাঞ্চলটি এখন পোড়া মাটি আর গাছের গুঁড়ি ছড়িয়ে থাকা বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। কেনিয়া জুড়ে জলাভূমি সংলগ্ন এসব বনাঞ্চল বিস্তৃত রয়েছে, এগুলোর ধ্বংস হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষুধা নিবারণ, পানি ও জ্বালানির ঘাটতি মোকাবেলায় চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের ওপরও বিশেষ করে প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। প্রতিবেশগত বৈচিত্র্য রক্ষা, জলবায়ু ধরন নিয়ন্ত্রণ ও কার্বন শোষণকারী হিসাবে ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে বন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নোবেল বিজয়ী ওয়ানগারি মাতথাই বলেছেন যে, বন ধ্বংস ও বন হ্রাস পাওয়ার কারণে ২০ শতাংশ গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন ঘটছে।^৯

কেনিয়ায় বন ধ্বংসের হার গত তিন দশকে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বনভূমি কেটে ধ্বংস করা, পুড়িয়ে সাফ করা সহ কাঠ আহরণ, বনজ সম্পদ আহরণ, চাষাবাদ এবং দাবানলের ঘটনাও বাড়ছে।^{১০} ২০০৭ সালে প্রকাশিত কেনিয়া ফরেস্ট সার্ভিসের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বন মন্ত্রণালয়ের সম্পদ ঘাটতি থাকার কারণে বন রক্ষার এ ধরনের ঘটনা ঘটছে এবং তাই তারা কার্যকরভাবে বন ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থ হচ্ছে অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার, দায়িত্ব পালন না করা বা এবং দুর্নীতির কারণে এসব হচ্ছে।^{১১} দুর্বল শাসন ব্যবস্থার কারণে বন ধ্বংস বন্ধ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে কাঠ আহরণের লাইসেন্স প্রদানে অনিয়ম, বন সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে গ্রেফতার বা বিচারের ঘটনায় ঘৃষ প্রদান, রাজনৈতিক সুবিধা লাভ বা প্রতিদান দেয়ার জন্য কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ভূমি হস্তান্তরের করার ঘটনা ঘটছে।^{১২}

ভূমি বরাদ্দ প্রদানের বিষয়কে কেন্দ্র করে কেনিয়ায় ঘনীভূত বন সমস্যার মূলে রয়েছে বন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং একই সময়ে বনভূমিতে বসতি স্থাপনকারীদের সঙ্গে সুষ্ঠু ও সুসম আচরণ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব। বন ধ্বংসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবিক বিপর্যয়ের দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য, অনিশ্চিত জীবিকা ব্যবস্থা, ভূমির অপ্রতুলতা, সংরক্ষিত বনাঞ্চল সন্নিহিত এলাকায় জনসংখ্যার চাপ। বিভিন্ন মেয়াদে সরকারগুলো কাঠসমৃদ্ধ বনাঞ্চলের কাছে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর স্থান সংকুলানের জন্য বন কেটে সাফ করেছে। এই প্রয়াসের সঙ্গে যোগ হয়েছে ভূমির অবৈধ বরাদ্দ।^{১৩}

সরকার কেনিয়ার ভূমির অবৈধ অনিয়ম করে বরাদ্দ দেয়ার বিষয়টি তদন্ত করতে একটি কমিশন গঠন করেছিল এবং ২০০৪ সালে কমিশন তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে।^{১৪} কমিশনের চেয়ারপার্সন পল এডুং উ

সুপারিশ করেছেন যে, ওগিয়েক জনগোষ্ঠীর ভূমিহীন সদস্যদের বসতি স্থাপনের সুযোগ দেয়ার জন্য একটি খাঁটি প্রয়াস হিসেবে মাউ ফরেস্ট দখল করার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু এই বসতি স্থাপনের জন্য ভূমি বরাদ্দ প্রদানের প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ঢুকে পড়ে।^{১০} যেমন- ওগিয়েক জনগোষ্ঠীর জন্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ হাজার হেক্টর ভূমি সাফ করার কথা থাকলেও সরকারি কর্মকর্তারা প্রায় ১০ হাজার হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করে এবং অতিরিক্ত এই ভূমি নিজেদের মধ্যে এবং সরকারের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করে।^{১১}

এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, কেনিয়ায় বনাঞ্চলের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলাকারী দেশটির জন্য একটি পরিবেশগত বিপর্যয়। যা এখনও স্পষ্ট নয় তা হচ্ছে কিভাবে বন সুরক্ষা, অবৈধ কাঠ কাটা রোধ, জনগোষ্ঠীর বসতি স্থাপন রোধ করা যাবে এবং নিশ্চিত করা যাবে যে, এই প্রক্রিয়া দুর্নীতির কারণে বাধাগ্রস্ত হবে না। বিপন্ন জনগোষ্ঠী যারা তাদের ভূমিকে নিজেদের ভূমি বলে মনে করে তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি উদ্বেগজনক এই বিবেচনায় যে ২০০৪ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে লক্ষাধিক লোককে কেনিয়ার বনাঞ্চলে তাদের বাড়িঘর থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়েছে।^{১২} ২০০৯ সালের আগস্ট মাসে আশ্বার অভাব আরো বৃদ্ধি পায় যখন কেনিয়া বন সার্ভিস মাউ ফরেস্ট এলাকায় বসবাসকারী লোকজনের ওপর ১৪ দিনের মধ্যে উচ্ছেদের নোটিশ জারি করে।^{১৩} মাত্র কয়েকদিন পর প্রধানমন্ত্রী রাইলা ও ডিঙ্গা তা প্রত্যাহার করে নেন।^{১৪}

মাউ ফরেস্ট এলাকার বাসিন্দাদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিতর্ক রাজনৈতিক ও উপজাতিদের বাকবৃদ্ধ করার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রিফট উপত্যকা অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করেনি এই দাবিতে যে, পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে তাদের এলাকার লোকজনকে উচ্ছেদ করা যাবে না।^{১৫} সরকারের জন্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষতিপূরণ দেয়া প্রয়োজন রয়েছে বলে বৈধ দাবিদারদের কিভাবে নির্ধারণ করা হবে। এছাড়া একবার উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার হবে যে, পরিস্থিতি বর্তমান পর্যায়ে ফিরে আসা রোধ করতে বন আইনের প্রয়োগ করা হয়েছে।^{১৬}

২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বন সুরক্ষার পদক্ষেপ হিসেবে সরকার মাউ ফরেস্ট কমপ্লেক্স রক্ষা করার জন্য একটি আবেদন জারি করেছিল।^{১৭} মাউ ফরেস্ট টাস্ক ফোর্সের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য স্থাপিত ইন্টারিম কো-অর্ডিনেটিং সেক্রেটারিয়েট একটি ১০ দফা হস্তক্ষেপ পরিকল্পনা চিহ্নিত করেছে যাতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।^{১৮} এই পরিকল্পনায় জনগোষ্ঠীর সদস্যদের স্থানান্তর ও বসতি স্থাপন ছাড়াও তাদের নতুন বাড়িঘরে বসবাসে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্ত বন এলাকার পুনর্গঠন ও পুনরায় বৃক্ষরোপণের জন্য আহ্বান জানানোর বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।^{১৯}

কেনিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত বনাঞ্চলের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে বহু বছর লেগে যাবে। কেনিয়াবাসীদেরকে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা, ইতোমধ্যে তাদের অভিজ্ঞতার চেয়ে কঠিন পানি ঘাটতির সমস্যা এড়ানো এবং একই সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাসে তাদের ভূমিকা পালনের বিষয়গুলো কেনিয়ার বনাঞ্চল পুনর্গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং দুর্নীতির ফলে এই প্রয়াস বাধাগ্রস্ত না হলেই কেবল পূর্বাবস্থা ফিরে আসা সম্ভব।

টিকা

১. মীলা মাসিনদে ও লিসা কারানজা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কেনিয়ার জন্য কাজ করছেন।
২. ইউএন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনইপি), ‘ফরেস্ট ফায়ারস ডেসট্রয় কেনিয়া’স কি ওয়াটার ক্যাচম্যান্টস’, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ২৫ মার্চ ২০০৯।
৩. ইউনেস্কো, ‘ফাইটিং ডিসার্টিফিকেশন ইন কেনিয়া, ওয়ান ট্রি এট এ টাইম’, কুরিয়ার, ৩, ২০০৬।
৪. দেখুন www.greenbelmovement.org/a.php?id=431।
৫. উইল্টন ম্যাথু, কেনিয়ায় বন আইন জোরদারকরণ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা (নাইরোবি: কেনিয়া বন সেবা, ২০০৭), পৃষ্ঠা ৬।
৬. প্রাপ্ত।
৭. প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ১৭।
৮. জেমস্ মাকোরি, ‘মাউ কমপেনসেশন: দি করাপশন এন্ড ল্যান্ড পলিটিক্স ইন কেনিয়া’, আদিলি নম্বর ১১৬ (২০১০), পৃষ্ঠা ১-৪।
৯. রিপাবলিক অব কেনিয়া, রিপোর্ট অব দি কমিশন অব ইনকোয়েরি ইনটু দি ইলিগ্যাল/ইরেগুলার এলোকেশন অব পাবলিক ল্যান্ড (নাইরোবি: গভর্নমেন্ট প্রিন্টার, ২০০৪)।
১০. সানডে ন্যাশন (কেনিয়া), ‘হাও গ্র্যাবিং অব ফরেস্ট ল্যান্ড স্ট্রাটেজ’, আফ্রিকান নিউজ অনলাইন, ৩১ জুলাই ২০০৯।
১১. প্রাপ্ত।
১২. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, নোহোয়ার টু গো: ফোর্সড ইভিকশনস ইন মাও ফরেস্ট (লন্ডন: অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৭), সিটিং সেন্টার অন হাউজিং রাইটস্ এন্ড এভিকশনস্ (সিওএইচআরই) এন্ড হাকিজামি, ‘ফরেস্ট ইভিকশনস: এ ওয়ে ফরওয়ার্ড’, কেনিয়া হাউজিং রাইটস্ আপডেট, আগস্ট ২০০৬। বেশীর ভাগ উচ্ছেদ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে এবং এর কোন সঠিক সংখ্যা নেই।
১৩. সানডে ন্যাশন (কেনিয়া), ‘রিফট ভ্যালি এমপি’স ফারি অন নিউ মাও ডেডলাইন’, ২৫ আগস্ট ২০০৯।
১৪. সানডে ন্যাশন (কেনিয়া), ‘কেনিয়া পিএম টেলস মাও সেটলার টু ইগনোর কুইট নোটিস’, ২৬ আগস্ট ২০০৯।
১৫. ডেইলী ন্যাশন (কেনিয়া), ‘রায়লা সফটেনস স্টাল অন রিফট ভ্যালি “র্যাবেলস”’, ১৬ আগস্ট ২০০৯।
১৬. বন আইন (২০০৫), কেনিয়ায় বনায়ন সংক্রান্ত ৭৭ টির ওপরে আইন রয়েছে। এর মধ্যে বন ব্যবহার নীতির খসড়া, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ আইন (১৯৯৯), বন্যপ্রাণী (ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ) আইন ১৯৭৬ এবং কৃষি/জাতীয় খাদ্য নীতি অন্তর্ভুক্ত (সেশনাল পেপার নম্বর ২, ১৯৯৪)।
১৭. এনভায়রনমেন্ট নিউজ সার্ভিস (ইউএস), ‘কেনিয়া সিকস মিলিয়ন্স টু সেভ মাও ফরেস্ট, এভার্ট ওয়াটার ক্রাইসিস’, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯।
১৮. প্রাপ্ত।
১৯. প্রাপ্ত।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও পানি সমন্বয়

স্থানীয় বাস্তুত্বতা মোকাবেলা একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ

গ্রিট মার্টিনেজ ও টেউন বাস্টেমাইজার^৬

জলবায়ু অভিযোজন হচ্ছে পানি অভিযোজন। কথাটি হলো তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয় গঠিত একটি কনসোর্টিয়ামের। আন্তর্জাতিক সংস্থা তিনটি হলো: কো-অপারেটিভ প্রোগ্রাম অন ওয়াটার এন্ড ক্লাইমেট (সিপিডব্লিউসি), ওয়ার্ল্ড ওয়াটার কাউন্সিল (ডব্লিউডব্লিউসি) এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দি কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন)।^২

জলবায়ু অভিযোজন হচ্ছে মূলত পানি অভিযোজন। ভিন্ন খাত ও অঞ্চলে পানির ওপর চাপ ও ঘাটতি বৃদ্ধির রূপে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসব প্রভাবের ঝুঁকি সর্বত্র সমানভাবে বিস্তৃত নয় এবং প্রায়ই দেখা যায় যারা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তাদেরই পরিস্থিতি মোকাবেলার সামর্থ্য সবচেয়ে কম।^৩ যেমন, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে যে কোনো অভিযোজন পদক্ষেপের অংশ হিসেবে পানির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা জরুরি। এসব দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কম মাত্রার সহিষ্ণুতার অর্থ হচ্ছে জনগণ ও অর্থনীতির জন্য অধিকতর ঝুঁকি।

জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত পরিস্থিতির পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অ-টেকসই ব্যবহারের মতো বহুবিধ চাপের ফলে পানি স্বল্পতা বৃদ্ধি ও চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া পরিস্থিতি দেখা যায়। যেমন, ধারণা করা হয় যে ২০২০ সালের মধ্যে আফ্রিকার ৭৫-২৫০ মিলিয়ন লোক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাড়তি সমস্যা হিসেবে পানির ঘাটতি মোকাবেলার সম্মুখীন হবে।^৪

ধারণা রয়েছে যে অভিযোজন পদক্ষেপসমূহের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিকল্পনা বা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ প্রস্তাবে পানির বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে না।^৫ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশনের (ইউএনএফসিসিসি) অধীনে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে (এলডিসি) প্রণীত জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনায় (নাপা) পানির ওপর গুরুত্ব আরোপের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। নাপা'র আওতায় বিভিন্ন খাতের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ১৩ শতাংশ পানি সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ৯ শতাংশ হচ্ছে উপকূলীয় এলাকা ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংক্রান্ত।^৬ তবুও, উদ্বেগ রয়েছে যে পানি খাত ও এ খাতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অভিযোজন সাড়া প্রদানে নাপা কোনো সর্বোত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।^৭

জলবায়ু পরিবর্তন পানির ওপর চাপ বৃদ্ধি করলেও এখাতে ঘাটতির মূল কারণ অনেকাংশে দুর্বল শাসন ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো ও আইনের প্রয়োগ না থাকা। দুর্নীতির কারণে পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়াতে পারে।^৮ এক্ষেত্রে যে কোনো অভিযোজন প্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সকল পর্যায়ে পানি সম্পৃক্ত করার ওপর জোর দেয়া। পানি ও অভিযোজন কর্মসূচির মধ্যে সম্পৃক্ততার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপকারী নিজের সমীক্ষাটি জাতীয় পর্যায়ে কৌশল বাস্তবায়নে দুর্নীতি ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা।

দেশভিত্তিক দৃষ্টিকোণ: বাংলাদেশে অভিযোজন ও পানি চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলার সম্মুখীন। পানি সর্বাধিক অগ্রাধিকার পেলেও এ সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাস করা জরুরি।^{১৯} জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের মধ্যে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং বন্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ বলে চিহ্নিত করেছে।^{২০} ইউএনএফসিসিসি বাংলাদেশের সর্বাধিক মাত্রার ঝুঁকির বিষয়টি স্বীকার করেছে^{২১} এবং বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচির ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে।^{২২}

২০০৫ সালে বাংলাদেশ সরকার নাপা প্রণয়ন করেছে। চূড়ান্ত রিপোর্টে জরুরি হিসেবে সুপারিশকৃত ১৫টি প্রকল্পের মধ্যে সরাসরি পানি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প নয়টি।^{২৩} ব্যাপক আলাপ-আলোচনার পর গৃহীত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনায়^{২৪} জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশে মোকাবেলা করতে হবে এমন ক্ষতিকর দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম বলে পানির ঝুঁকির বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে।^{২৫} ধারণা করা হচ্ছে যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জোরদার, গবেষণা, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, সামর্থ্য জোরদার, গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনায় জরুরি বিনিয়োগ করার জন্য প্রথম দুই বছরে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হবে।^{২৬}

বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব জাতীয় বাজেট থেকে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল গঠন করেছে। জাতীয় বাজেটে ২০০৮ সাল থেকে প্রতিবছর ৭শ কোটি টাকা এই তহবিলে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।

২০১০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীরা একটি জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা তহবিল গঠনের ব্যাপারে সম্মত হয়। উন্নয়ন সহযোগীরা প্রাথমিকভাবে ১শ মিলিয়ন ডলার দেবে।^{২৭} উন্নয়ন সহযোগী এবং সুশীল সমাজকে সম্পৃক্ত করে সরকার এই তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।^{২৮} বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কারিগরি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের সম্পৃক্ততার লক্ষ্য হচ্ছে সহায়তা প্রদান করা যাতে নিশ্চিত করা যায় যে সতর্কতামূলক প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো মেটানো হয়েছে।^{২৯}

ধারণা করা হচ্ছে যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ও পানির সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকায় তহবিলের সুশাসন নিশ্চিত হয়েছে। তবে তা যথেষ্ট বিবেচিত হবে না কেননা দুর্নীতি সমাজে দৃঢ়মূল রয়েছে এবং বিশেষ করে পানি খাতে এর ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। ওয়াটার ইন্টেগ্রিটি নেটওয়ার্কের (ডাব্লিউআইএন) সহায়তা নিয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশ ওয়াটার ইন্টেগ্রিটি নেটওয়ার্ক (বিএডব্লিউআইএন) গঠন করা হয়েছে।^{৩০} এই সংস্থার কাজের ক্ষেত্রগুলোর অন্যতম হচ্ছে— ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে দুর্নীতি মোকাবেলার উপায় অনুসন্ধান করা। বিএডবি-উআইএন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি বিশেষ পদক্ষেপসমূহ ও বিলম্ব ঘটনায় কারণ সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে। সমীক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করেছে:

- পরিকল্পনা, টেন্ডারিং ও কন্ট্রোলিং প্রক্রিয়া
- বেড়িবাঁধ ও অন্যান্য বাঁধের পর্যবেক্ষণ ও মেরামত
- ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের জন্য মিঠাপানির সুবিধা ও সম্পদের প্রবাহ

গবেষণায় প্রাপ্ত এইসব বিষয় ভবিষ্যতে পানি অভিযোজন প্রকল্প ও কর্মসূচির লক্ষ্যে সরকারের পরিকল্পনার জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

টিকা

১. খ্রিট মার্চিনেজ ও টেউন বাস্টেমাইজার ওয়াটার ইন্টেগ্রিটি নেটওয়ার্ক কাজ করছেন।
২. ডব্লিউডব্লিউসি, ডোনট স্টিক ইউর হেড ইন দি সেন্ড! টুওয়ার্ডস এ ফ্রেমওয়ার্ক ফর ক্লাইমেট-প্রুফিং (মারসিলেস: ডব্লিউডব্লিউসি, ২০০৯)।
৩. প্রাপ্ত।
৪. ইউনেস্কো, ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ৩: ওয়াটার ইন এ চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড (প্যারিস: ইউনেস্কো, ২০০৯)।
৫. জাতিসংঘ-পানি, 'ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপশন: দি পাইভোটাং রোল অব ওয়াটার' (নিউ ইয়র্ক: ইউএন, ২০১০), পৃষ্ঠা ১।
৬. জাতিসংঘ, ইউএনএফসিসিসির অধীনে স্বল্পোন্নত দেশ (নিউ ইয়র্ক: ইউএন, ২০০৯)।
৭. গুনিলা বিজর্কলান্ড ও অন্যান্য, ওয়াটার এডাপশন ইন ন্যাশনাল এডাপশন প্রোগ্রামস ফর অ্যাকশন: ফ্রেশ ওয়াটার ইন ক্লাইমেট এডাপশন প্র্যানিং এন্ড ক্লাইমেট এডাপশন ইন ফ্রেশওয়াটার প্র্যানিং (প্যারিস: ইউনেস্কো, ২০০৯), পৃষ্ঠা ৮।
৮. টিআই, গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট ২০০৮: করাপশন ইন ওয়াটার সেক্টর (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮), পৃষ্ঠা ১২।
৯. এ র্যাথিংক অব কি ক্লাইমেট চেঞ্জ ইমপ্যাক্টস এন্ড ভালনারেবিলিটিস ফর বাংলাদেশ পরিচালনা করেছে অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি)। দেখুন সারদুল আগরাওয়ালা এবং মায়েলিস কারারো, এসেসিং দি রোল অব মাইক্রোফিন্যান্স ইন ফরেস্টিং এডাপশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, এনভায়রনমেন্টাল ওয়ার্কিং পেপার নং ১৫ (প্যারিস: ওইসিডি, ২০১০)।
১০. মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট এন্ড ফরেস্টস (এমওইএফ), বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড অ্যাকশন প্র্যান ২০০৮ (ঢাকা: এমওইএফ, ২০০৮), পৃষ্ঠা ৪ দেখুন www.moef.gov.bd/moef.pdf।
১১. ২০০৯ সালে ৭-১৯ ডিসেম্বর কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত ১৫তম পর্বে জনসভার তথ্য (কপ ১৫) এর অধিবেশনে পক্ষগুলোর সম্মেলন বিষয়ক প্রতিবেদন। দেখুন <http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf>।
১২. এমওইএফ, ন্যাশনাল এডাপশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন (নাপা) ফাইনাল রিপোর্ট (ঢাকা: এমওইএফ, ২০০৫); দেখুন <http://unfccc.int/resource/docs/napa/ban01.pdf>।
১৩. প্রাপ্ত।
১৪. এমওইএফ (২০০৮)।
১৫. প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ১৩।
১৬. প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ২৯। কর্মসূচির প্রথম পাঁচ বছরে মোট খরচ হতে পারে পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
১৭. দেখুন <http://beta.worldbank.org/content/bangladesh-economics-adaptation-climate-change-study>
১৮. ডেনমার্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, 'বিল্ডিং রেসিলিয়েন্স টু এড্রেস ক্লাইমেট চেঞ্জ', ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০, www.ambdhaka.um.dk/en/menu/TheEmbassy/News/BuildingResilienceToAddressClimateChange.htm।
১৯. ডেইলী ষ্টার (বাংলাদেশ), 'বাংলাদেশ গেটস মার্কিন ডলার ১১০ বিলিয়ন ক্লাইমেট ফান্ড', ২ জুন ২০১০।
২০. ক্যাথি সর্ভট, 'বিএডব্লিউআইএন কনসেন্ট নোট' (বার্লিন: ডব্লিউআইএন, জুলাই ২০১০)

দুর্যোগ আঘাত হানলে

দুর্নীতি এবং জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতার জন্য দ্রুত সাড়া প্রদান

রোজলীন হীস^১

আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সুশাসন ও নৈতিকতা না থাকলে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে সাহায্য করার প্রয়াস ব্যর্থ হবে।

(নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ওয়ানগারি মাথাই)^২

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ : প্রকৃতি ও সমস্যার মাত্রা

মানবিক সম্প্রদায় সাম্প্রতিক ও সম্ভাব্য জলবায়ু সংক্রান্ত দুর্যোগ বা চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়া পরিস্থিতি ও প্রভাব সম্পর্কে সচেতন যে এ ক্ষেত্রে জরুরি সাড়া প্রদানের জন্য সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। আকস্মিক দুর্যোগের তীব্রতা বা পুনরায় বৃদ্ধি এবং ধীর প্রভাবের দুর্যোগের ব্যাপকতা উভয়ের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জরুরি সাড়া প্রদানের প্রয়োজন বৃদ্ধি পেতে পারে। কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য সরবরাহ, অর্থনৈতিক অবকাঠামো, মিঠাপানির উৎস, আশ্রয় কেন্দ্র, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট তাৎক্ষণিক ও মধ্য মেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলার জন্য বাড়তি জরুরি সহায়তার প্রয়োজন হবে। জরুরি সহায়তার জন্য বাড়তি চাহিদার ফলে সহায়তা বিতরণে দুর্নীতির ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

ইউএন অফিস ফর দি কো-অর্ডিনেশন অব হিউম্যান এ্যাফেয়ার্স (ওসিএইচএ) জানিয়েছে যে, গত দুই দশকে দুর্যোগের সংখ্যা ২শ থেকে ৪শ^৩তে উন্নীত হয়েছে এবং এগুলোর ৯০ শতাংশই জলবায়ু সংশ্লিষ্ট।^৪ প্রতিবছর জলবায়ু সংশ্লিষ্ট দুর্যোগের কারণে প্রায় ২৪০ মিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৮০ সালের পর থেকে এ সংখ্যা প্রায় তিন গুণ হয়েছে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে তা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে গড়ে ৩৭৫ মিলিয়ন হতে পারে।^৫ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, ২০০৪ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিবছর ৩ লাখ ১৫ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ২০০৪ সালে ঘটে যাওয়া এশিয়ান সুনামির আঘাতে প্রাণহানির তুলনায় তা অনেক বেশি।^৬

দুর্যোগে সাড়া প্রদান কর্মসূচি কি বিশেষভাবে দুর্নীতির ঝুঁকি প্রবল?

মানবিক সহায়তা সাধারণত চ্যালেঞ্জিং পরিবেশের ক্ষেত্রে প্রদান করা হয় এবং জলবায়ু পরিবর্তন জরুরি সাড়া প্রদানও তা থেকে ভিন্ন নয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে,^৭ দুর্যোগ পরবর্তী সাড়া প্রদানকালে দুর্নীতির ঘটনাবলীর সঙ্গে বাইরের পরিবেশ পরিস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতার সম্পর্ক বিদ্যমান। ধারণা করা যেতে পারে যে, দুর্নীতি ঝুঁকি সেইসব দেশে বেশি যেখানে দুর্নীতি ব্যাপক সামর্থ্যের অভাব রয়েছে এমন নাজুক সরকারি প্রতিষ্ঠান, দুর্বল আইনের শাসন, নিরপেক্ষ সুশীল সমাজ বা গণমাধ্যমের তদারকি কম এবং নাগরিকদের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতা বেশি।

বিশ্ব ব্যাংক জলবায়ু সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ প্রবণ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব দেশে সরকারের কার্যকারিতার ধারণা এবং অনুমিত দুর্নীতির মাত্রা সংশ্লিষ্ট অবস্থান দুর্বল। (সারণি ৫.২ দেখুন)। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ধরে নেয়া যায় যে, সহায়তা প্রদান সাড়া দুর্নীতি ঝুঁকির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দুর্যোগের পর অপরিণাম সম্পদের পরিবেশে আকস্মিকভাবে বিপুল সম্পদের প্রবেশ ঘটলে বিশেষ করে নানা ভাবে দুর্নীতির প্রবণতা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেমন জরুরি সহায়তার জন্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বেসরকারী লোকদের মধ্যে ‘টিকে থাকার দুর্নীতি’ পরিলক্ষিত হয়। সাহায্য অনেক সময়ই দ্বাররক্ষী বা ‘গেট কিপার’ বিশেষ করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, গোষ্ঠী নেতৃবৃন্দ বা সুবিধা লাভকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকারী মিলিশিয়া সদস্যরা কুক্ষিগত করে। তারা নিজেদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য পূরণে এসব সহায়তাকে কাজে লাগায়। এই ধরনের সহায়তা কুক্ষিগত করার ঘটনা সংঘাত দীর্ঘায়িত বা স্থায়ী নির্ভরশীল এবং একটি স্বার্থান্বেষী মানবিক চক্র সৃষ্টি করতে পারে।^৭ গেট কিপার ও সাহায্য কর্মীদের মধ্যে খাদ্য, আশ্রয়, সরকারি শরণার্থী শিবিরে প্রবেশাধিকার প্রদানের বিনিময়ে যৌন সুবিধা আদায় করা হয় বলে অনেক আফ্রিকান দেশ থেকে তথ্য পাওয়া গেছে।^৮ দুর্নীতির কারণে সাহায্য সংস্থাগুলোর প্রতি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের যে আস্থা রয়েছে তা ক্ষুণ্ণ হয়। এমনকি তা সরকারি বা বেসরকারি যে কোনো ধরনের সংস্থা হতে পারে। অথচ এসব সংস্থা কার্যকর পুনর্বাসনের জন্য জরুরি।

সাহায্য হিসাবে প্রাপ্ত সম্পদ নানাভাবে দুর্নীতির মাধ্যমে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে পারে। চুক্তি, ইনভয়েস, কর্মচারীদের বেতন প্রদানের রেকর্ড, সুবিধা লাভকারীদের সংস্থা বা সহায়তা কর্মসূচির ভুয়া সংস্থা বা বাড়িয়ে দেয়া এবং বাড়তি সম্পদ লাভের জন্য পকেটস্থ করা বা বিক্রি করে দেয়া হতে পারে। ঘুষ, উপহার বা হুমকি প্রদানের ফলে মালামাল ও সেবা প্রদানকারীরা তাদের মত পরিবর্তন করতে পারে ফলে ব্যয় বৃদ্ধি বা নিম্নমানের পণ্য সরবরাহের ঘটনা ঘটতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সুবিধা লাভকারীদের কাছে অপেক্ষাকৃত কম সাহায্য পৌঁছে।

জলবায়ু আড়িত দুর্যোগ	দেশ/ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা	সরকারের কার্যকারিতার স্কোর	দুর্নীতি ধারণাসূচক স্কোর
খরা	মালাউই	৩০.৩	৩.৩
	ইথিওপিয়া	৩৯.৮	২.৭০
	জিম্বাবুয়ে	২.৪	২.২
বন্যা	বাংলাদেশ	২২.৭	২.৪
	চীন	৬৩.৫	৩.৬
	ভারত	৫৩.৬	৩.৪
ঝড়	ফিলিপিন্স	৫৫.০	২.৪
	বাংলাদেশ	২২.৭	২.৪
	মাদাগাস্কার	৩৩.২	৩.০
সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	মালদ্বীপ	৪৪.১	২.৫
	ভিয়েতনাম	৪৫.৫	২.৭
	মিশর	৪৩.১	২.৮
কৃষি উৎপাদন হ্রাস	সুদান	৫.২	১.৫
	সেনেগাল	৫১.২	৩.০
	মালি	২১.৮	২.৮

সারণি ৫.২ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরিলক্ষিত স্থান এবং দুর্নীতির ঝুঁকি।

অর্থভিত্তিক এমন দুর্নীতি সংস্থার হিসাবে দেখানো হয় না এবং তাই নিরীক্ষার সময়ও তা চিহ্নিত করা যায় না। অথচ এই ধরনের দুর্নীতি মানবিক মিশনে ক্ষতিকর প্রভাব রাখে। স্বজনপ্রীতি, বন্ধুবাৎসল্য, টার্গেট বহির্ভূত গোষ্ঠীর মধ্যে সাহায্য বিতরণ এবং রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাময়িক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সাহায্য সম্পদের ব্যবহার দুর্নীতির মধ্যে হয়তো বিবেচনা করা হয় না কিন্তু কোনো কোনো দেশে স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া হয়। তারা যে কোনো ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে এবং কাক্ষিত সুবিধাভোগীদের পরিবর্তে অন্যত্র সম্পদ সরিয়ে নেয়।

এশীয় সুনামির পর ব্যাপক মানবিক সাড়া প্রদানকালে দুর্নীতির অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন, গৃহায়ন ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে আছে এলাকায় ভবন নির্মাণে গুণগত মান বজায় রাখার জন্য অর্থ দেয়া হলেও তারা তা পূরণ করেনি। অভিযোগ রয়েছে যে শ্রীলঙ্কায় পুনর্নির্মিত বাড়িগুলো সরকারি কর্মকর্তাদের বন্ধু ও পরিবারের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অথচ খুব ক্ষতিগ্রস্ত লোক পায়নি।^৯ সম্প্রতি আরো জানা গেছে যে সোমালিয়ায় খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির প্রায় ৫০ শতাংশই চিহ্নিত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছেনি। যদিও এই দাবির ব্যাপারে সাহায্য সংস্থা আপত্তি জানিয়েছে। এসব সহায়তা স্থানীয় বাস্তবায়নকারী অংশীদার, পরিবহনকারী ও সশস্ত্র মিলিশিয়ারা ভাগ করে নিয়েছে।^{১০} সোমালিয়ায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায় ভেঙে পড়া অবস্থার অর্থ হচ্ছে যে এই বিশেষ ঘটনাটি সকল সাহায্য কর্মসূচির অবস্থার প্রতিফলন বলে বিবেচিত হতে পারে না। তবে, এটি নিঃসন্দেহে জরুরি সাহায্য দুর্নীতির মাধ্যমে নয়-হয় হওয়ায় একটি চরম উদাহরণ।

বিদ্যমান দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা

মানবিক সহায়তা গোষ্ঠী জলবায়ু সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ প্রকৃতি ও অভিযোজনের কর্মসূচি জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। যেমন, হুগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন ২০০৫-২০১৫।^{১১} এসব কর্মপরিকল্পনায় প্রধানত ঝুঁকি হ্রাস পদক্ষেপ যেমন উন্নত কাঠামো, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং উন্নত দুর্যোগ পূর্বাভাস ও আকাশ সতর্কীকরণ ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শাসন ব্যবস্থার বিষয়টিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ছাড় প্রদানে সমন্বয় জোরদার অথবা দুর্যোগের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বিবেচনায় নেয়া ও সাড়া প্রদান জোরদার করার কথা বলা হয়েছে, তবে ব্যাপক মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতির প্রভাব বিবেচনা করা হয়নি।

এখনও পর্যন্ত এসব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাক্ষিত ব্যয় সম্পর্ক অথবা বাড়তি জলবায়ু সংশ্লিষ্ট সংকটের ফলে সৃষ্ট মানবিক চাহিদা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন হতে পারে এমন বাড়তি আর্থিক সম্পদের ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া হয়নি বলেই ধারণা করা যায়। এই ধরনের একটি ব্যতিক্রমী বিশ্লেষণে ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে যে মানবিক সহায়তা সংক্রান্ত বার্ষিক আন্তর্জাতিক ব্যয় আগামী ২০ বছরে (আনুমানিক) ৩২ শতাংশ থেকে (যদি কেবল দুর্যোগের পুনরাবৃত্তি ঘটনায় সম্ভাব্য বৃদ্ধি বিবেচনায় নেয়া হয়) ১৩৪ শতাংশ পর্যন্ত (যদি দুর্যোগের পুনরাবৃত্তি ও তীব্রতা বিবেচনা করা হয়) এবং এমনকি ১৬০০ শতাংশ পর্যন্ত (অতীতের দুর্যোগের ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা বিবেচনা করলে) বৃদ্ধি পেতে পারে।^{১২}

প্রয়োজনীয় বাড়তি সম্পদ এবং পাশাপাশি কর্মসূচি জোরদার ও দ্রুত সহায়তা বন্টনের জন্য দাতার গণমাধ্যম, জনসাধারণের পক্ষ থেকে সরকারি ও বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলোর চাপ ইতোমধ্যে বিস্তৃত ব্যবস্থা ও কর্মীদের চাপ বাড়াবে এবং সতর্কতা ও নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করতে পারে। ঝুঁকি সম্মুখীন অনেক দেশে কম সহনীয় সামর্থ্যের কারণে সীমাবদ্ধতার যেমন (সারণি ৫.৩-এ প্রদর্শিত সরকারের কার্যকারিতার ভিত্তিতে পরিমাপ

করলে) অর্থ হচ্ছে যে সাহায্য আসার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বিদ্যমান ব্যবস্থায় অধিক অপচয়, পাচার বা দুর্নীতি ছাড়া বাড়তি সম্পদের ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হয় না।^{১৩} মানবিক সম্পদ প্রবাহে ব্যাপক সম্ভাব্য প্রবাহ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় এটি বিস্ময়কর যে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি ঝুঁকির বিষয়ে বিশেষ কোন বিশ্লেষণ করা হয়নি।

কি করা যেতে পারে ?

বিভিন্ন প্রথম সারির আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা বিষয়ক বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যাপক মাঠ পর্যায়ের গবেষণার ফলাফল গত ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে টিআই'র প্রিভেন্টিং করাপশন ইন হিউম্যানিটারিয়ান অপারেশন এর হ্যান্ডবুক অব গুড প্র্যাকটিসেস শীর্ষক প্রকাশনায় তুলে ধরা হয়েছে।^{১৪} এই হ্যান্ড বুকে অনেকগুলো ক্ষেত্রের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে উন্নত নীতি ব্যবস্থা দুর্যোগ সাড়া প্রদানকালে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও প্রশমনে সহায়ক হতে পারে।

মানবিক সহায়তা ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচি সংক্রান্ত গোষ্ঠীতে দুর্নীতির বিষয়টি একটি টাবু বলেই মনে হয়। জলবায়ু সংশ্লিষ্ট দুর্যোগের ব্যাপারে দুর্নীতির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা এক্ষেত্রে নানা গবেষণা ও পরামর্শ কর্মসূচিতে উন্মুক্ত ও প্রতিফলিত করতে হবে।

এই বিষয়টি অনুধাবন করা জরুরি যে কোন কোন বিষয় দুর্নীতি ঘটায় তার ধারণা বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন এবং প্রায়শই আর্থিক অব্যবস্থাপনা ও জালিয়াতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ‘আর্থিক বিষয় বহির্ভূত দুর্নীতি’ (উপরে উল্লিখিত) প্রায়শই দুর্নীতি বলে বিবেচিত হয় না এবং কোনো কোনো সংস্কৃতিতে মোটেও দুর্নীতি হিসেবে বিবেচ্য নয়। নিশ্চিত করতে হবে যে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও মানবিক সহায়তা প্রদানকারী গোষ্ঠীতে কোন কোন বিষয় দুর্নীতির আচরণ তৈরি করে তা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে হবে এবং এর ক্ষতিকর প্রভাবগুলো তার প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অত্যাবশ্যকীয় দুর্নীতি ঝুঁকি এবং জরুরি প্রস্তুতি গ্রহণে রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের বিশ্লেষণ সম্পৃক্ত করা দুর্নীতির ধারণা লাভ ও তা প্রতিরোধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে দুর্যোগকালে সাড়া প্রদান কর্মসূচি প্রণয়নকালে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রতিষ্ঠানগুলোর সামর্থ্য এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা ভালোভাবে বুঝতে হবে যাতে এসব কর্মসূচি দুর্নীতি ঝুঁকিগুলোকে আরো বাড়িয়ে না তোলে। এ ধরনের দুর্নীতি হ্রাসের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক পদক্ষেপের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। অনেকগুলো ক্ষেত্রেই ইতোমধ্যে জলবায়ু সংক্রান্ত দুর্যোগের সম্ভাব্য দুর্যোগ চিহ্নিত করা হয়েছে বলে এই ধরনের দুর্যোগের ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণ আগাম নেয়া যেতে পারে।

প্রকল্প পর্যবেক্ষণ দুর্নীতি নিরুৎসাহিত ও চিহ্নিত করে বিশেষ করে আর্থিক বিষয় বহির্ভূত দুর্নীতির অভ্যাসগুলো এবং তাই মানবিক সাড়া প্রদানকালে এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া দরকার। দুর্নীতি কিভাবে সহায়তা প্রদানের ফলে প্রভাব ফেলেতে পারে তার পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা পরিকল্পনার পর্যায়েই দুর্যোগ সাড়া প্রদানের জন্য প্রণয়ন করতে হবে। অনেক বিশ্লেষণের পরামর্শ অনুযায়ী, জলবায়ু সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও সাড়াপ্রদানকারী দুর্যোগ প্রবণ এলাকার স্থানীয় জনগোষ্ঠী দুর্নীতির বিষয়গুলোসহ মানবিক সহায়তা ও সাড়া প্রদান কর্মসূচি তদারক কার্যকর করতে পারে। কার্যকর পর্যবেক্ষণ ও খাঁটি জবাবদিহিতার জন্য স্থানীয় সরকার, সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী ও সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর কাছে সাড়া প্রদান কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপকতর স্বচ্ছতা জরুরি।

টিকা

১. রোজলিন হীস, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সচিবালয়ে নিয়োজিত সিনিয়র উপদেষ্টা।
২. রয়টার্স অলটারনেট (যুক্তরাজ্য), ১১ ডিসেম্বর ২০০৯।
৩. ইএম-ডিএটি: আন্তর্জাতিক দুর্যোগ বিষয়ক তথ্য, সেন্টার ফর রিসার্চ অন দি ইপিডেমিওলজি অব ডিজাস্টার (সিআরইডি), ইউনিভার্সিটি ক্যাথরিক ডি লউভেইন, ব্রাসেলস।
৪. টানজা সিউমার-ক্রস এন্ড বিন হিভ্যান টেইলর, দি রাইট টু সারভাইভ: দি হিউম্যানিটারিয়ান চ্যালেঞ্জ ফর দি টুয়েন্টি-ফ্রাস্ট সেনচুরি (অক্সফোর্ড: অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৯), পৃষ্ঠা ২৭।
৫. ডব্লিউএইচও, 'প্রটেক্টিং দি হেলথ অব ভালনারেবল পিপল ফ্রম দি হিউম্যানিটারিয়ান কনসিকুয়েনসেস অব ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ক্লাইমেট-রিলেটেড ডিজাস্টারস' (জেনেভা: ডব্লিউএইচও, ২০০৯)।
৬. পেট ইউইনস ও অন্যান্য, ম্যাপিং দি রিস্কস অব করাপশন ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন (লন্ডন: ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট [ওডিআই], ২০০৬); ডেনিয়েল ম্যাক্সওয়েল ও অন্যান্য, প্রিভেন্টিং করাপশন ইন হিউম্যানিটারিয়ান এসিসটেন্স: ফাইনাল রিসার্চ রিপোর্ট (বার্লিন: টিআই, ২০০৮)।
৭. ফিওনা টেরি, কনডেমনড টু রিপিট: দি প্যারাদক্স অব হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন (আইটিএইচএসিএ, এনওয়াই: করনেল ইউনিভার্সিটি প্রেস ২০০২)।
৮. কোরিনা সিসাকি, নো ওয়ান টার্ন টু: দি আন্ডার-রিপোর্টিং অব চাইল্ড সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন এন্ড এবিউ বাই এইড ওয়ার্কারস এন্ড পিসকিপারস (লন্ডন: সেভ দ্য চিলড্রেন, ২০০৮)।
৯. আইপিএস নিউজ (থাইল্যান্ড), 'সুনামি রিকভারি হিট বাই করাপশন, এ্যাপাথি', ২৬ ডিসেম্বর ২০০৬।
১০. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ, 'রিপোর্ট অব দি মনিটরিং গ্রুপ অন সোমালিয়া পারসুয়েন্ট টু সিকউরিটি কাউন্সিল রেজুলেশন ১৮৫৩', ১০ মার্চ ২০১০।
১১. ইউএন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর ডিজাস্টার রিডাকশন (আইএসডিআর), 'হয়োগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন ২০০৫-২০১৫: বিল্ডিং দি রেসিলেন্স অব ন্যাশনস এন্ড কমিউনিটিজ অব ডিজাস্টারস' (জেনেভা: আইএসডিআর, ২০০৫)।
১২. ম্যাকিননন ওয়েবস্টার ও অন্যান্য, দি হিউম্যানিটারিয়ান কস্টস অব ক্লাইমেট চেঞ্জ (মেডফোর্ড, এমএ: ফিনস্টিন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, টাফটস ইউনিভার্সিটি, ২০০৮)।
১৩. ওডিআই, 'স্ক্যালিং আপ ভার্সেস অ্যাবসোর্পটিভ ক্যাপাসিটি: চ্যালেঞ্জস এন্ড অপারচুনিটিস ফর রিচিং দি এমডিজিস ইন আফ্রিকা', ব্রিফিং পেপার (লন্ডন: ওডিআই, ২০০৫), পৃষ্ঠা ২।
১৪. টিআই, প্রিভেন্টিং করাপশন ইন হিউম্যানিটারিয়ান অপারেশন: হ্যান্ডবুক অব গুড প্র্যাকটিসেস (বার্লিন: টিআই, ২০১০)।

ষষ্ঠ অংশ

বন শাসনব্যবস্থা

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

বন শাসন ব্যবস্থা

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

পৃথিবী পৃষ্ঠের ৩১ শতাংশ হচ্ছে বনাঞ্চল। কিন্তু প্রতিবছর ১৩ মিলিয়ন হেক্টর করে বনাঞ্চল হ্রাস পাচ্ছে।^১ এসব বনাঞ্চল বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করে। ফলে, এসব বনাঞ্চল কার্বন শোষণকারী হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রাকৃতিকভাবে প্রশমন করে। বন ধ্বংস বা বনহ্রাসের চেয়ে বরং বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বনায়ন জোরদার করার সুফল দ্বিগুণঃ কার্বনের সংরক্ষণ ইতোমধ্যে মজুদ হয়ে গেছে এবং কার্বন শোষণকারী বা বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণকারী হিসেবে কাজ করার জন্য বনের সামর্থ্য বজায় রাখছে না।

বন সম্পদ খুবই আকর্ষণীয় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিপুল সম্ভাবনাময়। এই খাতে অবৈধ কাঠ কাটা ও দুর্নীতির প্রবণতা রয়েছে এবং এগুলো বনকে আলাদা পরিচয়ে চিহ্নিত করে এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারকে রাজস্ব জোগায় না। বন উজার ও বন বিনাশ ঠেকিয়ে কার্বন নিঃসরণ কমানো (রিডিউসিং এমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টেশন এন্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন) যা রেড নামে পরিচিত তা হচ্ছে বন সংশ্লিষ্ট গ্যাস নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের একটি কৌশল। বিশেষ এই অংশে দুর্নীতির ঝুঁকিপূর্ণ একটি খাত হিসেবে রেড কর্মসূচি বাস্তবায়নের সঙ্গে যুক্ত শাসন ব্যবস্থার ঝুঁকিসমূহের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে প্যাট্রিক এ্যানী কাঠের জন্য আন্তর্জাতিক চাহিদা, অবৈধ উৎস থেকে প্রাপ্ত বনজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণের আইনের অভাব এবং সংরক্ষণের পরিবর্তে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় হিসেবে বনের ওপর গুরুত্বারোপসহ বনে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্তদের ব্যাপারে একটি আশ্রয়ী উদ্দীপক সমালোচনা উপস্থাপন করেছেন। আরেকটি সম্পূর্ণক নিবন্ধে ইফতেখারুজ্জামান ও মনজুর-ই-খুদা অত্যাবশ্যকীয় গরান বনাঞ্চলের ভাঙনে উৎসাহ প্রদানকারী রাজস্বকেন্দ্রিক সরকারি নীতির কারণে বাংলাদেশে স্থানীয় দুর্নীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন।

জেফ্রী হ্যাচার ও লুক বেইলী বিশেষ করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব ও অংশগ্রহণের প্রেক্ষিতে দুর্বল শাসন ব্যবস্থার রেকর্ড রয়েছে এমন দেশ ও বনের পরিবেশে রেড কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। আনা মুরিলো আরগুয়েলের একটি নিবন্ধে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং বন সংশ্লিষ্ট নীতিতে বনের জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিকারাগুয়ায় সহায়ক সরকারি আইনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

রেড কর্মসূচির মূল্যায়ন, রিপোর্টিং ও যাচাইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এক মূল্যায়নে ক্রিস্টোফার বার বিশেষ করে দুর্নীতির শিকার হতে পারে এমন প্রক্রিয়া যেমন প্রকল্পের অন্যায় অনুমোদন, কার্বন সুবিধার অতিমূল্যায়ন এবং কার্বন অধিকারের অপব্যবহার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সারাহ ডিক্স পাপুয়া নিউগিনিতে বনের কার্বন সার্টিফিকেট অবৈধভাবে বিক্রি করার নজির তুলে ধরে পূর্ববর্তী মূল্যায়নের ব্যাপারে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া, তিনি রেড+ কর্মসূচির মাধ্যমে সৃষ্ট রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য জোরালো ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। সবশেষে মনোজ নাদকারনি ইন্দোনেশিয়ার নজির এবং রেড কৌশল গ্রহণে সম্মত হওয়ারও আগেই কিভাবে সুশাসন ব্যবস্থার সুরক্ষার নামে মূল পরিকল্পনা দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিল সেই বিষয়গুলোও তুলে ধরেছেন।

টিকা

১. ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন অব দি ইউএন (এফএও), গ্লোবাল ফরেস্ট রিসোর্সেস এ্যাসেসমেন্ট ২০১০ কি ফাইন্ডিংস' (রোম, এফএও, ২০১০), পৃষ্ঠা ৩।

দুর্নীতি

বন ধ্বংস ও বনহ্রাসের মূল কারণ

প্যাট্রিক গ্র্যানী^১

দুর্নীতি ও অবৈধ কর্মকাণ্ড সম্পদ আহরণ শিল্প অস্বাভাবিক নয়। যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কাঠ শিল্পে এসব কিছু দৃশ্যমান ও ব্যতিক্রমী। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ১০-২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের কাঠ অবৈধভাবে কাটা হয়েছে যা প্রতিবছর সন্দেহজনক উৎস থেকে উৎপাদন করা হয়েছে এবং তার মধ্যে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলারের কাঠ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করেছে। অনুরূপভাবে সরকারগুলো একই পরিমাণ অর্থের কর ও রয়্যালিটি হারিয়েছে।^২ এসব ক্ষতি হয়েছে প্রতিষ্ঠিত বন খাতে যা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রধান অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হিসেবে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে আসছে।

সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, বন ধ্বংসসহ ভূমির ব্যবহারে পরিবর্তন বার্ষিক প্রায় ১৮ শতাংশ গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের জন্য দায়ী। ফলে, আন্তর্জাতিক আলোচনায় বন ইস্যুটি স্থান করে নিয়েছে।^৩ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশন (ইউএনএফসিসিসি) রেড কর্মসূচি হিসেবে পরিচিত রিডিউসিং এমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টেশন এন্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন (রেড) উদ্যোগের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আর্থিক সহায়তা দেয়ার কৌশল গ্রহণ করেছে। রেড কর্মসূচি ও বহুপাক্ষিক রেড কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট প্রয়াসের জন্য কয়েক বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

কাঠ শিল্পে ব্যাপক দুর্নীতির ঝুঁকি বিদ্যমান রয়েছে এবং অনেক বনসমৃদ্ধ দেশ দুর্নীতির মাত্রা ব্যাপক ও সম্পদের দুর্বল শাসন ব্যবস্থা যে কোনো রেড চুক্তি বাস্তবায়নে সাফল্যের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। ইন্টারপোল হুশিয়ার করে দিয়েছে যে রেড কর্মসূচির ব্যাপকতার কারণে এটি পর্যবেক্ষণে রাখা অসম্ভব।^৪

দুর্নীতিপ্রবণ একটি খাত

বন হচ্ছে এমন একটি খাত যেখানে ব্যাপকমাত্রার অবৈধ কর্মকাণ্ড সকল পর্যায়ে বিস্তৃত দুর্নীতির ওপর নির্ভরশীল। কাঠ আহরণের সকল পর্যায়ে এটি বিদ্যমান বিশেষ করে ছাড় পাওয়ার জন্য বিড করার প্রক্রিয়া, কনসেশন সংক্রান্ত বন ব্যবস্থাপনা (অথবা এই ব্যবস্থা না থাকা), অধিক আহরণ, কাঠের পরিমাণ কমিয়ে উল্লেখ করা, অনুমোদিত এলাকার বাইরে কাঠ কাটা, কর ফাঁকি এবং অপরাধীদের শাস্তিদানে রাষ্ট্রের ব্যর্থতার মধ্যে তা পরিস্ফুট। বনের সম্পদ ও রাজস্ব প্রবাহ কুক্ষিগত রাখতে আগ্রহী কিছু স্বার্থান্বেষীদের সামর্থ্য এখনও পর্যন্ত এই শিল্পে আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান কার্যত: এড়িয়ে যাচ্ছে বলে অধিকাংশ সংস্কার প্রয়াসও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

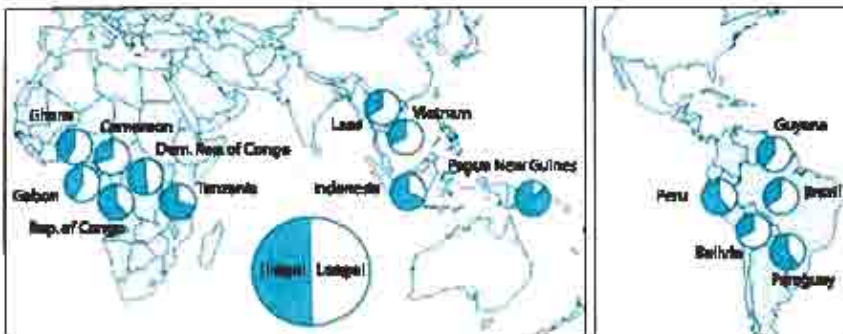
এই দুর্নীতি অব্যাহত থাকার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে যে বিশ্বে অধিকাংশ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চল সরকারি ভূমি হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ^৫ এবং অল্পসংখ্যক রাজনৈতিক ও ঘৃষের বিনিময়ে ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করার মতো অবস্থানে আসীন সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এছাড়া, বনাঞ্চল হচ্ছে প্রত্যন্ত এলাকায় এবং সাধারণত জনগণের দৃষ্টির বাইরে অবস্থিত। বননির্ভর জনগণের মধ্যে ১ বিলিয়নের বেশি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ তথ্য, সম্পদ, সামর্থ্য ও প্রভাব না থাকার কারণে বনের ভাগ্য নির্ধারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে কার্যত বাইরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।^৬

বেসরকারি জমি মালিকানা কোন নিশ্চয়তা নয় যে দুর্নীতি দূর করতে পারে। অন্যদিকে জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত নিষেধ-বর্ধ, বা বনের ওপর স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পে দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থা না হলেও একটি পতিশালী প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করতে পারে।

১৯৮০'র দশকের শেষ দিক থেকে আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী উন্নয়নশীল দেশসমূহে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বন বিনাশ এবং বনের সম্পদ আহরণ হ্রাস করার জন্য প্রয়াস চালাতে বহু বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে।^{১৭} আন্তর্জাতিক বন সম্প্রদায় সাধারণত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চলকে নব্যায়নযোগ্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে কিন্তু শিল্প পর্যায়ে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনজলার গাছ কাটা একই সময়ে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দিক থেকে টেকসই হতে পারে না।^{১৮} অধিকাংশ বন বিনিয়োগের লক্ষ্য হচ্ছে বন ব্যবস্থাপনার, শালন ব্যবস্থা, কারিগরি সামর্থ্য এবং আইনগত কৌশল শর্তানুসরণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটানো। এদিকে আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকার ১৯৯০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে প্রায় ১.২ বিলিয়ন হেক্টর বনাঞ্চলের বন ধ্বংস হয়ে গেছে যার আরও তিন ত্রাশ, জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রের মোট আরও অনেক সমান।^{১৯}

অধিকাংশ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩০ বছর মেয়াদী আহরণ চক্র পুনরায় গাছ জন্মানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয় না। ফলে কাঠ আহরণকারী কোম্পানিগুলোর প্রবণতা হচ্ছে টেকসই সীমা অতিক্রম করে যাওয়া। এখন অপেক্ষাকৃত কঠোর আইন, শালন ব্যবস্থা ও প্রয়োগ ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে বলে কোম্পানিগুলোকে ভবিষ্যৎ আদায়ের মাধ্যমেই কেবল বাড়তি অর্থ বাঁচাতে পারবে। ফলে, তারা অব্যাহতভাবে অধিক মূল্য দেয় এমন নতুন বনের দিকে তাদের তৎপরতা সম্প্রসারিত করে চলছে অথবা এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করছে।^{২০} বেশি মুদ্রাশীল করার জন্য কোম্পানিগুলো অনুমোদিত এলাকার মধ্যে মাত্রান্তরিত কাঠ আহরণ করছে অথবা এলাকার বাইরে গিয়ে কাঠ কাটছে।^{২১}

আশঙ্কাজনক সংখ্যার কাঠ আহরণকারী কোম্পানিগুলো নানা অজ্ঞাত, পর্যবেক্ষকদের তীতি প্রদর্শন ও দুর্নীতির ওপর নির্ভরশীল বলে মনে হয়। রক্ততানি প্রতিরোধকরণ এলাকায় কাঠ পরিবহন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে কর ও রয়্যালিটি ফাঁকি দেয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঞ্চয় করার জন্য ঘুষ দেয়া জরুরি। এসব কাগজপত্র পাওয়া গেলে তাদের কাছে সহজ হয় যার কারণে, যুক্তরাষ্ট্র (নিচে চিত্র দেখুন) ছাড়া, কোন দেশেই অবৈধ উৎস থেকে আহরিত কাঠ আমদানির নিষিদ্ধকরণ আইন নেই। ফলে, সহজেই এসব কাঠ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করতে পারে।^{২২}



চিত্র ৩.১ ১৪টি ব্রেড কর্মসূচিভুক্ত দেশ ও ব্রাজিল থেকে ২০০৭ সালে অবৈধভাবে আহরণ করা কাঠ রক্ততানির আনুগতিক চিত্র

দুর্নীতির চালিকাশক্তি

দুর্নীতি রাজনীতিক, সরকারি কর্মকর্তা এবং তাদের ব্যবসায়ী পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা চালিত হতে পারে যারা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে কাঠের ব্যবসা করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী জাতীয় বন ব্যবস্থার কৌশলগুলো এবং বেসরকারি কাঠ আহরণ ব্যবস্থায় পরিচালনা ও আর্থিক লেনদেনে সম্পৃক্ত থাকলেও দুর্নীতি কমাতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে, এসব উদ্যোগ কার্যত ব্যর্থ হয়েছে অথচ সস্তা কাঠের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা অব্যাহত রয়েছে।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কাঠ শিল্প প্রত্যেক দেশেই কার্যত দুর্নীতি দ্বারা চালিত ও বিকশিত। বিশ্বের বৃহত্তম গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনের অবস্থান ব্রাজিলে যা টিআই'র দুর্নীতি ধারণা সূচকে ৩.৭ কোর পেয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম বন সমৃদ্ধ দেশ গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের কোর হচ্ছে ১.৯ এবং কঙ্গো অববাহিকার দেশগুলো একত্রে আফ্রিকায় সবচেয়ে সমৃদ্ধ বনাঞ্চল থাকলে তাদের গড় কোর হচ্ছে ২.৩। পশ্চিম পাপুয়াসহ তৃতীয় সর্ববৃহৎ বনাঞ্চল সমৃদ্ধ পাপুয়া নিউগিনির কোর হচ্ছে ২.১।

দেশ	বনের সীমারেখা	দেশের মোট বন সীমারেখা	টিআই দুর্নীতি সূচক	বিশ্ব ব্যাংক সহজলভ্য অনুপাত	ওইসিডি দেশের স্বাধীন সুবিধা	খাদ্যন শক্তি সরকারি অনুপাত ২০০৮ (১= খুব ভালো, ৭= খারাপ)	খাদ্যন শক্তি সরকারি অনুপাত ২০০৮ (১= খুব ভালো, ৭= খারাপ)	বিশ্ব ব্যাংক সরকারি অনুপাত ২০০৭ (১= খুব ভালো, ৭= খারাপ)	বিশ্ব ব্যাংক সরকারি অনুপাত ২০০৭ (১= খুব ভালো, ৭= খারাপ)	বিশ্ব ব্যাংক সরকারি অনুপাত ২০০৭ (১= খুব ভালো, ৭= খারাপ)	বিশ্ব ব্যাংক	বিশ্ব ব্যাংক
ইকুয়েডর	১০,৮৫৩	০.৯	১৫১	১০৬	৭	৫.১৮	৩	-১.০৪	-০.৯১	-১.০৯	-১.০৪	
ভিয়েতনাম	১২,৯৩১	১.০	১২১	৯২	৪	৫.১১	৭	-০.৪১	-০.৩১	-০.৪৩	-০.৫৩	
থাইল্যান্ড	১৪,৫২০	১.২	৮০	১৩	৩	৪.৬৮	৬	-১.০৬	-০.১১	-০.১১	-০.০৬	
সুরিনাম	১৪,৭৭৬	১.২	৭২	১৪৬	৪	৪.৪৬	২	-০.০৩	০.২৩	-০.৪০	-০.২৪	
গারানা	১৫,১০৪	১.২	১২৬	১০৫	২	৫.০৯	২	-০.০৯	-০.৩২	-০.৪৬	-০.৫৭	
লাওস	১৬,১৪২	১.৩	১৪১	১৬৫	৭	৫.৮৮	৭	-০.৮১	০.০০	-১.০৮	-০.৯৬	
মালয়েশিয়া	২০,৮৯০	১.৭	৪৭	২০	২	৪.৪১	৪	১.০৭	০.২৩	০.৫৩	০.৫৩	
কামেরুন	২১,২৪৫	১.৭	১৪১	১৬৪	৭	৫.৮৭	৬	-০.৮৭	-০.৩৯	-০.৭১	-১.০৯	
প্রজাতান্ত্রিক কঙ্গো	২২,৪৭১	১.৮	১৫৮	১৭৮	৭	৬.০৫	৫	-১.০৪	-০.৮৩	-১.২০	-১.২৬	
প্রজাতান্ত্রিক মধ্যআফ্রিকা	২২,৭৫৫	১.৮	১৫১	১৮০	৭	৬.১২	৫	-১.০৮	-১.৭৮	-১.২৪	-১.৫২	
গ্যাবন	২৬,৭৬৭	২.১	৯৬	১৫১	৬	৫.১৩	৬	-০.৬৬	০.২০	-০.৪৯	-০.৬০	
পাপুয়া নিউগিনি	২৯,৪৩৭	২.৩	১৫১	৯৫	৫	৫.৫৫	৩	-০.৭৪	-০.৭৬	-০.৫১	-০.৮৫	
বার্বা	৩২,২২২	২.৬	১৭৮		৭	৫.৯০	৭	-১.৬৭	-১.২২	-২.২৩	-১.৪১	
ভেনিজুয়েলা	৪৭,৭১৩	৩.৮	১৫৮	১৭৪	৬	৫.১৩	৪	-০.৮৭	-১.২৩	-১.৫৬	-১.৪৭	
বলিভিয়া	৫৮,৭৪০	৪.৭	১০২	১৫০	৭	৫.১৩	৩	-০.৮৩	-০.৯৯	-১.১৮	-০.৯৬	
ফলগিয়া	৬০,৭২৪	৪.৮	৭০	৫৩	৪	৫.২৪	৩	০.০৩	-১.৬৫	-০.২১	-০.৫৭	
মেক্সিকো	৬৪,২৩৮	৫.১	৭২	৫৬	২	৪.৬৮	২	০.১৩	-০.৫৭	০.৩৯	-০.৫৮	
পেরু	৬৮,৭৪২	৫.৫	৭২	৬২	৩	৪.৯২	২	-০.৪৪	-০.৮৩	০.২০	-০.৭১	
ইন্দোনেশিয়া	৮৮,৪৯৫	৭.০	১২৬	১২৯	৫	৫.৪৬	২	-০.৪১	-১.১৩	-০.৩০	-০.৭১	
গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো	১৩৩,৬১০	১০.৬	১৭১	১৮১	৭	৬.৫০	৫	-১.৬৮	-২.২৬	-১.৩৫	-১.৬৭	
ব্রাজিল মোট	৪৭৭,৬৯৮ ১,২৬৩,০৭৭	৩৭.৯	৮০	১২৫	৩	৪.৬৩	২	-০.১২	-০.২২	-০.০৪	-০.৪৪	
গড়			১১৮	১১৯	৫	৫.২৯	৪	-০.৫৭	-০.৭২	-০.৬১	-০.৮০	

সারণি ৬.১ রেড মনিটর বর্ষা বনাঞ্চল ঝুঁকি সূচক, ডিসেম্বর ২০০৮

রাজনীতিক, সরকারি কর্মকর্তা ও কাঠ শিল্প

কিছু কিছু দেশে প্রাকৃতিক সম্পদকে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করতে দেখা যায় যা জাতীয় আইন-কানুন নির্বিশেষে তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিক্রি করে দেয়া হয়। এই ধরনের গোষ্ঠীর আওতাধীন থাকার অর্থ হচ্ছে দুর্নীতি পুরো জাতি অথবা সম্পদভিত্তিক খাতগুলোতে পদ্ধতিগত রূপ নিয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পদের জন্য আকাঙ্ক্ষার বাইরেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক, সামরিক বা আর্থিক সমর্থনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী এবং সামরিক বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছে অর্থ বা ক্ষমতার অধিকার খাটায়। রাষ্ট্রীয় সম্পদ কার্যকরভাবে দখল করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয়, পৃষ্ঠপোষকতা ও যোগসাজশ প্রয়োজন হয়।

গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর কাছে কিছু কিছু উচ্চ পদে নিয়োগ বিক্রি করা হয় যারা পরে মন্ত্রণালয় বা বিভাগ চালাতে পারবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে যাতে তারা যে আসনের জন্য অর্থ পাচ্ছে তার পরিবর্তে বরং পৃষ্ঠপোষকদের সুবিধা প্রদান করতে পারে। বিনিময়ে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা নিশ্চিত করতে পারে যে দুর্নীতির অর্থ স্তর ভেদে বন্টন করা হবে যাতে প্রধান কার্যালয়ের প্রত্যেকে সুবিধা লাভ করতে পারে।^{১৩}

‘খাদ্য চক্রের’ নিচে থাকা মাঠ পর্যায়ের বন কর্মকর্তারা খুবই কম বেতন পান। তাদের বেতনভাতা প্রায়শঃই তাদের তদারকির অধীন কাঠ আহরণকারী কোম্পানিগুলোর বরাতে ঘুষ এবং চেক পয়েন্ট ফি হিসেবে বেড়ে যায়।^{১৪} এছাড়া প্রত্যন্ত এলাকায় কাঠ কোম্পানিগুলো বিপুল আয় করলেও কেবল অত্যন্ত সাহসী কেউ হয়তো তার সঙ্গে বসবাসকারী ও কর্মরত কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ছমকি দিতে পারেন। সবশেষ কথা হচ্ছে যে দুর্নীতি ও ভীতি প্রদর্শন যুগপৎ অবস্থান করে।

দুর্নীতির কেন্দ্র বিন্দু

২০০০ সালের প্রথম দিকে ক্যামেরুন দুর্নীতি ও অবৈধ কাঠ আহরণের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। কারণ, বনের সংস্কার দেশটিকে আন্তর্জাতিক ঋণ মুক্তির জন্য যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ দিবে।^{১৫} কাঠ আহরণকারী কোম্পানিগুলো ব্যাপকমাত্রায় অবৈধভাবে কাঠ আহরণে যুক্ত। তারা প্রেসিডেন্টের পুত্র ফ্রাঙ্ক বিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। ফ্রাঙ্ক ১০০০ হেক্টর পর্যন্ত পারমিট^{১৬} সম্প্রসারণ করে কার্যত বনের মধ্যে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ করছে।^{১৭}

অনুরূপভাবে প্রতিবেশী দেশ ইকোয়াটোরিয়াল গিনির কৃষি ও বন মন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের পুত্র টেওডোরিন ওবিয়াং বহু বিলিয়ন ডলারের গাড়ি সংগ্রহ করেছেন এবং ক্যালিফোর্নিয়ার মালিবো এলাকায় ৩৫ মিলিয়ন ডলার দামের সাগর সৈকতের সামনে বাড়ি কিনেছেন যার মাসিক বেতন ৪ হাজার ডলার।^{১৮} বিশ্বে সর্বোচ্চ মাথাপিছু জিডিপি রয়েছে এমন দেশগুলোর অন্যতম ইকোয়াটোরিয়াল গিনির তেল ও কাঠ সম্পদ দেখানোর মতো তেমন কিছু নয়।^{১৯} এ অঞ্চলের কাঠ ব্যবসা হয় মালয়েশিয়ার কাঠ ব্যবসায়ী গ্রুপ রিমবুনান হিজাউ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান শিমার ইন্টারন্যাশনালের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ১৯৯৯ সালে প্রাপ্ত নথি অনুযায়ী এই কোম্পানি ওবিয়াংয়ের নিজস্ব কাঠ ব্যবসার জন্য ঠিকাদার হিসেবে কাজ করছে।^{২০}

পাপুয়া নিউগিনির (পিএনজি) বন খাতের অধিকাংশ পর্যালোচনায় দেশটিকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর অন্যতম বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৯৮৯ সালের সরকারি রিপোর্টেও দুর্নীতিকে ‘বেপরোয়া’ বলে দেখানো হয়েছে এবং এসবের মধ্যে রয়েছে ঘুষ, বিধি-বিধান না মেনে চলা, ভূমি মালিকদের অধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করা এবং মারাত্মকভাবে পরিবেশ ধ্বংস করা। কাঠ ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলো ডাকাত সর্দারদের আশ্বাসে সারাদেশে ঘুরে বেড়ায়, রাজনীতিক ও নেতৃবৃন্দকে ঘুষ প্রদান করে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা

সৃষ্টি এবং বনে প্রবেশ, মূল্যবান কাঠ আহরণ ও রক্ষতানির জন্য আইন উপেক্ষা করে বলে জানা গেছে।^{২১} ২০০৬ সালের রিপোর্টে জানা গেছে যে পাপুয়া নিউগিনির কাঠ শিল্প এবং রাজনৈতিক দুর্নীতি, পুলিশের সঙ্গে আঁতাত, শ্রমিক, নারী ও তাদের বিষয়ে প্রশ্রুকারীদের নৃশংস নির্যাতন সমার্থক। তাদের কর্মকাণ্ডে প্রায়ই খাদ্যের উৎস, পানি সরবরাহ, জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সম্পত্তি ধ্বংসের শিকার হয়। তারা সারাদেশে অস্ত্র চোরাচালান, দুর্নীতি ও সহিংসতার জন্য একটি বিকল্প ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে।^{২২}

দুর্নীতি, বন বিনাশ ও বনহ্রাসের মদদদাতা

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে ক্ষয়িষ্ণু কাঠ আহরণ শিল্প কেবল সরবরাহ ও চাহিদার অর্থনৈতিক সমীকরণ নয়। টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি ও অবদানকারী খাত হিসেবে শিল্প পর্যায়ের কাঠ ব্যবসায়ী আন্তর্জাতিক উন্নয়ন গোষ্ঠীর বিশ্বাসের বিষয়টি আন্তর্জাতিক বন সম্প্রদায়ের সমর্থন পেয়েছে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কাঠ শিল্প এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে। তারা নিজেদেরকে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে তুলে ধরে। সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটগুলোতে জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং স্কুল ও ক্লিনিক স্থাপনে তাদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

বহুজাতিক কাঠ কোম্পানি

কাঠ কোম্পানিগুলো সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও যোগ্যতা উন্নত করতে চায়। আরেকটি লক্ষ্য হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা আকর্ষণ করা এবং বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) সমর্থন লাভ করা। বন ব্যবস্থাপনা ইতোমধ্যে তাদের ব্যবসার মূল অংশ হয়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এসব প্রয়াস করদাতাদের পয়সায় অধিক মুনাফা করার কৌশলে পরিণত হয়েছে তাদের প্রকৃত কাজকর্ম প্রকাশ্যে ঘোষিত তাদের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের অঙ্গীকারের চেয়ে পৃথক।

আফ্রিকায় বৃহত্তম কাঠের ব্যবসায় সুবিধাভোগী সুইস-জার্মান যৌথ উদ্যোগে ড্যানজার এই ধরনের জনসংযোগ প্রচারণায় সামনের সারিতে রয়েছে। তাদের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে যে, দায়িত্বশীল বন ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এ অঞ্চল ও দেশসমূহের টেকসই উন্নয়নে বিশেষ করে দারিদ্র্য মোকাবেলায় অবদান রাখা যেখানে আমরা কাজ করছি। ড্যানজার গ্রুপে দক্ষ জনশক্তি রয়েছে এবং কর ও রক্ষতানি রাজস্ব দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও ড্যানজার গ্রুপ বিভিন্ন স্কুল, সড়ক এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাসপাতাল নির্মাণ করেছে।^{২৩}

এদিকে কঙ্গো প্রজাতন্ত্র ভিত্তিক ড্যানজার গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সোসিয়েতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও ফরেস্টিয়ের দ্য কঙ্গো (সিফারকো) কোম্পানির বিরুদ্ধে ২০০৮ সালে গ্রিন পীস অভিযোগ করেছিল যে তারা কৌশলে ট্রোলফার প্রাইসিং প্রক্রিয়ায় কর ফাঁকি দেয়ার কারণে ডিআরসি ও কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের সরকারগুলো কমপক্ষে ৭.৮ মিলিয়ন ইউরো কর থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।^{২৪} কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নথিপত্রের ভিত্তিতে অভিযোগ আনা হলেও তারা বিষয়টি অস্বীকার করেছিল আর্নস্ট এন্ড ইয়ং কোম্পানি বিষয়টি নিরীক্ষা করলেও তা প্রকাশ করা হয়নি।^{২৫} কর ফাঁকি দেয়া সবক্ষেত্রে অবৈধ না হলেও যে শিল্প আন্তর্জাতিক লবিংয়ের ক্ষেত্রে উন্নয়নের কথা বলে তাদের জন্য এটি মানায় না।

ড্যানজার কোম্পানি কাঠ ব্যবসায় নিয়োজিত ড্যানিশ বহুজাতিক ডিএলএইচ কোম্পানির মতোই চার্লস টেইলরের প্রেসিডেন্সি মেয়াদকালে লাইবেরিয়া থেকে কাঠের সবচেয়ে বড় ক্রেতা ছিল। লাইবেরিয়ায় কাঠের ব্যবসা এবং অস্ত্র পাচারের ব্যাপক তথ্য-প্রমাণ,^{২৬} মানবাধিকার লঙ্ঘন, অবৈধভাবে কাঠ আহরণ ও দুর্নীতির

অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এসব কোম্পানি ২০০৩ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করা পর্যন্ত লাইবেরিয়ার কাঠ আমদানি অব্যাহত রেখেছিল।^{২৭} নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের অনেক আগে ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে কুখ্যাত লাইবেরীয় কাঠ কোম্পানি এবং ডিএইচএল ও ড্যানজার কোম্পানির বৃহৎ সরবরাহকারী ওরিয়েন্টাল টিম্বার কোম্পানি ইউরোপে বিপুল পরিমাণ কাঠ রফতানি করেছে এবং কাঠের উৎস ভূমি গোপন করার জন্য এভার গ্রিন ট্রেডিং কোম্পানির নাম ব্যবহার করেছে। কাঠের ওপর কোম্পানির চিহ্ন ঢেকে দিতে তারা রঙিন বিন্দুর আকারে একটি গোপন কোড ব্যবহার করেছে।^{২৮}

পাপুয়া নিউগিনিতে রিমবুনান হিজাউ (পিএনজি) তাদের ওয়েবসাইটে লিখেছে ‘আর এইচ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে..... আর এইচ হচ্ছে পরিবেশগত দিক থেকে দায়িত্বশীল এবং বনের শতভাগ ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে পাপুয়া নিউগিনির শিল্প খাতের নেতা।..... আরএইচ পাপুয়া নিউগিনিতে অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক দিক থেকে একটি টেকসই ভবিষ্যতের ব্যাপারে গর্ববোধ করে।^{২৯} প্রকৃত তথ্য হচ্ছে ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে এই কোম্পানি আদালতে স্বীকার করেছে যে পাপুয়া নিউগিনিতে তাদেরকে কাঠের ব্যবসার অধিকার দেয়া হয়েছিল অবৈধভাবে।^{৩০} আট মাস পর তাদের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছিল যে কোম্পানি পোর্ট মোর্সবি নগরীতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে এগিয়ে যান’ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। অত্যন্ত দুঃখজনক হচ্ছে যে ২০১০ সালের ২৮ মে তারিখে পাপুয়া নিউগিনির পার্লামেন্টে পরিবেশ ও সংরক্ষণ আইন সংশোধন করে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করার ব্যাপারে আদিবাসীদের অধিকার প্রত্যাহার করা হয়।^{৩১}

বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক দাতাগোষ্ঠী

দুর্নীতির অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো সাহায্য প্রদানের ওপর বিভিন্ন শর্তারোপ, বন আইন প্রণয়ন বা উন্নতি সাধন, আইন প্রয়োগ কর্মকাণ্ডের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান, নিরপেক্ষ বন পর্যবেক্ষণে অর্থায়ন ও বিষয়টি দৃশ্যমান করা সহ পুরো খাতের পরিবর্তন আনার জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন, লাইবেরিয়ায় সংঘাত পরবর্তী সময়ে লাইবেরিয়া ফরেস্ট ইনিশিয়েটিভ প্রতিষ্ঠা এবং ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএইড) ও বিশ্বব্যাংকের সমান সমান অর্থায়নে ২০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়সাপেক্ষ একটি সংস্কার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।^{৩২}

প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই দুর্নীতির মূল যখন উচ্চ পর্যায়ে থাকে তখন দাতারা কাক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হন। কম্বোডিয়ার বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত কর্মসূচি এবং ক্যামেরুনে আন্তর্জাতিক ঋণ সহায়তা ব্যবসা ও দুর্নীতির সুযোগ করে দিয়েছে। এসব দেশে নিরপেক্ষ বন পর্যবেক্ষণকারী হিসেবে নিয়োজিত গ্লোবাল উইটনেস সংস্থার জন্য দাতা গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সমর্থন শীর্ষ পর্যায়ে দুর্নীতি রয়েছে বলে সংস্থার মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানের ফলাফলের প্রেক্ষিতে কূটনৈতিক বিব্রতকর পরিস্থিতিতে হ্রাস পেয়েছিল।^{৩৩} আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠীও অনুধাবন করতে পারেনি যে দুর্নীতিবিরোধী কথাবার্তা যখন বাস্তব ক্ষেত্রে দুর্নীতির সঙ্গে মিল রাখতে ব্যর্থ হয় তখন এ বিষয়ে চাপ দেয়া হলেও তারা কিছু করতে পারে।

লাইবেরিয়ায় পুরনো কাঠের মজুদ ছাড় মূল্যে নিলাম ও বিক্রি করতে শুরু করার পাঁচ বছর পর ২০০৮ সালে বন সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের ধাপে প্রবেশ করেছিল। সংস্কার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য যেসব প্রবিধান, দিকনির্দেশনা এবং ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল তা কার্যত ভেঙ্গে পড়ে বা উপেক্ষা করা হয়।^{৩৪} ২০০৯ সালের প্রথম দিকে বন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এককভাবে বিডিং প্রক্রিয়ার সময় মূল্য ছাড়ের ওপর কর কাঠামো পরিবর্তন করে প্রাথমিক পরিশোধের ক্ষেত্রে বছরে ২৫টি বার্ষিক পরিশোধ কিস্তির পরিবর্তে একটিতে

নামিয়ে আনে। এতে সরকারের ১৫০ মিলিয়ন ডলার রাজস্ব আয় হ্রাস পায়।^{৩৫} দাতাগোষ্ঠীর সহযোগিতায় বিক্ষোভের মুখে ব্যবস্থাটি রহিত করা হয়। কিন্তু এজন্য কাউকে জবাবদিহিতা করতে হয়নি এবং কোন তদন্তও করা হয়নি। এই প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি কোন ভূমিকা ছিল কিনা তা যাচাই করতে তদন্ত করা হলেও বনের কার্বন সংক্রান্ত চুক্তির বিষয়ে তদন্ত করার জন্য গঠিত একটি বিশেষ প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটি সম্প্রতি প্রকাশিত তাদের প্রতিবেদনে দুর্নীতির নানা অভিযোগ তুলে ধরেছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের চাকুরিচ্যুতি ও তাদের ব্যাপারে আরো তদন্তের সুপারিশ করেছে। এসব কর্মকর্তাদের অনেকে উভয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।^{৩৬} যেহেতু, কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে সুবিধাজনক বরাদ্দ প্রদান প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি কোনো ভূমিকা পালন করেছে। তাই, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে বিশেষভাবে সংস্কার করা একটি খাতে লাখ লাখ ডলার এককভাবে ছাড় দেয়ার বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে।

এই ধরনের নজির প্রমাণ করে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন খাতের সামর্থ্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সরকারগুলো এবং তাদের সহযোগীদের ব্যর্থতার ফলে ক্ষুণ্ণ হতে পারে। নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী অবৈধতার প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে সহিষ্ণুতার মনোভাব দেখিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের আগ পর্যন্ত কোন দেশই অবৈধ উৎস থেকে কাঠ আমদানির বিষয়টি অবৈধ ঘোষণার জন্য কোনো আইন প্রণয়ন করেনি। ২০০৮ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্র ল্যাসি এ্যাক্ট^{৩৭} সংশোধন করে এই প্রক্রিয়ার সূচনা করে। আইনে অবৈধ উৎস থেকে কাঠ আমদানি নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি আমদানিকারকদের ওপরও বৈধতা প্রমাণে দায় চাপিয়ে দেয় এবং বিধি অনুসরণ না করলে কঠিন শাস্তি হিসেবে ৫ লাখ ডলার জরিমানা, মালামাল জব্দ এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান করা হয়।

অন্যদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ২০০৩ সাল থেকে আইন প্রণয়নের বিষয়টি বিবেচনা করতে শুরু করে। ধারণা করা হয় যে ইইউতে মোট আমদানির ১৬ থেকে ১৯ শতাংশ কাঠ অবৈধ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উৎস থেকে আসে।^{৩৮} দেরি করে হলেও ২০১০ সালের জুলাই মাসে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট একটি বিধান অনুমোদনের জন্য ভোট প্রদান করে যার লক্ষ্য হচ্ছে ইইউতে অবৈধভাবে আহরণ করা কাঠের এবং এই ধরনের কাঠের তৈরি পণ্যের ব্যবসা বন্ধ করা। ২০১০ সালের অক্টোবরে ইউরোপিয়ান কাউন্সিল বিষয়টি অনুমোদন করে। বিধান প্রণয়নের বিষয়টিকে স্বাগত জানানো গেলেও এই বিধানে ল্যাসি এ্যাক্টের জরুরি বিষয়ের অভাব রয়েছে। এটিতে কেবল আমদানিকারকের যথাযথ সতর্ক থাকার এবং যারা প্রথমে কাঠ ব্যবসা নিয়ে আসে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, পুরো সরবরাহ চক্রের ওপর নয়। ফলে সারা ইউরোপ জুড়ে কোথাও শাস্তির বিধান নেই। কেবল সদস্য রাষ্ট্রগুলো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে।^{৩৯}

এই ধরনের ঘটনার পরও উন্নয়ন সহযোগিতা গোষ্ঠী ‘টেকসই বন ব্যবস্থাপনা এর নামে শিল্প পর্যায়ে কাঠ ব্যবসার সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে’^{৪০} এসব সহায়তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশকে তাদের জাতীয় দারিদ্র্য হ্রাস সহায়তা কর্মসূচিতে বন খাতের অন্তর্ভুক্তির জন্য চাপ প্রদান, কারিগরি সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য আর্থিক সহায়তা। দ্বিপাক্ষিক সহায়তা ও বিশ্বব্যাংকের অনুদান ও ঋণ, বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কাঠ ব্যবসায়ীদের ভর্তুকি প্রদান, সার্টিফিকেট প্রদান প্রকল্প ও অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের জন্য অর্থায়ন। সার্বিকভাবে বন খাতে ‘সাহায্য’ হিসেবে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ প্রতিবছর ৭৫০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।^{৪১} এই বিপুল পরিমাণ অর্থের সরবরাহ সত্ত্বেও ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে ১৩ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি ধ্বংস হয়েছে। নতুন করে গাছ রোপণ করায় ৭.৩ মিলিয়ন হেক্টর বন বৃদ্ধি পেয়েছে।^{৪২}

মোটামুটিভাবে ব্যাপকভিত্তিক উদ্যোগ ও লাখ কোটি ডলার বিনিয়োগে শিল্পভিত্তিক কাঠ খাতের অবৈধ কর্মকাণ্ড রোধ করার প্রয়াসে ব্যয় করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা যায় যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিশ্বের অবশিষ্ট গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনভূমি কেটে ফেলার আগে সত্যিকার অর্থে সাফল্য অর্জন করা যাবে কিনা। বনের

ওপর জীবন জীবিকা নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য সামান্য কিছু করা বা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমনের আর কিছু করা সম্ভব হবে কিনা।

টেকসই বনের ভবিষ্যৎ: রেড কর্মসূচির সম্ভাবনা?

বননির্ভর জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষাকারী বন ব্যবস্থাপনা কৌশল পরিবেশগত দিক থেকে টেকসই এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক না হলে কাঠ কোম্পানিগুলো মুনাফা করার জন্য অবৈধ উপায়ে যুক্ত থাকার জন্য আর্থিক সুবিধা দিয়েই যাবে। ইতোমধ্যে যেসব দেশে আর্থিক সুবিধা প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করেছে, সেখানে স্বচ্ছতা ও সুশাসন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করা হয়। আর যেসব দেশে এখনও পর্যন্ত আর্থিক সুবিধা প্রদানের ভিত্তিতে বনের বরাদ্দ দেয়া হয়নি যেমন লাইবেরিয়া ও ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, সেখানে সামাজিক, প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সুসম উপায় বনের বিকল্প ব্যবহার করতে আগ্রহীদের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য উপায় হচ্ছে ঐতিহ্যগতভাবে বন ব্যবহারের রীতি থেকে শিক্ষা নেয়া যা জনগোষ্ঠী এবং বন প্রতিবেশ ব্যবস্থার মধ্যে একটি প্রতীকী সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে।

রেড কর্মসূচি এসব বনের সংরক্ষণের জন্য সুযোগদানের প্রস্তাব দিচ্ছে। রেড কর্মসূচির আওতায় অবৈধ কার্যক্রম বন্ধের প্রয়াস এবং একটি রেড কর্মসূচির কৌশলের অধীন বনের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শিল্প ভিত্তিক কাঠ ব্যবসা খাতে বিদ্যমান একই সমস্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। একটি ভালো রেড কর্মসূচি ভিত্তিক চুক্তিতে অবশ্যই কাঠ কাটা বাড়িয়ে দেয়া নয় বরং প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

কাঠবাহী ট্রাকগুলো যখন আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন বন্দরের দিকে যেতে থাকে তখন বৈধ উপায়ে কেটে আনা কাঠের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা অবৈধ কাঠগুলো সনাক্ত করার চেয়ে ‘কাঠ কাটা নিষিদ্ধ’ এলাকায় অপরাধ সনাক্ত করা সহজতর।

রেড কর্মসূচির অধীনে বনগুলোর ব্যবস্থাপনা এখনও জরুরি। অবৈধ কাঠ আহরণ বন্ধ করতে হবে। সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ এবং কার্বনের পরিমাণ হিসাব করতে হবে। কার্যকর আইনী কৌশল প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। রেড কর্মসূচির রাজস্ব আদায় ও সুসমভাবে বিতরণ করতে হবে। কারণ বন নির্ভর জনগোষ্ঠী কোন সুবিধা ভোগ করতে না পারলে রেড কর্মসূচি কার্যকর হবে না। বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর মধ্যেই বন সংরক্ষণের সবচেয়ে ভাল রেকর্ড রয়েছে। কিন্তু এই তথ্য এবং তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা সাধারণত ভবিষ্যতে বনের ব্যবহার সম্পর্কে সম্পৃক্ত নীতিনির্ধারকরা উপেক্ষা করে থাকেন।

রেড কর্মসূচির ক্ষেত্রেও দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। ইন্টারপোলের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ‘সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্র বনের কার্বন বাজারের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে। আমি (বিশ্বব্যাংককে) অবহিত করবো যে (রেডা) কর্মসূচিগুলো ব্যাপকভিত্তিক অপব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত। (রেড কর্মসূচি) জালিয়াতি করে অস্তিত্ব নেই, বা সংরক্ষিত নয় বা ভূমি দখলের মাধ্যমে কুক্ষিগত এমন বনের জন্য ক্রেডিট দাবি করতে পারে। কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং পরে এসব লোকের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান ও সহিংসতা ঘটে।’^{৪৩}

২০০৯ সালের শেষ দিকে কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ডেনিস সাসু নগুয়েসো জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আফ্রিকান ইউনিয়নের মুখপাত্র হিসেবে তার ভূমিকা পালনকালে বৈশ্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে দরিদ্র বন সমৃদ্ধ

দেশগুলোর বন সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক^{৪৪} ওবামাসহ আন্তর্জাতিক মহলের কাছে বারবার তার আন্তরিক আবেদন জানিয়েছেন। এই ধরনের কর্মসূচি নিশ্চয়ই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু তার আবেগঘন আহ্বানে তার দেশের অত্যন্ত খারাপ অবস্থা উপেক্ষিত হয়েছে।^{৪৫}

এছাড়া, রিপাবলিক অব কঙ্গো কোয়ালিশন ফর রেইনফরেস্ট নেশন্স (সিএফআরএন) সদস্যভুক্ত দেশ।^{৪৬} এই সংখ্যা রেড কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা লাভের প্রয়াস একটি প্রধান চালিকাশক্তি। সিএফআরএন নিজেদেরকে ‘অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে বনের সেবা করার সমন্বয় ঘটাতে সহযোগিতা প্রদানকারী বনসমৃদ্ধ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশসমূহের’ সংস্থা হিসেবে মনে করে।^{৪৭} এইসব প্রশংসনীয় লক্ষ্য ছাড়াও, কোয়ালিশনের অনেক সদস্যেরই এই সমন্বয় লাভে চমৎকার রেকর্ড রয়েছে।^{৪৮} বন ধ্বংসের প্রধান চালিকাশক্তি দুর্নীতি মোকাবেলায় এসব দেশে সত্যিকারের রাজনৈতিক ইচ্ছা না থাকলে কেবল বন ব্যবস্থাপনা কার্যকর হবে না বলেই ধরে নেয়া যায়। বাগাড়াঘর কোন ফল বয়ে আনবে না।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। কারণ প্রকাশ্যে বিষয়টির নিন্দা জানানো হলেও বিষয়টিকে বরদাস্ত করা হচ্ছে এবং বরদাস্ত করার মূল কারণ হচ্ছে নীতিনির্ধারকরা মনে করেন যে শিল্পভিত্তিক কার্টেল ব্যবসা পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে টেকসই ও উন্নয়নের জন্য ভালো। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে যে বিশ্বকে এই মুহূর্তে বন সংক্রান্ত দুর্নীতির ব্যাপারে কোন কিছু বরদাস্ত না করার নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে হবে। বিশ্বের অবশিষ্ট বনাঞ্চল এখন বিপন্ন এবং তাদের সম্পৃক্ত না করে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিজয় লাভ করা সম্ভব নয়।

টিকা

১. প্যাটিক এ্যালী গ্লোবাল উইটস-এর পরিচালক।
২. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, স্ট্র্যানদেনিং ফরেস্ট ল ইনফোর্সমেন্ট এন্ড গভর্নেন্স: এড্রেসিং এ সিস্টেমিক কনস্ট্র্যান্ট টু সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ২০০৬)।
৩. নিকোলাস স্টার্ন, দি ইকোনমিকস অব ক্লাইমেট চেঞ্জ (দি স্টার্ন রিভিউ) (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০০৬), দেখুন গুইডো ভান দার ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য, ‘কার্বন ডাই অক্সাইড ইমিশনস ফ্রম ফরেস্ট লস’, নেচার জিওসাইন্স, ভলিউম ২ (২০০৯), পৃষ্ঠা ৭৩৭-৭৩৮।
৫. গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য), ‘ইউএন’স ফরেস্ট প্রটেকশন স্কিম এট রিস্ক ফ্রম অর্গানাইজড ক্রাইম, এক্সপার্টস ওয়ার্ন’, ৫ অক্টোবর ২০০৯।
৪. ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন অব দি ইউএন (এফএও), স্টেট অব দি ওয়ার্ল্ড’স ফরেস্টস ২০০৭ (রোম: এফএও, ২০০৭), পৃষ্ঠা ৭০।
৫. দেখুন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনসারভেশন অব ন্যাচার (আইইউসিএন), ‘ইন্ডিজিনিয়াস পিপল এন্ড আরইডিডি-প্লাস: চ্যালেঞ্জস এন্ড অপারচুনেটিস ফর দি এনগেইজমেন্ট অব ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস এন্ড লোকাল কমিউনিটিস ইন আরইডিডি-প্লাস’ (গ্ল্যান্ড: আইইউসিএন, ২০১০)।
৭. দেখুন আনন্দ মাধবানী, এন এসেসমেন্ট অব ডাটা অন ওডিএ ফিন্যান্সিয়াল ফ্লুজ ইন দি ফরেস্ট সেক্টর (নিউইয়র্ক: ইউএনডিপি, ১৯৯৯), উমা লিলা ও অন্যান্য, দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফরেস্ট স্ট্রাটেজি: স্ট্রাইকিং দি রাইট ব্যালেন্স (ওয়াশিংটন, ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ২০০০)।
৮. দেখুন বেনডেন মেকেই ও অন্যান্য, গ্রীন কার্বন: দি রোল অব ন্যাচারাল ফরেস্টস ইন কার্বন স্টোরেজ (ক্যানবেরা: অস্ট্রেলীয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮), পৃষ্ঠা ১৭-১৮।
৯. গ্লোবাল উইটনেস, ট্রিক ওর ট্রিট? আরইডিডি, ডেভেলপমেন্ট এন্ড সাসটেইনেবল ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট (লন্ডন:

- গ্লোবাল উইটনেস, ২০০৯)।
১০. দেখুন http://www.idrc.ca/en/ev-28721-201-1-DO_TOPIC.html.
১১. কম্বোডিয়া ও ক্যামেরুনের বিষয়ে তথ্য পেতে দেখুন, www.globalwitness.org কম্বোডিয়ার রাজকীয় সরকার, কৃষি, বন ও মৎস সম্পদ মন্ত্রণালয়, বন ও বন্যপ্রাণী অধিদপ্তর, কম্বোডিয়া বন হ্রাস পর্যালোচনা প্রতিবেদন (এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ২৮ এপ্রিল ২০০০)।
১২. ইউরোপীয় পরিষদের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল, ২০১২ সাল থেকে ইইউ নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হবে।
১৩. গ্লোবাল উইটনেস, কম্বোডিয়ার পারিবারিক বৃক্ষ, অবৈধ লগিং ও সরকারি সম্পত্তির কষাঘাত (গ্লোবাল উইটনেস, জুন ২০০৭)।
১৪. লেখক ১৯৯৫ ও ২০০২ সালের মধ্যে কম্বোডিয়া ক্যামেরুনে অসংখ্য সাক্ষাৎকার নেন।
১৫. বিশ্ব ব্যাংক, 'Aide-memoire_Evaluation Mission_Forestry component of CAS III_FESP: List of conditionalities for HIPC funding and level of achievement' (বিশ্ব ব্যাংক, জুলাই ২০০২), ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, 'ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কোঅপারেশন ইনট্রিম স্ট্র্যাটেজি নোট ফর দি রিপাবলিক অব ক্যামেরুন, এফওয়াই ০৭-০৮', রিপোর্ট নং ৩৭৮৯৭-সিএম (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, নভেম্বর ২০০৬)।
১৬. অটোরিজেশন দি রিকুপারেশন দ্র বোইস (এআরবি), 'এনজিও একুউজেস বিয়া'স সন অব প্ল্যান্ডারিং ক্যামেরুনস রেইনফরেস্টস', আফ্রিকি এন লিগনে, ২৫ জুলাই ২০০৯; ক্যামেরুনে বন আইন প্রয়োগের সমর্থনে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ প্রকল্প, যৌথ মিশন: কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ইউনিট - নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ, গ্লোবাল উইটনেস, ৩০ জুলাই ৩০-২ আগস্ট, ২০০২।
১৭. ক্যামেরুনে পরিবেশ আইন প্রয়োগ, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের দ্বিতীয় সামারি প্রতিবেদন, ডিসেম্বর ২০০১- জুন ২০০৩, গ্লোবাল উইটনেস, অক্টোবর ২০০৩, গ্লোবাল উইটনেস, একই সময়ে ক্যামেরুনে এ নিরপেক্ষ বন পর্যবেক্ষণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৮. ফিন্যান্সিয়াল টাইমস (যুক্তরাজ্য), 'টেকিং এ কাট একসেপটেবল, সেজ আফ্রিকান মিনিস্টার', ২৫ অক্টোবর ২০০৬; গ্লোবাল উইটনেস দি সিকারেট লাইফ অব এ শোপাহলিক: হাউ এন আফ্রিকান ডিষ্ট্রিক্টের প্রে বয় সন ওয়ন্ট অন এ মাল্টি মিলিয়ন ডলার শপিং স্প্রি ইন দি ইউ এস (লন্ডন: গ্লোবাল উইটনেস, নভেম্বর ২০০৯)।
১৯. দেখুন মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কমিশন, 'কয়েশেশন অব দি ভায়োলেশন অব হিউম্যান রাইটস এন্ড ফাভারমেন্টাল ফ্রিডমস ইন এনি পার্ট অব ওয়ার্ল্ড' ২৭ জানুয়ারি ২০০০। মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ কমিশন গিনিতে মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ প্রতিবেদন ২০০১।
২০. প্রয়োজ্ঞো কনজারভেশন ইয়া ইউটাইলাইজেশন রেডাশনাল দি লস ইকোসিস্টেমাস ফরেস্টেলাস (সিইউআরইএফ), 'সিচ্যুয়েশন দি লাস কনশেসসল ফরেস্টালেস', গ্রিন পিস ইন্টারন্যাশনাল, দি আনটাচেবলস: রিমবুনান হাজাস ওয়ার্ল্ডস ফরেস্ট ক্রাইম এন্ড পলিটিক্যাল পেট্রোনেস (আমস্টার্ডাম: গ্রিন পিস ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৪)।
২১. পাপুয়া নিউ গিনি সরকার, কমিশন অফ ইনকুয়ারী ইনটু অ্যাসপেক্টস অফ দি ফরেস্ট ইন্ডাস্ট্রি: চূড়ান্ত প্রতিবেদন (ভলিউম-২) (ওয়াগানিঃ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, ১৯৮৯)।
২২. সিইএলসিওআর এবং এসিএফ, বোলডোজিং অগ্রগতি: পাপুয়া নিউগিনি ব্যাপক ভিত্তিক লগিন শিল্পে দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন (মরেসবি ও কার্লটন বন্দর, ভিক্টোরিয়া: সিইএল সিওআর এবং এসিএফ, ২০০৬)।
২৩. ডেনজার গ্রুপ ওয়েবসাইট, davidrwebb.com/Africa.2790.0.html.
২৪. গ্রিনপিস ইন্টারন্যাশনাল, *কনিং দি কলো* (আমস্টার্ডাম: গ্রিন পিস ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৮)।
২৫. ডেনজার গ্রুপ, 'ডেনজার গ্রুপঃ সাবসিডিয়ারী আইএফও ইন দি রিপাবলিক অফ কঙ্গো অবটেইনস এফএসসি সার্টিফিকেট' সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, মার্চ ২০০৯।
২৬. দেখুন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব ১৩০৬ প্রণয়নে নিয়োগকৃত বিশেষজ্ঞ প্যানেলের প্রতিবেদন (২০০০), সিয়েরা লিয়ন সম্পর্কিত ১৯ নং প্রচন্দ, প্রচন্দ ২১৫।
২৭. লাইবেরিয়ার কার্ট শিল্পের তথ্য পেতে দেখুন www.globalwitness.org

২৮. গ্লোবাল উইটনেসের হাতে ওরিয়েন্টাল টিম্বার কোম্পানী অভ্যন্তরীণ নথিপত্র রয়েছে।
২৯. রিমবুনান হিজাও(পিএনজি) ওয়েব সাইট, www.rhpng.com.pg
৩০. www.eventpolynesia.com/newsroom/common/CO2_page_newsroom08088.htm.
৩১. ইরিন নিউজ (পাপুয়া নিউগিনি), 'ইন্ডিজিনিয়াস পিপল লোজ আউট অন ল্যান্ড রাইটস', ১ জুন ২০১০, দেখুন, <http://www.irinnews.org/Report.aspx?reportId=89322>.
৩২. লাইবেরিয়ার বন সংক্রান্ত ওয়েবসাইট, <http://www.fao.org/forestry/lfi/en/>.
৩৩. বনায়ন অপরাধ পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্ট প্রকল্প পুনর্গঠন, সিএমবি/৯৯/এ০৫ গ্লোবাল উইটনেস, মার্চ ২০০২।
৩৪. গ্লোবাল উইটনেস, 'ক্রেডিবিলিটি অফ লাইবেরিয়া'স ফরেস্ট্রি রিফর্ম পোছাম অ্যাট পয়েন্ট অফ কলান্স, ওয়ার্ল্ডস গ্লোবাল উইটনেস, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ২৮ অগস্ট ২০০৯।
৩৫. এসজিএস/লিবারফর, 'ফিসক্যাল এয়ার সামারী অফ ফরেস্ট্রি ফিজ আপ টু ১ জুন ২০১০।
৩৬. নির্বাহী ম্যানশন, লাইবেরিয়ার সরকার, 'স্পেশাল স্টেটমেন্ট প্রেসিডেন্ট বাই এলেন জনসন সেরেলিফ অন দি রিপোর্ট অফ দি স্পেশাল প্রেসিডেন্সিয়াল ইনভেস্টিগেটিভ কমিটি অন এলিজডকার্বন ক্রেডিট ডিল', ১২ অক্টোবর ২০১০। দেখুন http://www.emansion.gov.lr/press/php?news_id=1679.
৩৭. লেসি আইনের মাধ্যমে জনগন কর্তৃক বন্যপ্রাণী এবং গাছপালা সংরক্ষণ সম্ভব হয়।
৩৮. ডব্লিউ ডব্লিউ এফ, 'ইলিগাল উড ফর দি ইউরোপীয়ান মার্কেট : এন অ্যানালাইসিস অফ দি ইইউ ইমপোর্ট এ্যান্ড এক্সপোর্ট অফ ইলিগাল উড এ্যান্ড রিলেটেড প্রডাক্টস (ব্রাসেলসঃ ডব্লিউ ডব্লিউ এফ, ২০০৮)।
৩৯. ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট, 'এমইপি'স ভোট টু কাট ইলিগাল টিম্বার আউট অফ দি ইইউ মার্কেট', সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ৭ জুলাই ২০১০। দেখুন <http://www.illegal-logging.info/uploads/129520101112en00230034.pdf>.
৪০. টেকসই বন ব্যবস্থাপনা বিষয়টি ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। দেখুন গ্লোবাল উইটনেস, সেপ্টেম্বর ২০০৯।
৪১. রিচার্ড রাইস সম্পাদিত, 'সাসটেইনেবল ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট: এ রিভিউ অফ কনভেনশনাল উইজডম (ওয়াশিংটন, ডিসি)ঃ সেন্টার ফর এপলাইড বায়োডাইভারসিটি সাইন্স, কনজারভেশন ইন্টারন্যাশনাল, ২০০১)।
৪২. এফএও, গ্লোবাল ফরেস্ট রিসোর্সেস অ্যাসেসমেন্ট (রোমঃ ফাও, ২০০৫)।
৪৩. গার্ডিয়ান (যুক্তরাজ্য) ৫ অক্টোবর ২০০৯।
৪৪. কঙ্গো প্রজাতন্ত্র সরকার, 'কঙ্গো ব্রাজিভিল প্রেসিডেন্ট কল্‌স', ১ অক্টোবর ২০০৯; কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, প্রেসিডেন্ট ওবামার কাছে খোলা চিঠি।
৪৫. দেখুন বিচারপতি স্ট্যানলি বাটন অধীনে হাইকোর্টের বিচারক কুইন্স বেঞ্চ ডিভিশনের বিচার, লং বিচ লিমিটেড ও ড্যানিশ ক্রিস্টাল সাসো নগুয়েছো ও গ্লোবাল উইটনেস লিমিটেড, মামলা নম্বর HQ07X02371, ১৫ আগস্ট ২০০৭।
৪৬. বিস্তারিত জানতে দেখুন www.rainforestcoalition.org.
৪৭. Cfm ওয়েব সাইট দেখুন www.rainforestcoalition.org/eng/about/index.php.
৪৮. দুর্নীতি অনুধাবন সূচকে সিএফআরএন সদস্য দেশগুলোর গড় অবস্থান ১৮০ এর মধ্যে ১১৩। অবশ্য এর মধ্যে ফিজি অন্তর্ভুক্ত নয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্নীতি বিশ্বের বৃহত্তম গরান বনভূমি

সুন্দরবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে

ইফতেখারুজ্জামান ও মনজুর-ই-খুদা^১

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম গরান বনভূমি। বাংলাদেশের মোট সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৫১ শতাংশ এলাকা থেকে মোট বন রাজস্বের ৪১ শতাংশ আহরিত হয় এবং এই বন কাঠ ও জ্বালানির প্রায় ৪৫ শতাংশ যোগান দিচ্ছে^২। এই বনভূমি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে ভূমিকা পালন করা ছাড়াও উপকূলীয় ভাঙ্গন ও পলি জমিয়ে রেখে ভূমির স্থিতিশীলতার জন্য সুরক্ষা প্রদান করছে। ফলে, এই গরান ভূমির বলয় সুনামি বা ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল আঘাতের ৩০-৪০ শতাংশ জনবসতি এলাকায় এসে পৌছার আগেই সহ্য করতে সক্ষম।^৩

জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সুন্দরবন হুমকির সম্মুখীন। ধারণা করা হচ্ছে যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৪৫ সে. মি. বৃদ্ধি পেলে গরান বনভূমির ৭৫ শতাংশ তলিয়ে যাবে এবং ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে পুরো সুন্দরবন তলিয়ে যাবে। কেবল তাই নয়, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দুর্নীতির কারণেও হুমকির সৃষ্টি হয়েছে। অবৈধভাবে কাঠ কাটা বিশেষ করে মূল্যবান সুন্দরী গাছ কেটে ফেলার কারণে এই গরান বনভূমি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। ব্যবসায়ী সিভিকিট, দুর্নীতিবাজ বন কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশে কোনো রকম শাস্তি ছাড়াই অবৈধ কাঠ কাটা চলছে।^৪ এসব গাছ পাচারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে গোলপাতা পরিবহনকারী শ্রমিকেরা। তারা পাতায় ঢেকে অবৈধ কাঠ নিয়ে যায়। ধারণা করা হয় যে, কেবল এই ভাবে পাচার করা মোট কাঠের মূল্য বাংলাদেশী মুদ্রায় ৬ কোটি টাকা।^৫ মৎস্যজীবী ও বাওয়ালীরাও (অনুমোদিত গোলপাতা সংগ্রহকারী) অবৈধ কাঠ পাচারে জড়িত। প্রতি বছর এই প্রক্রিয়ায় পাচার হওয়া কাঠের মূল্য প্রায় ১শ ৩৫ কোটি টাকা।^৬

এই অবৈধ ব্যবসা বিনা চ্যালেঞ্জে চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থানীয় কর্মকর্তাদের যোগসাজশ থাকা দরকার। ধারণা করা হয়, দুর্নীতিপরায়ণ বন কর্মকর্তারা প্রতি বছর বাওয়ালীদের কাছ থেকে পারমিট প্রদানের বিনিময়ে প্রাপ্ত নিয়মিত রাজস্বের অতিরিক্ত প্রায় ৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা আদায় করে থাকে। এই ধরনের চাহিদা মেটানোর জন্য তাদেরকে অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে কমপক্ষে চারগুণ বেশি গোলপাতা সংগ্রহ করতে হয়। অন্যদিকে, মৎস্যজীবীদেরকেও প্রত্যেক ট্রিপের জন্য কর্মকর্তাদের বাড়তি অর্থ দিতে হয়। তাদেরকে পণ্য পরিবহনের বিভিন্ন রুটের চেকপয়েন্টে অর্থ দেয়া ছাড়াও তাদের নৌযানের পারমিট নবায়নের সময় কর্মকর্তাদেরকে ঘুষ দিতে হয়। ধারণা করা হয়, বন কর্মকর্তারা প্রতি বছর মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে প্রায় ২৩ কোটি টাকা আদায় করে থাকেন।^৭ এছাড়া কর্মকর্তারা ঘুষের বিনিময়ে লোকজনকে বন্যপ্রাণীদের অভয়ারণ্যে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার ফলে কার্যত প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতি করার ক্ষেত্রে উৎসাহ জোগাচ্ছে।^৮

অবৈধভাবে কাঠ আহরণের ফলে পরিবেশগত হুমকি থেকে বসতিগুলোকে রক্ষা করার সামর্থ্যের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই হুমকি আরো ঘন ঘন ও মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে। বাংলাদেশের নীতিমালাই অন্য অর্থে অবৈধ কাঠ আহরণের ক্ষেত্রে উৎসাহ জোগাচ্ছে। বাংলাদেশ বন সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপের চেয়ে বরং রাজস্ব আহরণমুখী বন নীতি অনুসরণ করছে। প্রতি বছরই সরকার রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে যা সময়ে সময়ে বাড়তে থাকে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন হচ্ছে বন কর্মকর্তাদের মূল্যায়নের মূল পরিমাপক। ফলে, কর্মকর্তারা এই লক্ষ্য অর্জনের

চাপের মধ্যে থাকেন এবং তারা প্রায়ই রাজস্ব আহরণে অননুমোদিত উপায় অবলম্বন করে থাকেন। বন সংরক্ষণের চেয়ে রাজস্ব আদায়ের ওপর সরকারের অধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে তাদের অনেকেই নানা অবৈধ উপায় অবলম্বন করে। ফলে সুন্দরবনের পরিস্থিতির বরং অবনতিই ঘটে এবং জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত টেকসই অবস্থা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সার্বিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গরান বনভূমির অবস্থার অবনতির অর্থ হচ্ছে এ বনাঞ্চল কার্বন সংরক্ষণে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারবে না। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনে আরো বিরূপ প্রভাব রাখবে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে এই বনের জৈব-সুরক্ষা নষ্ট হওয়া এবং ভূমিতে পলি আটকে রাখা ও উপকূলীয় এলাকা স্থিতিশীল রাখার সামর্থ্য হ্রাস এই গরান বন ভূমির সম্পদের ওপর জীবন-জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল ৩৫ লক্ষ জনগণের জন্য মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনবে।^৯

অবৈধ তৎপরতা ও গরান বনভূমির অবনতি ত্বরান্বিত করার ভুল নীতি যে কোন জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন পরিকল্পনা গ্রহণকালে শাসন ব্যবস্থা ইস্যু মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। সরকারের প্রাথমিক পদক্ষেপ হওয়া উচিত রাজস্ব আহরণের ওপর গুরুত্ব আরোপের পরিবর্তে টেকসই সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণমুখী বন নীতি গ্রহণ এবং এসব উদ্যোগকে জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা। সংরক্ষণের বিষয়ে জবাবদিহিতা করতে বাধ্য বন বিভাগের কর্মকর্তা, পুলিশ, সেনাবাহিনী ও বর্ডার গার্ড সদস্যদের পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ, টহল ও তদারকি কর্মসূচির পাশাপাশি কার্যকর সুযোগসুবিধা ও ক্ষমতার প্রয়োগ সুন্দরবনে দ্বিগুণ সুফল বয়ে আনতে পারে। এই ধরনের প্রয়াস কার্বন মজুদ রাখার মাধ্যমে প্রভাব প্রশমনে অবদান রাখবে এবং প্রাকৃতিক জৈব সুরক্ষা বজায় রেখে অভিযোজনের ক্ষেত্রে কার্যকর অবদান রাখবে। জলবায়ু পরিবর্তনের অপরিহার্য প্রভাব আরো বেশি মারাত্মক রূপ ধারণ করলে জৈব সুরক্ষা জোরদারের পাশাপাশি মানব উন্নয়নের জন্য তা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

টিকা

১. ইফতেখারুজ্জামান ও মনজুর-ই-খুদা ট্রান্সপারেন্সি ইনটারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এ কাজ করেন।
২. খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), সাইদুর রহমানের উদ্ধৃতি (তারিখ বিহীন), 'ইকোলজী এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ সুন্দরবন: এ রিচ বায়োডাইভার্সিটি অফ দি ওয়াশ্চ লার্জেস্ট ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম'।
৩. ডেইলী স্টার (বাংলাদেশ), ২৮ ডিসেম্বর ২০০৭।
৪. টিআইবি এর একটি পরীক্ষামূলক গবেষণা থেকে এই অনুচ্ছেদ নেয়া হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি এ্যান্ড একাউন্টেবিলিটি ইন ফরেস্ট কনজারভেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট:প্রবলেম এ্যান্ড ওয়ে আউট (ঢাকা: টিআই বাংলাদেশ, ২০০৮)। দেখুন www.ti-bangladesh.org/research/Eng-ex-summary-forest.pdf.
৫. প্রাপ্তকৃত। মার্কিন ডলার ১ = ৬৮ টাকা (প্রায়)।
৬. প্রাপ্তকৃত।
৭. প্রাপ্তকৃত।
৮. প্রাপ্তকৃত।
৯. দেখুন www.unnayan.org/env.unit/paper3.pdf.

বিশ্বের গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনগুলোতে শাসন ব্যবস্থা

রেড+ কর্মসূচি কোথায় নিয়ে যাবে?

জেক্সি হ্যাচার ও লুক বেইলী^১

কোপেনহেগেনে ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশন (ইউএনএফসিসিসি) আয়োজিত জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে হতাশাজনক ফলাফল সত্ত্বেও বন উজাড় ও বন ধ্বংস ঠেকিয়ে কার্বন নিঃসরণ কমানো যা রেড হিসেবে পরিচিত একটি উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঐকমত্যের সবচেয়ে জোরালো অন্যতম ব্যবস্থা বলে স্বীকৃত। ইন্দোনেশিয়ার বালি নগরীতে ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে রিডিউসিং এমিশনস ফ্রম ডিফারেন্সেশন এন্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন (রেডা) আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। বৈশ্বিক গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত বন ধ্বংস ও বন হ্রাস কমিয়ে আনা বা বন্ধ করার লক্ষ্যে আর্থিক সুবিধাভিত্তিক এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। রেড হিসেবে চালু হওয়ার পর সম্প্রসারিত হওয়ায় রেড+^২ হিসেবে পরিচিত কর্মসূচি বিগত কয়েক বছরে পরিপক্ব হয়ে উঠেছে। শাসন ব্যবস্থা ও উন্নত বন ব্যবস্থাপনার মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি অধিকতর সংলাপ গড়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচকবৃন্দ এবং জাতীয় নীতি নির্ধারকরা প্রশংসা করতে শুরু করেছেন যে রেড+ কেবল কার্বনের হিসাব রাখছে না বরং কার্বনের অবস্থান বনাঞ্চলের জটিল সামাজিক, প্রতিবেশগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্কও বিবেচনা করছে। রেড+ কর্মসূচির অধীনে বিশ্বের বনাঞ্চল শাসন ব্যবস্থার উপায় ব্যাপকভাবে বদলে দেয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এটির মূলে রয়েছে রক্ষণশীল ভূমি ব্যবহার বিধিমালা। ফলে এটি বনে স্থানীয় জনগণের প্রবেশাধিকার, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার অধিকার লঙ্ঘনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। অথচ এসব বিষয়ের ওপর জীবন-জীবিকা নির্ভর করে।^৩ এই উদ্বেগ আরো বেশি চাপ সৃষ্টি করে যে বিশ্বব্যাপক বা রেড+ প্রস্তুতি কর্মসূচির জন্য যোগ্য^৪ বিবেচিত অনেক দেশে দুর্বল শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি না থাকার কারণে ‘নাঙ্গুর রাষ্ট্র’ হিসেবে বিবেচিত হয়।^৫ দুর্বল প্রতিষ্ঠান, ক্ষমতাবান স্বার্থাশ্রমী মহল এবং ব্যাপক দুর্নীতি এসব দেশে বন ধ্বংস হওয়ায় হ্রাস করার প্রয়াসে জোরালো চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে।

রেড+ কর্মসূচিতে শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য অর্থায়ন বৃদ্ধি, জাতীয় বন খাতের ব্যাপক যাচাই-বাছাই এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বনের বাসিন্দাদের অধিকারের দাবি জানানোর জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে বন শাসন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর সম্ভাবনা রয়েছে। রেড+ কর্মসূচি যদিও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে তবুও আশা বজায় রাখার স্বার্থে অন্যান্য ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটাবে না যাতে নিশ্চিত করা যায় যে রেড+ কর্মসূচি স্থানীয় বা জাতীয় শাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিচ্ছে না বা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়ে দিচ্ছে না।

রেড+ কর্মসূচির ঝুঁকিগুলো দু’টি উদ্দেশ্য অনুসরণ করে পরীক্ষা করতে হবে। প্রথমেই বন ধ্বংস এবং বন হ্রাস প্রক্রিয়া থেকে গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শাসন ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য রেড+ দেশগুলোর শাসন ব্যবস্থার অচলাবস্থা মূল্যায়ন করতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে শাসন ব্যবস্থা ও জবাবদিহিতার কৌশল তুলে ধরা যাতে নিশ্চিত করা যায় যে কোন রেড+ কর্মসূচি বনের অধিবাসী ও আদিবাসী লোকদের

অধিকারগুলো জোরদার করবে। সারা বিশ্বের সকল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চল মূলত প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত এবং এগুলো জাতীয় উন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই দুর্বল শাসন ব্যবস্থার অধীন সম্পদ ভিত্তি হিসেবে বিরাজ করছে যেখানে দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন খুবই সাধারণ ঘটনা।^৬

রেড+ কর্মসূচি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে শাসন ব্যবস্থার ইস্যুতে মনোযোগ দিলে মহত্তর উদ্দেশ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তা না হলে বরং পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা রয়েছে।

রেড+ কর্মসূচিতে যোগ দেয়ার সম্ভাবনাময় দেশগুলোতে শাসন ব্যবস্থা

কিছু ক্ষুদ্র স্বৈচ্ছাভিত্তিক কার্বন বাজার কর্মকাণ্ড ও প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক রেড+ কর্মসূচির কোন অস্তিত্ব নেই। রেড+ কর্মসূচিতে কার্যত অংশগ্রহণের জন্য কিছু দেশকে প্রস্তুত করার জন্য তহবিল ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কার্বন বাজার যাচাইকৃত নির্গমন হ্রাস থেকে প্রাপ্ত কার্বন ক্রেডিট বিক্রি করে বা সরাসরি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। সবচেয়ে পরিচিত কর্মসূচিগুলোর^৭ মধ্যে কিছু দেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে যারা^৮ বিভিন্ন কারিগরি ও রাজনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে রেড+ কর্মসূচির জন্য প্রস্তুত হবে। এসব দেশের অধিকাংশ গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত। তবে, বিশ্বের অধিকাংশ বন ভিত্তিক কার্বন নির্গমন ঘটে দু'টি দেশের অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়া ও ব্রাজিলের বন থেকে। রেড+ কর্মসূচির প্রবক্তারা যুক্তি দেখাচ্ছেন যে লাইবেরিয়া ও পানামার মতো বন ধ্বংসকারী অন্যান্য ক্ষুদ্র দেশগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা না হলে বন হ্রাসের ঝুঁকি এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হতে পারে।^৯

রেড+ কর্মসূচির সম্ভাবনাময় দেশগুলো এবং তাদের বনে শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা, দুর্নীতি ও অধিকার লঙ্ঘনের নজির খুঁজে বের করা কঠিন নয়।^{১০} রেড+ কর্মসূচির অধিকাংশ বাস্তবায়নের জন্য দায়ী জাতীয় বন সংস্থাগুলো এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে ইন্দোনেশিয়ার রিফরেন্সেশন ফান্ডের আর্থিক অব্যবস্থাপনায় অভিযোজনগুলোকে এক সতর্ক বার্তা হিসাবে উল্লেখ করেছে।^{১১}

অনুরূপভাবে, তাজানিয়ার জন্য প্রদত্ত নরওয়ের দ্বিপাক্ষিক তহবিল হারিয়ে যাওয়ার খবরটি ইঙ্গিত দেয় যে সম্ভাব্য দুর্নীতির কারণে রেড+ কর্মসূচির অর্থের ব্যাপক প্রবাহ ঘটতে পারে।^{১২} রেড+ কর্মসূচির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ঘটনায় পাপুয়া নিউগিনির বনের মালিকরা তাদের কার্বন অধিকার বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন এবং কার্বন দালালদের সঙ্গে সরকারের দহরম মহরমের ধারণাটি রেড+ কর্মসূচির ভবিষ্যত সম্পর্কে একটি খারাপ চিত্র তুলে ধরেছে।^{১৩}

এই লক্ষ্য অর্জন এবং বন ভিত্তিক জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য রেড+ কর্মসূচিতে দু'টি পর্যায়ে অগ্রগতি সাধন করতে হবে যেমন, জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক শাসন ব্যবস্থা এবং বন শাসন ব্যবস্থা।

প্রাতিষ্ঠানিক শাসন ব্যবস্থা

এই ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ইজারা ব্যবস্থা, সুস্পষ্ট ও প্রয়োগযোগ্য সম্পত্তি অধিকার, স্বচ্ছতা, চুক্তি প্রয়োগ, কার্যকর বিচার ব্যবস্থা। সনদপ্রাপ্ত গ্যাস নির্গমন হ্রাস (সিইআর) ক্রেডিট ইস্যু ও ক্রয় করার মাধ্যমে যাচাইকৃত গ্যাস নির্গমন হ্রাসের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে রেড+ কর্মসূচি যদি বাজার বা তহবিল ভিত্তিক অর্থায়নের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তবে এই বিষয়গুলো বিবেচনা করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সীমিত আইনের শাসন রয়েছে এমন দেশের ক্রেডিট বিক্রেতারা কাগজপত্রের ভিত্তিতে গ্যাস নির্গমন হ্রাসের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্বের বিষয়টি সম্পর্কে ক্রেতাদের আশ্বস্ত করার চ্যালেঞ্জের

সম্মুখীন হন। দুঃখজনক হচ্ছে যে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন সমৃদ্ধ অধিকাংশ দেশ বিশেষ করে যেসব দেশে বন ধ্বংস হওয়ার হার সর্বোচ্চ সেখানে সংশ্লিষ্ট শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে ভাল স্বীকৃতি নেই।

সারণি ৬.২-তে উল্লিখিত শাসন ব্যবস্থার সূচকের মাধ্যমে প্রাথমিক গ্যাস নির্গমনকারী দেশগুলোর মধ্যে তুলনা করার জন্য বাজার বা তহবিল ভিত্তিক রেড+ কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু পরিমাপক দেয়া হয়েছে। বন ভিত্তিক সবচেয়ে বেশি কার্বন গ্যাস নির্গমন হচ্ছে মাত্র কয়েকটি দেশ থেকে। প্রাপ্ত সর্বোত্তম তথ্য অনুযায়ী ২০০৫ সালে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন ও বন থেকে মোট কার্বন নির্গমনের মধ্যে ৬১ শতাংশ এসেছে ইন্দোনেশিয়া ও ব্রাজিল থেকে। পরবর্তী নয়টি সর্বোচ্চ গ্যাস নির্গমনকারী দেশের মোট নির্গমন হচ্ছে ২৩ শতাংশ, যা এককভাবে ইন্দোনেশিয়ার চেয়েও কম। সারণি ৬.২-তে উল্লিখিত সকল দেশ রেড+ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ না করলেও তারা সম্ভবত রেড কর্মসূচির স্বৈচ্ছাভিত্তিক কার্বন বাজারে অংশ নিবে।^{১৪}

সর্বোচ্চ গ্যাস নির্গমনকারী দেশগুলোর তালিকা দেখলে তারা যে গুরুতর শাসন ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তা বোঝা যায়। এসব দেশের মধ্যে কয়েকটিতে বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বন ধ্বংস মোকাবেলায় যে কোনো নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিরাট চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে এককভাবে জটিল রেড+ কর্মসূচিতে তাদের নতুন বন পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তি মানসম্পন্ন বন কার্বন মজুদ তালিকা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপআলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

সারণি ৬.২-এ উল্লিখিত দেশগুলো সাধারণত দুর্নীতি, স্বচ্ছতা, শাসন ব্যবস্থা সামর্থ্য এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ বিষয়ে গুণগত পরিমাপে ভালো অবস্থান পায় না:

- ১১টি দেশের অবস্থান টিআই'র দুর্নীতি ধারণা সূচকের শেষ অর্ধাংশে, তাদের মধ্যে ছয় একেবারে নিচে।
- এসব দেশ রাজনৈতিক ও নাগরিক স্বাধীনতার বিষয়ে ফ্রিডম হাউজের ব্যাংকিংয়ে কিছুটা ভালো তবে, পঁচটি দেশের অবস্থান নিচের অর্ধাংশে।
- বিশ্ব ব্যাংকের 'ডুয়িং বিজনেস' সংক্রান্ত র‍্যাংকিংয়ে ১৮৩টি দেশের মধ্যে দুটি ছাড়া সবকটি দেশ ১০০-এর ওপরে রয়েছে। ছয়টি দেশের অবস্থান হচ্ছে নিচে। বিশ্বব্যাংকের 'গভর্নেন্স ইন্ডিকেটর' অনুযায়ী কেবল মালয়েশিয়া 'সরকারের কার্যকারিতা' এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সূচকে ভাল অবস্থানে রয়েছে। দুই তিনটি দেশের অবস্থানে নিচে রয়েছে।
- ফরাসী রফতানি ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি ফোকাস থেকে ১১টি দেশের মধ্যে আটটি দেশ 'সি' ও 'ডি' রেটিং পেয়েছে।^{১৫}

পরিবেশ বা জলবায়ু পরিপ্রেক্ষিত থেকে এসব বিবেচনায় নেয়া উদ্বেগজনক। কারণ এসব দেশের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য, দুর্নীতি ও স্বচ্ছতার মাত্রা নির্গমন হ্রাস সংক্রান্ত সঠিক রিপোর্টিং, যথেষ্ট রোধ করতে পারে যদিও রেড কর্মসূচি এগুলোর ওপর নির্ভরশীল। তাই, গ্লোবাল উইটনেস প্রদত্ত সুপারিশ অনুযায়ী রেড+ কর্মসূচির অধীনে কার্বন ও অ-কার্বন উভয় ক্ষেত্রে ফলাফল পরিমাপের জন্য একটি নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা দরকার। এছাড়া বন এলাকা সম্পর্কে একমাত্র বিদ্যমান ডেটাবেইজে সরকার প্রদত্ত ডাটার নির্ভুলতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। এফএও সাধারণত গ্লোবাল ফাস্ট রিসোর্সেস এ্যাসেসমেন্ট থেকে এ সংক্রান্ত ডেটা প্রদান করে।^{১৬}

এসব উপাত্ত জাতীয় রেড+ কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা এবং পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য জটিলতা তুলে ধরেছে। বেশ কিছু সংস্থা ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যাতে রেড+ পরিকল্পনা নিয়ে সুশীল সমাজ ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে জাতীয় আলাপ আলোচনা করা হয়েছে।^{১৭} এই ধরনের সমালোচকরা

দীর্ঘদিন ধরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের রেকর্ড এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় লোকদের সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে অনীহা রয়েছে এমন দেশগুলোতে রেড+ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জটিলতাও তুলে ধরেছেন। এদিকে সরকারগুলো রেড+ কর্মসূচির ব্যাপারে জাতীয় ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের চেষ্টা চালিয়েছে এবং প্রস্তাবিত আলাপ আলোচনা ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে এখন সরকারগুলো এসব ইস্যুতে সাড়া দিচ্ছে এবং দাতাদের বাছাইয়ের জন্য তাদের সাফল্য সম্পর্কে সম্ভবত রিপোর্ট দেবে।

বন শাসন ব্যবস্থা

এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বনের স্থায়ীত্বকালের অবস্থা, বন ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা^{১৮} এবং রাজস্ব ও আর্থিক সুবিধা প্রদান, বন ধ্বংস ও বন হ্রাসের কারণগুলোর মধ্যে গাছ কাটা, কৃষি কাজ ও অগ্নিকাণ্ড এবং এগুলোর সম্মিলিত প্রভাব জাতীয় নীতিমালার মাধ্যমে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা কঠিন ও জটিল।^{১৯} ইতিহাসের নজির হচ্ছে যে কিছু মৌলিক শর্ত যেমন ভূমির স্থায়ী ব্যবস্থা, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বনের অবস্থা, কার্বন বেচা-কেনা ও স্থানীয় জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটাতে নিয়োজিত হয়েছে।^{২০}

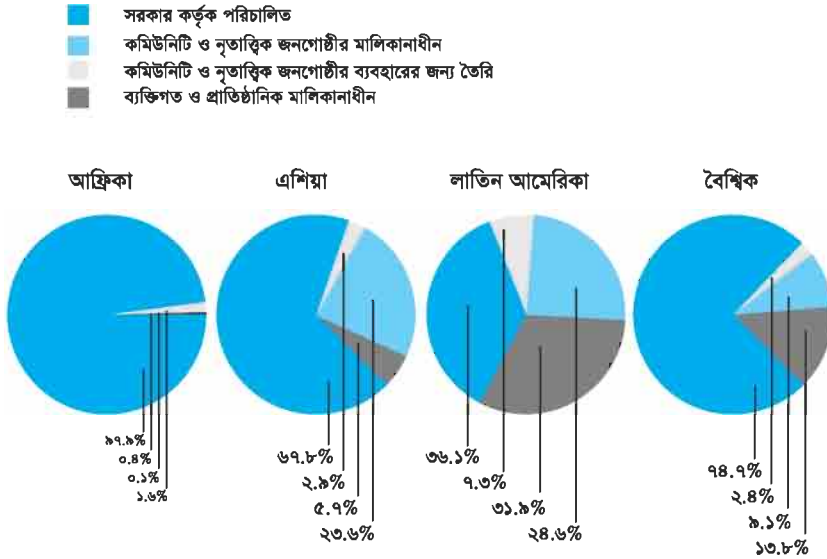
দুঃখজনকভাবে বিশ্বের অধিকাংশ বন এলাকাতেই এসব মৌলিক অবস্থা নেই। দুর্বল শাসন ব্যবস্থা বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য ক্ষতির কারণ হয় বলে তাদের ভূমির মালিকানার মেয়াদ নিরাপত্তা হারায়। প্রশাসনিক সেবা লাভের ক্ষেত্রে বাড়তি ব্যয় সৃষ্টি করে, ন্যায়বিচার ব্যবস্থা এবং মতবিরোধ মীমাংসা ও সামাজিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ করে।^{২১}

সিএআইটি-২০০৫ বার্ষিক নিরীক্ষণ		একএও বৈশ্বিক বনায়ন উৎসের মূল্যায়ন ২০০০-৫	টিজাই সিপিআই ২০০৯	স্ক্রিম হাউস স্ট্যাটিক ২০০৯	বিশ্ব ব্যাংকের ব্যবসা ২০১০	বিশ্ব ব্যাংকের 'স্থানীয় সিওকেন্স সূচক' (-২.৫ থেকে ২.৫, ২.৫ = সর্বোচ্চ স্থানীয়)	'দেশে বৃদ্ধির অনুপাত (এ১-ডি)			
দেশ	মেট্রিক টন কার্বনের সমান	বৈশ্বিক মোট বটন (%)	বার্ষিক বনআবৃত্ত পরিবর্তন (মহালইর)	দুর্নীতি ধারণা সূচক (১-১০, ১= বেশি দুর্নীতিগ্রস্থ)	সমন্বিত গড় অনুপাত- (১ থেকে ৭, ১=মুজ)	সহজ ব্যবসার ধাপ (১৮৩ এর মধ্যে)	সরকারের কার্যকরীতা দমন	দুর্নীতির অনুপাত	দেশের ব্যবসার অনুপাত	
১. ব্রাজিল	১৮৩০	৩৪.০	-৩.১০	৩.৭	২	১২৯	০.০	০.০	এ৪	এ৪
২. ইন্দোনেশিয়া	১৪৫৯	২৭.১	-১.৮৭	২.৮	২.৫	১২২	-০.৩	-০.৬	বি	সি
৩. ভেনিজুয়েলা	১৮৭	৩.৫	-০.২৯	১.৯	৪	১৭৭	-০.৯	-১.১	সি	সি
৪. ডিআরসি	১৭৬	৩.৩	-০.৩২	১.৭	৬	১৮২	-১.৩	-১.৩	ডি	ডি
৫. মায়ানমার	১৫৮	২.৯	-০.৪৭	১.৪	৭	--	-১.৭	-১.৭	ডি	ডি
৫. নাইজেরিয়া	১৫৮	২.৯	-০.৪১	২.৫	৪.৫	১২৫	-১.০	-০.৯	ডি	ডি
৭. বলিভিয়া	১৩৯	২.৬	-০.২৭	২.৭	৩	১৬১	-০.৮	-০.৫	ডি	সি
৭. মালয়েশিয়া	১৩৯	২.৬	-০.১৪	৪.৫	৪	২৩	১.১	০.১	এ২	এ৩
৯. জাম্বিয়া	১০৬	২.০	-০.৪৫	৩.০	৩.০	৯০	-০.৭	-০.৫	সি	সি
১০. কম্বোডিয়া	৮৪	১.৬	-০.২২	২.০	৫.৫	১৪৫	-০.৮	-১.১	ডি	ডি
১০. ইকুয়েডর	৮৪	১.৬	০.২০	২.২	৩	১৩৮	-১.০	-০.৮	সি	সি

সারণি ৬.২ প্রধান বনভিত্তিক কার্বন নির্গমনকারী দেশগুলোর শাসন ব্যবস্থা সূচক

এছাড়া, বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চলগুলোর অধিকাংশের বৈধ মালিকানা হচ্ছে সরকারের। যদিও এ ব্যাপারে আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের দাবি রয়েছে। এসব এলাকায় বনের ব্যবস্থাপনায় তাদের বৈধ কর্তৃত্ব খুবই সামান্য অথচ তারা সেখানে বসবাস করে এবং এসব সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতাও রয়েছে।^{২২}

ল্যাটিন আমেরিকা বনের গোষ্ঠীভিত্তিক মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার সর্বাধিক আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছে। সেখানে বনভূমির প্রায় ৩২ শতাংশ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের মালিকানায় বা ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে (সারণি ৬.২)। এশিয়ায় এ হার ২৭ শতাংশ। অন্যদিকে, আফ্রিকায় বনভূমির প্রায় ৯৮ শতাংশের দাবিদার হচ্ছে রাষ্ট্র। এছাড়া প্রত্যেক অঞ্চলে বন ও বনজ সম্পদের ওপর মালিকানা বিষয়ে ব্যাপক অনিশ্চয়তা ও বিতর্ক রয়েছে। অধিকাংশ দেশেই কার্বনের মালিকানার অধিকার এখনও অস্পষ্ট এবং বিদেশী কার্বন একটি নতুন ধরনের সম্পদ হিসেবে বনের ব্যাপারে আরো প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি করতে পারে।



চিত্র ৬.২ আঞ্চলিক বন মালিকানা বিভাজন, ২০০৮

উৎস: রাইটস এ্যান্ড রিসোর্স ইনিসিয়েটিভ, দ্য এন্ড অব দ্য হিষ্টারল্যান্ড ২০১০

শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় দিকসমূহ: রেড+ কর্মসূচি নিশ্চিত হলে বনের বাসিন্দা ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও কল্যাণ জোরদার হবে

বন বিনাশ ও বন হ্রাসের কারণে কার্যকরভাবে গ্যাস নির্গমন হ্রাস এবং বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে কার্বন বৃদ্ধির জন্য আরো উন্নত বন শাসন ব্যবস্থা এবং জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক শাসন ব্যবস্থা জরুরি। রেড

প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচির জন্য কোপেনহেগেনে ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও রেড+ কর্মসূচির প্রবক্তাদের অনুপ্রেরণায় অর্থায়নের ফলে কিছু আশার সঞ্চার হয়েছে যে বিশ্ব এখন বন ধ্বংস মোকাবেলার ব্যাপারে আন্তরিক। এছাড়া আরো উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় হতে পারে। শাসন ব্যবস্থার সংস্কার, দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া এবং কেবলমাত্র অর্থায়ন বৃদ্ধি করা তাদের সাফল্যের জন্য যথেষ্ট নয়। জোরালো সমন্বয় ও তদারকি ছাড়া ব্যাপক সহায়তা প্রবাহ বরং দুর্নীতি বাড়িয়ে দিতে পারে।^{২৩}

প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতিসমূহের একটি ভিত্তি প্রতিষ্ঠাসহ শাসন ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার রেড+ কর্মসূচির লক্ষ্যভুক্ত দেশগুলোর জন্য জরুরি যাতে বনের বাসিন্দা জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী লোকজনের জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি না করে অর্থায়নের সর্বাধিক সুবিধা কাজে লাগানো যায়। এই ধরনের সংস্কারের জন্য অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়গুলো হচ্ছে:

- জনগোষ্ঠী, আদিবাসী ও বন নির্ভর লোকজনের জন্য ভূমি, কার্বন ও বনের ঐতিহ্যগত ও সংবিধিবদ্ধ অধিকারসমূহ সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত করা;
- বিভিন্ন প্রভাব পর্যালোচনা করা, রেড+ কর্মসূচির পুনর্বিন্যাস করা এবং অধিকার লঙ্ঘিত হলে প্রতিকার করার জন্য নিরপেক্ষ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, তদারকি, সহায়তা প্রদান ও নিরীক্ষা কৌশল গড়ে তোলা।
- যারা দীর্ঘদিন ধরে বনের ওপর নির্ভরশীল এবং বন রক্ষা করে এসেছে সেই জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।
- নিশ্চিত করতে হবে যে রেড+ কর্মসূচি কেবল কার্বন পর্যবেক্ষণ করছে না বরং অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন প্রভাব ও অর্থের প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি পরিমাপ, রিপোর্টিং ও যাচাইকরণ (এমআরভি) ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে।^{২৪}



চিত্র ৬.৩ বনাঞ্চলে কার্যকর জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রমের কাঠামো।

সারণি ৬.৩-এ আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে রেড+ কর্মসূচির শাসন ব্যবস্থার জন্য কিছু বিবেচনা তুলে ধরা হয়েছে। সুশাসনের এসব পরিমাপকে প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর করার জন্য জাতীয় ও স্থানীয় প্রেক্ষাপটে সম্পৃক্ত করতে হবে।

আশাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ব্যয় প্রস্তাবিত রেড অর্থায়নের তুলনায় কম। যেমন বনের অধিকার স্বীকার করে নিলে রাজনৈতিক চাপের মধ্যেও সরাসরি ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম।^{২৫} ২০০৮ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছিলেন যে গত পাঁচ বছরে ২৫টি দেশের বনের গ্যাস নির্গমন হ্রাস প্রয়াসের শাসন ব্যবস্থাপনা ব্যয় ছিল ২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।^{২৬} তা সত্ত্বেও, কেবলমাত্র অর্থায়ন নিশ্চিত হলেই ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে না। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে এই ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী বৈশ্বিক প্রকল্প “সবসময় সফল হয়নি— কারণ খুবই কম অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ছিল দুর্বল বা রাজনৈতিক অধিকারের অভাব ছিল।”^{২৭}

উপসংহার

রেড+ কর্মসূচিভুক্ত দেশসমূহে শাসন ব্যবস্থার ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে? কোন ব্যক্তি হতাশাবাদী হলে তিনি ধরে নিতে পারেন যে বন ধ্বংস বা বন হ্রাসের ফলে কার্বন হ্রাসের ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার বাধা বা কেবল রেড+ কর্মসূচি গ্রহণ করা পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট। স্বল্প সময়ের বিবেচনায় চ্যালেঞ্জসমূহ বরং আরো বেশি আশঙ্কাজনক। এক্ষেত্রে রেড+ কর্মসূচির সমর্থকরা দ্রুত অর্থায়ন শুরু করার আশা করছেন যে ২০১০-২০১২ সালের মেয়াদে প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে।^{২৮}

অন্যদিকে, কিছু জাতীয় সরকার শাসন ব্যবস্থা জোরদারের ক্ষেত্রে অব্যাহত ক্রম অগ্রগতি লাভের পাশাপাশি সম্পত্তি অধিকার সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য নাটকীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।^{২৯} রেড+ কর্মসূচির পিছনে প্রণোদনা, ২০০৯ সালে কোপেনহেগেনে সম্মেলনকালে ও পরে আন্তঃমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে^{৩০} পাওয়া সমর্থন বিবেচনা করে বিষয়টি স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে শাসন ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প গ্রহণ ও অর্থায়ন সম্ভবত এগিয়ে যাবে। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে বিশ্বকে এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে নীতি অনুযায়ী অর্থ প্রবাহ হচ্ছে এবং অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদে গ্যাস নির্গমন হ্রাস, সংরক্ষিত এলাকা বৃদ্ধি এবং বনের জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য শাসন ব্যবস্থায় সংস্কার জরুরি।

বনের কার্বন গ্যাস নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্য অর্জনের অর্থ হবে সম্পদের আরো বেশি সুষ্ঠু ব্যবস্থার মাধ্যমে বনের অর্থনীতি পুনর্বিন্যাস করা যেখানে স্থানীয়দের ব্যাপক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর্তৃত্ব থাকবে। জাতীয় শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক অগ্রগতি লাভ রেড+ কর্মসূচির স্বল্প মেয়াদে হবে বলে মনে হয় না। এছাড়া এসব চ্যালেঞ্জ রেড+ কর্মসূচির আওতার বহির্ভূত অর্থাৎ বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বনের জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মালিকানা লাভ এবং বন ব্যবস্থাপনা ও ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে এই মুহূর্তে বন শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে।

সমস্যা	জনাবাদিহিতা	সমস্যা	অংশগ্রহণ	সমস্যা
শাসন ব্যবস্থা (অর্থাৎ ইউএনএফসিসিসি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, বৈশ্বিক কার্বন বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সমূহ, বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক তহবিল)	দর কষাকষি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমঝোতা তথ্য, বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর এবং তহবিলগুলোর কার্যক্রম নিরপেক্ষ নিরীক্ষা, তদারকি ও প্রবাহের উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাংক পরিদর্শন প্যানেল)	রেড+ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের দায়িত্ব, ঝুঁকি এবং সুবিধা বাজার ও বন্টন সমতাকে সহজ করে।	আলোচনা, বাজার তদারকি কর্তৃপক্ষ এবং তবিলের অন্তর্ভুক্ত কার্যকর অংশগ্রহণ রেড+ বাজার ও কর্মসূচিকে প্রভাবিত করে। রেড+ এ অংশগ্রহণ না করার বিকল্পও রয়েছে।	বাজার তদারকি, তহবিল ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সমস্যা করা হয় বহুমুখী মান সৃষ্টির জটিলতা পরিহারের জন্য। যাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।
জাতীয় (অর্থাৎ জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত-কাঠামো গঠন, বন সংস্থা, রেড+ ওয়ার্কিং গ্রুপ)	ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, নীতি সিদ্ধান্ত, রেড+ বাজার এবং তহবিলে অংশগ্রহণ এবং রেড+ ওয়ার্কিং গ্রুপ সম্পর্কিত বোধগম্য তথ্য শাসন ব্যবস্থাকে জোরদার করে (যা হলো তহবিল গ্রহণ/ বিতরণ)	জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিরপেক্ষ নিরীক্ষা, তদারকি ও প্রবাহের উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ জাতীয় আদালত অথবা বিশেষ ভূমি আদালত)	দায়দায়িত্ব ঝুঁকি ও লাভ রেড+ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে বাজারকে সহজ করে। বন্টন দায়িত্বের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ঝুঁকি ও লাভ একটি স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হয়।	সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমি ব্যবহার ও রেড+ কর্মসূচির ব্যাপারে প্রান্তিক গোষ্ঠীসহ সকল ক্ষতিগ্রস্ত খাতের প্রতিনিধি, যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ। রেড+এ প্রদর্শন করে সকলের বিকল্পও রয়েছে।
স্থানীয় (অর্থাৎ স্থানীয় সরকার প্রশাসন, বন কর্তৃপক্ষ, যথাযথ কর্তৃপক্ষ)	সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামো সম্পর্কিত তথ্য, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং রেড+ ভূমি অধিকার বিষয়ক যাবতীয় তথ্যাবলী সহজ করে স্থানীয় ভাষায় সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা (অর্থাৎ প্রাপ্ত তহবিল)।	ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও রেড+ কর্মসূচির স্থানীয় বাস্তবায়ন ক্রটি মুক্ত তদারকি ব্যবস্থা চালু রাখা। যা সঠিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিকার কৌশলের সঙ্গে যুক্ত।	সকল সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদেরকে তাদের দায়দায়িত্ব, ঝুঁকি এবং লাভ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ধারণা রেড+ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকে সহজ করে। স্থানীয় লাভ বন্টন কৌশলের স্বচ্ছতা এবং অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া আরো উন্নততর হচ্ছে।	প্রান্তিক গোষ্ঠী, যথাযথ কর্তৃপক্ষ এবং জনগণসহ ক্ষতিগ্রস্ত সমাজের সকল খাতের প্রতিনিধিদের সমস্যা ভূমি ব্যবহার এবং রেড+ কর্মসূচির সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া গঠিত। রেড+ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়া না দেওয়া ক্ষতিগ্রস্তসহ সংশ্লিষ্টদের মর্জির ওপর। রেড+ কর্মসূচি থেকে অংশগ্রহণ প্রত্যাহারেরও সুযোগ রয়েছে।

সারণি ৬.৩ রেড+ সুশাসন পর্যায় ও মাত্রিকতা

টিকা

১. জেফ্রী হ্যাচার ওয়াশিংটন ডিসি ভিত্তিক রাইটস এন্ড রিসোর্সেস ইনিশিয়েটিভ (আরআরআই) সংস্থায় বৈশ্বিক কর্মসূচি ব্যবস্থাপক ও লুক বেইলী নীতি বিশ্লেষক।
২. ‘+’ চিহ্ন টেকসইবন ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা নির্দেশ করে, বনায়ন/পুনঃবনায়ন, পুনর্গঠন ও রক্ষণশীল কর্মকাণ্ড।
৩. ডয়চে জিসেলকাফট ফার টেকনিক জোসামিনারবেইথ (জিটিজেড), *মেকিং রেড ওয়াকর্ক এ প্রাকটিশনার্স গাইড ফর সাকসেসফুল ইমপ্লিমেন্টেশন অফ রেড* (এনবর্নঃ জিটিজেড, ২০০৯)।
৪. দি টার্ম রেডিনেস ক্যান বি লুজলি ডিফাইন্ড এজ দি প্রসেস লিডিং টু দ্র পয়েন্ট এট ছইচ এ কান্ট্রি ইজ ডিমড রেডি টু এনগেজ ইন রেড+ দি এসেসমেন্ট অব ইয়েদার এ কান্ট্রি ইজ রেডি ফর রেড+ ক্যান বি ম্যাড এগেইনস্ট টেকনোলজিক্যাল, ইকোনমিক, ইগটিটিউশনাল অর গভর্ন্যান্স রিলেটেড ক্রাইটেরিয়া। মেনি অব দি রেড+ প্রোগ্রামস অপারেটিং টুডে আর প্রিপেয়ারিং কান্ট্রিজ টু এনগেজ ইন রেড+ বাই স্ট্রেনদেনিং বাই ন্যাশনাল ইগটিটিউশনস দাট উইল ইমপ্লিমেন্ট রেড+ অ্যাকটিভিটিজ।
৫. সেন্টার দি এ্যানালাইসিস স্ট্রাটজিক, *লা লুটা কান্ট্রি লা ডি ফরেস্টেশন ডাঙ্গ লেস ইটাকস ফ্রাজায়লস্; ইউনি ভিশন রিনাউ ভেলি দি লেইড আউ ডেভেলপমেন্ট*, ব্রিফিং নোট নম্বর ১৮০ (প্যারিস; সেন্টার দি এ্যানালাইজ স্ট্রাটজিক, ২০১০)।
৬. আরআরআই, সিয়িং পিপল থ্রু ট্রিজ: স্কেলিং আপ ইফোর্টস টু অ্যাডভান্স রাইটস এ্যান্ড অ্যাড্বেস প্রভার্ট, কনফ্লিক্ট এ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ (ওয়াশিংটনঃ আরআরআই ২০০৮)।
৭. ফরেস্ট কার্বন পার্টনারশিপ ফ্যাসিলিটি (এফসিপিএফ), জাতিসংঘ-রেড কর্মসূচি, বন বিনিয়োগ কর্মসূচি (এফআইপি) আমাজান তহবিল, কঙ্গো অববাহিকা বন তহবিল (সিবিএফএফ) নরওয়ে আন্তর্জাতিক জলবায়ু ও বনায়ন পদক্ষেপ (এনআইসিএফআই) এবং সরকারের জলবায়ু ও বনায়ন টাক্সফোর্স।
৮. রেড+ অংশীদারদের লক্ষ্যের মধ্যে দাতাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা রয়েছে। রেড+ অংশীদারিত্ব ২০১০ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত।
৯. এফসিপিএফএ রেড+ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ক্যামেরুন, কম্বোডিয়া, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, চিলি, কলম্বিয়া, কঙ্গো গনতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, কোস্টারিকা, এলভাদর, গিনি, ইথিওপিয়া, গ্যাবন, ঘানা, গুয়েতেমালা, গায়ানা, হন্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, লাওস, লাইবেরিয়া, মাদাগাস্কার, মেক্সিকো, মোজাম্বিক, নেপাল, নিকারাগুয়া, পালমা, পাপুয়া নিউ গিনি, প্যারাগুয়ে, পেরু, সুরিনাম, তাজানিয়া, থাইল্যান্ড, উগান্ডা, ভানুয়াতু, ভিয়েতনাম।
এছাড়াও ফিলিপাইন, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও জাম্বিয়া, জাতিসংঘ রেডের সদস্য বর্তমানে এফআই পি দেশগুলো হলো ব্রাজিল, ডিআরসি, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো, নেপাল, রুমানিয়া, নরওয়ে ব্রাজিল ও তাজানিয়ার সাথে দ্বিপাক্ষিক কর্মসূচিতে জড়িত এবং ইন্দোনেশিয়া, গায়ানা, গ্যাবন ও পিএনজিতে কার্যক্রম জোরদারের উপায় খুঁজছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো ও নাইজেরিয়ার রাজ্য গভর্নরদের জোর জিসিএফ।
১০. পরিবেশ তদন্ত সংস্থা (ইআরএ) ও তালাপাক, আপ ফর গ্রাব্‌স: ডিফরেন্সেশন এ্যান্ড এক্সপ্লইটেশন এন পাপুয়া’স প্লান্টেশন বুন্স (লন্ডনঃ ইআইএ, ২০০৯); গ্লোবাল উইটনেস, কান্ট্রি ফর সেল: হাউ কম্বোডিয়া’স এলিট হ্যাজ ক্যাপচারড দি কান্ট্রিজ এক্সট্রাকটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ (লন্ডনঃ গ্লোবাল উইটনেস, ২০০৯); আরআরআই, দি ইন্ড অফ দি হিন্টারলেভ: ফরেস্ট কনফ্লিক্ট এ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ (ওয়াশিংটন, ডিসিঃ আরআরআই, ২০১০)।
১১. ক্রিস্টোফার বার সম্পাদিত, *ফাইন্যান্সিয়াল গভর্নেন্স এ্যান্ড ইন্দোনেশিয়া’জ রিফরেন্সেশন ফান্ড ডিউরিং দি সোহার্ট এ্যান্ড পোস্ট সোহার্টো পিরিয়ড্‌স*, ১৯৮৯-২০০৯ ৪ এ পলিটিক্যাল ইকোনোমিক এনলাইসিস অফ লেসঙ্গ ফর রেড+, অনানুষ্ঠানিক পত্র নম্বর ৫২ (বগোড়, ইন্দোনেশিয়াঃ সিআইএফ ও আর, ২০১০)।
১২. ডেভেলপমেন্ট টুডে (নরওয়ে), ‘ইউএন চ্যানেল্‌স নরওয়েজিয়ান ফান্ড্‌স থ্রু করাপশন টেইন্টেট মিনিষ্ট্রি’, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯।
১৩. এসবিএস ওয়ার্ল্ড নিউজ অস্ট্রেলিয়া, ‘পিএনজি ক্লাইমেট গুজস কন্টিনিওজ’, ১২ ডিসেম্বর ২০০৯।
১৪. দেখুন cait.wri.org/figures/world-flowchart.pdf.

১৫. কোফেস ও বিশ্ব ব্যাংকের ব্যাপারে আরো আলোচনার জন্য, 'গভর্নেন্স ইনস্টিটিউটস অফ রেড+ কান্ট্রি গভর্নেন্স', দেখুন গ্লোবাল উইটনেস, বিল্ডিং কনফিডেন্স ইন রেড: মনিটরিং বেউড কার্বন (লন্ডন: গ্লোবাল উইটনেস, ২০০৯)।
১৬. অ্যালান শ্বেইনার, 'ডিফিকাল্টিজ ইন ট্র্যাকিং দি লং টার্ম ট্রেন্ড ইন ট্রপিক্যাল ফরেস্ট এরিয়া', প্রসিডিংস অফ দি ন্যাশনাল একাডেমী অফ সায়েন্সেস অফ দি ইউএসএ, ভলিউম ১০৫ (২০০৮), পৃষ্ঠা, ৮১৮-৮২৩।
১৭. বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অ্যাকরা ককাস, রিয়ালাইজিং রাইটস, প্রটেক্টিং ফরেস্টস: এ্যান অন্টারনেটিভ ভিশন ফর রিডিউসিং ডিফরেস্টেশন, (অ্যাকরা: বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অ্যাকরা ককাস, ২০১০)।
১৮. ব্রিডা ব্রিটো ও অন্যান্য, দি গভর্নেন্স অফ ফরেস্টস টলি কিট (ভার্সন-১): এ ড্রাফট ফ্রেমওয়ার্ক অফ ইন্ডিকেটরস ফর অ্যাসেসিং গভর্নেন্স অফ দি ফরেস্ট সেক্টর, (ওয়াশিংটন, ডিসি: ডব্লিউআরআই, ২০০৯)।
১৯. হেলমাট, গিস্ট ও এরিক ল্যামবিন, 'প্রক্সিমেট কজেস এন্ড আভারলাইয়িং ড্রাভিং ফোর্সেস অব ট্রপিক্যাল ডিফরেস্টেশন: বায়ো সায়েন্স, ভলিউম ৫২ (২০০২), পৃষ্ঠা, ১৪৩-১৫০।
২০. জাফরি হ্যাচার, সিকিউরিং টেনিওর রাইটস এ্যান্ড রিডিউসিং ইমিশন্স ফ্রম ডিফরেস্টেশন এ্যান্ড ডিগ্রেডেশন (রেড): কন্সট্রাক্শন এ্যান্ড লিসেন্স লার্নেড, সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং পেপার, ১২০ (ওয়াশিংটন, ডিসি: বিশ্ব ব্যাংক, ২০০৯)।
২১. এফএও, গুড গভর্নেন্স ইন ল্যান্ড টিনিওর এ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন, ল্যান্ড টিনিওর স্টাডি নং-৯ (রোম: ফাও, ২০০৭)।
২২. আইটিটিও এবং আরআরআই, ট্রপিক্যাল ফরেস্ট টিনিউর অ্যাসেসমেন্ট: ট্রেন্ডস, চ্যালেঞ্জস এ্যান্ড অপোরচুনিটিস (ওয়াশিংটন, ডিসি: আইটিটিও ও আরআরআই, ২০০৯)।
২৩. লিসা কাভেত ও পল কুলিয়ার, 'হোয়াট আর দি প্রিকন্ডিশন্স ফর টুর্গারাইউন্ডস ইন ফেইলিং স্টেটস?', কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড পিস সায়েন্স, ভলিউম ২৫ (২০০৮), পৃষ্ঠা, ৩৩২-৩৪৮।
২৪. গ্লোবাল উইটনেস রেড+ এর অ-কার্বন ধারা শনাক্ত করার সূচক উন্নত করেছে।
২৫. আইটিটিও ও আরআরআই, ২০০৯।
২৬. জোহান ইলিয়াস, জলবায়ু পরিবর্তন: বৈশ্বিক বনায়নে অর্থায়ন (ইলিয়াস পর্যালোচনা), (রিচমন্ড: যুক্তরাজ্যের সরকারি তথ্য অফিস, ২০০৮), পৃষ্ঠা-২০০৯।
২৭. প্রাগুক্ত।
২৮. ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন দি মেজর ফরেস্ট ব্যাসিন্স, ১১ মার্চ ২০১০, প্যারিস
২৯. উদাহরণ হিসেবে বলিভিয়া, ব্রাজিল, মোজাম্বিক দেশগুলো বন ও ভূমিকে সম্পদ হিসেবে সনাক্ত ও স্বীকৃতি দিচ্ছে। উইলিয়াম সাভারলিন, ফ্রম এক্সক্লুশন টু অনারশীপ: চ্যালেঞ্জস এ্যান্ড অপোরচুনিটিস ইন অ্যাডভান্সিং ফরেস্ট টিনিওর রিফর্ম (ওয়াশিংটন, ডিসি: আরআরআই, ২০০৮)।
৩০. ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন দি মেজর ফরেস্ট ব্যাসিন্স, ১১ মার্চ ২০১০, প্যারিস: অসলো বন ও জলবায়ু সম্মেলন, ২৭ মে ২০১০, অসলো।

৬.২.১

বোসাওয়াস

মধ্য আমেরিকার ফুসফুস হুমকির সম্মুখীন

আনা মুরীলো আরগুয়েলো^১

নিকারাগুয়ায় বোসাওয়াস এলাকার প্রাকৃতিক সংরক্ষিত বন হচ্ছে আমাজনের উত্তরে অবস্থিত সবচেয়ে ঘন বন এবং এর আয়তন দেশের ১৫.২৫ শতাংশ।^২ বনের প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে স্থানীয় মিসকিতো ও মায়াংনা অধিবাসীরা তাদের পরিবেশ ধ্বংসের ব্যাপার নিয়ে লড়াই করেছে। ফলে নিকারাগুয়া বিগত ১৭ বছরে তাদের বনের ২৭ শতাংশ হারিয়ে ফেলেছে।^৩

বনের মধ্যে টেকসই উপায়ের বাইরে সম্পদ আহরণ, বিশেষ করে কৃষি খাতের সম্প্রসারণ, পশুপালন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বেপরোয়া কাঠ আহরণের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করার ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের অধিকার রক্ষায় কঠিন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন।^৪ বন ধ্বংস হওয়ার কারণে বাসিন্দাদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট হয়েছে। তারা চরম দারিদ্রের মুখোমুখি হয়েছে এবং খাদ্য ও পানির ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বনাঞ্চলের সীমান্তে বসবাসকারী কৃষকরা টেকসই সম্পদ আহরণ, কৃষি ও ইকোট্যুরিজমের^৫ ওপর জোর দিচ্ছেন। কিন্তু বন সংরক্ষণের চর্চায় যারা নিয়োজিত রয়েছেন তাদের সহায়তা দেয়ার জন্য সরকারি নীতি নেই বললেই চলে।

২০১০ সালের প্রথমার্ধে, বোসাওয়াস এলাকা সংক্রান্ত ২৩টি অভিযোগ আদালতে নিষ্পত্তি হয়েছে।^৬ এতে পরিবেশ সংক্রান্ত অবৈধ আচার-আচরণ মোকাবেলার ক্ষেত্রে অগ্রগতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। যথোপযুক্ত আইন না থাকা এবং স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের কারণে পরিবেশের এই অবনতি ঘটেছিল।^৭

নিকারাগুয়ায় বন হ্রাস পাওয়ার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রেক্ষিতে জনগণের ঝুঁকি বেড়েছে। তাই দেশে স্থানীয় জনগণের আইনগত দাবী মোতাবেক একটি উন্নত নিয়ন্ত্রক কাঠামো, ব্যবস্থাপনা সামর্থ্য এবং পর্যাপ্ত সম্পদ গড়ে তোলা প্রয়োজন। এসব প্রক্রিয়ায় স্থানীয় নায়ক ও ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণ তাদের অধিকার সম্মুখীন রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য জরুরি।

টিকা

১. আনা মুরীলো আরগুয়েলো গ্রুপো সিভিকো এটিকা ই ট্রান্সপারেন্সিয়ার সঙ্গে কাজ করেন।
২. বোসাওয়াস হচ্ছে একটি জীবজগৎ সংরক্ষণ এলাকা এবং ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট।
৩. দেখুন <http://elac.uca.edu.ni/pd/economia/files/82/332/01+--+Recursos.pdf>.
৪. ‘পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য, ২০০৩’, মানাওয়া, নিকারাগুয়া, আরো দেখুন, আইপিএস নিউজ, ‘নিকারাগুয়াঃ ক্যান আর্মি প্রটেক্ট গ্লাম্বারড ফরেস্ট রিজার্ভস?’, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১০।
৫. মাস্টার কনফারেন্স, জলবায়ু দিবস, ২৫-২৬ মার্চ ২০০৯, মানাওয়া।
৬. টিআই-নিকারাগুয়ার আনা ইসাবেল সিকুয়েরাসাক্ষাৎকার গ্রহণ, ফিসক্যাল ডিপার্টমেন্ট অব দি পাবলিক মিনিস্ট্রি।
৭. ‘নিকারাগুয়াতে বন খাতে সুশাসন পর্যালোচনা’, সিএটিআইই ভেরিফর, ২০০৬।

রেড+ কৌশলের জন্য শাসন ব্যবস্থা ঝুঁকি

দুর্বল বন কার্বন সংক্রান্ত হিসাব কিভাবে দুর্নীতি ও জালিয়াতির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে

ক্রিস্টোফার বার্ন

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমনের লক্ষ্যে বৈশ্বিক প্রয়াসে বন ধ্বংস ও বন হ্রাস পাওয়ার গতি কমিয়ে আনার জন্য বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। একে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমিয়ে আনার জন্য এক ব্যয় সাশ্রয়ী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।^২ জাতিসংঘ সহায়তাপুঞ্জ উদ্যোগ রিডিউসিং এমিশন্স ফ্রম ডিফরেস্টেশন এন্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন (রেড) কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যমান বন রক্ষা ও ক্ষতিগ্রস্ত বন পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য নীতিগত ও আর্থিক সুবিধা প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল প্রণয়ন করা হচ্ছে। রেড+ হিসেবে পরিচিত এই কর্মসূচির একটি অংশের লক্ষ্য হচ্ছে বন রক্ষা ও কার্বন মজুদ বাড়ানোর জন্য আরো বেশি আর্থিক সুবিধা প্রদান করা।

রেড+ কর্মসূচি পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন শুরু হলে প্রতিবছর ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আর্থিক প্রবাহ তৈরি হবে যার লক্ষ্য হচ্ছে বৈশ্বিক বন ধ্বংসের হার ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনা।^৩ রেড+ কর্মসূচির জন্য অপরিহার্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে কিছু উন্নয়নশীল দেশে সর্বোচ্চ হারে বন ধ্বংসের পাশাপাশি অধিকহারে দুর্নীতিও বিরাজ করছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বর্ণনা অনুসারে, অনেক উন্নয়নশীল দেশে দুর্বল বন শাসন ব্যবস্থা ব্যাপকভিত্তিক বন সংক্রান্ত দুর্নীতির ও আর্থিক জালিয়াতির সুযোগ করে দিয়েছে যা অবৈধ বন সম্পদ আহরণের প্রধান চালিকাশক্তি।

তাই, রেড+ কর্মসূচির ব্যাপারে বেশ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চল সমৃদ্ধ দেশগুলোতে হাজার হাজার বা লাখ লাখ বিলিয়ন ডলার অর্থ প্রবাহ কি ক্ষমতাবান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মহলের জন্য দুর্নীতি ও জালিয়াতির নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে? যদি তাই হয়, এই ধরনের তহবিল কি বন ধ্বংস ও বন হ্রাস করার হার বাড়িয়ে দিবে যা কমানোর জন্য এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল?

রেড+ কর্মসূচির প্রবক্তারা এই ধরনের সম্ভাবনা বারবার নাকচ করে দিয়ে বলছেন যে, সাফল্যের ভিত্তিতে অর্থ প্রদানের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।^৪ তাদের যুক্তি হচ্ছে কার্বন নির্গমন হ্রাস না পেলে অর্থ দেয়া হবে না। দু'টি ধারণার ভিত্তিতে এই ধরনের আশ্বাস দেয়া হচ্ছে প্রথমতঃ রেড+ কর্মসূচি অনুযায়ী বন-ভিত্তিক গ্যাস নির্গমন হ্রাস ও কার্বন মজুদ বৃদ্ধি পরিমাপ, রিপোর্ট ও যাচাইয়ের (এমআরভি) জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান থাকবে এবং দ্বিতীয়তঃ এই ধরনের এমআরভি প্রক্রিয়ায় যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়নের ভিত্তিতে রেড+ অর্থায়ন হবে। এমআরভি প্রক্রিয়ায় নিহিত সম্ভাব্য দুর্বলতা নিজেই কিভাবে রেড+ কর্মসূচির জন্য দুর্নীতি ও জালিয়াতির ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে তা তুলে ধরার লক্ষ্যে এসব ধারণা বিশেষভাবে পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ।

রেড+ অর্থায়ন কর্মসূচির বিকাশমান কাঠামো

রেড+ কর্মসূচির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টি এখনও পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে এবং তাই সেটি বিকশিত হচ্ছে মাত্র।^৫ বন সম্পৃক্ত কার্বন নির্গমন হ্রাস এবং অথবা কার্বন মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলোকে আর্থিক সুবিধা দেয়ার জন্য অনেকগুলো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা হচ্ছে। বৈশ্বিক পর্যায়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে। তহবিলভিত্তিক ও বাজার ভিত্তিক মডেল।^৬

তহবিলভিত্তিক মডেলগুলো তৈরির উদ্দেশ্য হলো গ্রহীতা দেশ ও প্রকল্পসমূহ রেড+ কর্মসূচির অর্থ প্রদান এর

একটি পথ তৈরি করা।^৭ কপ পরিচালিত তহবিল কিভাবে ব্যবস্থাপনা করা হবে সে লক্ষ্যে বেশ কিছু বিকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে কেন্দ্রীভূতকরণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা ফুটে উঠেছে।^৮ রেড+ কর্মসূচির তহবিল সরাসরি ইউএনএফসিসিসি পরিচালনা করবে বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোন পরিকল্পনাকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে মনোনিবেশ করতে পারে যেখানে একটি কেন্দ্রীয় সচিবালয় কিভাবে তহবিল থেকে বরাদ্দ দেয়া হবে তা নির্ধারণ করবে। আরো বেশি কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অর্থায়ন প্রক্রিয়া কপ পর্যায়ে সংহত করা হবে। তবে, সাফল্য মূল্যায়নের ধরন ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ এবং বরাদ্দ তদারকিতে ব্যাপক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পক্ষকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে হবে।

বাজারভিত্তিক মডেল প্রণয়ন করা হয়েছে বৈশ্বিক কার্বন বাজারে কার্বনের বিকাশমান চাহিদা অনুযায়ী বন সংশ্লিষ্ট গ্যাস নির্গমন হ্রাসের বিষয়টিকে যুক্ত করার জন্য।^৯ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলোকে একটি জাতীয় ভিত্তি রেখা বা পর্যায় পর্যন্ত বন কার্বন গ্যাস নির্গমন হ্রাস এবং/অথবা কার্বন মজুদ বৃদ্ধি করার জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। রেড+ কার্বন ক্রেডিটের আকারে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে যা মূলত কার্বন বাজারে স্বেচ্ছা বা আনুষ্ঠানিকভাবে (কমপ্লায়েন্স ও অফসেটসহ) বেচাকেনা করা হবে। ক্যাপ এন্ড ট্রেড সিস্টেম প্রণয়ন করা হলে ধারণা করা হচ্ছে যে উন্নত দেশগুলোতে কার্বন নির্গমনকারীরা তাদের নিজেদের গ্যাস নির্গমনের ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য একটি উপায় হিসেবে রেড+ কার্বন ক্রেডিট ক্রয় করবে। বাজার ভিত্তিক মডেলের প্রবক্তারা যুক্তি দেখাচ্ছেন যে কার্বন বাজার অনুসরণের সঙ্গে রেড+ কর্মসূচিকে যুক্ত করা হলে রেড বনাঞ্চলের দেশগুলো অধিকাংশ তহবিল ভিত্তিক মডেলের চেয়ে বাস্তবিক ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে এবং অর্থায়নের আরো বেশি টেকসই উৎসকে কাজে লাগাতে পারবে, যা মূলত সরকারি ও বেসরকারি অনুদানের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল থাকবে।^{১০}

ধারণা করা হচ্ছে যে, একটি ভবিষ্যত রেড+ কর্মসূচির অর্থ প্রদান ব্যবস্থাপনায় তহবিল ও বাজারভিত্তিক মডেল উভয়ই সম্পৃক্ত হবে যেখানে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে ভিন্নতাও বজায় থাকবে। যেমন, ব্রাজিল একটি তহবিলভিত্তিক উদ্যোগের পক্ষে তাদের পছন্দ ব্যক্ত করেছে। অন্যদিকে, ইন্দোনেশিয়া বাজার ভিত্তিক মডেলের পক্ষে সায় দিয়েছে।^{১১} যাই হোক, অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর জন্য বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ থাকবে^{১২} যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রেড+ কর্মসূচির অর্থ প্রদান করা যাবে সরাসরি রেড+ প্রকল্পগুলোতে যা সরকারি বা বেসরকারি খাতে পরিচালিত হচ্ছে; সরকারি বা স্বাধীন সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত জাতীয় রেড+ কর্মসূচি যা অর্থ প্রদান বিতরণের সমন্বয় সাধন করবে অথবা বাজেটে সহায়তা প্রদানের ধরনে জাতীয় সরকারগুলোকে সুবিধা প্রদান করবে,^{১৩} কিছু রেড+ দেশ এসব সুযোগ-সুবিধা থেকে একাধিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

বন কার্বন ক্রেডিট পরিমাপ ও যাচাইকরণ

তহবিল ও বাজার ভিত্তিক মডেল উভয়ের ক্ষেত্রেই, বিপুল পরিমাণ রেড+ কর্মসূচির অর্থ ফলাফল ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে যাচাইকৃত বন কার্বন নির্গমন হ্রাস এবং/অথবা কার্বন মজুদ বৃদ্ধি।^{১৪} কার্যকরভাবে এই কর্মসূচি পরিচালনার লক্ষ্যে রেড+ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য তাই রেড+ অর্থায়নে পরিচালিত কর্মকাণ্ড চালানোর ফলে সৃষ্ট এই ধরনের পরিবর্তন ও ব্যাপকতা মূল্যায়নের জন্য পরিমাপ করার নির্ভরযোগ্য উপায় থাকতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় পর্যায় নির্ধারণ, প্রকল্প পদ্ধতির যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা এবং পরিমাপ, রিপোর্ট ও যাচাইকরণ।

সীমারেখার পর্যায়

জাতীয় ভাবে ঘোষিত একটি সীমারেখার পর্যায় হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অতীতের তথ্য প্রমাণ এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বন ধ্বংস ও বনহ্রাস বিবেচনার ভিত্তিতে একটি দেশের বন সংশ্লিষ্ট কার্বন নির্গমন ও হ্রাস সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন।^{১৫} এর লক্ষ্য হচ্ছে রেড+ কর্মসূচির অধীনে বেচা-কেনার জন্য কার্বন নির্গমন হ্রাস এবং/বা কার্বন মজুদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি ভিত্তি রেখা নির্ধারণ করা। জাতীয় সীমারেখার পর্যায় নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞরা একটি মাত্র পদ্ধতির ব্যাপারে একমত হননি এবং ২০০৯ সাল পর্যন্ত অন্তত ইউএনএফসিসিসি তেমন কোন দিকনির্দেশনাও দেয়নি।^{১৬} একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে জাতীয় সীমারেখার পর্যায় সম্পর্কে রাজনৈতিকভাবে আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং এগুলো নিয়ে প্রায়শঃই বিরোধিতা এসেছে।^{১৭} একটি দেশ চূড়ান্ত পর্যায়ে কি পরিমাণ রেড+ কর্মসূচির অর্থ পাবে সেক্ষেত্রে জাতীয় সীমারেখার পর্যায় পরিমাপ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখতে পারে।^{১৮} প্রকৃত অর্থে অতি মূল্যায়িত ঐতিহাসিক বন কার্বন নির্গমনের ভিত্তিতে জাতীয় সীমারেখা পর্যায় নির্ধারিত হলে একটি দেশকে তারা আসলে যা অর্জন করেছে তার চেয়ে বেশি কার্বন নির্গমনের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা

প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোতে একটি যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠাকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। যাতে নিশ্চিত করা যায় যে এগুলো রেড+ কর্মসূচির অর্থলাভের জন্য যোগ্য। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে পদ্ধতিসমূহ রেড+ কর্মসূচির প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে কিনা এবং পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডগুলো সম্ভাব্য গ্যাস নির্গমন হ্রাস এবং/বা কার্বন মজুদ বৃদ্ধি করে কিনা।^{১৯} সঙ্গত কারণেই যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠায় ‘বাড়তি’ কিছু অর্জন করা যাবে কিনা তাও নির্ধারিত হবে বলে আশা করা যায়। অর্থাৎ সম্ভাব্য হ্রাস বা বৃদ্ধি রেড+ অর্থায়নের সহায়তা ছাড়া যা ঘটতো তার চেয়ে বেশি কিনা।^{২০} এমন যদি হয় যে রেড+ অর্থায়ন ছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, পরে ‘বাড়তি’ সুবিধা অর্জিত হয়নি এবং সেক্ষেত্রে প্রকল্প অর্থায়নের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না।

পরিমাপ, রিপোর্ট ও যাচাইকরণ

জাতীয় রেড+ কর্মসূচিতে পরিকল্পিত কার্বন সুবিধা বাস্তবিক অর্থে অর্জিত হচ্ছে কিনা, তা নির্ধারণের জন্য প্রকল্প কর্মকাণ্ড পরিমাপ, রিপোর্ট ও যাচাইয়ের জন্য নিয়মিত ব্যবস্থা থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।^{২১} বহুমাত্রিক পর্যায়ে এমআরভি বাস্তবায়ন করা হবে যা প্রকল্প থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। জাতীয় এমআরভি কর্মসূচির একটি মূল লক্ষ্য হচ্ছে যাতে কোনো ‘বিচ্যুতি’ না ঘটে তা নিশ্চিত করা। যেমন রেড+ কর্মসূচি থেকে কার্বন নির্গমন রেড+ কর্মসূচি বহির্ভূত ক্ষেত্রে স্থানান্তর।^{২২}

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেলের (আইপিসিসি) প্রণীত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী, যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার দুটি প্রধান চালকের পরিবর্তন পরিমাপ করা হবে : বন ধ্বংস ও বন বিনষ্টকরণের ক্ষেত্র এবং প্রতি একক এলাকায় কার্বন মজুদের ঘনত্ব।^{২৩} একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদে বনের একটি বিশেষ অংশ থেকে মোট কার্বন নির্গমন ও প্রত্যাহার পরিমাপ করার জন্য এসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। মাঠ পর্যায় ভিত্তিক দূর অনুধাবন পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে বন ধ্বংস প্রক্রিয়া পরিমাপ অথবা ‘গ্রাউন্ড-ট্রুথিং’ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ যাচাই করা যায়। অন্যদিকে, বন হ্রাস এবং কার্বন মজুদ ঘনত্ব পরিমাপ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং সাধারণত মাঠ পর্যায়ে ব্যাপকভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করার প্রয়োজন রয়েছে।^{২৪}

প্রযুক্তি ও পদ্ধতিগত দিক থেকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও, বনে কার্বনের পরিমাণে পরিবর্তন পরিমাপ করার ক্ষেত্রে প্রায়ই কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় যেমনঃ

- মৌলিক সংজ্ঞার ব্যাপারে মতৈক্যের অভাব অর্থাৎ বনের সংজ্ঞা এবং ভূমির ধরনের শ্রেণীকরণ;
- ঐতিহাসিক ও প্রকল্প পর্যায়ের তথ্য না থাকা— অর্থাৎ উপগ্রহের মাধ্যমে ধারণ করা চিত্র, গাছপালার সংখ্যা, ভূমির মানচিত্র, ব্যবস্থাপনা;
- ভূমির ব্যবহার পরিবর্তনের স্থানীয়দের ব্যাপারে তথ্যের অভাব;
- ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং তুলনা করার অযোগ্য তথ্য;
- পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত পদ্ধতির ধরনে অসঙ্গতি;
- বিপুলসংখ্যক, বিস্তৃত ও জটিল প্রকল্প পদ্ধতির কারণে অধিক তথ্যের প্রয়োজনীয়তা।^{২৫}

এমআরভি পদ্ধতির জন্য দুর্বল সামর্থ্য ও অনিশ্চিত রাজনৈতিক সহায়তা

যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা ও এমআরভি পদ্ধতির মৌলিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী রেড+ অংশীদারিত্ব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী বিপুলসংখ্যক দেশ বনের কার্বন গ্যাস নির্গমন ও কার্বন মজুদ পরিবর্তন পরিমাপ ও যাচাই করার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত নয়। পরিশিষ্ট ১ (উন্নয়নশীল) বহির্ভূত ৯৯টি দেশের মধ্যে বনের কার্বন পর্যবেক্ষণ সামর্থ্য সংক্রান্ত এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে তাদের অধিকাংশেরই পুরোপুরিভাবে ও সঠিকভাবে গ্রিন হাউজ গ্যাস (জিএইচজি) নির্গমন ও বন ধ্বংস পরিমাপের সামর্থ্য সীমিত। তাদের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশের কম দেশ একটি পূর্ণাঙ্গ জিএইচজি মজুদ দাখিল করতে পেরেছে এবং কেবলমাত্র তিনটি দেশের বন এলাকার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ ও বনের তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণের ভালো সামর্থ্য রয়েছে।^{২৬}

রেড+ প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক দাতা সংস্থাগুলো জাতীয় ও অধঃ- জাতীয় এমআরভি কর্মসূচির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে উন্নয়নশীল বন সমৃদ্ধ দেশগুলোর সঙ্গে কাজ করেছে।^{২৭} তবে, এই ধরনের প্রয়াসে সময় নিবে এবং অনেক রেড+ কর্মসূচিভুক্ত দেশ অন্তত এক দশকের মধ্যে শর্ত অনুসরণ পর্যায়ে ক্রেডিট যাচাইয়ের জন্য সামর্থ্য ও এমআরভি কৌশল আয়ত্ত করতে পারবে না।^{২৮}

প্রায়ই যে বিষয়টি উপেক্ষা করা হয় তা হচ্ছে যে বন পর্যবেক্ষণ ও কার্বন পরিমাপ করার সামর্থ্য গড়ে তোলা কেবল একটি কারিগরি প্রক্রিয়া নয়, অনেক বিষয়ের প্রেক্ষাপটে এটি সরকারি বন ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলোর জন্য একটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জও বটে।^{২৯} নিঃসন্দেহে অনেক রেড+ কর্মসূচিভুক্ত দেশে বন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান অবিন্যস্ত ও খুবই অস্পষ্ট থাকায় বন ব্যবস্থাপনা করার মৌলিক সমস্যাগুলোর নজির দৃশ্যমান।^{৩০} বন ব্যবস্থাপনার পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং ন্যূনতম পর্যায়ে অব্যাহত রাখা হলে রাষ্ট্রীয় বন আমলাতন্ত্র ব্যাপক দুর্নীতি, অবৈধভাবে কাঠ কাটা এবং অন্যান্য শাসন ব্যবস্থার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় বন প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে আমলাতান্ত্রিক প্রতিরোধের কারণে বনের কার্বন পর্যবেক্ষণের জন্য সামর্থ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রেড+ প্রয়াস ক্ষুণ্ণ হতে পারে।^{৩১}

অনেক দেশই রেড+ কর্মসূচিতে যোগ দিবে বলে আশা করা হচ্ছে। আরো ধারণা করা যায় যে, অর্থ বরাদ্দ কিভাবে করা হবে সে বিষয়ে প্রভাব খাটানোর জন্য ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলোর সম্ভবত এমআরভি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ চাইবে। কাঠ-সমৃদ্ধ দেশগুলোর সিনিয়র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সামরিক কর্মকর্তারা প্রাতিষ্ঠানিক

কৌশলের নিয়ন্ত্রণ চায় যার মাধ্যমে রেন্ট সিজিং নামে পরিচিত ব্যবস্থার বন সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক রেন্ট বিতরণ করা হয়।^{৩২} বন রেন্ট বিতরণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিতরে ও বাইরে ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজনৈতিক সমর্থন লাভ নিশ্চিত করতে চায়।^{৩৩} সে জন্যই রেড+ অর্থ প্রদান কর্মসূচি রেন্ট প্রদানের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং এমআরভি সিদ্ধান্তসমূহ নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য উল্লেখযোগ্য কৌশলগত তাৎপর্য বহন করে। বিশেষ করে এর পছন্দের প্রকল্পগুলোতে যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা ও যাচাই প্রক্রিয়ার প্রভাব খাটানোর সামর্থ্য যথোপযুক্ত হোক বা না হোক। রেড+ কর্মসূচির অর্থ প্রবাহ নিশ্চিত করতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় বনেদী গোষ্ঠীকে সক্ষম করে তুলতে পারে।

পক্ষপাতিত্বমূলক এমআরভি কর্মসূচির ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে রেড+ কর্মসূচির প্রবক্তারা যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা ও যাচাইয়ের জন্য নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের নিরীক্ষক নিয়োগের উপায় বিবেচনা করেছে যেমন— নতুন একটি সংস্থা হোক বা কোনো বিদ্যমান আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে একটি আন্তর্জাতিক বন কার্বন পর্যবেক্ষণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা, অভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায়^{৩৪} বনাঞ্চল সমৃদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক এমআরভি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং নিরপেক্ষ বেসরকারি খাতের কার্বন হিসাবরক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্যকে কাজে লাগানো।^{৩৫}

প্রতিটি বিকল্প ব্যবস্থায় সঠিক, বস্ত্তনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য এমআরভি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এসব প্রয়াসের কোনোটিই নিজস্ব ঝুঁকির বাইরে নয়। ২০০৮ ও ২০০৯ সালে জাতিসংঘ বিশ্বের দু'টি প্রথম সারির বেসরকারি খাতের কার্বন হিসাবরক্ষণ সংস্থার অনুমোদন স্থগিত করেছিল। সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক এসজিএস এবং নরওয়ের সংস্থা ডেট নর্সক ভেরিটাস (ডিএনভি) তাদের নিরীক্ষায় অপরিপূর্ণ তদারকি করা, অপরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের নিরীক্ষা কর্মীদের যোগ্যতা কম থাকার কারণে নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়েছিল।^{৩৬} এই ধরনের উদ্বেগ রেড+ কর্মসূচির প্রকল্পের ন্যায্যতা ও যাচাই প্রক্রিয়া কার্বন হিসাব রক্ষণ সংস্থাগুলোর তদারকি জোরদারের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।^{৩৭}

আপোসকামী এমআরভি কর্মসূচির দুর্নীতি ও জালিয়াতি ঝুঁকি

কিছু রেড+ কর্মসূচিভুক্ত দেশে বাণিজ্যিক বনায়নে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি খাতের লোকদের আর্থিক জালিয়াতি এবং দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তাদের বনের রাজস্ব চুরির ঘটনাসহ দুর্বল বন শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস রয়েছে। বন সংশ্লিষ্ট কার্বন নির্গমন কমানোর লক্ষ্যে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে রেড+ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে বন ধ্বংস ও বনাঞ্চল হ্রাসের গতি কমিয়ে আনার পাশাপাশি নতুন পণ্য বন কার্বন ক্রেডিট উৎপাদনের জন্য এই খাতের আর্থিক সুযোগ-সুবিধাগুলোর পরিবর্তন ঘটানো, কিছু দেশে এমআরভি কৌশল পুরোপুরি কার্যকর নয় অথবা রাজনৈতিকভাবে আপোসকামী হলেও রেড+ কর্মসূচির অর্থ কার্যত সরকারি কর্মকর্তাদের এবং 'এই ব্যবস্থা নিয়ে খেলতে' আগ্রহী প্রকল্প পৃষ্ঠপোষকদের জন্য দুর্নীতি ও জালিয়াতি করার সুযোগ করে দিতে পারে।

রেড+ কর্মসূচি এখনও পরিকল্পনা পর্যায়ে থাকলেও, ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ঘটনা প্রমাণ করেছে যে দুর্নীতি ও জালিয়াতি কিভাবে বন কার্বন অর্থ প্রদান প্রকল্পগুলোকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। রেড+ কর্মসূচির জন্য প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দেশেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে, আর কিছু লোক পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন কৌশল (সিডিএম) প্রকল্পে বা বনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয় এমন কিছু বৈশ্বিক কার্বন বাজারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। নিচে উল্লিখিত কয়েকটি নজির অনেকাংশে কল্পনাপ্রসূত হলেও এগুলোর ভিত্তি হচ্ছে রেড+ কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারে এমন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাপ্ত বাণিজ্যিক বন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের ভিন্ন ধরনে অবৈধ কাজকর্ম বিদ্যমান। সর্বোপরি, এগুলো হচ্ছে রেড+ কর্মসূচি কতটা দুর্নীতি ও জালিয়াতির ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে, তারই ইঙ্গিত।

অসঙ্গত যৌক্তিকতা

ধারণা করা হচ্ছে যে, অনুমোদিত যৌক্তিকতা প্রতিপাদনকারীরা এমন সব প্রকল্প অনুমোদন করতে পারে যে রেড+ কর্মসূচির অর্থায়নের জন্য যোগ্য নয় যেমন একটি প্রকল্প যা কার্জিত কার্বন সুবিধা তৈরি করতে পারবে না বা প্রমাণ করতে পারবে না যে বাস্তবায়িত হ্রাস 'বাড়তি' হয়েছে। প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষক যৌক্তিকতা প্রতিপাদনকারীকে ঘুষ দিলে এই ফল হতে পারে; পৃষ্ঠপোষক বিভ্রান্তিমূলক উপাত্ত বা অসত্য বিবৃতি দিতে পারে; যৌক্তিকতা প্রমাণকারীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নকারীর কারিগরি দক্ষতার অভাব বা এসব সমস্যার সমন্বয় থাকতে পারে।

সিডিএম প্রকল্পের জন্য অসঙ্গত যৌক্তিকীকরণের অসংখ্য নজির পাওয়া গেছে, যা রেড+ কর্মসূচির জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।^{৩৮} জাতিসংঘের একজন কর্মকর্তা ২০০৭ সালে অনুমান করেছিলেন যে বাড়তি সুবিধা উৎপাদিত হয়েছে বলে অপরিাপ্ত তথ্যের কারণে অসঙ্গতভাবে ১৫-২০ শতাংশ ক্ষতিপূরণ ক্রেডিট প্রদান করা হয়েছে।^{৩৯} কর্মকর্তা বলেন, 'যৌক্তিকতা প্রতিপাদন হচ্ছে এই ব্যবস্থার একটি উন্মুক্ত শিখা। উন্নয়নকারীরা প্রকল্পে যা উল্লেখ করছেন তারা সেগুলোতে কেবল 'রাবার স্ট্যাম্পের ছাপ দিয়ে দিচ্ছেন'। তারপর প্রকল্প যখন শুরু হয়ে যায় তখন অনেক দেরি হয়ে যায়।'^{৪০}

আরেকজন সমালোচক দাবি করেছেন যে, প্রশ্ন করার মতো সিডিএম নির্গমন হ্রাস ক্রেডিটগুলো দুই-তৃতীয়াংশের বেশিও হতে পারে। তিনি বলেছেন, 'বাড়তি উৎপাদন বিচার করার বিষয়টি জানা বা এ নিয়ে কাজ করার যোগ্য নয়..... অতি ব্যবহৃত 'কেলেঙ্কারি' হচ্ছে একটি প্রস্তাবিত প্রকল্পকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যেন এটি নিজেই একটি অর্থনৈতিকভাবে লোকসানী মনে হয়, কিন্তু এতে সন্নিহিত বিষয় অনুযায়ী একবার ক্ষতিপূরণ আসতে শুরু করলেই তা লাভজনক।'^{৪১}

কার্বন সুবিধার অতিমূল্যায়ন

একবার একটি রেড+ কর্মসূচির প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হলে সেখানে কার্বন নির্গমন হ্রাস এবং যে কার্বন মজুদ বৃদ্ধির অতিমূল্যায়ন করার জন্য এমআরভি অংশগ্রহণকারীদের কাছে ভালো আর্থিক সুবিধা উপস্থিত হতে পারে। প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকরা রাষ্ট্রীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠী বা তাদের ব্যবসায়ী অংশীদারদের কবলে, জাতীয় এমআরভি সংস্থাসমূহ বা কোনো সদস্য রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়তে পারেন বা ঘুষের প্রস্তাব দেয়া হতে পারে যাতে তিনি একটি প্রকল্প প্রকৃতপক্ষে অর্জন করতে পারবে তার বেশি কার্বন সুবিধা পাওয়া যাবে বলে 'সত্যায়িত' করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের জন্য নির্গমন এড়ানোর বিষয়টি বাড়িয়ে বলা এবং কার্বন মজুদের স্থায়িত্ব সংক্রান্ত সমস্যা কমিয়ে বলা উভয় ক্ষেত্রে স্বার্থ রয়েছে।^{৪২} অন্ততপক্ষে স্বল্প মেয়াদে সরকারি কার্বন হিসাবরক্ষণ সংস্থাগুলো অধিকতর রেড+ কর্মসূচির অর্থ পাওয়ার জন্য গ্যাস নির্গমন হ্রাস এবং কার্বন মজুদ বৃদ্ধির বিষয়ে অতিমূল্যায়িত রিপোর্ট প্রদানের জন্য আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ পেতে পারে।^{৪৩}

সিডিএম কর্মসূচির অধীনে কার্বন হিসাবরক্ষণের এক সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় অনুমোদনকারী ও প্রকল্প পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এতে বলা হয়েছে যে প্রকল্প উন্নয়নকারীরা যাচাইকারী ও অনুমোদনকারী উভয়কেই অর্থ দিচ্ছে এবং প্রায়ই ব্যবসা পাওয়ার জন্য জোরালোভাবে প্রতিযোগিতা করে।^{৪৪} এতে ধারণা করা যায় যে যাচাইকারী সংস্থাগুলো বলা না হলেও কারো অনুকূলে

প্রকল্পের মূল্যায়ন করলে সরাসরি আর্থিক সুবিধা লাভ করতে পারে। মূল্যায়নকালে যদি তারা খুব কঠোর হয়, তাহলে ভবিষ্যতে তাদের জন্য কাজ পাওয়া কঠিন হতে পারে।

একটি প্রকল্পের কার্বন সুবিধা আরো অনেক উপায়ে অতি মূল্যায়ন করা হতে পারে। সবচেয়ে খারাপ উদাহরণ হচ্ছে— ইচ্ছাকৃতভাবে উপাত্ত বদলে দেয়া বা ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা। অন্যদিকে, যাচাইকারীরা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত প্রধান চলকগুলোর জন্য পদ্ধতি বাছাই, সম্পন্ন গ্রাউন্ড-টুথিংয়ের পরিমাণ, ক্ষেত্রভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য এলাকা নির্বাচন এবং তাদের হিসাব করার ক্ষেত্রে ধারণা যুক্ত করার মাধ্যমে তাদের বিশ্লেষণ ঘুরিয়ে দিতে পারে। যেমন— একটি বনায়ন প্রকল্পে কি পরিমাণ কার্বন সুবিধা পাওয়া যাবে তার ধারণাপ্রসূত হিসাবে অনেক তারতম্য হতে পারে, যা নির্ভর করছে চারা রোপণের ঘনত্ব, ব্যবহৃত প্রজাতির কার্বন ঘনত্ব, চারা মরে যাওয়ার হার, প্রকল্প এলাকা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং অন্যান্য পরিবর্তনশীল বিষয়ের ওপর।^{৪৫}

ভূয়া প্রকল্পের যাচাই

কিছু কিছু দেশে ধারণা করা যায় যে এমআরভি শাসন ব্যবস্থায় দুর্বলতার ফলে রেড+ প্রকল্প ‘যাচাইয়ের’ ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে প্রকল্পগুলো কখনই বাস্তবায়ন করা হয়নি। সোজা কথায় অনুমোদনকারী ও যাচাইকারী সংস্থাগুলোকে যেসব প্রকল্পের অস্তিত্ব নেই সেগুলো অনুমোদন করার জন্য সম্ভব হলে রাজনৈতিক চাপ বা ঘুষ প্রদান করে রাজি করানো হতে পারে।

ধরে নেয়া যায় যে লোভী প্রকল্প উন্নয়নকারী বা সরকারি কর্মকর্তারা যেসব বন এলাকায় খুব শিগগির বন ধ্বংস বা হ্রাস পাওয়ার হুমকির সম্মুখীন নয় যেসব বন এলাকার জন্য রেড+ অর্থ চাইতে পারেন। সে লক্ষ্যে তারা (বিভ্রান্তিকর হলেও) একটি যুক্তিসঙ্গত গল্প বলতে পারেন, এসব ভূয়া প্রকল্প বৈধ রেড+ প্রকল্প থেকে আলাদা করা কঠিন হতে পারে। মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন করা হলেও প্রকল্প মেয়াদকালে এসব বন রয়েছে ...বা দেখানো হলেও কার্বন নির্গমনের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হতে পারে। আপাতদৃষ্টি এই প্রয়াসে সফল হওয়ার পর তা ভূয়া পদ্ধতিতে রেড+ কর্মসূচিতে যুক্ত করা হতে পারে।

এমআরভি ব্যবস্থাটি এই ধরনের বড় জালিয়াতি বন্ধ করার জন্য প্রণয়ন করা সত্ত্বেও, বনায়ন ও অন্যান্য খাতে ভূয়া প্রকল্পে অর্থায়ন কিছু দেশে সাধারণ ঘটনা যা রেড+ কর্মসূচিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।^{৪৬} ইন্দোনেশিয়া সরকারের বনায়ন তহবিলের অর্থায়নে গাছ রোপণ ও বন পুনর্বাসন প্রকল্পের বেশ কিছু ঘটনা জানা গেছে যা কেবল কাগজপত্রেই রয়েছে।^{৪৭} এটি সম্ভব হয়েছে কেবল এই জন্য যে তহবিলের ব্যবহারে সীমিত স্বচ্ছতা এবং প্রকল্প এলাকায় কোন রকম পর্যবেক্ষণ ছাড়াই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অনেক রেড+ প্রকল্প অত্যন্ত প্রত্যন্ত এলাকায় হতে পারে যেখানে বাইরের যাচাই সম্পন্ন করার সুযোগ খুবই কম।

কার্বন ক্রেডিটের দু’বার গণনা ও জালিয়াতি ব্যবসা

বৈশ্বিক কার্বন বাজারের দ্রুত প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি কার্বন ক্রেডিটের ব্যবসায় বাণিজ্যিক জালিয়াতি একটি গুরুতর অপরাধ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিবেকহীন দালালরা কার্বন প্রকল্পের জন্য ভূয়া ক্রেডিট বিক্রি করেছে বলে জানা গেছে অথচ এমন প্রকল্পের কোন অস্তিত্বই নেই।^{৪৮} এমনকি প্রতিষ্ঠান গুলো একই ক্রেডিট (প্রকল্পের অস্তিত্ব থাকলেও) একাধিক ক্রেতার কাছে বিক্রি করতে পারে যা দু’বার গণনা রীতি হিসেবে পরিচিত।^{৪৯} এই ধরনের ঘটনা স্বচ্ছাভিত্তিক কার্বন বাজারে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

কারণ, এসব বাজারে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল এবং লেনদেনের বিষয়টি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যকার চুক্তির চেয়ে বেশি কিছু নয়।^{৫০}

এই অবস্থার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে কার্বন বাজার ভুয়া ব্যবসার জন্য ঝুঁকির সম্মুখীন। কার্বন ক্রেডিট নামে যে পণ্য বিক্রি হয় তা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় এবং অনেক ক্রেতার কাছেই বিষয়টির অনুধাবন অস্পষ্ট। কিয়োটো প্রটোকলের অধীনে গড়ে ওঠা কার্বন ক্ষতিপূরণ বাজারের জটিলতার বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপঃ

“কার্বন ক্ষতিপূরণ হচ্ছে যে কোনো সিকিউরিটিজের মতো যা তৈরি করা হয়েছে, অন্যান্য পণ্যের মতোই, যা বাজারে বিনিময় করার সময় ভৌত আকারে অন্যের কাছে হস্তান্তর করা যায় এবং কার্বন বাজার একটি অদৃশ্য বস্তুর সরবরাহ না থাকার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে” এর প্রেক্ষিতে কার্বন ক্রেতার বৈধ প্রকল্পগুলো থেকে ক্রেডিট করার ক্ষেত্রে দালাল ও প্রকল্প উন্নয়নকারীদের আশ্বাসের ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল থাকে।^{৫১}

অন্যদিকে, দালালরা এসব প্রকল্প থেকে কার্যকরভাবে গ্যাস নির্গমন হ্রাস হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুমোদন ও যাচাইকারী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। বহু মধ্যস্থত্ব ভোগীর ওপর এই নির্ভরশীলতার জন্য ক্রেতাদের কি কিনছেন তা প্রকৃতপক্ষে জানা প্রায়ই কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে জালিয়াতি করার সুযোগ থেকেই যায়।^{৫২} একজন তহবিল ব্যবস্থাপক বলেছেন, “অনেক সুযোগ সন্ধানী ঘুরে বেড়াচ্ছে দ্রুত কিছু পয়সা কামিয়ে নেয়ার জন্য”।^{৫৩}

এই ধরনের সমস্যা বিবেচনা করে রেড+ কর্মসূচির প্রবক্তারা রেড+ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশের জন্য বনের কার্বন ক্রেডিটের একটি জাতীয় নিবন্ধন তৈরির আহ্বান জানিয়েছে।^{৫৪} অনুরূপ ক্রেডিট নিবন্ধন হিসেবে জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজেকশন লগ গঠন করা হয়েছে ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম ব্যবস্থার অধীনে যাতে প্রত্যেক ঘোষিত ক্রেডিটের ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব রাখা যায়। উল্লেখ্য, কার্বন ক্ষতিপূরণ হিসাবে ক্রেডিট ক্রয় করার পর তা নিবন্ধন থেকে ‘বাদ’ দিতে হবে যাতে সেটি আবার বিক্রি করতে না পারা যায়। একবার নিবন্ধিত হওয়ার পর রেড+ কর্মসূচির ক্রেডিট সেচ্ছা ভিত্তিক বাজারে বিক্রি বন্ধ এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে ক্রয় করার পর তা কার্যত বাদ দেওয়া নিশ্চিত করলে কোন ধরনে সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকবে তা এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট নয়। এখনও পর্যন্ত সুস্পষ্ট হয়নি এই সুরক্ষা ব্যবস্থা থাক রেড+ কর্মসূচির ক্রেডিট নিবন্ধিত হওয়ার পর স্বেচ্ছাভিত্তিক বাজারে তার ব্যবসা বন্ধ না হওয়া নিশ্চিত হবে এবং যখন ক্ষতিপূরণ হিসেবে ক্রয় করা হবে তখন কার্যত তা বাদ দেয়া হবে।

কার্বন অধিকারের অপব্যবহার

তালিকায় এমন দেশের সংখ্যা বাড়ছে যেখানে বন-নির্ভর জনগোষ্ঠী কার্বন সংক্রান্ত জালিয়াতির শিকার হচ্ছে। রেড+ কর্মসূচি পুরোপুরি কার্যকর হলে বনের কার্বন থেকে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য মুনাফার বিষয়টি বিবেচনা করে কার্বন দালাল ও প্রকল্প উন্নয়নকারীরা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনের বিশাল এলাকার জন্য কার্বন অধিকার আয়ত্তে নেয়ার জন্য বেপরোয়াভাবে এগোচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুবাদে তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মালিকানাধীন বনাঞ্চলের কার্বন বিক্রির সুযোগ লাভের জন্য তারা প্রায়ই দেন দরবার করেন।

বনের বাসিন্দাদের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা উদ্বেগ ব্যক্ত করেছে যে এই ধরনের দর কষাকষি অবাধ ও উন্মুক্ত হবে না সেটাই স্বাভাবিক এবং তথ্য ও ক্ষমতার বৈষম্য থাকবে। স্থানীয় ভূমি মালিকদের অধিকার জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হতে পারে।^{৫৫} এমন কিছু ঘটনা রয়েছে যেখানে প্রকল্প উন্নয়নকারী ও

সরকারি কর্মকর্তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য খুবই প্রতিকূল বলে উল্লেখ করে কার্বন অধিকার পাওয়ার জন্য মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর দাবি জানিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।^{৫৬}

স্থায়ী ঝুঁকি এবং বনের কার্বন ক্রেডিটের নিরাপত্তা

রেড+ কর্মসূচির জন্য একটি মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে— বনের কার্বন গ্যাস নির্গমন হ্রাস প্রয়াস স্থায়ী হবে না। নিঃসন্দেহে, একটি বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে যে যদি যাচাইয়ের পর কোন এলাকার বনাঞ্চল নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে রেড+ কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জিত কার্বন সুবিধা প্রত্যাহার করে নেয়া হতে পারে। প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা যেমন খরা, কীটপতঙ্গ, আগুন, বন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য প্রকল্প পৃষ্ঠপোষকের ব্যর্থতা, অন্যান্য অংশীদারের দখলে নিয়ে নেয়া, অন্যভাবে ভূমির ব্যবহারের জন্য এলাকাটির অবস্থা পাল্টে দিতে উৎসাহ প্রদানকারী নীতিগত পরিবর্তন বা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবসহ বেশ কিছু কারণে এমনটি ঘটতে পারে।^{৫৭}

স্থায়ী না হওয়ার ঝুঁকির বিষয়টি কার্বন বাজারে বেচা কেনা করা রেড+ ক্রেডিটের জন্য বিশেষ করে সমস্যা সৃষ্টি করেছে।^{৫৮} ধারণা করা হচ্ছে যে যাচাইয়ের জন্য উঁচু মান নির্ধারিত হলে বনের কার্বন ক্রেডিট বাজারে প্রবেশ করার পর প্রভাব লাঘব ক্রেডিট এবং বাজারের অন্যান্য খাতের সুবিধা ইউনিটের সঙ্গে মিলে বিরাট রূপে দেখা দিতে পারে। অন্যান্য খাতের গ্যাস নির্গমনের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে যদি রেড+ ক্রেডিট ব্যবহৃত হলে তা গুরুত্বপূর্ণ। একজন বিশ্লেষকের ব্যাখ্যা হচ্ছে:

যখন আপনি ক্ষতিপূরণ দাবি করবেন তখন তা কার্যকর হবে না, জলবায়ু দু'বার শোষণের শিকার হবে, প্রথম কারণ হচ্ছে একই পরিমাণ বন পুরোপুরি কেটে ফেলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে মরা গাছগুলো গ্যাস গুঁষে নিয়েছে বলে ধারণার ভিত্তিতে উষ্ণায়নের দায়ী বাড়তি বিপুল পরিমাণ গ্যাস বায়ুমণ্ডলে অবমুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ গ্যাস নির্গমন রোধ করেছে— ফলে তা দ্বিগুণ হয়েছে।^{৫৯}

বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি এমন যে কার্বন ক্ষতিপূরণ বাজার ভালভাবে করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রেতাদের এই অবস্থা জোরদার হয় যে, তারা যে ক্রেডিট ক্রয় করছে তা দীর্ঘ সময়ে মূল্য ধরে রাখবে। রেড+ কর্মসূচির অধীনে প্রাপ্ত ক্রেডিটের জন্য স্থায়িত্ব না থাকার বিষয়টি যদি একটি বিশেষ ঝুঁকি হিসেবে প্রমাণিত হয়। তাহলে ধারণা করা যায় যে ক্রেতারা শর্ত মেনে চলার পর্যায়ে ক্ষতিপূরণের ক্রেডিট ক্রয় করার জন্য অন্যান্য খাতের দিকে ঝুঁকবে।

অস্থায়ীত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাণিজ্যিক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য রেড+ পরিকল্পনাকারীরা এসব ঝুঁকি যাচাই-বাছাই করার মাধ্যমে বিভিন্ন কৌশলসহ নানা ধরনের দায় কৌশল গ্রহণের চিন্তা ভাবনা করছেন।^{৬০} একদিকে রয়েছে আরো সীমিত সময়ের জন্য ক্রেডিট ইস্যু করা ও রঞ্জক হিসেবে প্রকল্প ক্রেডিটের একটি অংশ ধরে রাখা। অন্যদিকে, রয়েছে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন রকমের ঝুঁকি, বীমা ও অভিন্ন দায়।^{৬১} গ্যাস নির্গমন হ্রাস পাওয়ার ধারা পাল্টে যাওয়ার ফলে, কে কাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়িত্ব নেবে, বন কার্বন নির্গমনের জন্য দায় প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে এসব নিঃসন্দেহে তা নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে।

তবে, রেড+ কর্মসূচিতে দায় কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা এক ধরনের নৈতিক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।^{৬২} বিবেচনায় রাখতে হবে যে প্রকল্প মালিকরা সচেতন রয়েছে যে তাদের প্রকল্পগুলোর দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য নিশ্চিত। তাদের মধ্যে একটি এমন প্রচলিত উৎসাহ কাজ করতে পারে যে প্রকল্প এলাকার ব্যবস্থাপনার জন্য তাদের অঙ্গীকার করা সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে বিশেষ করে ক্রেডিট বাস্তবায়ন কালের

প্রথম দিকেই যদি পাওনা অর্থের উল্লেখযোগ্য অংশ পরিশোধ করা হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকতা তাদের দায়িত্ব থেকে সরে যেতে পারে যদি প্রাথমিক যাচাইয়ের বাইরে এগুলোর ব্যবস্থাপনার চেয়ে এই বিষয়টি বেশি লাভজনক বিবেচিত হয়।

রেড+ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী অনেক দেশে বাণিজ্যিক ও বন আইনের প্রয়োগে দুর্বলতার বিষয়টি বিবেচনা করলে ধারণা করা যায় যে জাতীয় সরকারগুলোকে হয়তো নিশ্চয়তা দিতে হতে পারে যে প্রকল্প মালিকরা তাদের চুক্তির শর্ত পূরণ করবে। যদি প্রকল্প মালিকরা স্থায়ী ক্রেডিটসহ তাদের শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয় বা পালিয়ে যায়, তাহলে পুরো দায় বিক্রেতা দেশের সরকারের ওপর বর্তাবে।^{৬৩} এই ধরনের পরিস্থিতিতে বেসরকারি পর্যায়ের ঝুঁকি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করতে হবে— যেখানে দুর্নীতি ও জালিয়াতির পুরোপুরি সুযোগ রয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত প্রকল্প মালিকরা দায় বা ক্ষতি সরকারের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের মুনাফা সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে এ ধরনের ব্যবস্থাকে কাজে লাগাতে পারে।

রেড+ কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট ‘স্থায়ী’ ঝুঁকি এবং অন্যান্য খাতের গ্যাস নির্গমন ক্রেডিট ব্যবহারের বিষয়গুলো মোকাবেলার জন্য আর্থিক নিরাপত্তার নতুন ধরন গড়ে তোলার ফলে বৈশ্বিক কার্বন ব্যবসার পদ্ধতিগত দুর্বলতা সম্পর্কে মৌলিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকসংখ্যক বিশ্লেষক প্রশ্ন তুলেছেন যে কার্বন ব্যবসার জন্য দ্রুত সম্প্রসারণশীল বৈশ্বিক বাজার আরেকটি আর্থিক বুদ্ধবুদ্ধ তৈরি করবে কিনা যা এক সময় মিলিয়ে যাবে।^{৬৪} উদ্ভট আর্থিক ব্যবস্থার অভ্যুদয়ের প্রভাবে ফুলে ফেঁপে ওঠা সাম্প্রতিককালের মার্কিন হাউজিং বুদ্ধবুদ্ধের বিষয়টি ভুলে যাওয়া কঠিন।

কার্বন ক্রেডিট হচ্ছে একটি ভিন্ন ধরনের চুক্তি যার মাধ্যমে একজন সরবরাহকারী ভবিষ্যতে একটি সম্মত সময়ে একটি পণ্য (কার্বন গ্যাস নির্গমন হ্রাস) সরবরাহ করতে একমত হয়েছে। নতুন ও জটিল আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কার্বন ক্রেডিট সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলোকে যুক্ত করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল আরো বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে এসব ঝুঁকি ছড়িয়ে দিচ্ছে না বরং এসব ঝুঁকিকে আরো বাড়িয়ে তুলছে।^{৬৫}

গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার মাধ্যমে উৎপাদিত সকল ক্রেডিটসহ সম্পদের মূল্য অনুমোদন ও যাচাইয়ের গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রেড+ কর্মসূচির অধীনে উৎপাদিত ক্রেডিটের মূল্য নির্ধারণে বাজারের ব্যবস্থাপকরা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন সেগুলো হচ্ছে: অধিকাংশ প্রকল্পের অবস্থান হচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে; অনেক উন্নয়নশীল দেশে এমআরভি কর্মসূচি হচ্ছে দুর্বল ও রাজনৈতিক প্রভাবিত এবং বনের কার্বন গ্যাস নির্গমন হ্রাস প্রক্রিয়ার স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করা কঠিন। বনের কার্বন ক্রেডিটের সমর্থনে তৈরি সিকিউরিটির নিশ্চিত করার জন্য ক্রেতাদের হাতে তেমন কোনো হাতিয়ার নেই যার মাধ্যমে তারা জানতে পারে এগুলোর প্রকৃত মূল্য কত।^{৬৬}

এসব কিছু মিলে বিপদের আভাস পাওয়া যাচ্ছে এবং আর্থিক জালিয়াতি ও পদ্ধতিগত ঝুঁকি সম্ভাবনা রয়েছে। স্বচ্ছতা ও কার্যকর বিধান না থাকার কারণে অত্যন্ত বাস্তব সম্ভাবনা রয়ে গেছে যে অনেক বিনিয়োগকারী এমন দামে সম্পদের মালিকানা ধরে রাখতে পারেন যার প্রকৃত মূল্য অনেক কম। বাজারের ব্যবস্থাপকদের মধ্যে এই ব্যবস্থায় কিভাবে ‘খেলতে’ হয় তা জানেন তারা বিরাট মুনাফা করতে পারেন। অন্যদিকে, অন্যরা ব্যাপক লোকসান গুণবেন। তাছাড়া হাউজিং খাতে সম্প্রতি বাজারে সৃষ্ট বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একটি আর্থিক সংকটের মতোই কার্বনের বাজারে অনুরূপ ঘটনা ঘটতে পারে—

এই পৃথিবীতে জীবনযাপনের ওপর যার অনেক প্রভাব দেখা দিতে পারে।

টিকা

১. ক্রিস্টোফার বার উডস এন্ড ওয়েসাইড ইন্টারন্যাশনাল পরিচালক এবং সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ফরেস্ট্রি রিসার্চ (সিআইএফওআর) সংস্থার সাবেক সিনিয়র বিজ্ঞানী।
২. নিকোলাস স্টার্ন, *দি ইকোনোমিকস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ* (স্টার্ন পর্যালোচনা) (ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০০৬)।
৩. জর্জ কিন্ডারম্যান সম্পাদিত, গ্লোবাল কস্ট এস্টিমেটস অফ রিডিউসিং কার্বন ইমিশনস থ্রু এভয়ডেড ডিফরেস্টেশন', জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমির কর্মপত্র, ভলিউম ১০৫ (২০০৮), পৃষ্ঠা, ১০৩০২-১০৩০৭।
৪. লিডিয়া ওলান্ডার ও অন্যান্য, *ইন্টারন্যাশনাল ফরেস্ট কার্বন গ্র্যান্ড দি ক্লাইমেট চেঞ্জ চ্যালেঞ্জস: ইস্যুস গ্র্যান্ড অপশন্স* (ডারহাম, এনসিঃ নিকোলাস ইন্সটিটিউট ফর ইনভায়রনমেন্টাল পলিসি সল্যুশন্স, ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯) পৃষ্ঠা, ২৬-২৭।
৫. সংশ্লিষ্ট কার্বন ক্রেডিট ইতোমধ্যে জাতিসংঘের অর্থায়নে ক্লিন ডেভেলপমেন্টের আওতায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং বর্তমানে স্বেচ্ছা কার্বন বাজারে এ নিয়ে বাণিজ্য হচ্ছে। ২০০৯ সালে ডিসেম্বরে কোপেনহেগেনে কপ-১৫ সম্মেলনে রেড+ বিষয়ে একটি আইগত চুক্তি করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যর্থতার অর্থ হলো ২০১০ সালের নভেম্বর ডিসেম্বরে মেক্সিকোর কানকুনে কপ-১৬ ছাড়া ও এর আইনী কাঠামো নিয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। ২০১০ সালের মে মাসে অসলোতো বন ও জলবায়ু সম্মেলনে প্রায় ৫৮টি দেশ একটি অন্তর্বর্তী রেড+ অংশীদারিত্ব চুক্তির ব্যাপারে সম্মত হয়। তবে এর আইনগত ভিত্তি নেই।
৬. চারলট স্ট্রিক ও অন্যান্য, রেড+ ইনস্টিটিউশনাল অপশন্স অ্যাসেসমেন্ট: ডেভেলপিং অ্যান ইফিসিয়েন্ট ইফেকটিভ গ্র্যান্ড ইকুইটেবল ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর রেড+ আন্ডার দি ইউএনএফসিসিসি (ওয়াশিংটন, ডিসিঃ মেরিডিয়ান ইন্সটিটিউট ২০০৯)।
৭. প্রাপ্ত। এ ধরনের সিওপি(কপ) সমর্থিত তহবিল রেড+ কর্মকান্ডের সহায়তায় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অথবা জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে অর্থায়নে ব্যাপক ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে।
৮. প্রাপ্ত।
৯. প্রাপ্ত।
১০. প্রাপ্ত।
১১. পিটার রিগ্জ, 'ফাউন্ডেশন্স ফর রিড? দি ডিবেট অন "অ্যাভয়েডেড ডিফরেস্টেশন"বালিতে পক্ষগুলোর ইউএনএফসিসিসি'র সম্মেলনে অপ্রকাশিত স্ক্রিপ্ট, ২০০৮।
১২. শিলা ওয়টিজ - কাননিকফ ও আরিল্ড এনজেলস, 'গ্লোবাল গ্র্যান্ড ন্যাশনাল রেড+ আর্কিটেকচার', আরিল্ড এনজেনসেন ও অন্যান্য, *রিয়ালাইজিং রেড+: ন্যাশনাল স্ট্রাটেজি গ্র্যান্ড পলিসি অপশন্স* (বগড়, ইন্দোনেশিয়াঃ সিআইএফওআর, ২০০৯) পৃষ্ঠা, ১৩-২৪।
১৩. আরিল্ড ভ্যান ও আরিল্ড এনজেনসেন, 'অপশন্স ফর এ ন্যাশনাল রেড+ আর্কিটেকচার', আরিল্ড এনজেনসেন ও অন্যান্য (২০০৯), পৃষ্ঠা, ৫৭-৭৪।
১৪. ইউএনএফসিসিসি নির্দেশাবলী অনুযায়ী, রেড+ তহবিল সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডে এবং বন কার্বন পরিবর্তন চলক মোকাবেলায় নীতি ও পদক্ষেপের জন্য গঠন করা যেতে পারে। দেখুন ভ্যান ও এনজেনসেন (২০০৯)।
১৫. আরিল্ড এনজেনসেন, 'হাউ ডু উই সেট দি রেফারেন্স লেভেলস ফর রিড পেমেন্টস?', আরিল্ড এনজেনসেন সম্পাদিত, *মুভিং এহেড উইথ রেড: ইস্যুজ, অপশন্স গ্র্যান্ড ইমপ্রিকেশন্স* (বগড়, ইন্দোনেশিয়াঃ সিআইএফওআর ২০০৮), পৃষ্ঠা, ৫৩-৫৪।
১৬. মার্টিন হিরোল্ড ও মার্গারেট স্কুসি, 'মেজারমেন্ট রিপোর্টিং গ্র্যান্ড ভেরিফিকেশন ফর রেড+: অবজেকটিভস, ক্যাপাসিটিজ গ্র্যান্ড ইনস্টিটিউশন্স', সিআইএফওআর (২০০৯), পৃষ্ঠা, ৮৫-১০০।
১৭. লুইস ভারচট ও ইলানা পেটকোভা, *দি স্টেট অফ রেড নিগোসিয়েশন্স* (বগর, ইন্দোনেশিয়াঃ সিআইএফওআর, ২০১০)।

১৮. ওয়ার্টস কাননিকফ ও এনজেলসেন (২০০৯)।
১৯. দেখুন Avoided de-forestation partners.org., ‘রেড মেথোডলজী ফ্রেমওয়ার্ক: ভার্সন ওয়ান পয়েন্ট জিরো’, এপ্রিল, ২০০৯।
২০. আরিল্ড এনজেনসেন ও শিলা ওয়ার্টজ কাননিকফ, ‘হোয়াট আর দি কি ডিজাইন ইস্যুজ ফর রেড এ্যান্ড দ্য ক্রাইটেরিয়া ফর অ্যাসেসিং অপশন্স?’, আরিল্ড এনজেনসেন সম্পাদিত, মুক্তি এহেড উইথ রেড: ইস্যুজ, অপশন্স এ্যান্ড ইমপ্লিকেশন্স (বগড়, ইন্দোনেশিয়া: সিআইএফআর ২০০৮), পৃষ্ঠা, ১১-১২।
২১. শিলা ওয়ার্টজ - কাননিকফ ও লুইস ভারচট, ‘হাউ ক্যান উই মনিটর, রিপোর্ট এ্যান্ড ভেরিফাই কার্বন ইমিশন্স ফ্রম ফরেস্টস?’, এনজেলসেন সম্পাদিত (২০০৮), পৃষ্ঠা, ৮৭-৯৮।
২২. হ্যারল্ড ও স্কুতসি (২০০৯)।
২৩. গ্লোবাল অবজারভেশন অব ফরেস্ট এন্ড ল্যান্ড কভার ডাইনামিক্স (জিওএফসি-গোল্ড) এনথ্রোপজেনিক, গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং এর প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি এবং বৃক্ষ নিধনের কারণ দূরীকরণ, অবশিষ্ট বনে কার্বন মজুদের ক্ষতি ও অর্জন এবং বনায়ন (অটোয়া: প্রাকৃতিক সম্পদ কানাডা, ২০০৮) জমি ব্যবহার পরিবর্তনের সঙ্গে মোট কার্বন নিঃসরণ নিরূপণের উদ্দেশ্য হলো: নতুন জমি ব্যবহারের পাশাপাশি নিঃসরণের মাত্রা অবশ্য পরিমাপ করতে হবে। ওয়ার্টজ কাননিকফ ও ভারচট এর মতে, নিঃসরণের মাত্রা পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট রকমফের এর উপর নির্ভর করে : গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনাঞ্চল সয়াবিনে রূপান্তর, ভুট্টা অথবা ধান ৬০ শতাংশের বেশি নিঃসরণ করে যা কদুর তেল তৈরি করতে যে পরিমাণ নিঃসরণ ঘটে তার চেয়ে বেশি।
২৪. ডেনিয়েল মারদিয়ারসো ও অন্যান্য, ‘হাউ ডু উই মিজার এ্যান্ড মনিটর ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন?’ এনজেলসেন সম্পাদিত (২০০৮), পৃষ্ঠা, ৯৯-১০৬।
২৫. তানজা হেভমেন ও অন্যান্য, রেড+ এমআরবি সিস্টেম এর অংশ হিসেবে টেরেস্ট্রিয়াল কার্বন পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণ: বৈজ্ঞানিক অবস্থা ও নীতি নির্ধারকদের প্রভাব, পলিসি ব্রীফ নম্বর পাঁচ (ওয়াশিংটন, ডিসি: টেরেস্ট্রিয়াল কার্বন গ্রুপ, ২০০৯)।
২৬. মার্টিন হিরোল্ড, ‘এ্যান অ্যাসেসমেন্ট অফ ন্যাশনাল ফরেস্ট মনিটরিং ক্যাপাবিলিটিস ইন ট্রপিক্যাল নন অ্যানক্স কান্ট্রিজ: রিকমন্ডেশন্স ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং’ (জিনা: জিওএফসি-গোল্ড ল্যান্ড কভার প্রজেক্ট অফিস, ফ্রেডরিক স্কীলার বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯)।
২৭. হিরোল্ড ও স্কুতসি (২০০৯)।
২৮. ব্রায়ান মারে ও অন্যান্য, ‘ফরজিং এ প্যাথ ফর হাই কোয়ালিটি কমপ্লিয়ান্স রেড ক্রেডিট’, রিপোর্ট নম্বর ০৯-০৬ (ডারহাম, এনসি : নিকোলাস ইন্সটিটিউট ফর ইনভায়রনমেন্টাল পলিসি সল্যুশন্স, ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯)।
২৯. উইলিয়াম সানডারলিন ও স্টিভ নিয়াতি আমাদজা, ‘ইচ রেড+এ্যান আইডিয়া হুজ টাইম হ্যাজ কাম, অর গ্যান?’ এনজেলসেন ও অন্যান্য (২০০৯), পৃষ্ঠা, ৪৫-৫৩।
৩০. ইমিলা হারওয়েল, ‘ওয়াইল্ড মানি’: দি হিউম্যান রাইটস কনসিকুয়েন্স অফ ইলিগ্যাল লগিং এ্যান্ড করাপশন ইন ইন্দোনেশিয়া’স ফরেস্ট্রি সেক্টর (নিউইয়র্ক: হিউম্যান রাইট ওয়াচ, ২০০৯), সাম্প্রতিক ইন্দোনেশিয়ার বনায়ন তহবিল সংক্রান্ত সিআইএফও আর প্রতিবেদনে এমন কিছু টার্মের কথা বলা হয়েছে যেগুলো অন্যান্য অনেক দেশের বনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্রিস্টোফার বার এট অল, সুহার্দি পরবর্তী সময়ে ইন্দোনেশিয়ার বনায়ন তহবিল ও অর্থনৈতিক শাসন, ১৯৮৯-২০০৯: রেড+ থেকে অর্জিত শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, অনানুষ্ঠানিক নম্বর পত্র ৫২ (বগর, ইন্দোনেশিয়া: সিআইএফওআর, ২০১০)।
৩১. লুকা ট্যাকোনি ও অন্যান্য, ‘এন্টি করাপশন পলিসিস ইন দি ফরেস্ট সেক্টর’, এনজেলসেন সম্পাদিত (২০০৯), পৃষ্ঠা- (১৬৩-১৭৪)
৩২. মিশেল রস, ‘টিম্বার বুন্স এ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল ব্রেকডাউন ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া’(ক্যামব্রিজ: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০১)।
৩৩. প্রাণ্ডু, ডেভিড ব্রাউন, ‘এডিকটেড টু রেন্ট: কর্পোরেট এ্যান্ড স্পাশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ফরেস্ট রিসোর্সেস ইন ইন্দোনেশিয়া: ইমপ্লিকেশন অফ ফর ফরেস্ট সাসটেনেবিলিটি এ্যান্ড গভর্নমেন্ট পলিসি’, (জাকার্তা:

ইন্দোনেশিয়া - যুক্তরাজ্য গ্রীষ্মমন্ডলীয় বন ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি, ১৯৯৯)।

৩৪. এ ধরনের অঞ্চলিক অংশীদারিত্বের একটি উদাহরণ হলো, সেন্ট্রাল আফ্রিকান ফরেস্ট ওয়াচডগ। এ সংস্থা ক্যামেরুন, কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, ইকুয়টোরাল গিনি ও গ্যাবনসহ মধ্য আফ্রিকার বন কমিশনের সদস্যদের নিয়ে গঠিত; ওয়ার্ল্ডজ কাননিকফ ও ভারচট (২০০৯)।
৩৫. মুরে ও অন্যান্য (২০০৯)।
৩৬. মার্ক শাপিরো, 'কনিং দি ক্লাইমেটঃ ইনসাইড দি কার্বন-ট্রেডিং শেল গেম', হার্পার্স ম্যাগাজিন, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা-৩৬।
৩৭. প্রাণ্ডজ, অনুসন্ধানী সাংবাদিক মার্ক শাপিরো যুক্তি দেখিয়েছেন, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস প্রকল্প বৈধ ও যাচাই করতে জাতিসংঘের নজরদারি সীমিত। জাতিসংঘ ডেজিগনেটেড অপারেশনাল এনটিটি (ডিওই) মূল্যায়নের জন্য কেবল একটি উপায় উদ্ভাবন ও উপস্থাপন করেছে।
৩৮. মিশেল ব্রাউন, 'লিমিটিং করাপ্ট ইনসেনটিভস ইন এ গ্লোবাল রেড রেজিম', ইকোলজি ল' কোয়ার্টারলি, ভলিউম ৩৭ (২০১০), পৃষ্ঠা, ২৩৭-২৬৭।
৩৯. শাপিরো (২০১০)।
৪০. প্রাণ্ডজ।
৪১. প্যাট্রিক ম্যাককুলি, 'গার্ডিয়ানঃ কিয়োটো কার্বন ট্রেডিং স্ট্রাটেজি ডিসক্রেডিটেড', ২১ মে ২০০৮। দেখুন www.internationalrivers.org/node/2851।
৪২. লুসা টাকোনি সম্পাদিত, 'এন্টি করাপশন পলিসিস ইন দি ফরেস্ট সেক্টর এ্যান্ড রেড+', এনজেলসেন ও অন্যান্য সম্পাদিত (২০০৯), পৃষ্ঠা, ১৬৩-১৭৪।
৪৩. যদিও এ ধরনের চর্চা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। তবে প্রকৃতপক্ষে এটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেড+ তহবিলের মধ্যস্থতায় ফল বয়ে আনে।। র‍াষ্ট্রনায়করা তাদের স্থায়িত্বের ব্যাপারে অনিশ্চয়তার কারণে সম্পদ থেকে সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়ের সুবিধা ভোগ করে। (রস, ২০১১)
৪৪. শাপিরো (২০১০)। কিছু ক্ষেত্রে পর্যালোচনাকারী ও প্রকল্প প্রণয়নকারীদের মধ্যে স্বার্থগত দ্বন্দ্ব সরাসরি হয়ে থাকে। ব্যাপক বিশেষায়িত নতুন শিল্পের হাজার লোক সত্যিকার ভাবেই বুঝতে পারে সিডিএম প্রকল্প কিভাবে কাজ করে. . .এটা ভেলিডেটর ও ভেরিফায়ারদের জন্য সাধারণ ঘটনা নয়।
৪৫. ওমর মাসেরা ও অন্যান্য, 'মডেলিং কার্বন সিকোস্ট্রেশন ইন অ্যাফোরেস্টেশন এগ্রোফরেস্ট্রি এ্যান্ড ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টস: দি সিওটুএফআইএক্স- ভলিয়াম টু অ্যাপ্রোচ', ইকোলজিক্যাল মডেলিং ১৬৪ (২০০৩), পৃষ্ঠা, ১৭৭-১৯৯।
৪৬. গ্রিনপিস, এ ফিউচার ফর ফরেস্টস: এন অ্যামাজন কেইস স্টাডি, (আমস্টার্ডামঃ গ্রিনপিস, ২০০৮); ফিল অয়োনা ও অন্যান্য, 'গ্রীন এ্যান্ড ব্লাক গোল্ড ইন রুরাল ক্যামেরুন: ন্যাচারাল রিসোর্সেস ফর লোকাল গভর্নেন্স, জাস্টিস এ্যান্ড সাসটেইনাবিলিটি', ইনভায়রনমেন্ট গভর্নেন্স ইন আফ্রিকা, ওয়ার্কিং পেপার ২২, ২০০৬।
৪৭. বার ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা-১৫। রয়টার্স, 'গ্রাফট থ্রোটেনস ইন্দোনেশিয়া'স কার্বন অফসেট বিলিয়ন্স: রিপোর্ট', ১২ জানুয়ারি ২০১০।
৪৮. ডেলিয়াতি, কার্বন ক্রেডিট ফ্রয়েডঃ দি হোয়াইট কলার ক্রাইম অফ দি ফিউচার (সিডনিঃ ডেলিয়াতি, ২০০৯), পৃষ্ঠা, ২, 'ইন্টারপোল ইজ ওয়ার্নিং ইইউ মেম্বার কান্ট্রিজ অফ "বণ্ডজ" কার্বন ক্রেডিটস দিট আর বিং সোল্ড ইন দি মার্কেট'।
৪৯. ফিনানসিয়াল টাইমস্ (যুক্তরাজ্য), 'বিওয়ার দি কার্বন অফসেটিং কাউ বয়েস', ২৬ এপ্রিল ২০০৭।
৫০. প্রাণ্ডজ।
৫১. শাপিরো (২০১০)।
৫২. প্রাণ্ডজ।
৫৩. ফিনানসিয়াল টাইমস্ (যুক্তরাজ্য), ২৬ এপ্রিল ২০০৭।
৫৪. স্ট্রিক ও অন্যান্য (২০০৯)।
৫৫. ফরেস্টস্ পিপলস প্রোগ্রাম (এফপিপি), ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস রাইটস এ্যান্ড রিডিইজড ইমিশনস ফ্রম রিডিইজড

- ডিফরেন্সেশন এ্যান্ড ফরস্ট ডিগ্রেডেশন:দি কেইস অফ দি সারামাকা পিপল আরসেস সুরিনাম (মরিতন ইন-মার্স, যুক্তরাজ্য: এফপিপি, ২০০৯); টম গ্রিফিটস্ সিয়িং “রেড”? “অ্যাভয়েডেড ডিফরেন্সেশন” এ্যান্ড দি রাইটস্ অফ ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস্ এ্যান্ড লোকাল কমিউনিটিজ (মেরিটন-ইন-মার্স:এফপিপি, ২০০৭).
৫৬. দি এজ (অস্ট্রেলিয়া), ‘কার্বন স্ক্যান্ডাল স্নেয়ার্স অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানী’, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯; দি এজ (অস্ট্রেলিয়া), ‘পিএনজি’স পিএম নিফিউ পুসিং কার্বন ডিল্‌স্’, ৩ জুলাই ২০০৯।
৫৭. মিশেল ডাটসকি, ‘হাউ ডু উই ইনসিওর পারমোনাস অ্যান্ড অ্যাসাইন লাইয়াবিলিটি’, এনজেলসেন সম্পাদিত (২০০৮), পৃষ্ঠা, ৭৭-৮৬।
৫৮. প্রাপ্ত।
৫৯. দি নেশন (যুক্তরাষ্ট্র), ‘দি রং কাইন্ড অব গ্রিন’, ২২ মার্চ ২০১০।
৬০. ডাটসকি (২০০৮)।
৬১. প্রাপ্ত।
৬২. বার সম্পাদিত (২০১০), পৃষ্ঠা-৩৩।
৬৩. প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা-৮০।
৬৪. মিশেল চ্যান, সাবগ্রাইম কার্বনঃ রি-থিংকিং দি ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট নিউ ডেরিভেটিস মার্কেট (ওয়াশিংটন, ডিসিঃ ফ্রেন্ডস অব দি আর্থ, ২০০৯); ল্যারি লোহম্যান, নিউলিবারিজম এ্যান্ড দি কালকুলেবল ওয়ার্ল্ড: দি রাইজ অফ কার্বন ট্রেডিং’, স্টিফান বম ও সিদ্ধার্থ দেবী সম্পাদিত আপসেটিং দি অফসেট: দি পলিটিক্যাল ইকোনোমি অফ কার্বন ট্রেডিং (লন্ডনঃ মেয়ফাই বুকস্, ২০০৯), পৃষ্ঠা, ২৫-৪০; রোলিং স্টোন (যুক্তরাষ্ট্র), ‘দি থ্রেট আমেরিকান বাবল মেশিন’, ৯-২৩ জুলাই ২০০৯।
৬৫. প্রাপ্ত।
৬৬. চ্যান (২০০৯)।

৬.৩.১

কাল্পনিক ভারসাম্য

পাপুয়া নিউগিনিতে কার্বন ব্যবসা ও ভূমি অধিকার

সারাহ ডিক্সন^১

পাপুয়া নিউগিনিতে রয়েছে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বৃষ্টি বিধৌত বনাঞ্চল। সরকার বন উজাড় ও বন ধ্বংস ঠেকিয়ে কার্বন নিঃসরণ (রেড) কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রিডিউসিং এমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টেশন এন্ড ডিগ্রেডেশন (রেড) কর্মসূচির কাঠামোর আওতায় সম্পদকে কার্বন ব্যবসার রাজস্বে পরিণত করার আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। আইন না থাকা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ব্যাপারে বিতর্ক এবং আক্ষরিক অর্থেই হাজার হাজার প্রচলিত ভূমি মালিকদের সঙ্গে জটিলতার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা ও শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।^২

২০০৮ সালের মার্চ মাসে সরকার অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। অস্ট্রেলিয়া ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক কার্বন বাজারে অংশগ্রহণ করতে এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কৌশলগত নীতি সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য রিডিউসিং এমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টেশন এন্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন (রেড) কৌশলে সহযোগিতা এবং পাপুয়া নিউগিনিকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।^৩ ২০০৯ সালের জুন মাসে অস্ট্রেলিয়া পাপুয়া নিউগিনি বন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে বন খাতে বৃহত্তর সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়।

এসব চুক্তি ছাড়াও ২০০৯ সাল পর্যন্ত পাপুয়া নিউগিনিতে কার্বন ব্যবসা সংক্রান্ত কোন অভ্যন্তরীণ নীতি বা বিশেষ কোনো আইন ছিল না।^৪ বেশ কয়েকটি রেড কৌশলগত পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করা হলেও কোনোটিই সরকারের সার্বিক অনুমোদন লাভ করেনি; বিশেষ করে ড্রাফট ফরেস্ট্রি এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন জাতীয় বন কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন করেছিল। এছাড়া, অন্তর্বর্তী রেড কৌশল খসড়া প্রণয়ন করেছিল অফিস ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি (ওসিসিইএস)। ওসিসিইএস প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে ২০০৮ সালে গঠন করা হয়েছিল প্রাথমিকভাবে রেড থেকে পাওয়া সম্ভাব্য তহবিলের ব্যবস্থাপনার জন্য।^৫ নানা কারণে এটি জনগণের সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল।

পাপুয়া নিউগিনিতে রেড কৌশলের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

২০০৯ সালে ওসিসিইএস ১ মিলিয়ন টন কার্বনের জন্য কমপক্ষে ৪০টি ভবিষ্যৎ রেড ক্রেডিটের জন্য সার্টিফিকেট প্রদান করেছিল।^৬ প্রকল্পগুলোর অন্যতম হচ্ছে কামুলা দুসো অক্ষত বর্ষা বনাঞ্চল যার আয়তন হচ্ছে ৮ লাখ হেক্টর। ভূমির মালিকানার প্রশ্নে একটি দীর্ঘ মেয়াদী আইনী লড়াইয়ে বিষয়টি আটকা পড়েছে। আদালতে বিষয়টি মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কেউ এ স্থানটি স্পর্শ করতে পারবে না বলেই মনে হয়।^৭

আরো অভিযোগ রয়েছে যে এই বিষয়টিতে বিদ্যমান আইন ও সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে।^৮ কার্যত: প্রচলিত ভূমি মালিকদেরকে সম্পত্তি ও কার্বন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাড়া দিয়ে ওসিসিইএস দাবি করেছে যে যেহেতু এসব এলাকায় রাষ্ট্র ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট এগ্রিমেন্ট (এফএমএ) যা কাঠ আহরণের সুবিধা আদায় করে থাকে। তবে, বিষয়টি সত্যি যে বন আইন অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এফএমএ'র প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত করেনি। এগুলো আগে কেবল রাষ্ট্রের পক্ষে কাঠ আহরণের জন্য^৯ কাজে

লাগানো হয়েছিল এবং রেড ক্রেডিটের অধীনে জারি করা বিদ্যমান এফএমএ কার্বন বিষয়ে কোনো কিছুই উল্লেখ করেনি।

এছাড়া, বন আইন ও বন নীতি বর্তমানে পাপুয়া নিউগিনিতে বন থেকে রাজস্ব আদায়ের ভাগাভাগি নির্ধারণ করে। হিসাব অনুযায়ী, কাঠের রয়্যালটি বাবদ আহরিত রাজস্ব সাধারণ ৩:১ অনুপাতে ভূমি মালিক ও সরকারের মধ্যে বন্টন করা হয়।^{১০} কার্বন ব্যবসার ক্ষেত্রে ভূমি মালিকরা সমভাবে লাভবান হবে কিনা, তা অস্পষ্ট। পরিবেশবাদী গ্রুপগুলোর আশঙ্কা হচ্ছে যে কার্বন ব্যবসার অধিকাংশ অর্থ ওসিসিইএস পরিচালনা এবং ভূমি মালিকদের পক্ষে লেনদেন করার জন্য মধ্যস্থত্বভোগীদের জন্য ব্যয় হবে। রেড কৌশল থেকে আহরিত কাক্ষিত বিপুল রাজস্ব স্বচ্ছতার সঙ্গে এবং অংশীদারদের তদারকিতে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা না গেলে বন সম্প্রদায় রেড কৌশলের কোনো সুবিধাই না পাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।

টিকা

১. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল পাপুয়া নিউগিনি।
২. কারিগরি ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ, দেখুন স্টিফেন হাউয়েস, ‘চিপ বাট নট ইজি: দি রিডাকশন অফ গ্রীনহাউজ গ্যাস ইমিশন ফ্রম ডিফরেন্সেশন ইন পাপুয়া নিউগিনি’ *প্যাসিফিক ইকোনোমিক রুলেটিন*, ভলিউম ২৪ (২০০৯), পৃষ্ঠা- ১৩০-১৪৩।
৩. পাপুয়া নিউ গিনি-অস্ট্রেলিয়া বন কার্বন অংশীদারিত্ব, ৬ মার্চ ২০০৮, দেখুন www.climatechange.gov.au।
৪. জাতিসংঘ-রেড নীতি বোর্ডে উপস্থাপিত পাপুয়া নিউগিনি-জাতিসংঘ-রেড কর্মসূচির খসড়া পত্র, ৯-১০ মার্চ ২০০৯, পোর্ট মোরেসবী, www.un-redd.org/UNREDD Programme/CounrtyActions/PapuaNewguinea/tabid/1026/language/enUS/Default.aspx. আরো দেখুন, চালাপান কেলুউইনের ‘অ্যাভাস্ট্যাভিং ক্লাইমেট চেঞ্জ: ডেভেলপিং এ পলিসি ফর পাপুয়া নিউগিনি. অনানুষ্ঠানিক পত্র নম্বর- ১ (পোর্ট মোরেসবীঃ ন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ২০০৮)।
৫. জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত ৫৬/২০০৮।
৬. *দি ইকোনমিস্ট* (যুক্তরাজ্য), ‘মানি গ্রজ অন ট্রিজ’, ৬ জুন ২০০৯।
৭. প্রাপ্ত।
৮. পিএনজি সংবিধানের চতুর্থ লক্ষ্য হল-‘পাপুয়া নিউগিনির বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের সামগ্রিক কল্যাণে দেশের বন সম্পদ ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান’।
৯. বন আইন (১৯৯১, সংশোধন ১৯৯৩, ১৯৯৬, ২০০০, ২০০৫ এবং ২০১০)।
১০. *নাপুয়া বিংগেডিং*, ‘কার্বন ট্রেড: ডু উই নো হোয়াট উই আর ডুয়িং’, এনআরআই, ভলিউম- ৩, নম্বর-৫ (পোর্ট মোরেসবীঃ জাতীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০০৯)।

নরওয়ে কি রেড নৌকায় আলোড়ন তুলছে?

মনোজ্ঞ নাদকারনি^১

বন উজাড় ও বন বিনাশ ঠেকিয়ে কার্বন নিঃসরণ কমানোকে বলা হয় রেড। ইংরেজিতে রিডিউসিং এমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টেশন এন্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন (রেড)। আন্তর্জাতিক দরকষাকষি আলোচনায় তুমুল আলোড়ন ও দেশের অবস্থানের মধ্যেও এই রেড তহবিলের প্রবাহ শুরু হয়েছে।

জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংকের তহবিলের অতিরিক্ত আরো কিছু দ্বিপাক্ষিক আর্থিক চুক্তিও রয়েছে। এসব চুক্তির মধ্যে প্রধান চুক্তিটি নরওয়ে ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে, ২০১০ সালের মে মাসে স্বাক্ষরিত হয়েছে। এক বিলিয়ন ডলারের চুক্তির অধীনে ইন্দোনেশিয়া অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রাকৃতিক বন ও কার্বন সমৃদ্ধ ভূমি এলাকা থেকে আহরণ করার নতুন পারমিট প্রদান বন্ধ করে দেয়ার অঙ্গীকার করেছে।^২ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবং ইন্দোনেশিয়ায় উভয় মহলের বন সুশীল সমাজ সংস্থাগুলো দাবি করছে যে এটি একটি পরিবর্তনের সূচনা।

একথা বলা যেতে পারে যে, এই আগাম পদক্ষেপ যে কোনো একটি বৈশ্বিক রেড কৌশল গ্রহণের আগে সম্মত হওয়া নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এতে অন্তত গতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রমাণ করছে যে কিছু দেশ রেড কৌশলের ওপর আস্থা রাখছে এবং দেখতে চায় যে এটি কাজ করছে।

অন্যদিকে, এই চুক্তির ব্যাপারে মারাত্মক অসন্তোষও রয়েছে। এক পর্যায়ে এই ধারণা হয়েছে যে রেড কৌশলের ভিত্তি হতে হবে বৈশ্বিক ঐকমত্যের ওপর এবং মোটেও দ্বিপাক্ষিক চুক্তিভিত্তিক নয় এবং নরওয়ের উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কাঠামো কনভেনশনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এছাড়া, এই চুক্তির অধীনে ১ বিলিয়ন ডলার খরচ করার ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়ার বন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সামর্থ্য রয়েছে কিনা, তা আরেকটি উদ্বেগের বিষয়।

ইন্দোনেশিয়ার বন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নির্ভেজাল থাকার রেকর্ড নেই। যেমন নিরীক্ষকরা প্রমাণ পেয়েছেন যে দেশটির রিফরেস্টেশন ফান্ডের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বন বিভাগ ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে ৫.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খুইয়েছে কেবল ‘পদ্ধতিতে আর্থিক অব্যবস্থাপনা ও জালিয়াতির’ কারণে।^৩

এছাড়া, কোপেনহেগেনে ইন্দোনেশিয়ার একজন প্রধান জলবায়ু আলোচক ও ইন্দোনেশিয়া রেড কর্মসূচির মূল স্থপতি ওয়ানডোজো মিসওয়ানতো ইন্দোনেশিয়ার দুর্নীতি দমন সংস্থার পক্ষ থেকে দুর্নীতির অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছেন।^৪ ২০০৮ সালে মিসওয়ানতো টেন্ডার প্রদানে পক্ষপাতিত্ব করার জন্য সুবিধা হিসেবে ৫০ মিলিয়ন ইন্দোনেশীয় রুপী (প্রায় ৪ হাজার ৬শ’ মার্কিন ডলার) গ্রহণ করার বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন।^৫

আরেকটি আকর্ষণীয় ঘোষণার বিষয় হচ্ছে যে ইন্দোনেশিয়া রেড কৌশলের কর্মকাণ্ড সমন্বয় করার জন্য এবং নরওয়ের তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করছে। এই সংস্থা বন মন্ত্রণালয়ের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে না এবং সরাসরি প্রেসিডেন্ট সুসিলো বামবাং ইউডোয়োনোর কাছে রিপোর্ট করবে।^৬ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানানো যেতে পারে তবে, একই সময়ে এই প্রয়াসের ফলে কিছুসংখ্যক কর্মকর্তার হাতে ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হতে পারে এবং ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার পরস্পরকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরো বেশি জটিল ও আমলাতান্ত্রিক হতে পারে। আর এসব হচ্ছে দুর্নীতি ঝুঁকির উদ্বেগের পাশাপাশি আশঙ্কার আলামত।

প্রেসিডেন্ট ইউধোয়োনো গত এপ্রিল মাসে বলেছিলেন যে, ইন্দোনেশিয়ায় বন ধ্বংস করার জন্য দায়ী হচ্ছে একটি অবৈধ কাঠ কাটা মাফিয়া গোষ্ঠী এবং অবৈধ কাঠ কাটা বন্ধ করার লক্ষ্যে একটি বিচার বিভাগীয় মাফিয়া টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। তবে, এই টাস্কফোর্স সদস্যদের মধ্যে কথিত স্বার্থের দ্বন্দ্বের জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।^৭

টিকা

১. মনোজ নাদকারনি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ফরেস্ট গভার্নেন্স ইনিশিটিভিটি পোগ্রামের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত।
২. জাকার্তা পোস্ট (ইন্দোনেশিয়া), ‘গভর্নমেন্ট মে নেম লোকাল ফার্ম অ্যাস ফ্যান্ড ম্যানেজার’, ১৬ আগস্ট ২০১০।
৩. রয়টার্স (যুক্তরাজ্য), ‘গ্রাফ্ট কুড জেওপারডাইজ ইন্দোনেশিয়া’স ক্লাইমেট ডিল্‌স’, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১০; জাকার্তা গ্লোব (ইন্দোনেশিয়া), ‘কেপিকে: গ্রাফ্ট কুড জেওপারডাইজ ইন্দোনেশিয়া’স ক্লাইমেট ডিল্‌স’, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১০।
৪. প্রাপ্ত।
৫. জাকার্তা পোস্ট (ইন্দোনেশিয়া), ‘ব্রাইব্‌স ওয়েন্ট টু ফরেস্ট্রি মিনিস্ট্রি অফিসিয়ালস: ট্রায়াল ওয়টনেস্’, ৩১ অক্টোবর ২০০৮।
৬. জাকার্তা পোস্ট (ইন্দোনেশিয়া), ‘এসবিওয়াই’স নিউ হার্ড অ্যাক্ট: টু মেক রেড্ড প্লাস ওয়ার্কস’, ৬ অক্টোবর ২০১০। ইন্দোনেশিয়া টুডে, ‘জুডিশিয়াল মাফিয়া ইরাডিকেশন টাস্কফোর্স আন্ডার প্রেসার
৭. ইন্দোনেশিয়া টুডে, ‘জুডিশিয়াল মাফিয়া ইরাডিকেশন টাস্কফোর্স আন্ডার প্রেসার’ ২ আগস্ট ২০১০।

‘একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হ’ল জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা। জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তার জন্য অর্থের প্রবাহ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এ প্রবাহ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বেড়ে বছর প্রতি বহু বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব তহবিলের স্বচ্ছ ব্যবহারের ওপর এর কার্যকারিতা নির্ভর করবে। বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদনে এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস স্থাপন ও জোরালো সমন্বয় সাধনে রক্ষাকবচের সমন্বিত মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। এই প্রকাশনাটি জলবায়ু নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের একটি প্রয়োজনীয় রেফারেন্স হিসেবে কাজে লাগতে পারে।’

সালিমুল হক, পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ।

‘জলবায়ু পরিবর্তনজনিত এই প্রকাশনাটি বিশেষজ্ঞদের ঝুঁকিসমূহ বিশ্লেষণে সহায়তা করতে পারে, এই ইস্যুর ব্যাপকতা ও জটিলতা ব্যাখ্যা করতে পারে এবং প্রস্তাবিত কৌশল ও সমাধানের দিক নির্দেশনা দিতে পারে। এটা একই সাথে একটি রেফারেন্স সোর্স এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বানও বটে।’

ডেভিড নুসবাম, প্রধান নির্বাহী, ডব্লিউডব্লিউএফ-ইউকে।

জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বিশ্বব্যাপী সাড়া সৃষ্টির জন্য নজিরবিহীন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, ব্যাপক অর্থনৈতিক বিনিময় ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ হস্তান্তরের প্রয়োজন। দুর্নীতি এই প্রচেষ্টা ব্যাহত করতে পারে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের গ্লোবাল করাপশন রিপোর্ট: ক্লাইমেট চেঞ্জ বইয়ের ভূমিকা ব্যাপক ভিত্তিক জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ উন্মোচনের ক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশনা হিসেবে অপরিসীম। এই বই থেকে নীতিনির্ধারক, অনুশীলনকারী ও অন্যান্য অংশীদাররা প্রয়োজনীয় ধারণা পেতে পারে যা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঝুঁকি অনুধাবন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। জলবায়ু সংক্রান্ত সুশাসনের মূল কাঠামো তৈরী প্রক্রিয়াধীন। পঞ্চাশের বেশি শীর্ষ বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষণার্থী এক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। এক্ষেত্রে চারটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

১. সুশাসন: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ব্যাপক সুশাসন চ্যালেঞ্জ রয়েছে।
২. প্রশমন: সততা ও জবাবদিহিতার সাথে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস।
৩. জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন: জলবায়ু বিষয়ক উন্নয়নে দুর্নীতি ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, অভিযোজন কৌশলসমূহে অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন।
৪. বনায়ন নিয়ন্ত্রণ: বনায়ন খাতে দুর্নীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা বাধ্যতামূলক হচ্ছে এবং বন নিধন বন্ধ ও বনায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কৌশলের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী একটি বৈশ্বিক সুশীল সমাজ সংগঠন। টিআই সারা বিশ্বে ৯০টিরও বেশি চ্যাপ্টার ও বার্লিনে আন্তর্জাতিক সচিবালয়ের মাধ্যমে দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং দুর্নীতি মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সরকার, ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

www.transparency.org

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই

বনানী, ঢাকা ১২১৩

ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৪৯০, ৮৮৫৪৪৫৬

ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১

ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

